ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।

গবেষক

মো : মনোয়ার পারভেজ মুন্না
রেজিস্ট্রেশন নং-৮০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত "ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

(মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না)
পিএইচ.ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১ ইং
রেজিঃ নং-৮০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহাম্‌দু লিল্লাহ্! সকল প্রশংসা ও অফুরন্ত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মহান করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে। যাঁর অপার কৃপায় এই অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক, শোষিত-বঞ্চিত মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, মুক্তির দিশারী বিশ্বনেতা খাতামুন্ নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি যাঁর পথনির্দেশনায় বিভ্রান্ত বিশ্বমানবতা ইসলামের চিরায়ত মুক্তির পথ পেয়েছে। তিনি অধিকারহারা অবহেলিত মানব শিশুকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়ে চিরবঞ্চনার অতল গহ্বর থেকে আলোকোদ্ভাসিত জীবনের মহাসড়কে নিয়ে এসেছেন। তাঁরই পথ ধরে বিশ্ববিবেক বিংশশতাব্দীর শেষপাদে এসে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-বাসিন্দা নবপ্রজন্ম-শিশুদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং শিশু- বান্ধব অধিকার সনদ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং এগিয়ে এসেছে শিশুদের সুরক্ষায়। 'Mankind owes the child the best it has to give' -সমাজের নিকট যে সব জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় তার প্রথম হকদার শিশুরা।'

আমি অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই সে সব মনীষী ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাঁরা শোষিত-বঞ্চিত মানব প্রজন্মের সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন এবং জাতীয়ভাবে দেশে দেশে অবহেলিত শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সনদ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের বাণী- ...لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ -'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; তাহলে আমি তোমাদের নি'আমত আরো বাড়িয়ে দেব...'(Avj KziAvb, 14 t 7), রাসূলের (স.) বাণী- 'যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা'(mbvb RvwgDZ wZiwghx)| কুর'আন ও হাদীসের এ নির্দেশনার অনুসরণে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যাঁদের অনুমোদন ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আমি আমার এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার সুযোগ পেয়েছি।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ঋণ স্বীকার করছি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমার গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক কীর্তিমান শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন। যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য যেমন গবেষণা কর্মের গতিকে ত্বরান্বিত ও সহজ করেছে, তেমনি অভিসন্দর্ভের গুণগত মানকেও বৃদ্ধি করেছে। নানাবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝে তিনি আমাকে যেভাবে সময় দিয়েছেন এবং তাগিদ দিয়েছেন তা শুধু একজন জ্ঞানতাপস ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমাকে চিরঋণী করেছে। আস্তাহ্ তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিফল দান করুন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি। বিশেষ করে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. এ.বি.এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল মালেক, প্রফেসর ড. আ.র.ম. আলী হায়দার, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, মরহুম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, মরহুম প্রফেসর আবদুল মান্নান খান, মরহুম প্রফেসর ড. আনসার উদ্দীন এবং আরবী বিভাগের প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান, প্রফেসর ড. ফজলুর রহমান ও মরহুম প্রফেসর ড. নুরুল হক প্রমূখ উস্লে ৩খযোগ্য।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ, দেশী-বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও রিসার্চ জার্নাল সংগ্রহের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, ইউনিসেফ লাইব্রেরি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় লাইব্রেরি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় লাইব্রেরি এবং বিভিন্ন এনজিও লাইব্রেরিতে গমন করেছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া বিভিন্ন মিডিয়া, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেটের মাধ্যমেও অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় বহু প্রতিথযশা মনীষী, গবেষক ও লেখকের গ্রন্থ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ও সংবাদ প্রভৃতি ব্যবহার করেছি। সে সব মনীষী, গবেষক ও লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আস্তাহ্ আমার এ প্রয়াস কবুল ও মঞ্জুর করুন! এ ক্ষুদ্র প্রয়াস শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত-নিগৃহীত শিশুদের জন্য হোক তাদের অধিকার আদায়ের মুখপত্র। অধিকারের সপক্ষে হোক বলিষ্ঠ দলিল। এর মাধ্যমে তারা মুক্তির দিশা পাক এবং এর ওয়াসীলায় পরকালে আমাদের নাজাতের পথ সুগম হোক- কায়মনোবাক্যে করুণাময় আস্তাহর সমীপে এই প্রার্থনা করছি। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক

মোঃ মনোয়ার পারভেজ মুন্না

প্রতিবর্ণায়ন

('আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

أ - অ	ط - ত	---ِ---া
ب - ব	ظ - য	---ُ---ু
ت - ত	ع - ‘	ي - ী
ث - ছ / স	غ - গ	و - ‘ঊ / ু
ج - জ	ف - ফ	
ح - হ	ق - ক	
خ - খ	ك - ক	
د - দ	ل - ল	
ذ - জ	م - ম	
ر - র	ن - ন	
ز - ঝ	و - ওয়া / অ	
س - স	ه - হ	
ش - শ	ء - ’	
ص - স	ي - য়	
ض - দ/য	---َ----া	

বি. দ্র.

⟶ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

⟶ যে সব 'আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলাভাষার অংশবিশেষ পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম সম্ভব অনুযায়ী ব্রত্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

(আ.)	: ‘আলাইহিস সালাম
আস-সুয়ূতী	: ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর
ইমাম আহমদ	: আহমদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম বুখারী	: আবূ ‘আব্দিস্তাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরা
ইমাম মুসলিম	: মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম আল-কুশাইরী
ইমাম আবূ দাউদ	: আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল ‘আশআস আস-সিজিস্তানী
ইমাম তিরমিযী	: আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন‘ ঈসা
ইমাম নাসায়ী	: আবূ আব্দির রহমান
ইমাম তাবারানী	: আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ
ইব্ন মাজাহ	: আবূ ‘আব্দিস্তাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	: মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফারাহ
(রহ.)	: রাহমাতুস্তাহি ‘আলাইহি
(রা.)	: রাদিআস্তাহু তা‘আলা ‘আনহু
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
আইএলও	: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
আইপিএইচএন	: জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউট
ইউনিসেফ	: জাতি সংঘ শিশু তহবিল
জিডিপি	: মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন
ডব্লিউএইচও	: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা
ডব্লিউএসসি	: বিশ্বশিশু সম্মেলন
ড্যানিডা	: ড্যানিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
বিবিএস	: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বিসিপিএস	: বাংলাদেশ জন্মনিরোধক ব্যবহার জরিপ
সিডও	: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ
সিডা	: সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
BRAC	: Bangladesh Rural Advancement Committee
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
ILO	: International Labour Organization
SAARC	: South Asian Association for Regional Co-operation
UNICEF	: United Nations Children’s Fund
ADB	: Asian Development Bank
GDP	: Gross Domestic Product
WHO	: World Health Organization

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয় বিন্যাস পৃষ্ঠা নং-

প্রত্যয়নপত্র III

ঘোষণাপত্র IV

কৃতজ্ঞতা স্বীকার V

প্রতিবর্ণায়ন VII

সংকেত বিবরণী VIII

সূচিপত্র IX

ভূমিকা ..... XIV-XVII

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম পরিচিতি ১৯-৮৮

১.১. ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৯

১. ১. ১. ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ ১৯

১. ১. ২. ইসলামের পারিভাষিক অর্থ ২১

১. ২. ইসলামের স্তম্ভসমূহ ৩১

১. ২. ১ : ঈমান পরিচিতি ও ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহ ৩২

১. ২. ২. সালাত ৪৪

১. ২. ২. ১. সালাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৪

১. ২. ২. ২. সালাত তথা নামায আদায়ের ফযীলত ৪৬

১. ২. ২. ৩. ইসলামে নামায তরককারীর বিধান ৪৯

১. ২. ৩. সাওম বা রোযা ৫০

১. ২. ৩. ১. সাওমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৫০

১. ২. ৩. ২. রমযান মাসের ফজীলত ও মর্যাদা ৫১

১. ২. ৩. ৩. রোযার ফযীলত ৫৬

১. ২. ৪. হজ্জ ৬২

১. ২. ৪. ১. হজ্জের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬২

Dhaka University Institutional Repository

১. ২. ৪. ২. হজ্জের ফযীলত ও গুরচত্ব ৬৩
১. ২. ৫. যাকাত ৬৬
১. ২. ৫. ১. যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬৬
১. ২. ৫. ২. যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব ৬৭
১. ২. ৫. ৩. যাকাতের তাৎপর্য ৬৭
১. ২. ৫. ৪. যাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত ৬৯
১. ২. ৫. ৫. যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব ৭১
১. ২. ৫. ৬. যাকাতের বিবিধ উপকারিতা ৭১
১. ২. ৫. ৭. যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ ৭২
১. ৩. ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী ৭৫
১. ৩. ১. ইসলাম সার্বজনীন ও কল্যাণধর্মী ৭৫
১. ৩. ২. ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম ৭৭
১. ৩. ৩. ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ৭৮
১. ৩. ৪. ইসলাম পরিপূর্ণ আদর্শ ৮৪
১. ৩. ৫. ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম ৮৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : শিশুর পরিচয়, মর্যাদা ও গুরচত্ব ৯০-১২৬
২. ১. শিশুর পরিচয় ৯০
২. ১. ১. শিশুর আভিধানিক অর্থ ৯০
২. ১. ২. শিশুর পারিভাষিক অর্থ ৯১
২. ২. শিশুর মর্যাদা ও গুরচত্ব ৯৬
২. ৩. শিশু প্রতিপালন পরিচিতি ১০০
২. ৩. ১. প্রতিপালনের আভিধানিক অর্থ ১০০
২. ৩. ২. প্রতিপালনের পারিভাষিক অর্থ ১০১
২. ৪. প্রতিপালনের স্তর ও ক্ষেত্রসমূহ ১০২
২. ৫. প্রতিপালনের ল্রক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

২. ৬. অভিভাবকের স্তরসমূহ ১০৫
২. ৭. শিশু মানব সভ্যতার ব্রহ্মকবচ ১০৭
২. ৮. শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১০৯
২. ৯.কন্যা শিশুর বিশেষ মর্যাদা ১১২
তৃতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও আইনে শিশু অধিকার ১২৮-১৯৭
৩. ১. জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ ১২৮
৩. ২. বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতায় শিশু পরিস্থিতি ১৭১
৩. ৩. বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মে শিশু অধিকার ১৭৮
৩. ৩. ১. হিন্দু আইনে ১৭৯
৩. ৩. ২. বৌদ্ধ ধর্মে ১৮১
৩. ৩. ৩. ইয়াহুদী ধর্মে ১৮৩
৩. ৩. ৪. খ্রিস্টান ধর্মে ১৮৩
৩. ৩. ৫. ইসলামী আইনে ১৮৭
চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহ ১৯৯-২৪৬
৪. ১. সন্তান ভূমিষ্টকালীন সময়ে করণীয় ১৯৯
৪. ১. ১. সন্তানের মুখে মিষ্টি দ্রব্য দেয়া ২০০
৪. ১. ২. সুন্দর নাম রাখা ২০১
৪. ১. ৩. নাম সরকারের রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ ২০২
৪. ১. ৪. মাথার চুল মুণ্ডন করা ২০৩
৪. ১. ৫. আকীকাহ করা ২০৩
৪. ১. ৬. খাতনা (মুসলমানী) করা ২০৪
৪. ২. বুকের দুধ খাওয়ানো ২০৫
৪. ২. ১. স্তন্যদান পরিচিতি ২০৬
৪. ২. ২. স্তন্যদান বৈধতার দলীল ২০৭
৪. ২. ৩. স্তন্যদানের মজুরি গ্রহণে মাতার অধিকার ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. ২. ৪. মাহরামকারী স্তন্যদান ও মাহরাম হওয়ার দলিল ২১০
৪. ২. ৫. মৃত নারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া ২১০
৪. ২. ৬.স্তন্যদানের জন্য আগে গর্ভবতী হওয়া ২১১
৪. ২. ৭. কাফেরের স্তন্য পান ২১২
৪. ৩. সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা ২১২
৪. ৪. সুষ্ঠু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা ২১৪
৪. ৫. মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার প্রতি সযত্ন থাকা ২১৬
৪. ৬. প্রশংসা ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ সাধন ২১৮
৪. ৭. কুর'আন হিফ্জ ও নৈতিক শ্রিক্ষ প্রদান ২২০
৪. ৮. অভ্যাস ও আদর্শের মাধ্যমে সন্তানের পরিচর্যা করা ২২৩
৪. ৯. মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ শ্রিক্ষ দেয়া ২২৬
৪. ১০. বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নকরণের সন্তানকে উৎসাহ দেয়া ২২৮
৪. ১১. সন্তানকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা ২২৯
৪. ১২. সন্তানকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলা ২২৯
৪. ১৩. আনুগত্য ও অনুসরণ ২৩১
৪. ১৩. ১. আনুগত্যের পরিচয় ২৩১
৪. ১৩. ২. আনুগত্যের শর্তাবলী ২৩১
৪. ১৩. ৩. আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিশুর প্রশ্রিক্ষা ২৩২
৪. ১৪. সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ২৩৩
৪. ১৫. অর্থবহ সত্য গল্পের মাধ্যমে প্রতিপালন ২৩৫
৪. ১৬. বিভিন্ন কাজের জন্য প্রতিদান দেয়া ২৩৭
৪. ১৭. সন্তানদের তিরস্কার ও বদ দু'আ না করা ২৩৮
৪. ১৮. অনৈতিক কাজের জন্য শাস্তিপ্রদান করা ২৩৮
৪. ১৯. শাস্তি প্রদানে কতিপয়ত্রচ্টি-বিচ্যুতিসমূহ ২৪০
৪. ২০. মিথ্যাবলা পরিত্যাগ করা ২৪০
৪. ২১. সন্তানকে সাহসিকতায় অভ্যস্ত করা ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

৪. ২২. সন্তানের সুস্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা ২৪২
৪. ২৩. সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা সন্তানকে শিক্ষা প্রদান ২৪৪
৪. ২৪. সন্তানের প্রতি অভিভাবকের স্নেহ ও উদারতা প্রদর্শন ২৪৫

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রসঙ্গ ২৪৮-২৭৮

৫. ১. পরিচয়হীন শিশু (জারজ সন্তান)-এর পরিচয় ২৪৮
৫. ২. পথ শিশুর পরিচয় ২৪৯
৫. ৩. ইয়াতীম শিশু ২৪৯
৫. ৪. শিশু অসহায় হওয়ার প্রধান কারণ ২৫০
৫. ৫. পরিচয়হীন শিশুর নিরাপত্তা আইন ২৫৯
৫. ৬. পথ শিশুর নিরাপত্তা আইন ২৬৪
৫. ৭. ইয়াতীম শিশুর নিরাপত্তা আইন ২৭২
৫. ৮. অসহায় শিশুর অভিভাবক প্রসঙ্গ ২৭৭

উপসংহার..... ২৮০-২৮৬

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮-৩০০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلـــــين سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و أصحابه أجمعين.

শিশু মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। ইসলামী জীবন দর্শনে মানব সন্তান তথা মানবশিশু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নি'য়ামত। পিতা-মাতার চোখ জোড়ানো ধন। মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। মানবশিশু পবিত্র দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক বিমল পুষ্প বিশেষ। এই মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলাম আপোষহীন। ইসলাম মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, লালন-পালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ তাকিদ দেয়। নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য। বিশেষ করে শিশু অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অনুপম ও অতুলনীয়। শিশুরা নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবীতে পদার্পণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সম্পদ ও শিশুরা এই বিশ্বজীবনের ভূষণ" (আল-কুর'আন, ১৮:৪৬) পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে শিশু-অধিকারের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আজকের শিশু দেশ-জাতি ও পৃথিবীর সোনালী ভবিষ্যতের নির্মাতা। শিশুর অধিকার ও সার্বিক বিকাশের বিষয়টি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আদর্শ জাতি গঠনে শিশুদের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ, যেখানে জাতির ভবিষ্যত স্থপতিগণ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারবে। শিশুদের জন্য এরূপ একটি পরিবেশ গঠন কারও দয়া বা অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন শিশুর অধিকার সম্বলিত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়ন। বিংশ শতাব্দীতে এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকারের উপর বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শিশু একাডেমী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বহুমুখী কর্ম-পরিকল্পনা। দেশী ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী সেবা সংস্থাসমূহও (NGO'S) শিশুদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও শিশুরা অনেক প্রাপ্য

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠা, প্রতিপালন, শ্রিজ্ঞ, পুষ্টি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিশুরা নির্যাতন, অমানবিক শ্রম, পাচার, যৌন হয়রানিমূলক নানা সমস্যায় নিপতিত। এ সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান ও এ থেকে উত্তরণের জন্য কতিপয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান ও শিশুদের প্রতি সকলের সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের অধিকার যাতে কোনভাবেই খর্ব না হয় সেবিষয়ের প্রতি ল্রক্ষ্য রেখেই আমি আমার গবেষণাকর্ম হিসেবে পরিবর্তিত প্রস্তাবিত বিষয়টিকে গবেষণার শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

মানব শিশু তথা সকল প্রাণীর বাচ্চা এমনকি উদ্ভিদ জগতের জন্ম ও সৃষ্টি কৌশল আস্তাহর এক অপরিমেয় কুদরত। মানবীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা এখানে অকার্যকর। পৃথিবীতে মানব প্রজন্মের ধারা এবং নারী ও পুরচষের ভারসাম্য ব্রক্ষর্থে আস্তাহ তা'আলার কুদরতের অন্যতম সৃষ্টি এই মানব প্রজন্ম তথা মানব শিশুর জন্ম। মানব শিশুর জন্মদান মানুষের ইচ্ছায় হয় না, এটা সম্পূর্ণ আস্তাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানব শিশুর গুরচত্বের কথা বিবেচনায় রেখে তাদের প্রতি যথার্থ আচরণ ও ব্যবহার করা সকলের গুরচত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আধুনিক ভোগবাদী চিন্তাধারায় মানুষের সুখ-শান্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় এই মানব শিশুর প্রতি নানা রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ল্রক্ষ করা যায়। এসব দম্পতি স্বাস্থ্যহানি ও ভোগের সুযোগ কমে যাবে মনে করে সন্তান গ্রহণ করতে চায় না। অনেকে তো বিয়ে করতেও রাজি নয়। তারা চায় বিবাহ বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। বিয়ের বন্ধন ছাড়াই তারা যৌন স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের কারণে এসব অবৈধ কাজ অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে গেছে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ও মুসলমানের সু-সন্তান কামনাই স্বাভাবিক। একজন ভাল মানুষ অবশ্য শিশু-সন্তানের উজ্জ্বল সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে। কাজেই একজন ভাল মানুষের কাছে মানব শিশুর গুরচত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে একটি মৌলিক গবেষণা রচিত হলে এবং এর প্রস্তাবিত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশু তার মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত হয়ে সমাজ জীবনে সুখী ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে স্রক্ষম হবে।

"ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষপট" শীর্ষক এ গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১. ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা।
২. অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা।
৩. জন্মকালীন শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা।
৪. শিশুর স্নেহ-মমতা পাবার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা।
৫. শিশুর প্রতিপালিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল অধিকার রয়েছে সেসম্পর্কে বর্ণনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬. শিশুর জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

৭. শিশুর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে কী হওয়া দরকার সেসম্পর্কে আলোচনা করা।

৮. শিশুর শ্রিজ্ঞ ও প্রশ্রিজ্ঞা লাভের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা প্রসঙ্গে আলোচনা করা।

৯. শিশুদের নৈতিক শ্রিজ্ঞ পাওয়ার মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা সহ শিশুর অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং

১০.শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয় কী সেসম্পর্কে আলোচনা করা।

এ গবেষণা কর্মটির কাঙ্খিত ফলাফল হচ্ছে এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি যথারীতি সম্পন্ন হলে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। বিশেষতঃ মুসলিম জাহানের মুসলমানগণ তাদের শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে।

উক্ত গবেষণাকর্মটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে এবং এর শিরোনাম বিষয়বস্তু, ল্রজ্ঞ-উদ্দেশ্য, গুরচত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিচারে গবেষণাকর্মটিকে একটি ভূমিকা, পাঁচটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিন্যস্ত করা হবে এবং পরিশেষে গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হবে। প্রতিটি অধ্যায়ে একাধিক পরিচ্ছেদে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হবে :

প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : ইসলামের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, ইসলামের পারিভাষিক অর্থ, ইসলামের স্তম্ভসমূহ, ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিশুর পরিচয়, মর্যাদা ও গুরচত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : শিশুর আভিধানিক অর্থ, শিশুর পারিভাষিক অর্থ, শিশুর মর্যাদা ও গুরচত্ব, শিশু প্রতিপালন পরিচিতি, প্রতিপালনের স্তর ও ক্ষেত্রসমূহ, প্রতিপালনের ল্রজ্ঞ ও উদ্দেশ্য, অভিভাবকের স্তরসমূহ, শিশু মানব সভ্যতার ব্রজ্ঞকবচ, শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম, কন্যা শিশুর বিশেষ মর্যাদা ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম ও আইনে শিশু অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। যেমন : জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ, বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতায় শিশু পরিস্থিতি, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মে শিশু অধিকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকারসমূহ যেমন : সন্তানের মুখে মিষ্টি দ্রব্য দেয়া, সুন্দর নাম রাখা, নাম সরকারের রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ, মাথার চুল মুণ্ডন করা, আকীকাহ করা, খাতনা (মুসলমানী) করা, বুকের দুধ খাওয়ানো, সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা, সুষ্ঠু চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার প্রতি সযত্ন থাকা, প্রশংসা ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শিশুর বিকাশ সাধন, কুর'আন হিফ্জ ও নৈতিক শ্রিক্ষ প্রদান, অভ্যাস ও আদর্শের মাধ্যমে সন্তানের পরিচর্যা করা, মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ শ্রিক্ষ দেয়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নকরণের সন্তানকে উৎসাহ দেয়া, সন্তানকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা, সন্তানকে আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলা, আনুগত্য ও অনুসরণ, সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অর্থবহ সত্য গল্পের মাধ্যমে প্রতিপালন, বিভিন্ন কাজের জন্য প্রতিদান দেয়া, সন্তানদের তিরস্কার ও বদ দু'আ না করা, অনৈতিক কাজের জন্য শাস্তিপ্রদান করা, শাস্তি প্রদানে কতিপয়ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ, মিথ্যাবলা পরিত্যাগ করা, সন্তানকে সাহসিকতায় অভ্যস্ত করা, সন্তানের সুস্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা সন্তানকে শ্রিক্ষ প্রদান, সন্তানের প্রতি অভিভাবকের ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রসঙ্গ যেমন : পরিচয়হীন শিশু (জারজ সন্তান)-এর পরিচয়, পথ শিশুর পরিচয়, ইয়াতীম শিশু, শিশু অসহায় হওয়ার প্রধান কারণ, পরিচয়হীন শিশুর নিরাপত্তা আইন, পথ শিশুর নিরাপত্তা আইন, ইয়াতীম শিশুর নিরাপত্তা আইন, অসহায় শিশুর অভিভাবক প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি উপসংহার যেখানে গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্যাস আলোচনা করা হয়েছে। এবং সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq : Bmjvg cwiwPwZ

1.1. Bmjv‡gi AwfawbK I cwifwlK msÁv

ইসলাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত মানবজীবনের জন্য একটি মনোনীত জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সুশীতল পরশে জ্ঞানান্ধ, পথভ্রষ্ট, সত্যবঞ্চিত ও বিপথগামী মানবসমাজ পেয়েছে সত্যপথের দিশা। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী এক আসমানী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল-কুরআনুল কারীম। আর এ গ্রন্থের কারণে পথভোলা মানুষের চোখের সামনে থেকে ভ্রান্তির মোহজাল ছিন্ন হলো; এক অপার্থীব রোশনীতে উদ্ভাসিত হলো তার অন্তর। জীবনের প্রতিটি-ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে ইসলাম।

1. 1. 1. Bmjvg k‡ãi AwfawbK A_

ইসলাম (إسلام) শব্দটি (سلم) সালমুন ও (سلم) সিলমুন শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি।[১]

কেউ কেউ বলেন : ইসলাম (إسلام) এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পন করা, শান্তির পথে চলা ও মুসলমান হওয়া।[২]

---

১. এছাড়া আরো কিছু অর্থ রয়েছে। যেমন : সন্ধি ও বিরোধিতা পরিত্যাগ, আনুগত্য ও যুদ্ধ-সংঘাত ত্যাগের জন্য শান্তি প্রস্তাব, ইসলামী বিধান, যুদ্ধ পরিহার করার ও আত্মসমর্পন করার প্রস্তাব।
-আল-জামাখশারী, আবূ আব্দিল্লাহ্ মাহমূদ ইব্ন উমার Avj-Kvkkvd ÔAvb nvKwqwKj MvIqwgwRZ Zvbhxj Iqv ÔDqbj AvKvexj dx DRwnZ ZvÕexj, (মিশর : মুস্তফা আল-বাবী আর-হালবী, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ), ১ খ., পৃ. ১২৮।
ব্যবহারিক বাংলা অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলাম শব্দের অর্থ প্রাকৃতিক শান্তির ধর্ম, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন, হযরত মুহাম্মদ (সা) একে পূর্ণতা দান করে প্রচার করেন।
-ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, e¨enwiK evsjv Awfavb, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করন ডিসেম্বর ১৯৭৪ ও জুন ১৯৮৪ইং), পৃ. ১৪৪।
-আল-কুরআনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাল্‌ম (سلم) শব্দটির উল্লেখযোগ্য অর্থগুলো হলো : সিল্‌ম (سلم) শান্তি, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র থাকা, সন্ধি ও নিরাপত্তা, আনুগত্য ও হুকুম পালন।
-তাব্বারাহ, আফীফ আবুল ফাত্তাহ, i¡ûÏxb Avj-Bmjvgx, (লেবানন, বৈরুত: দারুল ই'ল্‌ম লিলমালাইন, ১৯৮৫ইং), পৃ. ১৩; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কার হলো-সুনিশ্চিতভাবে ইসলামে আল্লাহর বিধানাবলীর আনুগত্যে, তাঁর বিরোধিতা পরিত্যাগ দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে। অনুরূপভাবে সাম্যের বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে : "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিই মুহাজির যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে হিজরত করে বা পরিত্যাগ করে।"[৩]

এদিক থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের শাব্দিক অর্থ সকল প্রকারের আনুগত্যকে শামিল করে যখন আত্মসমর্পন ও দ্বীনদারী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আসে উল্লেখিত অর্থসমূহের মধ্যে 'শান্তি, পবিত্র, দোষ-ত্রুটিমুক্ত' অর্থগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

---

২. আল-কুর'আনুল কারীমে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে ইসলাম শব্দটি যুদ্ধ পরিহার অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا "যদি তারা যুদ্ধ পরিহারে সম্মত হয়, তাহলে আপনিও তাতে সম্মত হোন।"

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬১।

আর শরীয়াতের বিধানের অর্থেও ইসলাম ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধানের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২০৮।

শান্তি কামনার অর্থেও পবিত্র কুর'আনে ইসলাম শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সালাম ব্যতিরেকে অন্যদের ঘরে প্রবেশ করিও না।"

-Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নূর, ২৪ : ২৭।

৩. মূল হাদীস :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

বুখারী, আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ, Avj-RwgÛ Avm-mnxn Avj-gmbv' wgb Dgwi ivmj mvjøvjøvû ÛAvjvBwn Iqvmvjøvg wgb mbwbwn Iqv AvBqwgwn, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), ১খ., পৃ. ১৫; হাদীস নং-৯ ;

Dhaka University Institutional Repository

1. 1. 2. Bmjv‡gi cwifwlK A_

আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"[৪]

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "ইসলাম হচ্ছে, তুমি স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে সাওম পালন এবং সঙ্গতি থাকলে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ পালন করবে।"[৫]

এ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের মধ্যে কতগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে। যেমন: ক. স্বাক্ষ্য দেয়া এবং বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ এক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, খ. সালাত কায়েম করা, গ. যাকাত প্রদান করা, ঘ. রমযান মাসে রোজা রাখা,ঙ. স্বক্ষম হলে হজ্জ করা।

Bgvg dLi"Ïxb Avi-ivhx (in.) ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন :

الإسلام هو الدخول في الإسلام أى في الانقياد والمتابعة.

---

৪. উপর্যুক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানবজীবনের সকল প্রকার বিধি-বিধান যে জীবনব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তা হলো ইসলাম। এটিই হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

" আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"

-Avj KiAvb, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৯

৫ মুল হাদীস :

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة وصوم رمضان وحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا .

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৪, হাদীস নং : ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

"আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের নিমিত্তে ইসলামে প্রবেশ করাই ইসলাম।"[৬]

Avdxd Ave' j dvËvn ZveŸvivn এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

الإسلام هو توحيد الله والانقياد والخضوع وإخلاص الضميرله والإيمان بالأصول الدينية التي جاءت من عند الله.

"একনিষ্ঠভাবে ও একাগ্রচিত্তে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর তাওহীদের উপর আত্মসমার্পন ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উসূল তথা মৌলিক বিষয় সমুহের উপর বিশ্বাস করার নামই হলো ইসলাম।"[৭]

সারকথা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান সমূহকে পালন করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করত: নবী করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করার নামই ইসলাম।

Bmjvg m¤ú‡K kvnIqvwjDjøÍvn †'njfxi wPšÍvaviv : পবিত্র কোরআন শরীফ ও সুন্নতে তিনটি ধারা তিনি চালু করেছিলেন। যা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। বর্তমানে আমরা সেই তিনটি ধারার পরিচয় দিব। সে গুলো নিম্নরূপ :

১. ঈমান তথা আকীদা[৮]

---

৬ আল-রাযী, ফখরুদ্দীন, তাফসীর-ই- কাবীর, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২৬৮

৭ আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

G cm‡½ W. BDQd nv‡g' Avj-Av‡jg বলেছেন : "অবশ্যই ইসলাম হলো এক আল্লাহর জন্য অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী আনুগত্য করা, যে সকল বিধান পালনের দ্বারা ইবাদত হয় এবং অনুসরণ ও পরিচালনার দ্বারা হেদায়েত করা হয়।"

-ড. ইউছুফ হামেদ আল-আলেম, Avj-gmwjnvZjÛ Av¤§v wjk kixqwZj Bmjvwgqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

W: gnv¤§' Avãjøvn 'viivR বলেছেন : "ইসলাম হলো মনে প্রাণে মেনে নেয়া, যা মুখের স্বীকৃতি দ্বারা হোক, কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালনে হোক। আর উহার মূল বস্তু হলো অন্ত:করণ দ্বারা সত্য বলে মেনে নেয়া।"

- ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ দাররাজ, Av'Øxb, (মিশর: আসসায়াদা: ১৩৮৯ হিজরী) পৃ. ৪৪, ও আশ-শাইখ মুস্তফা আব্দুর রাজ্জাক এর গবেষণা প্রবন্ধ, ১ম খন্ড, (রিয়াদ: দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়াহ, তারীখ বিহীন) পৃ. ৭৯।

gvIjvbv gnv¤§' Avãi ivnxg (in.) বলেন : "ইসলাম হলো, আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, তার নিকট আত্মসমর্পন করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধানানুসারে জীবন যাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধানানুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম বা মুসলমান।"

- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ‰'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮. শাহাদাহ বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের এবং রসূলের রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করা। ইসলামী পরিভাষায় একে ঈমানও বলা হয়। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান পালনকে প্রকৃত ঈমান বা শাহাদাহ বলা হয়। আমরা শাহাদাহ-এর সংজ্ঞা পাঁচ কলেমার অর্থের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে দিতে পারি :

Kv‡jgv‡q ZvB‡q¨ev : "আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসূল"।

Kv‡jgv‡q kvnv'r : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা:) তার বান্দা ও প্রেরিত রসূল।"

Kv‡jgv‡q ZvInx' : "আল্লাহ ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য অন্য কেউ নেই। তিনি অংশীবিহীন এক ও অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ (সা:) মুত্তাকীগণের অগ্রগামী ও বিশ্ব পালকের প্রেরিত রসূল।"

Kv‡jgv‡q ZvgRx' : "তুমি ব্যতীত কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নেই। তুমি জ্যোর্তিময় আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছে কর নিজ জ্যোতি দেখিয়ে থাক। মুহাম্মদ (সা:) প্রেরীত পুরুষগণের অগ্রগামী এবং শেষ নবী।"

Cgv‡b gRgvj : "সর্বাধিক নাম এবং গুণ বিশিষ্ট আল্লাহর ওপর আমি ঈমান আনলাম এবং তাঁর আদেশ ও বিধানগুলো মেনে নিলাম।"

Cgv‡b gdv"Qvj : "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ, প্রেরিত রসূল, কিয়ামত এবং মৃত্যুর পর পুর্নজীবন লাভ এই সবের ওপর আমি ঈমান আনলাম।"

উল্লিখিত কালেমা সমূহের যাবতীয় বিষয়ের ওপর বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়া এবং কাজে পরিণত করাই শাহাদাহ বা সাক্ষ্য। পরিশেষে আমরা বলতে পারি– আল্লাহর অস্তিত্ব ও যাবতীয় গুণাবলী এবং রসূলের জীবনাদর্শকে বিশ্বাস করা, স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া এবং আল্লাহর ও রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধানকে মেনে চলাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে শাহাদাহ।

Cgv‡bi kvLv mgn

ঈমানের শাখা সর্বমোট ৭৭টি। এগুলো নিম্নরূপ :

১। বিশ্বাস সম্বন্ধীয় শাখা-৩০টি

২। মৌখিক কর্ম সম্বন্ধীয় শাখা-৭টি

৩। দৈহিক কর্ম সম্বন্ধীয় শাখা-১৬টি

৪। নিকটবর্তী লোকদের অধিকার-৬টি

৫। মানবজাতি বা সাধারণ মানুষের প্রতি-১৬টি

wekvm m¤Üxq kvLv 30wU wb¤ir‚c :

১। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা।

২। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও কর্মে বিশ্বাস করা।

৩। আসমানী সকল কিতাবের ওপর বিশ্বাস করা।

৪। আল্লাহর প্রেরিত রসূল ও নবীদের ওপর বিশ্বাস।

৫। পরকালের হিসাব-নিকাশের ওপর বিশ্বাস।

৬। তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস।

৭। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস।

৮। বেহেশতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

৯। জাহান্নামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা ও শোকর আদায় করা।
১১। রসূল (সা:)- এর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম, আনসার ও মুহাজিরদেরকে ভালবাসা, সম্মান ও অনুসরণ করা।
১২। আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাস করা।
১৩। ইখলাস বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রার্থনা করা।
১৪। পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা।
১৫। আল্লাহকে ভয় করা।
১৬। আল্লাহর রহমতের আশা করা।
১৭। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।
১৮। আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
১৯। আল্লাহর অংগীকার পূরণ করা।
২০।বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা।
২১। বড়দেরকে সম্মান করা।
২২। ছোটদেরকে স্নেহ করা
২৩। মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
২৪। অহংকার পরিত্যাগ করা।
২৫। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা।
২৬। হিংসা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করা।
২৭। অশ্লীলতা পরিহার করা।
২৮। ক্রোধ পরিত্যাগ করা।
২৯। ধোকাবাজি পরিহার করা।
৩০। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা।

‡gŠwLK Kg m¤ú‡K 7wU kvLv wb¤i¡c :

১। মুখে আল্লাহর কালেমা উচ্চারণ করা।
২। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৩। ইল্‌ম হাসিল করা।
৪। অপরকে ইল্‌ম শিক্ষাদান করা।
৫। নিজের জন্য ও অপরের জন্য মুক্তির দোয়া করা।
৬। আল্লাহর যিক্‌র ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৭। ক্রোধান্বিত বাক্য পরিত্যাগ করা।

‰‘wbK Kg m¤ú‡K 16wU kvLv wb¤i¡c :

১। পবিত্রতা অর্জন করা।
২। আহকাম ও আরকানসহ সালাত আদায় করা।
৩। সদকা, ফিতরা, যাকাত আদায় করা।
৪। ফরয ও নফল সিয়াম আদায় করা।
৫। হজ্জ ও উমরা আদায় করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ইল্‌ম অর্জনের জন্য এবং ইবাদাতের জন্য ই'তিকাফ করা।
৭। মান্নত আদায় করা।
৮। দ্বীন হিফাজতের জন্য হিযরত করা।
৯। শপথ রক্ষা করা।
১০। কাফফারা আদায় করা।
১১। নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঢেকে রাখা।
১২। জেনে কুরবানী আদায় করা।
১৩। জানাযার সালাত আদায় করা।
১৪। ঋণ পরিশোধ করা।
১৫। বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা।
১৬। গোপন না করে সত্য সাক্ষ্য দেয়া।

wbKUeZx †jvK‡'i 'wqZ I KZe¨ m¤úKxq 6wU kvLv wb¤i¡c :

১। বিবাহের মাধ্যমে অশ্লীলতা থেকে নিজেকে পুত: পবিত্র রাখা।
২। কর্মচারী ও খাদেমের হক আদায় করা।
৩। পিতার সাথে সন্তানের সম্মানজনক কথাবার্তা বলা।
৪। পিতা কর্তৃক সন্তানদের ভালভাবে প্রতিপালন করা।
৫। নিকটবর্তী লোকদের প্রতি দয়া করা।
৬। বড়দের নির্দেশ মান্য করা।

gvbeRwZ Z_v mvaviY gvb‡li cwZ 18wU KZe¨ wb¤i¡c :

১। ন্যায় বিচার করা।
২। সত্যবাদীদের সাথে থাকা।
৩। শরীয়তের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচারণ না করা।
৪। মানব-কল্যাণে ঋণ ব্যবহার করা।
৫।সৎ কাজে সাহায্য করা।
৬। অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করা।
৭। শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করা।
৮। জিহাদ করা যুদ্ধে পরিখা হিফাযত করা।
৯। আমানত আদায় করা।
১০। ঋণ গ্রহণ ও ঋণ আদায় করা।
১১। প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও তাদের সম্মান করা।
১২। বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা।
১৩। সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যয় করা।
১৪। সালাম দেয়া ও এর উত্তর দেয়া।
১৫। হাঁচির উত্তর দেয়া।
১৬। দুনিয়াকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা।
১৭। অনর্থক খেলাধূলা পরিহার করা।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলাম তথা আহকাম (ইবাদত) [৯]

১৮। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

৯. Bev'‡Zi †kYx web¨vm

ঈমাম গায্যালীর মতে ইবাদতকে ১০ (দশ) ভাগে ভাগ করা যায়।[৯] যথা : (১) ইল্‌ম, (২) আকাইদ, (৩) তাহারাত (৪) সালাত (৫) সিয়াম (৬) হজ্জ (৭) যাকাত (৮) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত (৯) যিক্‌র, তসবীহ তাহলীল ও দোয়া ইত্যাদি (১০) তারতিবুল আওরাদ।

নিম্নে ইবাদতের শ্রেণী বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

1. Bjg : আল্লাহ মানুষকে ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করা ফরয করেছেন। কারণ মানুষ জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। মহানবী (সা:) বলেছেন– 'জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যাও।' সুতরাং জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই অন্ধকার থেকে দূরে থাকা যায়।
2. AvKvB' : আল্লাহ যে এক, তার কোন অংশীদার নেই এবং নবী করীম (সা:) যে তারই প্রেরিত রসূল, তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, এবং মৃত্যুর পর সে জীবিত হবে হাশরের মাঠে তার বিচার হবে এ সম্পর্কে পুরাপুরি বিশ্বাস করতে হবে।
3. ZvnvivZ : তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে বেশী পছন্দ করেন। অপবিত্র বা নোংড়ামিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই আল্লাহর ইবাদতগুলো পূত: ও পবিত্রভাবে পালন করতে হবে।
4. mvjvZ : আল্লাহ মানুষের জন্য যে পাঁচটি ইবাদতকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে সালাত মানুষের ব্যক্তিগত জীবন তথা সমাজ জীবন পূত:পবিত্র রাখতে সাহায্য করে। সালাত মানুষকে অসৎ কর্ম থেকে দূরে রাখে। তাই নবী করীম (সা:) বলেছেন "সালাত বেহেশতের চাবী।" কুরআনে সালাত সম্পর্কে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন "গোসল করলে শারীরিক ময়লা দূর হয়, আর সালাত আদায় করলে মানসিক ময়লা দূর হয়।"
5. wmqvg : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চতুর্থ স্তম্ভ হল সিয়াম। সিয়াম আরবী শব্দ। এর অর্থ হল– কোন কিছু থেকে বিরত থাকা বা পরিত্যাগ করা। প্রত্যেক বয়সপ্রাপ্ত মুসলমান সন্তান– এর ওপর রমযান মাসেরসিয়াম পালন ফরয।
6. n¾ : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ হল পঞ্চম স্তম্ভ। আভিধানিক অর্থে : কোন পবিত্র স্থান দর্শনের সংকল্প করা, কোন স্থানে গমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা। ইসলামী পরিষাভায় : নির্দিষ্ট দিনসমূহে পবিত্র কাবাগৃহ এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি পবিত্র স্থানে আল্লাহর রসূলের নির্দেশ অনুসারে অবস্থান করা, যিয়ারত করা এবং অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো হজ্জ। হজ্জের মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়।

   এ প্রসংগে আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন– 'কাবা শরীফের ঘর যিয়ারত করা সেই সকল লোকের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা সেখানে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে।"
7. hvKvZ : যাকাত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশুদ্ধ হওয়া, পবিত্র হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বিকশিত হওয়া। পারিভাষিক অর্থে : যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করে ধন সম্পদ পবিত্র করা তথা নিজের নাফসানিয়াত, সমাজ ও পরিবেশকে সকল প্রকার লাঞ্ছনা, সংকীর্ণতা ও

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্রের হাত থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সামর্থবান লোকের ওপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। হাদীসের ভাষা– "যারা যাকাত দেয় না, তারা মুশরিক।"

সুতরাং আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করণের জন্যেই ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

8. KiAvb wZjvIqvZ : আল কুরআন এমনি একটি মহাগ্রন্থ যা মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে। তাই কুরআন তিলাওয়াত করা অপরিহার্য। কুরআনের এক হরফ পড়লে দশ নেকী পাওয়া যায়।

আল্লাহ রববুল আলামীন কুরআন নাযিলের রাত্রিকে হাজার মাসের ইবাদতের অধিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এর তিলাওয়াতের ফযীলতও অসীম।

9. whKi I †'vqv : আল্লাহ মানুষকে তার প্রতি যিক্র করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন– "তোমরা আমার ছাড়া অন্য কোন উপাসকের গুণ কীর্তণ করো না।" তাই মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ধ্যান ও খেয়ালে আল্লাহ্র যিক্র করা আবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতিতে আল্লাহর সৃষ্টির সমস্ত জীবকুল আল্লাহর যিকরে সদা মশগুল।

10. ZviZxej AvIiv' : তারতীবুল আওরাদ মানে হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে মানা। তার মানে বড়কে বড়, ছোটকে ছোট হিসেবে মনে করে তার গুরুত্ব অনুযায়ী মেনে চলা এবং ফরযকে ফরয, ওয়াজিবকে ওয়াজিব, সুন্নাতকে সুন্নাত, মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব হিসেবে পালন করা।

gqvgvjv‡Zi †kYx web¨vm

ইমাম গায্যালীর মতে মুয়ামালাতকে দশ ভাগে ভাগ করা যায়[১]। যেমন : (১) খানাপিনা (২) নিকাহ (৩) হারাম-হালাল (৪) রোজগার (৫) দুস্তি সোহরাত (৬) নির্জনবাস (৭) সফর (৮) পিতামাতা ও সন্তানের হক (৯) ইয়াতীম মিসকীন, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা ও যাবতীয় সৃষ্টির হক (১০) মুরব্বীদের হক।

msw ÿ ß Av‡jvPbv :

1. Lvbwcbv : খানাপিনা মানুষের জন্য অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় দিক, যা না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। খানা অর্থ খাওয়া-দাওয়া, পিনা অর্থ পান করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে যে সমস্ত খানাপিনাগুলো অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তা থেকে দূরে থাকতে হবে।
2. wbKvn : নিকাহ অর্থ বিবাহ। বিবাহ যদিও একটি দেওয়ানী চুক্তি তবু পারিবারিক জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিবাহের মাধ্যমেই সমাজ পূত পবিত্র হয় এবং আল্লাহর নবীর পথ অনুসৃত হয়।
3. †ivRMvi : রোজগার এমনি একটি পন্থা, যার মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে সমস্ত চাহিদা পূরণ করা হয়। তাই এই রোজগার এমন হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তার নবীর পন্থা নিহীত থাকে। আল্লাহ মানুষকে সৎ পথে থেকে আয় করে সৎ পথে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই রোজগার হতে হবে এমন, যার মধ্যে কোন অবৈধ কিছু থাকবে না।
4. nvivg I nvjvj : আল্লাহ পৃথিবীতে প্রায় ১৮ হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তার সবই মানুষের সেবার জন্য এবং এর মধ্যে কিছু কিছু আল্লাহ মানুষকে নিষেধ করেছেন। এই নিষিদ্ধ গুলোই হারাম। আর যা নিষেধ করেননি তাই হালাল। তাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে মানুষকে হালাল ও হারাম দেখে জীবন চালাতে হবে।
5. 'w¯Í †mvnevZ : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে আল্লাহ সেজন্য প্রত্যেক মানুষকে বন্ধু হিসেবে জীবন যাপন করতে বলেছেন। সমাজ জীবনে শান্তিতে থাকতে হলে সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে হবে।

6. wbRb evm : প্রত্যেক মানুষ চায় সে তার পারিপার্শ্বিক মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটু নির্জনে থাকতে। "এক ঘণ্টা নির্জনে সৎ চিন্তা করা একশ বছরের ইবাদতের সমান।"
7. mdi : সফর মানুষের জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সফরে গেলে মানুষ নানা বাধার সম্মুখীন হয়। তাই আল্লাহ সফরের সময় তার প্রতি আলাদা ব্যবস্থা করেছেন। সফরকারীর ওপর আল্লাহর ইবাদতকে কমিয়ে এনেছেন।
8. BqvZxg-wgmKxb, abx-'wi', ivRv-cRv hveZxq mwói nK : আল্লাহ বলেছেন "তোমরা তোমাদের যার যার কর্তব্য পালন করে যাও। আমি তোমাদের কাজের পুরস্কার দেব।" সেজন্য ধনীদেরকে আল্লাহ্ তাদের অর্থ থেকে প্রাপ্য অর্থ ইয়াতীম, মিসকীন ও দরিদ্রদের দিয়ে তাদের সমাজে পুনর্বাসনের কথা বলেছেন। তাছাড়াও মানুষকে স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি হক আদায় করতে হবে। কারণ হাশরের মাঠে আল্লাহ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।
9. wcZvgvZv I mšÍv‡bi nK : পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সন্তান-সন্ততিকে সৎপথে লালন-পালন করা এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে ইলম সম্পর্কে শিক্ষা দান করা। তেমনিভাবে সন্তানদেরও উচিত পিতামাতর প্রতি সজাগ ও সুন্দরভাবে যত্নবান হওয়া। হাদীস শরীফে রয়েছে : "মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত।"
10. gieÿx‡'i nK : সমাজে যারা বড় বা মুরবক্ষী, তাদের সালাম ও শ্রদ্ধা করতে হবে। হাদীসে আছে, "তোমরা তোমাদের পিতামাতা ও মুরবক্ষীদের হক আদায় কর। কারণ তাদের কাছ থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করে থাক"। এ পর্যায়ে গুরুজন ও আধ্যাত্মিক পুরুষগণ এসে যায়।

PwiÎ MV‡b Bev'v‡Zi fwgKv :

চরিত্র গঠনে ইবাদাতের উপাদানগুলি কিভাবে সাহায্য করে তা নিম্নে প্রদান করা হল :

1. Bjg : ইলম বা জ্ঞান কল্যাণের জন্য করতে হয়। জ্ঞান সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে, পাপ পুণ্যের পরিচয়ে সাহায্য করে। এ কারণে একজন মুসলমান শরীয়তী জ্ঞান অর্জনের পর তা তার জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এজন্য সে মিথ্যা, ভণ্ডামী, চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার ইত্যাদি অপকর্ম হতে বেঁচে থেকে আদর্শ চরিত্রের মূর্ত প্রতীকের স্বাক্ষর রাখতে পারে।
2. AvKvB' : ইসলামী তাওহীদবাদে বিশ্বাস ও পরকালীন হিসাব নিকাশ তথা জান্নাত জাহান্নামে বিশ্বাসসহ অন্যান্য বিশ্বাস মানুষকে পার্থিব জীবনে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলতে উদ্বৃদ্ধ করে। এ কারণে সে অসৎ চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য পরিহার করে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে।
3. ZvnvivZ : শরীর, পোশাক, মন, চিন্তা ও আত্মার পবিত্রতা অর্জনে ব্যস্ত কোন মুসলমান কোন প্রকার নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। এটা তার চরিত্র গঠনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।
4. mvjvZ : সালাত মানুষকে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। নামাজী মানুষ সমাজে কোন অপকর্ম করলে সব থেকে বেশী ঘৃণার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। এ কারণে সে সদা-সর্বদা নিষ্কলঙ্ক থাকার চেষ্টা করে। তা ছাড়া দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করতে গেলে পাপ কাজ করার সময় থাকে না। উপরন্তু সালাতের মাধ্যমে খোদাভীতি অর্জিত হয়– যা সকল পাপাচার তেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

5. wmqvg : সিয়াম ঢালের মত সকল পাপাচার থেকে রক্ষা করে। সিয়ামের কারণে, ভোগ বিলাস, যৌন সংগমজনিত অপরাধ হতে পারে না। এ ছাড়া সিয়াম ষড়রিপুর শক্তিকে কমিয়ে রাখে, ফলে সৎ চরিত্রের গুণাবলী অর্জন সহজ হয়।

6. n¾ : হজ্জ ত্যাগ ও ধৈর্য্যের শিক্ষা দিয়ে থাকে। যা অবশ্যই সৎচরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক শক্তি।

7. wZjvIqv‡Z KiAvb : তিলাওয়াতে কুরআন আল্লাহর সাথে বেশী সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অন্তরের পবিত্রতা অর্জনে সাহায্য করে। ফলে মানসিক ও চিন্তাজনিত অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা যায়।

8. whKi I †'vqv : যিকর অন্তরের কালিমা বিদূরিত করার এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। যিকর ও দোয়া দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় এবং অন্তকরণ হয় কুলুষ মুক্ত। ফলে যিকর ও দোয়া চরিত্র গঠন সাহায্য করে।

9. hvKvZ : যাকাত আদায় করলে মনের সংকীর্ণতা দূর হয় ও আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হয়। তাছাড়া অর্থ লিপ্সার কারণে যেসব অপকর্ম হয় তা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

10. ZviZxej AvIiv' : অন্যের অধিকারের প্রতি সজাগ থাকার প্রশিক্ষণ অবশ্যই চরিত্র বিকাশের একটা অনুপম পন্থা। অন্যের অধিকার আদায় করতে গেলে অবশ্যই নিজে বেপরোয়া, উদাসীনতা, অবহেলা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা যায়।[৯]

Bmjvgx AvB‡bi gjbxwZ

শরীয়াহ আইনের মূলনীতি ও ভিত্তি হল তিনটি। ঈমান, ইসলাম, ইহসান, তথা আকাইদ, আহকাম ও আখলাক, অর্থাৎ বিশ্বাস, আইন ও বিধান এবং চরিত্র। ইমাম গায্যালী চরিত্র সর্ম্পকীয় বিষয়কে তাসাউফ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য ভাষায় বলা হয়েছে হক্কুল্লাহ, হক্কুল ইবাদ ও হককুননাফস। ঈমাম গায্যালী (রহ:) দ্বীন বা শরীয়তকে ৪০টি শাখায় ভাগ করেছেন। যেমন :

c_gZ : শরীয়াহ দুই প্রকার। যথা– ফিকাহ ও তাসাউফ।

wØZxqZ : ফিকাহ দুই প্রকার। যথা– ইবাদত ও মূয়ামালাত- আল্লাহর হক ও সৃষ্টির হক।

ZZxqZ : তাসাউফ দুই প্রকার। যথা- মুহলিকাত, মুনযিয়াত। অর্থাৎ সৎ স্বভাব ও অসৎ স্বভাব।

cbivq Bev'Z 'k cKvi| h_v :

(১) ইলম- জ্ঞানার্জন (২) আকাইদ- বিশ্বাস (৩) তাহারাত- পবিত্রতা (৪) সালাত- নামাজ (৫) যাকাত (৬) সিয়াম- রোজা (৭) হজ্জ (৮) তিলাওয়াতে কুরআন (৯) যিকর ও দোয়া (১০) তারতীবুল আওরাদ- ক্রমবিকাশ।

gqvgvjvZ 'k cKvi| h_v :

(১) খানাপিনা (২) নিকাহ্ (৩) রোজগার (৪) হালাল-হারাম (৫) দুস্তী সোহ্বত (৬) নির্জন বাস (৭) সফর (৮) পিতামাতা ও সন্তানের হক (৯) ইয়াতীম-মিসকীন, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা যাবতীয় সৃষ্টির হক (১০) মুরবক্ষীদের হক।

Amrwic 'k cKvi| h_v :

(১) কিব্র-অহংকার (২) হাসাদ-হিংসা (৩) বোগয-শত্রুতা (৪) গযব-ক্রোধ (৫) গীবত-পরনিন্দা (৬) কিযব-মিথ্যা (৭) হির্স-লোভ (৮) বোখল-কৃপনতা (৯) রিয়া-লৌকিকতা (১০) মোগালাতা- আত্মভ্রম।

mr ¯fve 'k cKvi| h_v :

(১) তওবা (২) সবর (৩) শোকর (৪) তাওয়াক্কুল (৫) ইখলাস (৬) খাওফ- ভয় (৭) রেযা- আশা (৮) মুহবক্ষত (৯) মুরাকাবা-ধ্যান (১০) মোহাসাবা- আত্ম সমালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আখলাক তথা চরিত্র সংশোধন।[১০]

মৌলিকতা ব্যতিরেকে কোন সমাজব্যবস্থাই গড়ে ওঠেনি, কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীতে যতগুলো বিপ্লব সাধিত হয়েছে এর পেছনে রয়েছে মৌলিক কর্মসূচি ও ল্রক্ষ উদ্দেশ্য। আর এ কর্মসূচী ও ল্রক্ষ উদ্দেশ্য যে সম্প্রদায়ের যতটা মজবুত ছিল সে সম্প্রদায় বিপ্লব উত্তরকালে ততটাই সফলতা অর্জন করেছে। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মানবসমাজে বসবাস করতে হলে কতগুলি

---

১০ . পবিত্র কুরআন শরীফে এই তিনটি ধারাকে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। কেননা রসুলে করীম (সা:) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার ভিত্তি হল ৩টি (১) ঈমান (২) চরিত্র গঠন (৩) আল্লাহর বিধিবিধান। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) এ তিনটি বিধান তিনটি পর্যায়ে কায়েম করেছেন।

(১) Cgvb : ঈমানের দাওয়াতের জন্য তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা ইদ্রিস রহমাতুল্লা এর মাধ্যমে যা এখনও প্রচলিত আছে।

(2) PwiÎ MVb : চরিত্র সংশোধনের জন্য তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কী (রহ.) এর মাধ্যমে কায়েম করেছেন।

(3) শরীয়তের বিধি-বিধান ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সাবিক্ষর আহমদ ওসমানী (রহ.) এর মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন।

-ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, (ঢাকা : ইফাবা,) পৃ. ১৬-১৮।

আর ইসলামী আইনের সার্বিক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তিনটি বিভাগ এতে রয়েছে :

(১) আকায়েদ বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় ব্যাপার

(২) আখলাক বা চরিত্র গঠনমূলক ব্যাপার

(৩) আহকাম বা বিধিবিধানগত ব্যাপার

একথা দিবাকরের মত স্বীকৃত যে, শান্তি, নিরাপত্তা, শৃংখলা, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পৃথিবীতে আদিকাল থেকে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মানব সভ্যতার মহান বিকাশে এ মৌলিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। যদিও নানা দেশে প্রকৃতি নানাভাবে নানা উপায়ে অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এ মহান লক্ষ্য সমূহের ব্যতিক্রম ঘটেনি, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে আদ্যন্ত মানুষের চেষ্টা সাধনা অব্যাহত রয়েছে। আর মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্য মৌলিক লক্ষ্য- উদ্দেশ্য একান্তভাবে কাম্য। তেমনিভাবে মৌলিক কর্মসূচিও তার পূর্বশর্ত। এগুলো কোন সমাজেই কখনও লাঘব হয়নি। যদিও সাময়িকভাবে কখনো এ সকল মৌলিকতার বিপর্যয় ঘটেছে, সাথে সাথেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য মানব প্রকৃতি তার প্রয়োজনীয়তার তাগিত যুগিয়েছে। এ সকল মৌলিক বস্তুসমূহ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রাণ ও অবিচ্ছেদ্য শক্তি। রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিটি দেশের কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একে ঐ দেশের বুনিয়াদী নীতিমালা বা মৌলিক স্তম্ভ বলা হয়। এ জন্য প্রতিটি দেশের সংবিধানের কাঠামো ও মূলনীতিতে সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে মূল উদ্দেশ্য প্রত্যেক দেশেরই এক এবং অভিন্ন।

- অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, gmwjg e¨w³MZ AvBb (ঢাকা : পানকৌড়ি প্রকাশন, তা.বি.), পু. ৭-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। মানব চরিত্রে দুটি বিপরীতধর্মী স্বভাব বিরাজমান-মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ যখন রূদ্ধ থাকে তখন পশুত্ব বিকশিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে একটি সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যয় অবিসম্ভাবী হয়ে পড়ে। সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ একান্তভাবেই পূর্বশর্ত। আধুনা বিশ্বের দিকে নিরীক্ষা করলে এ মহাসত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। পশুত্ববোধ যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই বন্য পশুর মত হিংস্রতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ পশুত্ববোধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুগে যুগে মনীষীরা গবেষণা চালিয়েছেন।[১১]

1. 2. Bmjv‡gi ¯Í¤mgn

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবনবিধান। এ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মোট মৌলিক বিষয় বা উপাদান পাঁচটি। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

১১ . আগমন ঘটেছে পৃথিবীতে যুগের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন মেটাতে বহু স্বর্গীয় আবতারের। তাদের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়েছে, এ সকল মহামানবদের চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে। এ সকল ব্যক্তিত্ব সমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন কখনো সাধক হিসেবে, আবার কখনো স্বর্গীয়দূত হিসেবে। ঘুণে ধরা সমাজকে তারাই সত্য-ন্যয় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। কোটি কোটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবু এ সকল ব্যক্তিত্বের প্রভাব না থাকলে সমাজব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যেত, খান্ খান্ হত সভ্যতার চারণভূমি এ মানব সমাজ। ইসলাম স্রষ্টার মনোনীত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। শান্তির এ বিধান মানবসৃষ্টির উষালগ্ন থেকে বিকশিত হয়েছে স্বর্গীয় মহান পুরুষদের মাধ্যমে প্রতি যুগে যুগে।

পরিশেষে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে সৃষ্টির সেরা মানুষের মাধ্যমে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আদর্শ বিস্তৃত রয়েছে। বাস্তব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তাঁর এ অনুপম আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

তাঁর আদর্শের মূল কথা হলো– হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা, বিবেকের বিশুদ্ধতা, চরিত্রের মাধুর্যতা ও কর্মের অনুশীলন। যা একটি আনিন্দ্য সুন্দর পৃথিবী গঠন করতে একান্ত প্রয়োজন।

হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় সুদৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে। বিবেকবুদ্ধি- মেধাশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয় সুষ্ঠু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানব কল্যাণের গবেষণা করার মাধ্যমে। সুস্থ শরীর গঠিত হয় দৈহিক পরিচর্যার মাধ্যমে। যার যার অধিকার তাকে দেয়া যায় নৈতিকতার মাধ্যমে। আর একটি জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে কর্মনৈপুণ্যতার মাধ্যমে। ইসলামের মূলনীতিগুলোর উদ্দেশ্য এটাই। ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। ফিকর ও তাদাব্বুরের মাধ্যমে বিবেকের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়।

নৈতিক চরিত্র গঠন দ্বারাই মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। ইবাদত ও সৎকর্মের মাধ্যমে দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিবেক-বুদ্ধির দৃঢ়তা হাসিল হয়। সালাত ও সিয়াম দৈহিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়ক হয়। যাকাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। আর হজ্জ হলো– আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র দিকদর্শন শলাকা স্বরূপ। আর জিহাদ হলো অন্যায়, অসত্য প্রতিরোধ করার একমাত্র বাহন। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এজন্যই অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلواة وإيتاء الزكواة والحج وصوم رمضان.

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ (স:) আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল এ কথার উপর স্মাক্ষ প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা।[১২] এ গুলোকে একত্রে "আরকানুল ইসলাম" তথা ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভ বলা হয়।

1. 2. 1 : Cgvb cwiwPwZ I Cgv‡bi †gŠwjK welqmgn

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান হল ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দ্বীন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া। পরিপূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যিনি শরী'আতের বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। মানবজীবনে সব চেয়ে গুরচত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈমান বা বিশ্বাস। মুসলমানদের জীবনে ঈমানে গুরচত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব বিশ্বাস। তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর অবর্তীণ কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের নামই হল ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁর তাওহীদ বিশ্বাস ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ তার নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ, তার রচ্বুবিয়াত উলুহিয়াতের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। কারণ কাফির-মুশরিকরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তবুও তারা আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী না হবার কারণে কাফির। কাজেই কোন ধরণের ইবাদত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। সুতরাং কোন প্রাণী যবেহ করতে হবে আল্লাহর নামে এবং এক মাত্র তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। তেমনিভাবে মান্নত করতে হবে আল্লাহর নামে ও তার উদ্দেশ্যে। দোয়া করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া বা কোন আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না। অন্য কারো উপর কোন ব্যপারে ভরসা করা যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে রচ্কু সিজদা, সালাত, সিয়াম, যিকির হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহর আইন পরিহার করে মানবরচিত আইনের অনুসরণ করা যাবে না। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল

১২. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ৭; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

করার‌ক্ষেত্রে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ব্যপারে ওলামা মাশায়েখ পীর ফকীর নেতা নেত্রী কারো অনুসরণ করা যাবে না।

K. Cgvb k‡ãi AwfavwbK A_©

ঈমান (الإيمان) শব্দটি আরবী। ইহা (أ–م–ن) মূলধাতু হতে গঠিত। যা বাবে إفعال এর মাস্‌দার বা ক্রিয়ামূল। নিচে ঈমানের আভিধানিক অর্থ আলোকপাত করা হলো :

১. أمن অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা। আরবী ভাষায় ঈমান (الإيمان) শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে এর অর্থের মধ্যেও কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।ক্ষেত্র বিশেষ তা বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, এবং নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. অপর বর্ণনায়-ঈমানের আভিধানিক অর্থ- التصديق بالقلب অন্তরে বিশ্বাস করা।

৩. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন : ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- (إذعان النفس للحق على سبيل التصديق) আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত কোন ব্যক্তির সত্যের (আল্লাহর অস্তিত্ব) স্বীকৃতি প্রদান এবং উহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে ঈমান বলে।

L. Cgvb k‡ãi cwifvlvK A_©

নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে আল্লাহর প্রশু হতে তাঁর আনীত আদর্শকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়া এবং তৎপ্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফাহ (রহ) বলেছেন : ঈমান হলো "মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইকরার) আন্তরিক বিশ্বাস (তাস্‌দীক বিল-জিনান)এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ওয়া মা'রিফা বিল-কাল্‌ব)" এর নাম।[১৩]

M. Cgv‡bi †gŠwjK Dcv'vbmgn

---

১৩. মূল আরবী :

الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان و المعرفة بالقلب .

- সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৪৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, তাঁর (নাযিলকৃত) কিতাবসমূহের উপর যা তিনি রাসূলগণের উপর নাযিল করেছেন, ঐ কিতাবের উপর যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন।"[১৪]

উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কস্মিনকালেও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন তাকেই মু'মিন বলা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন : "যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলে, এবং পরকালে, সে নিশ্চিতরূপে সঠিক পথ হতে অনেক দূরে সরে গেছে"।[১৫]

তকদীর সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন : "দুনিয়ায় (সাধারনত) এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে কোন বিপদ পৌছে থাকুক না কেন, তা তোমাদের সৃষ্টি করার পূর্বেই কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) নির্ধারিত করা আছে" ।[১৬]

---

১৪. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ....

Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নিসা, আয়াত ৪ : ১৩৬।

এ ছাড়া ঈমানে মুফাস্সাল শীর্ষক বাক্যে এ বিষয়গুলোর সহজ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.

"আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর, তাক্দীরের ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর উপর, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর।" হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স:) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

... الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر ...

"রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি এবং তার ফিরিশতাগণের প্রতি, তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসুলগনের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস তথা ঈমান আনবে, আর তকদীরের (ভাগ্যের) ভাল মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।"[১৪]

- বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১৪খ., পৃ. ৪৫২, হাদীস নং-৪৪০৪; তিরমিযি, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০১, হাদীস নং : ২৫৩৫।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

-Avj-KiÛAvb, সূরা আন- নিসা, আয়াত : ১৩৬।

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামত ও পুনরাত্থান সম্পর্কে রয়েছে : "এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই আর নিশ্চয় আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের, যারা কবরে আছেন।"[১৭]

আলোচ্য আলোচনার পরে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো স্পষ্ট দেখতে পাই। আর তা হলো :

1. Avjøvni cwZ Cgvb

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ইলাহ (প্রভূ, উপাস্য) একমাত্র আল্লাহ। সত্তার দিক থেকে তিনি যেমনি এক, অনুরূপ গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি একক, অনন্য, তাঁর কোন শরীক নাই। এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রতিপালন, ও শৃঙ্খলা বিধানে তার কোন শরীক বা সহযোগী নাই। ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই । ইরশাদ হয়েছে : "বলুন তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপ্রেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপ্রেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং কেউ তার সমতুল্য নয় ।"[১৮]

2. †d‡ikZvM‡Yi cwZ Cgvb

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর ফেরেশ্তাগনের প্রতি ঈমান আনা ফরয। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "... আর যে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেস্তাগণের, তাঁর কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের এবং কিয়ামতের দিনের উপর অবিশ্বাস করবে অত:পর সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হবে।"[১৯]

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.

-Avj-KiÛAvb, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ২২।

১৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

-Avj-KiÛAvb, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ৭।

১৮. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

Avj-KiÛAvb, সূরা আল-ইখলাস, আয়াত, ১১২ : ১-৪।

১৯. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান বিল মালাইকার অর্থ হচ্ছে, অন্তরে এমন দৃঢ়বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহর অনেক ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি, যাদের নাম আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, যেমন জিবরীল প্রমুখ তাদের প্রতি নির্দিষ্টভাবে। আর যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের প্রতি সামগ্রিকভাবে। এবং এ সকল ফেরেশতাদের কর্ম ও গুণাবলি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জেনেছি সবই বিশ্বাস করি।

3. Avmgwb wKZv‡ei Dci Cgvb

'ঈমান বিল কুতুব'-এর অর্থ হচ্ছে, এমন দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী-রাসুলগণের উপর নিজ বান্দাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এ সকল কিতাব তাঁর কালাম বিশেষ। এসব কিতাব যেসকল বিষয়বস্তু ধারণ করেছে, সবই হক ও সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কিছু কিছু আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে নামসহ উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক আছে যার সংখ্যা ও নাম আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।[২০]

4. bex ivmjM‡Yi cwZ Cgvb

ইসলামের মৌল বিশ্বাসের মধ্যে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান অন্যতম। নবী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সংবাদদাতা। আর রাসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ দূত, বার্তা বাহক বা বাণী বাহক । নবুওয়াত শব্দের অর্থ সংবাদ বহন বা বার্তা বহন এবং রিসালাত শব্দের অর্থ দূতালি বার্তা বহন বা সংবাদ বহন। ইসলামী পরিভাষায়, ফিরিশতার মাধ্যমে অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রভ হতে যাঁর প্রতি বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ বা ওহী অবতীর্ন হয়, তাকে নবী বলে। আর রাসূল ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর প্রভ হতে যাকে মানুষের নিকট

...وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

Avj-Ki0Avb, সূরা আন-নিসা, আয়াত, ৪ : ১৩৬।

২০ . KiAv‡b D‡jøLKZ Hkx Mšmg‡ni msL¨v : আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থাদি অবতীর্ণ করেছেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম–এর সহীফা সমগ্র।

তাওরাত, এটি আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

যাবুর, এটি আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

ইঞ্জীল এটি আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

আল কুরআন এ মহাগ্রন্থ আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্য নবীশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তার পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনে তাদের সংখ্যা নির্ধারিত ভাবে বলা হয়নি । যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : "আমরা তো (হে নবী) আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কারো কারো কথা আপনার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কথা আপনার নিকট বিবৃত করিনি।"[২১]

5. ZvK'x‡ii Dci Cgvb

তাকদীরের উপর বিশ্বাস ইসলামের মৌল আকীদাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যেমন ফরজ, তেমনি কাযা ও কাদর বা তাকদীরের উপর ঈমান আনাও ফরয। তাকদীর শব্দটি কাদরচন (قدر) বা কাদারচন (قدر) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত । কাদারচন অর্থ পরিমাণ নির্ধারন করা' যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথার্থ অনুপাতে।"[২২]

পরিভাষায় তাকদীর এর সংজ্ঞা হলো, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য যাবতীয় বিষয় পরিমিত ও নির্ধারন করা। এর ব্যাখ্যা হল, সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারন। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মধ্যে কার কি প্রকৃতি, কার কি কর্ম, কার কী দায়িত্ব, কার কী গুনাগুণ, কার কী বৈশিষ্ট্য, কার জন্য মৃত্যু কখন, কোথায় কিভাবে হবে, ইত্যাদি বিষয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারন করেছেন। এর মধ্যে সৃষ্টি কোন ইখতিয়ার। মহান আল্লাহর এ নির্ধারণকে তাকদীর (ভাগ্যলিপি) বলে।

---

২১ . মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

Avj-KiÕAvb, সূরা আল-মু'মিন, ৪০ : ৭৮।

নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। কুরআনে মাত্র পচিশ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে নবী রাসূলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনশ' পনের জন ছিলেন রাসূল। তাঁর সকলের উপর ঈমান আনা ফরয। নবী-রাসূলগনের উপর এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আর বান্দাদের হিদায়তের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসূল। তাঁর পর আর কোন নতুন নবী বা রাসূল আসবেন না। সকল নবীই গুনাহ হতে পবিত্র তথা মাসুম ছিলেন এবং অতুলনীয় ও অনুপম আদর্শ জীবন যাপন করেছেন ।

২২. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন,

وخلق كل شئ فقدره تقديرا .

Avj-KiÕAvb, সূরা আল-ফুরকান, আয়াত, ২৫ : ২।

Dhaka University Institutional Repository

6. wKqvgZ I AvwLiv‡Zi Dci Cgvb

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে একদিন এ পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর সকল মানুষের রূহকে একদিন হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের দুনিয়ার ভাল-মন্দ কাজের হিসাব নিবেন। যারা দুনিয়ায় ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন। জান্নাত হলো চির সুখের স্থান। আর যারা দুনিয়ায় মন্দ কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নাম হলো ভয়ানক শাস্তির স্থান।[২৩]

পরিভাষায় জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার সিংগায় ফুৎকার দেয়া থেকে জান্নাতবাসীগণের জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামীদের জাহান্নাম গিয়ে স্থীর হওয়া পর্যন্ত সময়কে ইয়াওমুল কিয়ামত বলে বা কিয়ামতের দিবস বলে। এ দিনটিকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন يوم الدين (ইয়াওমুদ্দীন) কর্মফল দিবস, يوم الحاقة (ইয়াওমুল হাক্কাহ) অবশ্যম্ভাবী দিবস, يوم القارعة (ইয়াওমুল কারীয়া) আঘাতকারী দিবস, يوم الحساب (ইয়াওমুল হিসাব) হিসাব দিবস, يوم البعث(ইয়াওমুল বা'ছ) পুনরাত্থান দিবস, يوم الاخرة (ইয়াওমুল আখিরাত) শেষ দিবস ইত্যাদি। এ ধরনের বহু নাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে দিবসটির ভয়াবহতা ও বিভিন্ন অবস্থার চিত্র তুলে ধরা।[২৪]

---

২৩. কিয়ামত শব্দটি (قوم) ধাতু থেকে গঠিত। قيام শব্দমূলের অর্থ হল উঠে দাড়ানো, সোজা হয়ে দাড়ানো ইত্যাদি। কিয়ামত শব্দটি ইয়াওম এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় । ইয়াওমুল কিয়ামাহ এর অর্থ পুনরুত্থানের দিন। তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের অর্থ পুনরুত্থানের দিন, যেদিন সকল মানুষকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হতে হবে।
-ইবনু মানযুর, wjmvbj Avive, প্রাগুক্ত, ১২ খ., পৃ.৫০৬।
ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী রহ. বলেন : মহাপ্রলয় সংগঠিত হওয়ার নাম কিয়ামত। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে : (ويوم تقوم الساعة)"যে দিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে "।
-আল-রাগিব, Avj-gdiv'vZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

২৪. শিবলী নু'মানী, mxivZbex (mv), (ঢাকা : ইফাবা, তা.বি.), ৪খ., পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

7. cbi”Ìvb w‘e‡mi cwZ Cgvb

আখিরাতের জীবন ও দেহ রূহ্ সমন্বিত হবে। তবে সে জীবন হবে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কুরআনুল কারীমে পুনরুত্থানের বহু দলীল রয়েছে এবং তাতে প্রথমবার সৃষ্টি করাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। অতএব পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যপারে তিনি অপারগ নন। তাঁর অসীম ইলম থেকে তিনি কিছু বিস্মিতও হন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "সে আমার সম্পর্কে উপমা উত্থাপন করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলুন অস্থিত্বে প্রান সঞ্চার করবে কে যখন সেগুলো পঁচে যাবে? এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"[২৫]

N. Cgv‡bi ¯^ìi web¨vm

ঈমানের নিজস্ব একটি স্বাদ আছে, মজা ও মাধুর্য আছে এবং তার নিজস্ব একটি প্রকৃতি ও হাকীকত আছে। ঈমানের স্বাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "আব্বাস রা. ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল বলে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন ও অনূভব করতে পারবে।"[২৬]

ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন : "আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি বিশেষ গুণ, যার মধ্যে এগুলো বিদ্যমান থাকবে সে ঈমানের

---

২৫. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم.

- Avj-Ki‡Avb, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৭৮-৭৯।

২৬. মুল হাদীস :

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

-মুসলিম, Avm-mnxn, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮হি.), ১খ., পৃ. ১৩৭, হাদীস নং ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মজা অনুভব করতে পারবে। যার নিকট আল্লাহ ও রাসূল, পৃথিবীর অন্য সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপ্রেক্ষ অধিক প্রিয় হবে। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে এবং যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে, কুফরে ফিরে যাওয়াকে ঠিক অনুরূপ অপছন্দ করবে।"[২৭]

আর ঈমানের হাকীকত, যে ব্যক্তির মাঝে দ্বীনের মৌলিকত্ব ও সঠিক বুঝ বিরজমান থাকবে, দ্বীনের জন্যে চেষ্টা করবে শ্রম দেবে; ইবাদত করবে, দাওয়াত দেবে, হিজরত করবে, জিহাদ করবে, অর্থ ব্যয় করবে বরং দ্বীনের জন্যে চেষ্টা-মেহনত করতে গিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজে অংশ গ্রহণ করে সামর্থের শতভাগ নিংড়ে দেবে সে–ই প্রকৃত অর্থে ঈমানের হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে এবং তা নিজের মাঝে ধারণ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যখন আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) ও কালাম পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পালনকর্তার প্রতি ভরসা পোষণ করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যে রয়েছে স্বীয় পালনকর্তার নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।"[২৮]

---

২৭. মূল হাদীস :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

-বুখারী, Awm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৬, হাদীস নং ১৫।

২৮. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

- Avj-KiÛAwb, সূরা আনফাল : ২-৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : 'আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে। তাঁরাই হল সত্যিকার মু'মিন। তাঁদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।'[২৯]

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জীবন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।'[৩০]

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ঈমানের হাকীকত তথা প্রকৃত অবস্থায় পৌঁছেছে বলে বিবেচনা করা হবে না যতক্ষণ না সে এ বিশ্বাস করবে যে, যে বিপদ তার উপর আপতিত হয়েছে তা রদ হওয়ার ছিল না, আর যা তার পর্যন্ত পৌঁছেনি সেটি পৌঁছার ছিল না, অর্থাৎ যা হওয়ার তা হবেই সেটি কেউ রদ করতে পারবে না, আর যা হয়নি তা কেউ জোর করে বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

0. Cgv‡bi ˆewkó¨ I wb‘kb

ঈমানের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন রয়েছে, এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হলো :

ivmjjøÍvn mvjøÍvjøÍvû AvjvBwn Iqvmvjøvg‡K fvjevmv: ঈমানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন হলো রাসূল সা.কে ভালবাসা। কেননা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা পেতে হলে তাকে অবশ্যই রাসূল সা.কে ভালবাসতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "(হে নবী! আপনি বলে দিন) তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।

---

২৯. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

- Avj-KiÛAvb, সূরা আনফাল : ৭৪

৩০. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-হুজুরাত: ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা হলেন মহাক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৩১]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে : "সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ মু'মিন বলে স্বীকৃত হবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান ও অপরাপর সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব।"[৩২]

Avbmvi‡'i fvjevmv: আনসারদের ভালবাসাও ঈমানের একটি নিদর্শন। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাহাবী আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে, আনসারদেরকে ভালবাসা আর নিফাকের (কপটতা) আলামত হচ্ছে তাদেরকে ঘৃণা করা।'[৩৩]

gÛwgb ev›'v‡'i‡K fvjevmv : ঈমানের অন্য একটি অনুপম নিদর্শন হলো সকল মু'মিনবান্দাদের ভালবাসা। এ প্রসঙ্গে 'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মু'মিন না হলে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ না হলে মু'মিন বলে বিবেচিত হবে না। আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলবনা? যা বাস্তবায়ন করলে তোমরা পারস্পরিক ভালবাসায় আবদ্ধ হতে পারবে? নিজেদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।' [৩৪]

---

৩১. মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪।

৩২. মূল হাদীস :

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين .

মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫২৪।

৩৩. মূল হাদীস :

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه

বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬২১।

৩৪. মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

gmwjg‡K fvjevmv : ঈমানের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন হলো দুনিয়ার সকল মুসলিম ভাইকে ভালবাসা। এ প্রসঙ্গ হাদীসে এসেছে : "আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , তোমাদের কেউ মু'মিন বলে বিবেচিত হবে না যতক্ষ না অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যে অথবা বলেছেন প্রতিবেশীর জন্যে- সে বস্তু পছন্দ করবে যা নিজের জন্যে (পছন্দ) করে।"[৩৫]

†gngvb, cwZ‡ekxi m¤§vb Kiv I Kj¨vYgjK K_v e¨ZxZ bxie _vKv : হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কল্যাণমূলক কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ আ'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন স্বীয় মেহমানকে সম্মান করে।'[৩৬]

mr Kv‡Ri Av‡'k Ges Amr Kv‡R wb‡la Kiv : আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা. হতে বর্ণিত : 'সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায়-অসৎকাজ সংঘটিত হতে দেখলে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। না পারলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে এরও সামর্থ না থাকলে মনে-প্রাণে ঘৃণা করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচে দুর্বল ঈমান।'[৩৭]

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلّكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السّلام بينكم.

মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৪।

৩৫. মূল হাদীস :

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه.

বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০১২।

৩৬. মূল হাদীস :

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره , ومن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه.

বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০১৮।

৩৭. মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

Kj¨vY Kvgbv I m‘c‡‘k c‘vb: কোন মানুষের ক্ষতি কামনা করা কখনই একজন মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না। এজন্য ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতার একটি নিদর্শন হলো সকল মানুষের কল্যান কামনা করা ও সদুপদেশ দেয়া। এ প্রসঙ্গে তামীম আদ-দারী রা. হতে বর্ণিত : ‘সাহাবী তামীম আদ-দারী রা. বর্ণনা করেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কল্যাণকামনাই হল দ্বীন, আমরা বললাম, কার জন্যে? নবীজী বললেন : আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমান ও তাদের নেতৃবর্গের জন্যে।’[৩৮]

1. 2. 2. mvjvZ

ঈমান আনায়নের পর ব্যক্তির উপর প্রথম ফরয হলো সালাত বা নামায। ঈমান দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর নামায দ্বারা সে সম্পর্ক হয় গাঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। রাসূল করীম (সা:) মি’রাজে আল্লাহর স্বাক্ষাত পান। আর মু’মিনের মি’রাজ হলো নামায। এতে আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি মিলন ও আলাপ হয়। মানুষ এ দ্বারা আধ্যাত্মিক সফলতার চরম শিখরে উপনীত হয়।

1. 2. 2. 1. mvjv‡Zi AvwfavwbK I cwifwlK A_

সালাত নামায এর আরবী শব্দ। আর নামায একটি অতি সুপরিচিত ফার্সী শব্দ। নামায শব্দের অর্থ ইসলাম ধর্ম মতে-ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা দৈনিক এ পাঁচবার অবশ্য করণীয় (ফরজ) এবাদাত বা উপসনা। আর সালাত অর্থ-নামায, ইসলামের বিধান অনুযায়ী ইবাদত বা উপসনা, দূরূদ, দোয়া, আশির্বাদ।[৩৯]

---

৩৮. মূল হাদীস :

عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم.

মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৮২, হাদীস নং ৮২।

৩৯. “সালাত” এর আভিধানিক অর্থ– কারো দিকে মুখ করা, নিকটবর্তী হওয়া, অগ্রসর হওয়াএবং দোয়া করা।

লিসানুল ’আরব এর প্রণেতা বলেন : الصلاة : الركوع والسجود “ রুকু” এবং সিজ্দাহ্ করা ।”

- ইবন মানযুর, wjmvbj Avive, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৯৮।

আল্-আয্হারী বলেন : الصلاة عندي الرحمة “আমার নিকট সালাত অর্থ রহমত বা দয়া।”

-প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

“সালাত” এর আভিধানিক অর্থ–দু‘আ, তাস্বীহ, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), রাহমাত, ছানা (প্রশংসা), দয়া ও করুণা কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

পারিভাষিক অর্থে সালাত সেই সুনির্দিষ্ট 'ইবাদতের নাম যা আরকান-ই ইসলাম তথা ইসলামের স্তম্ভসমূহের অন্তর্গত'।[৪০]

ইসলামের পাঁচটি মূলস্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হ'ল সালাত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি করণীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে সালাত কায়েম করা হল প্রথম এবং প্রধান 'ইবাদত। একজন মানুষ এ সালাত আদায় করে মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন : "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ো না।"[৪১]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "মুমিন এবং কুফরের মধ্যে সালাতই পার্থক্যকারী।"[৪২]

নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের একটি সুযোগ এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"[৪৩]

- Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২৪শ খন্ড (২য় ভাগ), পৃ. ১১১।

৪০. এ ছাড়া শরী'য়াতের পরিভাষায় সালাতের কয়েকটি অর্থ করা হয়। যেমন :
K. cksmv Kiv : সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা হয় বলে এর অর্থ প্রশংসা করা।
L. Abbq-webq Kiv : কেননা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বিনয়তা প্রকাশ করা হয়।
M. ÿgv cv_bv Kiv : সালাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট কৃত গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।
N. AvZmgcb Kiv : সালাতের মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা হয়।।

৪১. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ...

- Avj-KiÛAvb, সূরা লুকমান : ১২-১৭।

৪২. এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الفرق بين الكفر والإيمان ترك الصلاة.

-তিরমিজি, Avm-mbvb, হাদীস নং : ২৫৪৩।

৪৩ এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

-মুসলিম, Avm-mnxn, হাদীস নং : ৭৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 2. 2. mvjvZ Z_v bvgvh Av‘v‡qi dhxjZ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায পড়াই যথেষ্ট নয়, বেনামাযীর নামাযকে সুষ্ঠুভাবে ও সঠিকভাবে পড়াও জরচরি। সঠিকভাবে নামায না পড়া, নামায না পড়ারই শামিল। আর জামা‘আতে নামায আদায় করার মর্যাদা অধিক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন : “যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে, এবং লোকদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবেনা। তাদের দৃষ্টি নিচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হচ্ছিল।” কিন্তু তারা তা অস্বীকার করতো।[৪৪]

এ আয়াতের প্রথমাংশে কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাদের ওপর অবমাননার ছাপ থাকবে। অথচ দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হতো। ইবরাহীম তামীমী এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : অর্থাৎ আযান ও ইকামাত দ্বারা তাদেরকে ফরয নামাযের দিকে ডাকা হতো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা) বলেন : তারা আযান শুনতো, অথচ সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও জামাআতে হাজির হতো না।

কা’ব আল আহবার (রা) বলেন : এ আয়াত কেবলমাত্র নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকা লোকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এ থেকে বিনা ওযরে জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার কী ভীষণ পরিণাম, তা জানা যায়। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হোক, তাতে আমি একজন ইমাম নিয়োগ করি, অতপর শুকনো কাঠ বহনকারী একদল লোক সাথে নিয়ে যারা জামাআতে আসেনি তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিই।”[৪৫]

হাদীসে আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললো : “হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ নেই। আমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে চলে যেতে উদ্যত হলে তাকে

---

৪৪. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল কালাম : আয়াত ৪২-৪৩

৪৫. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ডেকে বললেন : তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বলেন : তাহলে মসজিদে যাবে।"[৪৬]

অপর এক হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূল (স)-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)! মদীনা অনেক হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ শহর। আমি চোখে দেখিনা। বাড়িও অনেক দূরে। আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে পারে এমন একজন আছে বটে। তবে সে আমার উপযুক্ত নয়। আমি কি বাড়িতে নামায পড়তে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন : হ্যাঁ, পাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তুমি মসজিদে যাবে। আমি তোমাকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিতে পারি না।"[৪৭]

এ হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে জামাআতে হাজির না হওয়া কোন ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অন্ধ ব্যক্তিকেও বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। এজন্য ইবনে আব্বাস (রা) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি সব সময় দিনে রোযা রাখে ও রাতে নামায পড়ে, কিন্তু জামাআতে নামায পড়ে না। তার কি হবে? তিনি বললেন : এরূপ করতে থাকা অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে।"[৪৮]

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নামাযের ডাক শুনলো কিন্তু কোন ওজর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে হাজির হলো না, তার একাকী পড়া নামায কবুল হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো যে, কি ধরনের ওজর? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রোগ অথবা বিপদের আশংকা।"[৪৯]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন : (১) যে ব্যক্তি জনগণের ইচ্ছার বিরচদ্ধে তাদের নেতা হয়। (২)

৪৬. মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪১২৫।
৪৭. আবূ দাউদ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৫৪।
৪৮. তিরমিযী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮১২।
৪৯. আবূ দাউদ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

যে নারীর ওপর স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। (৩) যে আযান শুনেও জামাআতে উপস্থিত হয়না।"[৫০]

আলী (রা) বলেন : "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদে ছাড়া জায়িয নয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মসজিদের প্রতিবেশী কে? তিনি বললেন : যে বাড়িতে বসে আযান শুনতে পায়।"[৫১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : "আমরা নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মুনাফিক অথবা রোগী ছাড়া আর কিছু ভাবতাম না।"[৫২]

ইবনে উমর (রা) জানান যে, একবার উমর (রা) তাঁর খেজুরের বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন আসরের জামাআত শেষ হয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষাৎ ঐ খেজুরের বাগান দরিদ্র লোকদের নামে সাদকা করে দিলেন, যাতে সে দান জামাআত ছুটে যাওয়ার ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

জামাআতে নামায পড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরচত্ব দিতে বলা হয়েছে ইশা ও ফজরের নামাযকে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই দুটি নামায অর্থাৎ ফজর ও ইশা মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এ দুটি নামায জামাআতে পড়ার সাওয়াব কত তা জানলে লোকে কিছুতেই তা ত্যাগ করতো না।"[৫৩]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শ্রিক্ক উবাইদুল্লাহ বিন উমার কাওয়ারীরী বলেন যে, আমি কখনো ইশার নামায জামাআতে পড়তে ভুলতাম না। কিন্তু একদিন আমার বাড়িতে এক মেহমান আসায় তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণে ইশার জামাআত পড়তে পারলাম না। পরে ইশার নামায ২৭ বার পড়লাম। কারণ, হাদীসে আছে, জামাআতে নামাযের সাওয়াব ২৭ গুণ বেশি। কিন্তু রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক দল ঘোড়া সাওয়ারের সাথে দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছি। কিন্তু আমি পেছনে পড়ে যাচ্ছি। যারা আগে ছিল তারা বললো, তুমি কখনো আমাদেরকে ধরতে পারবে না। কেননা, আমরা ইশার নামায জামাআতে পড়েছি আর তুমি আদায় করেছো একাকী।

---

৫০. হাকিম, Avj-gmZv' ivK, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪১২৫।
৫১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, (মিশর : কর্দোভা, তা.বি.), হাদীস নং-১২৩৬৫।
৫২. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১২।
৫৩. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 2. 3. Bmjv‡g bvgvh ZiKKvixi weavb

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরককারী অথবা নামাযের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে নামায তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে নামায আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান সমূহ নিম্নরূপ :

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : 'অত:পর দুর্ভোগ ঐ সব মুসল্লীর জন্য। যারা তাদের নামায থেকে উদাসীন। 'যারা তা লোকদেরকে দেখায়।'[৫৪]

অলস ও লোক দেখানো মুছল্লীদের আল্লাহ্ মুনাফিক ও প্রতারক বলেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহ্র সাথে। অথচ তিনি তাদেরকেই ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্কে অল্পই স্মরণ করে।'[৫৫]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস্ সালাম এরশাদ করেন : 'যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল না ...সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ক্বারূণ, ফেরাঊন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সঙ্গে থাকবে।'

---

৫৪ . মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

Avj-KiÛAvb, সূরা আল-মাউন, আয়াত : ৪-৬

৫৫ . মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً.

Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৪২ ।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 3. mvIg ev †ivhv

1. 2. 3. 1. mvI‡gi AvwfavwbK I cwifvwlK A_

রোযা (صوم) শব্দটি আরবী । ফারসী ভাষায় একে রোযা বলা হয় এবং বাংলা ও উর্দূ ভাষায় তা বহুল প্রচলিত। রোযার আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে লিসানুল আরব গ্রন্থের প্রণেতা বলেন : "রোযা হচ্ছে, খানা পিনা, অনর্থক কথা ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করা। এখানে রোযা অর্থ চুপ থাকা।"[৫৬] যেমন আল-কুরআনে এসেছে, "নিশ্চয়ই আমি প্রভুর জন্য একটি রোযা মান্নত করেছি।"[৫৭]

আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ বলেন : "রোযা অর্থ হচ্ছে, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা।"[৫৮]

পারিভাষিক অর্থে রোযা সম্পর্কে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন : "রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে।"[৫৯]

এ প্রসঙ্গে আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ বলেন : "আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় খাবার, পানাহার ও যৌন সংযোগ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে রোযা।"[৬০]

---

৫৬. ইব্ন মানযূর রহ. বলেন :

الصوم : ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام..

-wjmvbj Avie, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩।

৫৭. মহান আল্লাহ্ বলেন :

إني نذرت للرحمن صوما.

- Avj-KziÒAvb, সূরা মরিয়ম, আয়াত : ২৬।

৫৮. রূহুদ্দীন আল-ইসলামী-এর গ্রন্থকার বলেন :

الصوم الإمساك والكف عن الشيئ.

-i|û Ïxb Avj Bmjvgx, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

৫৯. সাইয়্যেদ আস-সাবিক রহ. বলেন :

الصوم هو الإمساك عن المفطرات,من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.

-wdKûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২১।

৬০. আফীফ আত-তাব্বারা রহ. বলেন :

الإمساك عن الأكل والشرب والاتصال الجنسي من الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء مرضاة الله.

-i|û Ïxb-Avj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, রোযার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। রোযা পালনকারীর মিথ্যাকথা ও মিথ্যা কাজ এবং পরনিন্দা ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য।

1. 2. 3. 2. ighvb gv‡mi dRxjZ I ghv‘v

রমযান মাসের আগমনে মুসলিমগণ আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক স্বত:স্ফূর্ততা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : "বল, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সঞ্চয় করে এটা তার চেয়ে উত্তম।"[৬১]

পার্থিব কোনো সম্পদের সাথে আল্লাহর এ অনুগ্রহের তুলনা চলে না, তা হবে এক ধরনের অবাস্তব কল্পনা। যখন রমজানের আগমন হত তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হতেন, তাঁর সাহাবাদের বলতেন : তোমাদের দ্বারে বরকতময় মাস রমযান এসেছে।[৬২]

এরপর তিনি এ মাসের কিছু ফযীলত বর্ণনা করে বলতেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য রোযা পালন ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দি করা হয়। এ মাসে রয়েছে একটি রাত যা হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল।[৬৩]

নিম্নে এ মাসের ফজীলত সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা পেশ করা হলো :

---

৬১. মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা ইউনুস, : ৫৮।

৬২. মূল আরবী :

أتاكم رمضان شهر مبارك.

-নাসাঈ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১০৫।

৬৩. মূল হাদীস :

فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم.

-নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

GK. †ivhv cvjb Bmjv‡gi GKwU i"Kb : হজ জিলহজ্জ মাসের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সে মাসের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করেছে। তেমনিভাবে রোযা রমযান মাসে হওয়ার কারণে এ মাসের মর্যাদা বেড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমনি ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।”[৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইসলাম যে পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হল রোযা পালন। এ রোযা জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম ; যেমন হাদীসে এসেছে : “যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, রোযা পালন করল রমযান মাসে, আল্লাহ তা‘আলার কর্তব্য হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো...।”[৬৫]

‘B. Ki0Avb bwh‡ji gvm nj ighvb : আল্লাহ্ তা‘আলা যত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোর কোনো কিতাবই রমযান মাসে নাযিল করেননি। একমাত্র মহাগ্রন্থ আল-কুর’আনই রমযান মাসে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : “রমযান মাস, এতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুর’আন, যা মানুষের দিশারী এবং স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী।”[৬৬]

---

৬৪. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

- Avj-Ki0Avb, সূরা বাকারা: ১৮৩।

৬৫. মূল হাদীস :

من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة .

-বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৪২৩

৬৬. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

- Avj-Ki0Avb, সূরা বাকারা : ১৮।

রমযান মাসে সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইজ্জতে মহাগ্রন্থ আল-কুর’আন এক সাথে নাযিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার রমযান মাসে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি নাযিল হতে শুরু করে। কুর’আন নাযিলের দুটি পর্বই রমযান মাসকে ধন্য করেছে। শুধু আল-কুর’আনই

Dhaka University Institutional Repository

wZb. G gv‡m RvbvZ, Rvnvbvg I kqZv‡bi Ae¯v : রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় শয়তানদের। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,'শয়তানদের শিকল পরানো হয়।"[৬৭]

তাই শয়তান রমজানের পূর্বে যে সকল স্থানে অবাধে বিচরণ করত রমযান মাস আসার ফলে সে সকল স্থানে যেতে পারে না। শয়তানের তৎপরতা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে দেখা যায় ব্যাপকভাবে মানুষ তওবা, ধর্মপরায়ণতা ও সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হয় পাপাচার থেকে দূরে থাকে। তারপরও কিছু মানুষ অসৎ এবং অন্যায় কাজ-কর্মে তৎপর থাকে। কারণ, শয়তানের কু-প্রভাবে তারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।

Pvi. ighvb gv‡m jvBjvZj K'‡ii Ae¯vb : উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল বান্দাহর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হলো মানবজাতি। এ মানবজাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি হাদীয়া দিয়েছেন যা দেখে পূর্ববর্তী নবীরাও পর্যন্ত আফসোস করেছে। তন্মধ্যে একজন মু'মিনের নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো লাইলাতুল ক্বদর। যা মহান আল্লাহর কাছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আর এটি রমযানুল মুবারকেই অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

নয় বরং ইবরাহীম আ.-এর সহীফা, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল সহ সকল ঐশী গ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাবরানী বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ মাসে মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা যেমন নাযিল হয়েছে তেমনি আল্লাহর রহমত হিসেবে এসেছে রোযা। তাই এ দুই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বেশি বেশি করে কুর'আন তিলাওয়াত করা উচিত। প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরীল রাসূলুল্লাহ সা.-কে পূর্ণ কুর'আন শোনাতেন এবং রাসূল সা.-ও তাকে পূর্ণ কুর'আন শোনাতেন। আর জীবনের শেষ রমজানে আল্লাহর রাসূল দু'বার পূর্ণ কুর'আন তিলাওয়াত করেছেন। যা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৬৭. মূল হাদীস :

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وفي لفظ (وسلسلت الشياطين).

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৪৭

Dhaka University Institutional Repository

"লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপ্রেক্ষ উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।"[৬৮]

cvP. ighvb gvm †'vqv Ke‡ji gvm : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমজানের প্রতি রাতে ও দিনে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং প্রতি রাত ও দিবসে মুসলিমের দোয়া-প্রার্থনা কবুল করা হয়।[৬৯]

তাই প্রত্যেক মুসলমান এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের কল্যাণের জন্য যেমন দোয়া-প্রার্থনা করবে, তেমনি সকল মুসলিমের কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে।

Qq. ighvb cvc †_‡K •gv jv‡fi gvm : যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েও তার পাপসমূহ ক্ষমা করানো থেকে বঞ্চিত হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যার কাছে রমযান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করা হয়নি।[৭০]

সত্যিই সে প্রকৃত পক্ষে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত যে এ মাসেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

mvZ. ighvb Rvnvbvg †_‡K gw³ jv‡fi gvm : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযান মাসের প্রথম রজনীর যখন আগমন ঘটে তখন শয়তান ও অসৎ জিনগুলোকে বন্দি করা

---

৬৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-কদর : ৩-৫

৬৯. মূল হাদীস :

إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، (يعني في رمضان) وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة.

-gvRgD gAvjøvdwZj Avjevbx, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০০২

৭০. মূল হাদীস :

.. رغم أنف رجل، دخل عليه رمضان، ثم انسلخ قبل أن يغفر له.

-Rv‡gDj Dmj wd Avnw'wmi ivmj, ১৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এ মাসে একটি দরজাও খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এ মাসে তা আর বন্ধ করা হয় না। প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকে যে, হে সৎকর্মের অনুসন্ধানকারী তুমি অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের অনুসন্ধানকারী তুমি থেমে যাও! এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।[৭১]

AvU. ighvb gv‡m mrK‡gi cwZ'vb eû ¸‡Y ew× K‡i †'qv nq : যেমন হাদীসে এসেছে যে, রমযান মাসে ওমরাহ করলে একটি হজের সওয়াব পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বরং, রমযান মাসে ওমরাহ করা আল্লাহর রাসূলের সাথে হজ আদায়ের মর্যাদা রাখে। এমনিভাবে সকল ইবাদত-বন্দেগীসহ সকল সৎকাজের প্রতিদান কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

bq. ighvb ˆah I me‡ii gvm : এ মাসে ঈমানদার ব্যক্তিগণ খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদি ও অন্যান্য সকল আচার-আচরণে ধৈর্য ও সবরের এত অধিক অনুশীলন করেন তা অন্য কোনো মাসে বা অন্য কোনো পর্বে করেন না। এমনিভাবে রোযা পালন করে যে ধৈর্যের প্রমাণ দেয়া হয় তা অন্য কোনো ইবাদতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন : ধৈর্যশীলদের তো বিনা হিসাবে পুরস্কার দেয়া হবে।[৭২]

---

৭১. মূল হাদীস :

إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل! ويا باغي الشر أقصر! ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة.

-Avm mbvb Avm mMiv, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪২৯।

৭২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

-Avj-Ki\`Avb, সূরা যুমার : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 3. 3. †ivhvi dhxjZ

রমযান মাসের আগমনে মুসলিমগণ আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক স্বত:স্ফূর্ততা। পার্থিব কোনো সম্পদের সাথে আল্লাহর এ অনুগ্রহের তুলনা চলে না, তা হবে এক ধরনের অবাস্তব কল্পনা। যখন রমজানের আগমন হত তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হতেন। রমযান মাসে সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইজ্জতে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন এক সাথে নাযিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার রমযান মাসে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি নাযিল হতে শুরচ করে।[৭৩]

GK. †ivhv ïa Avjøvni Rb¨ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোযার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগী থেকে রোযাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন তিনি এক হাদীসে কুদসীতে বলেন: মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা তার ব্যতিক্রম, তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।[৭৪]

---

৭৩. কুর'আন নাযিলের দুটি পর্বই রমযান মাসকে ধন্য করেছে। শুধু আল-কুর'আনই নয় বরং ইবরাহীম আ.-এর সহীফা, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল সহ সকল ঐশী গ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসে মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা যেমন নাযিল হয়েছে তেমনি আল্লাহর রহমত হিসেবে এসেছে রোযা। তাই এ দুই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বেশি বেশি করে কুর'আন তিলাওয়াত করা উচিত। প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরীল রাসূলুল্লাহ সা.-কে পূর্ণ কুর'আন শোনাতেন এবং রাসূল সা.-ও তাকে পূর্ণ কুর'আন শোনাতেন। আর জীবনের শেষ রমজানে আল্লাহর রাসূল দু'বার পূর্ণ কুর'আন তিলাওয়াত করেছেন। যা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৭৪. মূল হাদীস :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ.

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭৬০।

এ হাদীস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি নেক আমলের মাঝে রোযা পালনের গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি। তাই সাহাবী আবু হুরাইরা রা. যখন বলেছিলেন :

يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له .

'হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোনো নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তুমি রোযা পালন কর। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই।'

- নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৫৩৪।

রোযার এত মর্যাদার কারণ কী তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভাল জানেন। তবে, আমরা যা দেখি তা হল, রোযা এমন একটি আমল যাতে লোক দেখানো ভাব থাকে না। বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়। সালাত হজ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কে করল তা দেখা যায়। পরিত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

‘B. †ivhvi cwZ‘vb AvjøÍvn wbR nv‡Z c‘vb Ki‡eb : রোযা আদায়কারী বিনা হিসাবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী ও সৎ কর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হয় না। বরং প্রত্যেকটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘মানব সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : কিন্তু রোযার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য আমিই তার প্রতিদান দেব।’[৭৫]

সারা জাহানের সর্বশক্তিমান প্রতিপালক আল্লাহ নিজেই যখন এর পুরস্কার দেবেন তখন কি পরিমাণে দেবেন? ইমাম আওযায়ী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন : আল্লাহ যে রোযা আদায়কারীকে প্রতিদান দেবেন তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না।

wZb. †ivhv‘v‡ii Rb¨ †ivhv K-cewË cwZ‡iv‡ai Xvj ¯'i|c : রোযা পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন : হে যুবকেরা! তোমাদের মাঝে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি-কে অবনত করে ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা পালন করে। কারণ এটা তার রক্ষা কবচ।[৭৬]

করলেও বুঝা যায়। কিন্তু রোযা পালনে লোক দেখানো বা শোনানোর ভাবনা থাকে না। ফলে রোযার মাঝে ইখলাস, আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা নির্ভেজাল ও বেশি থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন:

يدع شهوته وطعامه من أجلي.

‘রোযা পালনকারী আমার জন্যই পানাহার ও যৌনতা পরিহার করে।’

-মুসলিম, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭৬৩।

তাই রোযা পালনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুর আশা করে না।

৭৫. মূল হাদীস :

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به...

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৫১

৭৬. মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে রোযা সকল অশ্লীলতা ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘রোযা হল ঢাল। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে রোযা পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। যদি তার সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারিতে লিপ্ত হতে চায় তবে তাকে বলে দেবে আমি রোযা পালনকারী।’[৭৭]

রোযা পালনকারী যেমনি নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তেমনি সকল অশ্লীল আচরণ, ঝগড়া-বিবাদ, অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করে।

Pvi. †ivhv †ivhv‘v‡ii Rb¨ Rvnvbvg †_‡K evPvi Xvj : যেমন হাদীসে এসেছে, ‘রোযা হল ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।’[৭৮]

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪০০

৭৭. মূল হাদীস :

والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم.

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৫১

৭৮. মূল হাদীস :

الصيام جنة، وحصن حصين من النار.

-আহমদ, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯২১৪।
বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে,

من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা পালন করবে আল্লাহ তার থেকে জাহান্নাম-কে এক খরিফ (সত্তুর বছরের) দুরত্বে সরিয়ে দেবেন।’ -মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭৬৯
উলামায়ে কেরাম বলেছেন : ‘আল্লাহর পথে রোযা পালনের অর্থ হল: শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা পালন করা।’ এমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা বহু রোযা পালনকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছে,

إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.

‘ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এটা রমজানের প্রতি রাতে।’

Dhaka University Institutional Repository

cvP. †ivhv RvbvZ jv‡fi mnR c_ : হাদীসে এসেছে, "আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যার দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন : 'তুমি রোযা পালন কর। কেননা, এর সমকক্ষ আর কোনো কাজ নেই।"[৭৯]

Qq. Avjøvni Kv‡Q †ivhv cvjbKvixi g‡Li MÜ †gk‡Ki †P‡qI DËg : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'যার হাতে মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।'[৮০]

মুখের গন্ধ বলতে পেট খালি থাকার কারণে যে গন্ধ আসে সেটাকে বুঝায়। দাঁত অপরিষ্কার থাকার কারণে যে গন্ধ সেটা নয়।

- বাইহাকী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬০৫

৭৯. মূল হাদীস :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.

-নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২২০।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য রোযার সাথে কোনো আমলের তুলনা হয় না। রোযা পালনকারীদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের আরেকটি দৃষ্টান্ত সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد.

রোযা পালনকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে দরজা দিয়ে রোযা পালনকারীরা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। যার নাম রাইয়ান। কেয়ামতের দিন রোযা পালনকারীরাই শুধু সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন ঘোষণা করা হবে, রোযা পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য। যখন তারা প্রবেশ করবে, দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।'

-eLvix, Avm-mnxn, cv¸ ³, হাদীস নং- ১৭৯৭; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৫২

৮০. মূল হাদীস :

والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

-eLvix, Avm-mnxn, cv¸ ³, হাদীস নং-১৭৯০, মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৫১

Dhaka University Institutional Repository

mvZ. BnKvj I ciKv‡ji mvd‡j¨i gva¨g †ivhv : যেমন হাদীসে এসেছে, 'রোযা পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ : একটি হল ইফতারের সময় অন্যটি তার প্রতিপালকের সাথে স্বাক্ষাতের সময়।'[৮১]

AvU. †ivhv'v‡ii Rb¨ †ivhv †Kqvg‡Zi w'b mcwik Ki‡e : এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'রোযা ও কুর'আন কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, রোযা বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। কুর'আন বলবে হে প্রতিপালক ! আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন : অত:পর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।'[৮২]

bq. ¸bvn gv‡di KviY I ¸bv‡ni Kvddviv n‡jv †ivhv : রোযা হল অনেকগুলো নেক আমলের সমষ্টি। আর নেক আমল পাপকে মুছে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন : 'সৎকর্ম অবশ্যই পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়।'[৮৩]

---

৮১. মূল হাদীস :

للصائم فرحتان : فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه.

-eLvix, Avm-mnxn, cv¸ ³, হাদীস নং- ১৭৯০; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৫১।

ইফতারের সময় আনন্দ হল এ কারণে যে, রোযা পূর্ণ করতে পারল ও খাবার-দাবারের অনুমতি পাওয়া গেল। এটা বাস্তব সম্মত আনন্দের বিষয়, যা আমাদের সকলের বুঝে আসে ও অনুভব করি। অপর দিকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের যে আনন্দ, তা অনুভব করতে আমরা এখন না পারলেও কেয়ামতের দিন পারা যাবে। যখন সকল মানুষ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহমুখী থাকবে।

৮২. মূল হাদীস :

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب: منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. قال: فيشفعان.

-আহমদ, Avj-gmbv', প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৬২৬।

৮৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

-Avj-Ki‡bAvb, সূরা হুদ : ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বহু হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, নেক আমলকে বিভিন্ন ছোট খাট পাপের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ নেক আমলের কারণে গুনাহগুলো আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে, 'মানুষ যখন পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ও ধন-সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে, তখন সালাত, রোযা, সদকা সে গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।'[৮৪]

---

৮৪. মূল হাদীস :

فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة.

-eLvix, Avm-mnxn, cv¸³, হাদীস নং- ১৭৯৫; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৪৫০।

আর রমযান তো গুনাহ মাফ ও মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

'যে রমযান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা পালন করবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

- eLvix, Avm-mnxn, cv¸³, হাদীস নং-২০১৪; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১৭।

ইহতিসাবের অর্থ হল: আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্ট চিত্তে রোযা ও কিয়াম আদায় করা। হাদীসে আরো এসেছে,

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান হল মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা, যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।'

-মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭৪।

রোযা ছোট পাপগুলোকে মিটিয়ে দেয় আর তাওবা করলে কবীরা গুনাহ মাফ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

'তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মাঝে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।'

- Avj-KiÛAvb, সূরা নিসা : ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 4. n¾

1. 2. 4. 1. n‡¾i AwfavbK I cwifvwlK A_©

হজ্জ(حج)শব্দটি আরবী শব্দ। (ح-ج-ج) শব্দমূল থেকে বাবে نصر এর মাস্‌দার। লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন : الحج: القصد বা ইচ্ছাকরা, حج إلينا فلان أى قدم বা আগমণ করা।[৮৫] মোট কথা হজ্জের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা বা সংকল্প করা ।

হজ্জের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন : "তাওয়াফ এর নিয়তে মক্কাশরীফ পরিভ্রমন করা কে হজ্জ বলে।"[৮৬]

মোটকথা, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্ধারিত তারিখ ও নির্ধারিত নিয়মে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহকে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে।

---

৮৫. ইব্‌ন মানযুর, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ ।

আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ বলেন : الحج لغة: القصد إلى معظم অর্থাৎ: হজ্জ অর্থ হচ্ছে, মহান কাজের নিয়াত বা ইচ্ছা করা।

-আফিফ আব্দুল ফাত্তাহ আত তাব্বারাহ, i/nÏxb Avj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৫৩।

৮৬. মূল আরবী :

هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف.

-সাইয়্যেদ সাবিক, wdKûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।

আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ বলেন: هو قصد البيت الحرام بمكة للعبادة অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে বাইতুল হারাম তথা কা'বা শরীফ যিয়ারত করাই হচ্ছে হজ্জ।

- আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ, i/ûÏxb-Avj-Bmjvgx, পৃ. ২৫৮।

ইবনে মানযুর বলেন:

قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة.

"ফরজ ও সুন্নাত কর্মের উদ্দেশ্যে কা'বাঘরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করাকে হজ্জ বলে।"

- ইব্‌ন মানযুর, wjmvbj Avie, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 4. 2. n‡¾i dhxjZ I ¸i”Z

হজ্জের ফযীলত ও মর্যাদা এবং গুরচত্ব সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : “হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্জ আদায় করে এবং হজ্জের কার্যাবলী আদায়কালে কোনরূপ অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজে লিপ্ত না হয়, সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করল।”[৮৭]

অন্য হাদীসে এসেছে, “হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক উমরা থেকে অন্য উমরা আদায় করা পর্যন্ত অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের জন্য কাফ্‌ফারাহ এবং মাকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।”[৮৮]

অন্য হাদীসে আছে : “হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করে সে যেন তাড়াতাড়ি আদায় করে”।[৮৯]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “হজ্জ ও উমরা আদায়কারীগন আল্লাহ্‌র মেহমান। তারা যে দুয়া করে আল্লাহ্ তা’য়ালা তা কবুল করেন, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন”।[৯০]

---

৮৭. মূল হাদীস :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله : من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

-বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ১৪২৪।

৮৮. মূল হাদীস :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

-বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ১৬৫০।

৮৯. মূল হাদীস :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ.

-আবু দাউদ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ১৪৭২।

৯০. মূল হাদীস :

الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم.

-ইবনে মাযাহ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং : ২৮৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ ফরজ হওয়ার পর তা দ্রচত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত শুধু অলসতা বা পার্থিব স্বর্থের কারণে যদি কেউ হজ্জ আদায় না করে তবে সে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মতই হবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক কিংবা কঠিন রোগ যদি কাউকে হজ্জ পালনে বিরত না রাখে, আর সে হজ্জ পালন না করে মারা যায়, তবে তার যেন ইয়াহুদী নাসারাদের মতই মৃত্যু ঘটে।[৯১]

সুতরাং শর্ত অনুযায়ী হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে তা আদায় করা একান্ত কর্তব্য। কেননা হজ্জ ফরজ হওয়ার পর যদি কেউ তা আদায় না করে মারা যায়, তাহলে ফরজ ত্যাগ করার কারণে সে মারাত্মক পাপের অধিকারী হবে এবং ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ হচ্ছে পঞ্চম। এটা হচ্ছে আর্থিক ও দৈহিক ইবাদত। এতে যেমন অর্থ ব্যয় হয়, তেমনি হয় দৈহিক পরিশ্রম। তাই দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। নামায রোযা ওয়াকাত আদায়ের পর একজন মু'মিন বান্দা অন্তরের অনাবিল শান্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে গমন করেন পবিত্র কা'বায়। এখানে একজন মানুষ বান্দা হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁরই আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন প্রশ্ন না তুলে ঘুরে বেড়ায় কা'বার চারপাশে, চুম্বন করে কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ; সায়ী করে, সাফা ও মারওয়ায়, ছুটে যায় আরাফা, মুয্‌দালিফা ও মিনার ময়দানে, পশু কুরবানীর সাথে সাথে কুরবানী দেয় নিজের সকল পাশবিকতা। এমনিভাবে সে তার খিলাফতের দায়িত্বকে উপলব্ধি করার জন্য আরাফার ময়দানে শামিল হয় মুসলিম উম্মাহ্‌র মহাবিশ্ব সম্মেলনে। সেখানে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, ভাষায় ভাষায়, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে মহামিলন। ইহরামের একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে সব ধরনের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে যায় সকলেই। সেখানে সারা বিশ্বেও মুসলমানের খোঁজ-খবর নিতে পারে একজন আরেকজন থেকে। তারা নিজেদের সমাস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায় আর সেই আলোকে নিতে পারে সমস্যাসমূহের সমাধান।

---

৯১ মূল হাদীস :

من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أم سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

-দারেমি, Avm-mbvb, হাদীস নং : ১৭১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিশ্ব সম্মেলন এবং ইসলামী ঐক্যের প্রতীক। এ ধরনের মহাসম্মেলন অন্য কোন ধর্ম বা জাতির মধ্যে কখনো অনুষ্ঠিত হয়না। একমাত্র তৌহিদবাদী মুসলিম জাতিই পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে ছুটে আসে কা'বায় পরম করুণাময়ের নৈকট্য লাভের আশায়।এখানে বর্ণ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে একই সূরে উচ্চারণ করেন, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লাশারীকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লাশারীকা লাক।

আমি হাজির, হে আল্লাহ্‌ আমি হাজির। আমি হাজির। কোন শরীক নেই আপনার, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই, আর সকল সাম্রাজ্যও আপনার, কোন শরীক নেই আপনার।

অশ্রুসিক্ত নয়নে ল্রঙ ল্রঙ আল্লাহ্‌ প্রেমিক বান্দার কণ্ঠের এ আওয়াজ কা'বায় ধ্বনিত হয়ে আরশে মুয়াল্লা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আর তখন আল্লাহ্‌ তার বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন : হে আমার প্রিয় বান্দা ! আমি তোমার সাথেই আছি। আজ তুমি যা চাও তা আমি তোমাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ইহরাম অবস্থায় কোন ভেদাভেদ থাকে না। দু'খানা সাদা কাপড় পরিহিত ল্রঙ ল্রঙ মানুষ একই কাতারে কাধে কাধ মিলিয়ে ইবাদতের এ দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ভাষা ও বর্ণে ব্যবধান থাকলেও পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, হাতে হাত মিলিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 5. hvKvZ

1. 2. 5. 1. hvKv‡Zi Avwfavwb K I cwifwlK A_

আভিধানিক দৃষ্টি কোণ থেকে যাকাত শব্দের অর্থ শুচিতা ও পবিত্রতা, শুদ্ধি ও বৃদ্ধি। যাকাত শব্দটি আরবী (ز-ك-و) শব্দমূল হতে গঠিত। এটি বাবে ضرب এর মাস্‌দার। নিচে এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা হলো : বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া। অতএব যাকাত অর্থ পরিবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ।[৯২]

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন : "শরী'য়তের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরযকৃত অংশ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাকাত পাবার যোগ্য লোকদের ফরযকৃত নির্দিষ্ট অংশের ধন-সম্পদ প্রদানকরাকেও যাকাত বলা হয়।"[৯৩]

এককথায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলে।

---

৯২. Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২১শ খন্ড, পৃ. ৪৭৫।

লিসানুল আরব প্রণেতা বলেন : زكاة المال معروفة وهو تطهيره অর্থাৎ মাল বা সম্পদকে পবিত্র করা।
-ইব্‌ন মানযুর, wjmvbj Avie, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ বলেন : صدقة والصدقة زكاة: الزكاة অর্থাৎ যাকাত হচ্ছে সাদ্‌কাহ আর সাদ্‌কাহ হচ্ছে যাকাত।
- আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, i¦nÏxb Avj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩।

৯৩. আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, Bmjv‡gi hvKvZ weavb, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রাহীম, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম খন্ড, ২০০০ ইং), পৃ. ৪৬।

সাইয়্যেদ সাবিক বলেন : الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. "যাকাত হচ্ছে এমন সম্পদের নাম যা আল্লাহ্‌র আদেশে ফকীর তথা গরীবদেরকে মানুষ ধন দিয়ে থাকে।"
আল-আজহাবীর মতে যাকাত দরিদ্রকেও প্রবৃদ্ধি দান করে। দরিদ্রের জন্য বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি ব্যক্ত করে, এ শব্দটি এ অর্থের দিকে সুন্দর এক দৃষ্টিপাত বা ইঙ্গিত করে। সেই সাথে ধনশালী ও বিত্তবান ব্যক্তির মনে ও সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করে একথাও বুঝায়।
- সাইয়্যেদ সাবিক, wdKûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 5. 2. hv‡`i Ici hvKvZ IqvwRe

যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব তারা তিন প্রকার:

১. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

২. যাদের সম্পদের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। তবে ফসলের ক্ষেত্রে এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয় বরং ফসলের যাকাতের সম্পর্ক ফসল পাকার সাথে।

৩. ফলের যাকাত ওয়াজিব হয় যখন তা পরিপক্কতা লাভ করে এবং খাওয়ার উপযোগী হয়।

৪. যাকাত ওই সব লোকের ওপর ওয়াজিব হয় যাদের নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তৎসমান অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বছর যাবৎ রিজার্ভ বা জমা আছে।

1. 2. 5. 3. hvKv‡Zi Zvrch

যাকাত ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে একটি। যাকাত ছাড়া দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। যারা যাকাত অস্বীকার করে তাদের হত্যা করা হবে এবং যারা যাকাতের ফরয অস্বীকার করে তাদের কাফের বলে গণ্য করা হবে। এই যাকাত ফরয করা হয় ২য় হিজরীতে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় ইরশাদ করেছেন : আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করো এবং রুকু কর রুকুকারীদের সঙ্গে।'[৯৪]

এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামায এবং রোজার সম্পর্ক মানুষের দৈহিক পরিশ্রম ও মনের সাথে সম্পৃক্ত, প্রত্যুত্তরে যাকাত ও হজ্বের সম্পর্ক অর্থের সাথেও রয়েছে। বিশেষভাবে যাকাত ধনী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ওপরই ফরয হয়ে থাকে।

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। একজনের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ জমা হওয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম চায় ধনী-গরিব সবাই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুক। তাই দরিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। হাদিসের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে যাকাতের বিশেষ গুরুত্ব সংবলিত অনেক হাদিস। আবু সায়ীদ রা. বর্ণনা করেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৯৪. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

-Avj-KziAvb, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাম আমাদেরকে নসিহত করছিলেন। তিন বার শপথ করে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য অবশ্যই বেহেশতের দরজা খুলে দিয়ে বলবেন, 'তোমরা নিরাপদে তাতে প্রবেশ কর'।[৯৫]

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'তোমরা নিজেদের মালের যাকাত প্রদান করে তা হিফাজত কর আর সদকা দিয়ে রোগীদের রোগ আরোগ্য কর।' যারা যাকাত আদায় করে না তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির সংবাদ এসেছে। আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : 'যে কোন স্বর্ণ বা রচপার মালিক যদি আপন সম্পদের মালের যাকাত আদায় না করে, তার এ সম্পদকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে কিয়ামতের দিন তা দ্বারা পিঠ, পার্শ্ব এবং কপালে ছ্যাকা দিবেন। আর যখনই তা ঠাণ্ডা হবে সাথে সাথে আগুনে পুনরায় উত্তপ্ত করা হবে। এমন দিনে তাকে শাস্তি দেয়া হবে যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর বান্দার বিচারকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। অতঃপর সে দেখতে পাবে তার গন্তব্য হয় জান্নাতের দিকে নয়তো জাহান্নামের দিকে।' [৯৬]

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা যাকে সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামত দিবসে তার সম্পদকে দুই চোখ বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত করা হবে। তারপর সাপটিকে কিয়ামতের সে দিবসে তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। সাপ তার দুই মুখে দংশন করতে করতে বলতে থাকবে, আমি তোমার বিত্ত, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ।[৯৭]

---

৯৫. নাসায়ী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৯৫।

৯৬. মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار.

৯৭. মূল হাদীস :

من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالُك أنا كنزك " الشجاع : ذكر الحيات، والأقرع : الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه.

Dhaka University Institutional Repository

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-'যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না। সে কিয়ামতের দিন একটি অগ্নিখণ্ড নিয়ে আসবে যদ্বারা তার কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।'

বুরাইদা রা. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– 'যে সম্প্রদায় যাকাত প্রদান করবে না আল্লাহ্ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের মতো বিপদে নিপতিত করবেন।'

যাকাত গরিবের প্রতি কোন করুণা নয় বরং তা তার হক- যা ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ কারণে আবু বকর রা. বলেছেন, 'যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যুগে একটি উটের রশিও যাকাত হিসেবে আদায় করত আর এখন তারা যদি যাকাত দিতে অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।'[৯৮]

তার এ ভাষণের মর্মার্থই ছিল, মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা যাতে কেউ কাউকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করতে না পারে।

1. 2. 5. 4. hvKvZ diR nIqvi wnKgZ

যাকাত ফরজ হওয়ার পেছনে অসংখ্য হিকমত রয়েছে। যেমন– সম্পদ উপার্জনের যোগ্যতা, দ্রুততা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে অনেক তারতম্য রয়েছে। আর এ তারতম্য কমিয়ে ধনী-গরিবের মাঝে ভারসাম্য আনার জন্য মহান আল্লাহ্ যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ দেখা যায় কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ছে, অর্থ-কড়ি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত আছে এবং প্রাচুর্যের চূড়ান্ত শিখরে অবস্থান করছে আর কিছু লোক দারিদ্র্য সীমার একেবারে নীচে অবস্থান করছে। মানবেতর জীবন যাপন করছে। আল্লাহ্ এ ব্যবধান দূর করার জন্যই তাদের সম্পত্তিতে যাকাত ফরজ করেছেন। যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমে যায় এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। অন্যথা দেশে বা সমাজে হিংসা- বিদ্বেষ, ফিতনা-ফাসাদ ও হত্যা-লুণ্ঠন ছড়িয়ে পড়বে। বিঘ্নিত হবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতি।

এছাড়া যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, যাকাত মানুষকে কৃপণতা থেকে বিরত রাখে। মানুষকে পরোপকারী, অন্যের ব্যথায় সমব্যথী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হতে সাহায্য করে।

-বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৬৪, হাদীস নং- ৪২৮৯ ।

৯৮. বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩১২।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ দেশেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় যাকাত দারিদ্র বিমোচনে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহায়তা করে দারিদ্র দূর করতে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ভাবমর্যাদা অুণ্ণ থাকে এবং আত্মমার্যাদা ও সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়।

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দূরত্ব কমে আসে। তাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়। দূর হয় পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। কারণ গরিবরা যখন ধনীদের সম্পদ দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাদের সহানুভূতি লাভ করে, তখন তাদের সহযোগিতা করে এবং তাদের স্বার্থ ও সম্মান ব্রত্তয় সচেষ্ট হয়।

যাকাত আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ এবং ধন-সম্পদের বরকত বাড়িয়ে দেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'সদকা করার কারণে কখনো সম্পদ কমে না।' দান-খয়রাত করলে সম্পদের পরিমাণ কমলেও সম্পদের বরকত কমে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পদকে তার ভবিষ্যতের জন্য বরকতময় করে দেন এবং তার দান খয়রাতের কারণে তাকে এর চেয়ে উত্তম সম্পত্তি দান করেন।'

যাকাত একটি সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই বর্তমান অর্থব্যবস্থার সব প্রকার ত্রচটি-বিচ্যুতি ও নানাবিধ সমস্যার যুৎসই সমাধান।

যাকাত আদায় করা মুমিনদের বিশেষ গুণ। যাকাত আদায় করা আল্লাহ্র ঘর আবাদকারীদের বিশেষ গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন করিমে তাদের সম্পর্কে বলেন : "নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহ্র ঘরের আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত আদায় করে ও যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না।"[৯৯]

---

৯৯ . মহান আল্লাহ্ বলেন :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ.

-Avj-KiÛAvb, সূরা আত-তাওবাহ, ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 5. 5. hv‡'i Ici hvKvZ IqwRe

যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব তারা তিন প্রকার:

১. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

২. যাদের সম্পদের ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। তবে ফসলের ক্ষেত্রে এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয় বরং ফসলের যাকাতের সম্পর্ক ফসল পাকার সাথে।

৩. ফলের যাকাত ওয়াজিব হয় যখন তা পরিপক্কতা লাভ করে এবং খাওয়ার উপযোগী হয়।

যাকাত ওই সব লোকের ওপর ওয়াজিব হয় যাদের নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তৎসমান অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বছর যাবৎ রিজার্ভ বা জমা আছে।

1. 2. 5. 6. hvKv‡Zi wewea DcKwiZv

1. 'wi'¨ we‡gvPb : আগেই উল্লেখ করেছি যাকাত দারিদ্র্য বিমোচনে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। ধনী-গরিবের মধ্যকার বৈষম্য দূর করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর ধনীদের শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধে সহায়তা করে। 'ধনীরা আরো ধনী আর গরিবরা আরো গরিব' হওয়ার নীতিহীন সনাতনী ধারা বন্ধ করতে পারে একমাত্র এ যাকাত ব্যবস্থা। ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান মাত্র চল্লিশ ভাগের একভাগ। অর্থাৎ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট চল্লিশ লাখ টাকা থাকলে সেক্ষেত্রে অপর জনের নিকট এক লাখ টাকা থাকবে। এভাবে ঠিক মতো যাকাত আদায় করা হলে ক'দিন পরে গরিব বা যাকাত গ্রহণ করার মত লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

2. hvKv‡Zi Øviv gvb‡li m¤ú' weï× I cweÎ nq : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তাদের সম্পদ হতে আপনি যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদের পবিত্র করবে এবং করবে তাদেরকে পরিশুদ্ধ।' মানুষের সম্পত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা আর মরীচিকার প্রবেশ ঘটে। এসব দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেছেন। সেহেতু যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সম্পত্তি কলুষ ও আবর্জনা মুক্ত এবং পবিত্র হয়।

3. hvKvZ gvb‡li m¤ú' ew× K‡i : যাকাত আদায় করার দ্বারা মানুষের ধন-সম্পদ বাড়তে থাকে। বরকতে কানায় কানায় ভরে ওঠে মানুষের সম্পদ।

4. hvKvZ gvbl‡K KcYZvi bvMcvk †_‡K g³ K‡i : যাকাত আদায়ের মাধ্যমে কৃপণতা দূর হয়। মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের উদ্রেক হয়। সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত প্রলম্বিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

1. 2. 5. 7. hvKv‡Zi A_ e¨‡qi LvZmgn

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু যাকাত আদায় করার জন্য তাগিদ প্রদান করেননি বরং যাকাতের অর্থ বন্টনের খাতগুলোও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের মোট আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে।

১. dKxi t যাদের অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়, লোকলজ্জায় কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে না তাদেরকে ফকীর বলে। যাকাত দিয়ে দরিদ্র, অভাবী, ফকীর শ্রেণীর পুনর্বাসন, বেকারত্ব দূর করে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলিম সমাজের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

২. wgmKxb t মিসকীন বলতে দৈহিক অজ্ঞ বিত্তহীন ব্যক্তিদের বুঝায়। যেমন- বিত্তহীন, অন্ধ, প্রত্নঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি শ্রেণীকে মিসকীন বলা হয়।

৩. hvKvZ Av'vqKvix KgPvix : যারা যাকাত আদায় ও বন্টন করে এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের বেতন-ভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৪. bI gmwjg‡'i msi•Y I gb AvKó Kiv : যাকাতের পরবর্তী ব্যয় খাত হিসেবে নও মুসলিমদের মন আকৃষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। যে কাফেরের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আশা করা হয়। অথবা যাকাতের দ্বারা যার ঈমান কিংবা ইসলাম বা তার অনুরূপ ব্যক্তির ইসলাম মজবুত হওয়ার আশা করা যায়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যাকাত হতে তাদেরকে প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ‘vmZ †gvPb t যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে কোন ভাবে জিম্মি বা বন্দি হয়, তবে তার মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ থেকে ব্যয় করা যায়।

৬. ঋণমুি³ : অনেকে পরিবার পরিচালনার জন্য ঋণ করে তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। তাদের ঋণমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৭. Avjøívni c‡_ (dx mwewjjøívn) : এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এর ব্যাখ্যাও বিস্তৃত। সাধারণভাবে এটা জিহাদের অর্থ বুঝায়। আল-কুরআনুল কারীমে যত স্থানে জিহাদের কথা এসেছে সবখানে ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’ বলা হয়েছে। তবে আভিধানিক অর্থে একে জিহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বরং সকল প্রকার কল্যাণময় ও নেক কাজকে এর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একে কায়েম রাখার জন্য যেসব বিশাল কাজের আঞ্জাম দিতে হয় সেজন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত দল ও সংগঠন জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মর্যাদা পেতে পারে; যদি তাদের নীতি, আদর্শ, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে কায়েম ও দ্বীনের কালেমাকে সমুন্নত করণ। এক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা বা যুদ্ধ প্রতিরোধ করার চেয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে দাওয়াতের কাজটি অনেক গুরচত্বপূর্ণ। এজন্য দাওয়াতের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় একটি বড় ক্ষেত্র। মূলত ইসলামী অনুশাসন যেখানে উপেক্ষিত, যেখানে ইসলামী আদর্শকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেখানে ইসলামের সঠিক আদর্শ ও নীতিকে জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্য দাওয়াতী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন ফি সাবিল্লিাহর অর্ন্তভুক্ত। যারা ইসলামের নীতি, আদর্শ ও বিধানকে যুগপোযোগী ভাষা, রীতি ও পদ্ধতিতে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শিক সাহিত্য রচনা এবং বিভিন্ন সমাজ কল্যাণসমূহ কাজ করতে সক্ষম। এমনকি নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংসকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিপরীতে আদর্শবাদী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া গঠন করে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী ও কথা প্রচারের কাজে নিয়োজিত প্রয়োজনে যাকাতের অর্থ এখানে ব্যয় করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

8. gmwdi (Bebm mvexj) : যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের মধ্যে সর্বশেষ খাত হচ্ছে 'মুসাফির' পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ খাতকে বলা হয়েছে ابن السبيل (ইবনুস সাবীল) এর অর্থ পথে চলমান ব্যক্তি, ভ্রমণকারী বা পর্যটক। সফর বা ভ্রমণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন:

এক: আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করা।

দুই: পড়ালেখার জন্য ভ্রমণ করা।

তিন: চাকরি বা জীবিকার্জনের জন্য ভ্রমন করা।

চার: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রহস্য অবলোকনের জন্য ভ্রমন করা।

ইবনুস সাবীলে উল্লিখিত সব দলই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য এক শহরে বা দেশে প্রবেশ করেছে যেখানে তার কোন সহায় সম্বল নেই। নিজের দেশে তার অনেক কিছু থাকলেও এখানে তা ব্যবহার করতে পারছে না; তাকেই ইবনুস সাবীল বা মুসাফির হিসাবে গণ্য করা হয়। সফরকালীন সময়ে তার রসদপত্র, খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে । তবে তার সফরটি শরী'আ অনুমোদিত হতে হবে।

সকল মুসলিম একমত যে, যাকাত একটি ফরজ বিধান। সুতরাং যাকাত ফরজ জেনেও যদি কোন ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে যাকাত প্রদানে কৃপণতা করবে বা পরিমাণের চেয়ে কম দিবে, সে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

1. 3. Bmjvg a‡gi ˆewkó¨vejx

1. 3. 1. Bmjvg mveRbxb I Kj¨vYagx

ইসলামের আহবান সমগ্র মানব গোষ্ঠীর জন্যে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবতার জন্যে। আল-কুরআনের ভাষায় : “বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।”[১০০]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন : “যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।”[১০১]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন : “এবং আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।”[১০২]

ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও জাতীয়তা ভেদে সব মানুষ সমান। ইসলাম নিজেকে বিশ্বমানবতার বিবেক রূপে দাবি করে এবং গোত্র মর্যাদা ও সম্পদের ভিত্তিতে সৃষ্ট মিথ্যা বাধাসমূহ অপসারিত করে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ধরনের বাধা সব সময় ছিল, এমনকি আজকের দিনে তথাকথিত সুসভ্য যুগেও আছে। ইসলাম এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে এবং দাবি করে যে, সকল মানুষ এক আল্লাহর পরিবারভুক্ত (বান্দা)।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :“সকল মানুষ আদম সন্তান,আর আদম (আ) মাটির তৈরী।”[১০৩]

---

১০০. মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ يأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً.

-Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ১৫৮।

১০১. মহান আল্লাহ্ বলেন :

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল ফুরকান, আয়াত : ১।

১০২. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।

১০৩. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : "তোমরা দুনিয়াবাসীর উপর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার কর আল্লাহও তোমাদের দয়া করবেন।"[১০৪]

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেদন আন্তজার্তিক বর্ণ, গোত্র, রক্ত সম্পর্ক অথবা ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিভেদ যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের পূর্বে ছিল প্রবলতার এবং বিভিন্ন চেহারায় আজকের যুগেও তার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। ইসলাম এসবের স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম সব মানুষকে এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। জাতিগত শত্রচতা ও কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এ পৃথিবীকে ইসলাম আহবান জানায়, জীবন ও আশার পথে এবং গৌরবোজ্জল ভবিষ্যতের পথে।[১০৫]

والناس بنو آدم وآدم من تراب.

-তিরমিযি, Avm-mbvb,, হাদীস নং : ৩৮৯১।

১০৪. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

-তিরমিযি, Avm-mbvb, হাদীস নং : ১৮৪৭।

১০৫. এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক টয়েনবি কতকগুলো চমৎকার মন্তব্য রেখেছেন। 'সিভিলাইজেশন ইন ট্রায়াল' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'দু'টি সুস্পষ্ট সংকট দেখা দিয়েছে। একটি মনস্তাত্ত্বিক অপরটি বস্তুগত। কসমোপলিটন প্রলেতারিয়েতের (তথা পাশ্চাত্য মানবতা) যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে গোষ্ঠী সচেতনতা ও অ্যালকোহল। এ দু'টি কুৎসিত বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইসলামী চেতনা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে, যা ভেবে দেখার বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজে যদি তা গৃহীত হয়, তবে উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে।

'মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার বিলোপ ইসলামের উল্লেখযোগ্য নৈতিক সাফল্য। সমকালীন দুনিয়ায় যা ঘটছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইসলামের এ নীতি প্রচার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এটা সহজেই বোধগম্য যে, ইসলামী চেতনা সৃষ্টির কাজ হবে বিশ্বে শান্তি ও সহনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

'অ্যালকোহলের কুপ্রভাব এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ তাকে আরও উম্মুক্ত করে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ অরোপ করেও কোন একটা সম্প্রদায়কে সামাজিক অনাচার থেকে মুক্ত করা যায় না, যতক্ষন না তাদের মুক্তির আকাঙ্খা থাকে, সে আকাঙ্খাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তৎপরতায় রূপায়িত করার ইচ্ছা সৃষ্টি না হয় এবং সে জনগোষ্ঠীর অন্তর থেকেই 'নেটিভদের ধর্মান্তর করণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি কমই আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রেও ইসলাম যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

- প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

1. 3. 2. Bmjvg gvb‡li ¯fveRvZ ag

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা বা ফিতরাত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা-ই হল 'ফিতরাত'। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে : "প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[106]

আল-কুরআনে মানুষের ঐ সুপ্ত প্রেরণাকে তৃপ্ত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে : "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর ফিতরাত তথা প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[107]

---

১০৬. রাসূলুল্লহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : كل مولود يولد على الفطرة. -বুখারী, Avm-mnxn, হাদীস নং : ১২৯৬।

এখানে ফিতরাত বা ইসলামের কথা উল্লেখ করে হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই প্রতিটি মানুষের মধ্যে উচ্চতর শক্তির সামনে আত্মসমর্পণের সহজাত প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিআপ্লুত হৃদয়ে সে নিজেকে একান্ত করে সঁপে দিয়ে পেতে চায় আত্মিক পরম তৃপ্তি। এ সুপ্ত প্রেরণা-জযবাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে কখনও কখনও মানুষ হয়েছে দিকভ্রান্ত। কেউ তো চন্দ্র-সূর্যকে মহাশক্তি মনে করে সেগুলোর কাছে মাথা নত করেছে। কেউবা আগুনের পূঁজা করেছে। আবার কেউ নিজের চাইতে অধিকতর শক্তিমান মানুষের পূজায় আত্মনিয়োগ করেছে। কখনো তারা নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করে সেগুলোর সামনে নতশির হয়েছে। আবার কখনো অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে প্রভূ বলে ঘোষণা করেছে। এককথায় মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান করেছে। মানবতার ক্রমবিকাশের সকল স্তরে এ সহজাত প্রেরণা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে মানুষের এ সহজাত প্রেরণার চাহিদা এটাই ছিল যে, মানুষ এমন এক মহান ও শাশ্বত সত্তার সামনে নিজেকে উৎসর্গিত করবে যিনি সকল শক্তি, সকল ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের উৎস; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে যাঁর অবস্থান, যিনি মানুষের সকল দাবী ও চাহিদা পূরণে এবং তাদের সহজাত প্রেরণা ও উচ্ছ্বাসকে তৃপ্ত করতে সক্ষম। এ পূর্ণতম সত্তাই হলেন মহান রাব্বুল আলামীন-সারা জাহানের পালনকর্তা।

১০৭. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আর-রূম, আয়াত : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

1. 3. 3. Bmjvg kwšÍ I m¤cxwZi ag

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম নিজেদের মত অন্যদেরকে ও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে নিজের, স্বজনের, সমাজের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হবে অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। ইসলামের শিক্ষা হল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। সমগ্র মানবজাতি একই পরিবারভূক্ত। বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত। কেননা আমরা সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন,সমস্ত খবর রাখেন।"[১০৮]

---

১০৮. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১৩।

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলাম শুধু মানুষের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণীর পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .

"যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

- তিরমিযি, Awm-mnxn, হাদীস নং : ১৮৪৭।

মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি জড়, অজড়, প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই ইসলামের উদারতায় উদ্ভাসিত। ইসলাম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়। বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি। সে জন্যই বৈরাগ্য ইসলামে নিষিদ্ধ। এ বাণী প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং মনুষত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিত্যদিনের চিন্তা-কর্মে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে সে আল্লাহর বান্দা এবং নবীজীর উম্মত। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এমন এক জীবনাদর্শ যেখানে মানুষ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কোন একটি মুহূর্ত ও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানদের জীবনে এমন কোন ক্ষেত্র ফেলে রাখা হয়নি, যেখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের সাথে তার আখিরাতের ভাগ্য জড়িত নয়। মোট কথা, ইসলামে এমন কোন পরিত্যক্ত বিষয় নেই, যার উপর ধর্ম কোন দাবি পেশ করেনি। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রচ"।[১০৯]

ধর্মকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের এ ধারণা প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা এনে দিয়েছে। এর আগে মনে করা হতো যে, বস্তু ও ভাব পরস্পরবিরোধী সত্তা। ধর্মের কাজ আত্মাকে নিয়ে, মানুষের পার্থিব কাজ-কর্মের ব্যাপারে ধর্মের কিছুই করার নেই এগুলো পাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[১১০]

وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالاِنسَ اِلاَّ لِيَعبُدُونِ.

"আমি জ্বীন ও ইনসানকে শুধু ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬।

উল্লেখিত আয়াতে যে ইবাদতের কথা ব্যক্ত হয়েছে সে ইবাদত শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং উপরোক্ত আমলের আগে-পরে কর্মমুখর মুহূর্তগুলোতেও আল্লাহ তা'আলাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে হবে যেন বৈষয়িক লোভ-লালসায় পড়ে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়ে যায়। প্রতিদিনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শের অনুসরণই হল উল্লিখিত আয়াতে ইবাদতের মূল তাৎপর্য।

১০৯. Avj-KiÛAvb, সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত : ২০৮।

১১০. ইসলাম মানুষকে স্বেচ্ছায় ও দ্বিধাহীনভাবে দুনিয়ায় বসবাস করতে বলে। দুনিয়ায় সব কিছু থেকে উদাসীন, স্থবির ও ছেড়ে-ছুঁড়ে দেওয়ার মনোভাবের স্বীকৃতি এধর্মে নেই। মানুষ হবে জীবন সংগ্রামের একজন অংশীদার। এখানে বস্তু জগত বা ইন্দ্রিয় জগতকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করা হয় না বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে রূপায়িত করা হয়। ইসলামের মতে এ দুনিয়া কোন নির্যাতন সেল নয় যে, মৌলিকভাবে দুর্বল মানব জাতি তার আত্মার দোষ স্খালনের জন্যে সমাজে বসবাস করতে হবে। এ দুনিয়ার সকল সম্পদ মানুষের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত, যার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং পার্থিব জগতকে ত্যাগ করা যাবে না বরং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। দেহ আত্মার জন্যে বন্দীখানা নয় বরং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে একটি ফলদায়ক উপকরণ। ইসলাম এ বিষয়ে দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মের স্পষ্ট বিরোধী। অন্যান্য ধর্মে জীবনকে অস্বীকৃতি ধার্মিকতার তূল্য অথচ ইসলামে ধার্মিকতার অর্থ জীবনে বিশ্বাস করা এবং নি:শঙ্ক ও সানন্দচিত্তে দৃঢ়তার সাথে নিজেকে তাতে সমর্পণ করা। একদিকে রয়েছে জীবনকে আপসহীনভাবে অস্বীকৃতি জানানো, অপরদিকে রয়েছে তূলনাহীন আশা ও আকাঙ্খা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মানুষের মনে প্রথমেই যে বিষয়টির ছাপ ফেলে তাহলো, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তা কোন তুচ্ছ কারণে সৃষ্টি করা হয়নি, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন : আসমান ও যমীনে এবং যা এর অন্তবর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম তবে আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম, আমি তা করিনি।"[১১১]

পবিত্র কুরআনের সূরা 'দুখান'-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, খোদীয় উদ্দেশ্যে দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি, আমি এদু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[১১২]

এরপর পবিত্র কুরআনে মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি।"[১১৩]

আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে শুধুমাত্র একটি খোদায়ী উদ্দেশ্য সাধনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কোন খুঁত বা ত্রচটি নেই। বস্তু জগতের ক্ষুদ্র থেকে শুরচ করে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কি আশ্চর্য সুন্দরভাবেই না সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরচ করে উন্নত জীবকুলের সকলেই আল্লাহর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার প্রকাশ মাত্র। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের

-Bmjvqgi Avnevb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

১১১. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১৬ -১৭

১১২. মহান আল্লাহ্ বলেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৩৮-৩৯

১১৩. Avj-KiÛAvb, সূরা আল-ম'মিনুন, আয়াত : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিজ্ঞাতা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি জ্ঞান প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"[১১৪]

এ আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যায় মানুষ পাপী নয়। এগুলো সুন্দর, যথার্থ এবং যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে কাজের উপযোগী। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে, এমনকি মালায়িক বা ফেরেশতাগণকে তার প্রতি অভিবাদন জানাতে বলা হয়েছিল। দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব কিছু তারই সেবার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামের মতে মানুষের আজন্ম কোন কলঙ্ক বা তার কোন পূর্ব পুরচষের পাপের পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে না।[১১৫]

ইসলামের মতে মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দৈহিক কামনা মানব প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা কোন আদি পাপের ফলশ্রচতি নয়, সুতরাং এগুলো মানুষের জন্যে ইতিবাচক, তাই আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে এবং আত্মিক উন্নতির জন্যে সংগতভাবে ব্যবহার করতে হবে। ইসলাম বলে যে, দৈহিক চাহিদাকে দমন করে পরহেজগার হওয়া যায় না। ইসলাম মানুষের দৈহিক চাহিদাকে আত্মিক চাহিদার সাথে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করতে চায় যেন জীবনকে সৎ ও পূর্ণতায় ভরে দেওয়া যায়। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতকে নিজেদের জন্যে নিষিদ্ধ না করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "বল আল্লাহ স্বীয়

---

১১৪. মহান আল্লাহ্ বলেন :

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِيَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِينٍ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আস-সিজদাহ, আয়াত : ৬-৭

১১৫. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

"প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না"।

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আনআম, আয়াত : ১৬৪

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ.

"তা এ যে, একে অপরের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হবে না, এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে"।

- Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৮-৩৯

এ আয়াতে করীমায় দুনিয়াবী জীবনের জন্মগত অমর্যাদা ও প্রাশ্চিত্য সম্পর্কীয় খৃষ্টীয় মতবাদকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী এবং তার মর্যাদা নির্নীত হবে তার নিজের সুকৃতি ও দুস্কৃতির ভিত্তিতে। খৃষ্ট ধারণা অনুযায়ী সে পাপীরূপে জন্মগ্রহণ করেনি অথবা সে জন্মগতভাবে নীচ বা কলুষীত নয়, যার জন্যে তাকে পরিপূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কষ্টদায়ক দৈহিক কসরৎ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দাসদের জন্যে যে শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছেন। বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস করে, এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করা-যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি। এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই।"[১১৬]

দৈহিক চাহিদাসমূহ মানুষের ব্যক্তিত্বের অবিভাজ্য অংশ এবং ইন্দ্রিয় কামনাসহ স্বভাবগত অন্যান্য বিষয়ের সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামের মতে বস্তুজগতে আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতকে উপ্রেক্ষ করার মধ্যে কোন পুণ্য নেই বরং আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা বা পরিহার করে চলার মধ্যেই প্রকৃত পুণ্য নিহিত রয়েছে। রিপুর চাহিদা পূরণ করাকে ইসলামে সরাসরি নিন্দা করা হয়নি, যতদুর পর্যন্ত একজন মানুষ সংযত হতে পারে এবং নৈতিক সচেতনতার আলোকে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ততটুকু ব্যবহার করতে হবে।[১১৭]

সংসার থেকে দূরে একাকিত্ব বরণ করে শুধুমাত্র ধ্যান উপাসনা ধারণা থেকে ইসলামী চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক। "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এ-তো তারা নিজেরাই আবিস্কার করেছে অথচ আমি এর বিধান দেইনি,

---

১১৬. মহান আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত : ৩২-৩৩

১১৭. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত : ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

(নির্দেশ দিয়েছিলাম) দিয়েছিলাম শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি খুঁজতে, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে করে, তাদের তা করা উচিত ছিল”।[১১৮]

আল্লাহ অবশ্যই মানুষদেরকে অলসভাবে সুখভোগ থেকে দূরে থাকতে এবং তার ইন্দ্রিয় আকাঙ্খাগুলোকে পুরো নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলেছেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সে উদ্দেশ্যহীন অবসাদগ্রস্ত জীবন যাপন করবে বা শুধু নীরবে উপাসনা করে যাবে। সংঘাতমূখর এ দুনিয়ায় নিস্কলুষ জীবন যাপনের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা হয়। রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বাণী প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, ‘ইসলামে আল্লাহ্‌র কোন বৈরাগ্য নেই’।[১১৯]

ইসলাম শান্তি সম্প্রীতির ধর্ম। এ কথা বুঝা ও বুঝানোর জন্যে খুব বেশি গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন পড়েনা। ইসলামে মানবাধিকার বলতে তা বুঝায় যা ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শামিল করে থাকে। ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য। এককথায়, মানবজাতির মধ্যে সুখ–শান্তি ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি সৃষ্টির জরুরী ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এবং এ বিষয়টি অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে বড় ধরনের ভুমিকা পালন করে থাকে।

---

১১৮. A\j-Ki\`Avb, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ২৭

১১৯. এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, ‘সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান বিন মাজুনের স্ত্রী তাঁর স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার নালিশ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান বিন মাজুনকে বলেছিলেন, ‘আমাদেরকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করতে বলা হয়নি, আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তাকি অপছন্দ কর?’ তিনি উত্তরে বলেছিলেন ‘না।’ এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন, ‘আমি নামায পড়ি আবার ঘুমাই, আমি রোযা রাখি এরপর খাদ্য গ্রহণ করি, আমি বিবাহ করি এবং তালাক দেই, যে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয় তার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। হে উসমান! তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে। তোমার শরীরেরও তোমার উপর হক আছে।’

- আহমদ, A\j-gmb`, হাদীস নং : ২৪৭০৬।

উল্লিখিত হাদীস শরীফ যেখান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানেও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দুনিয়ার জীবনকে পরিহার করে শুধুমাত্র উপাসনা নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং জাগতিক সুখ ভোগ থেকে দূরে থাকাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইসলাম শুধুমাত্র আত্মত্যাগের ধর্ম নয় বরং আল্লাহ্‌ নির্দেশিত সীমা অনুযায়ী আত্মরক্ষার ধর্ম। ইসলাম মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে চায়, তার জীবনকে সৃজনশীলতার গুণে গুনান্বিত করতে চায়, এভাবে বস্তু জগত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করতে চায়। সক্রিয় ও শক্তিশালী এই ব্যক্তিত্ব নিবেদিত হবে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে।

Dhaka University Institutional Repository

1. 3. 4. Bmjvg cwicY Av‘k

সকল ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষনা করে যে, পার্থিব জীবনের গণ্ডিতে থেকেই ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণতা লাভ সম্ভব। খৃস্টীয় শ্রিস্তর মত ইসলাম তথাকথিত দৈহিক কামনার অবদমন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণতা লাভকে স্থগিত রাখে না অথবা হিন্দু ধর্মের মত ক্রমগত উচ্চতর পর্যায় জন্মান্তরের প্রতিশ্রচতি দেয় না, ইসলাম বৌদ্ধ ধর্মের সাথেও একমত নয়, যেখানে ব্যক্তিগত আত্মার নিধান লাভ ও পৃথিবীর সাথে তার আবেগতাড়িত সংযোগসমূহ ছিন্ন করে জীবনের পূর্ণতা ও মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে না। ইসলাম অত্যন্ত জোরালো এবং দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে যে, মানুষ ব্যক্তিগত ও পার্থিব সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই পূর্ণতায় পৌছতে পারে।

‘পূর্ণতা’ কথাটি এখানে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ভ্রান্তি এড়ানোর জন্যে তার সংজ্ঞা নির্ধারন করা প্রয়োজন। জীবতাত্তিকভাবে মানুষের কিছু সীমাবদ্বতা রয়েছে। সুতরাং যতজ্ঞা পর্যন্ত আমরা মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করব ততজ্ঞা পর্যন্ত আমরা অবিমিশ্র পূর্ণতার কথা বিবেচনা করতে পারি না, কারণ যা কিছু পূর্ণতা, তা শুধু আল্লাহর গুনের-ত্রেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক দিক থেকে মানবীয় পূর্ণতা হবে অবশ্যই আপ্রেক্তি ও ব্যক্তিগতভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এতে সকল প্রকার চিন্তনীয় গুনরাজির অধিকার লাভকরা বা অর্জন করা বুঝায় না বা বাইরে থেকে ক্রমাগত নিত্য নতুন গুন আয়ত্ত করা বুঝায় না বরং ব্যক্তির আগে থেকেই যেসব গুণের অস্তিত্ব রয়েছে কেবলমাত্র তারই পূর্ণ বিকাশ বুঝায় –যাতে করে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহ জাগ্রত হতে পারে। জীব–প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য হেতু প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-স্ব সহজাত গুণের-ত্রেত্রে আলাদা।[১২০]

---

১২০. সুতরাং এরূপ ধারনা করা অমূলক হবে যে, সব মানুষ এক ধরনের পূর্ণতা অর্জন করতে চেষ্টা করবে বা করতে পারবে। যেমন অমূলক হবে একটি নিখুঁত দৌড়ের ঘোড়া ও একটি নিখুঁত ভারবাহী ঘোড়ার মধ্যে একই গুণের প্রত্যাশা করা, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই সন্তোষজনক এবং পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী হতে পারে কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। কারণ তাদের মূল স্বভাবে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। পূর্ণতা যদি কোন বিশেষ ধরনের মানদন্ডে পরিমাপ করা যেত, যেমন খৃষ্ট ধর্মে সন্নাস ব্রত পালনকারীদেরকে ধরা হয়ে থাকে। তাদের মতে মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র বর্জন করতে হবে, সেগুলোর পরিবর্তন অথবা দমন করতে হবে। কিন্তু এটা হবে পৃথিবীর সকল প্রাণের নিয়ন্তা আল্লাহর দেয়া স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুনকে সুস্পষ্টভাবে লংঘন করা।

কারণ ইসলাম যেহেতু দমন নীতিতে বিশ্বাস করে না, সেহেতু এখানে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বে এ তো ব্যাপক সুযোগ পেয়ে থাকে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার গুণ, মেজাজ, মনস্তাত্বিক প্রবণতা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারে। এমনি করে কোন ব্যক্তি কঠোর সাধক হতে পারে অথবা আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়গাহ্য সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামের এ নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে এ ধারনা যে, মানুষ মূলত অপরিহার্যরূপে সৎ। অন্যদিকে খৃষ্টধর্ম মনে করে মানুষ পাপী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে অথবা হিন্দু ধর্মের শ্রিজ্ঞনুসারে সে মূলত নীচ ও অপবিত্র। তাই পূর্ণতা অর্জনের জন্য তাকে ক্রমাগত একটি বেদনাদায়ক জন্মান্তরের পথ অতিক্রম করতে হয়। ইসলামের মিত্র এ সবের বিরোধিতা করে এবং বলে প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করে পবিত্র হয়ে, তার ভেতর থাকে পরিপূর্ণতার সম্ভবনা।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করি সর্বোত্তম উপাদানে।"[১২১] কিন্তু পরক্ষণেই এক আয়াতে বলা হয়েছে : "এবং পরে আমি তাকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায় আনায়ন করি।"[১২২]

উপরিউক্ত আয়াতে এ তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে যে, মানূষ মূলত: সৎ ও পবিত্র এবং আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও সৎ কর্মের অভাবে তার মৌলিক পূর্ণত্ব ক্ষুন্ন হয় প্রক্ষন্তরে মানুষ যদি সচেতনভাবে আল্লাহর একাত্ম অনুধাবন করে এবং তার বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে, তাহলে তার মৌলিক পূর্ণত্ব ব্রক্ষ করতে পারে বা অর্জন করতে পারে।[১২৩]

পারে, সে হতে পারে মরুচারী বেদুঈন যার কাছে আগামী দিনের খাবার অথচ চারদিকে পণ্যবেষ্টিত ধনী ব্যবসায়ী। যতদিন সে নিষ্ঠা ও সচেতনতার সাথে আল্লাহর জারিকৃত বিধানের সাথে নতিস্বীকার করবে, ততোদিন তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তার ব্যক্তিগত জীবনকে রূপায়ন করার স্বাধীনতা থাকবে। তার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে উত্তমরূপে গড়ে তোলা যাতে সে তার স্রষ্টাপ্রদত্ত কল্যাণকর জীবনোপকরণ সমূহের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং তার নিজস্ব জীবনের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার আশে-পাশের সকলকে আত্মিক, সামাজিক ও বস্তুগত সর্বাধিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন কোন বিশেষ মান দ্বারা নির্ণীত নয়। তার সামনে যে অন্তহীন আইনসংগত সম্ভাবনার পথ খোলা রয়েছে তার ভিতরে যে কোন পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে।

১২১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আত-ত্বীন, আয়াত : ৪।

১২২. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আত-ত্বীন, আয়াত : ৫।

১২৩. সুতরাং ইসলামের মতে পাপ কখনই মানুষের মৌলিক বা অপরিহার্য কিছু নয়। এগুলো মানুষ জন্মের পরবর্তী জীবনে অর্জন করে, আর তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে যে অন্তর্নিহিত সৎ গুণাবলী দান করেছেন তার অপব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই গুণসমূহ স্বতন্ত্র, যদিও সম্ভাবনার দিক থেকে তা সব সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুনিয়ার মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর পূর্ণ বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মানুষের আত্মিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে পার্থিব জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। খৃস্টীয় ধারণা থেকে এ ধারণা কত বেশি স্বতন্ত্র। খৃস্টধর্ম মতানুসারে মানব জাতি আদম ও হাওয়ার কৃত পাপের উত্তারাধিকার বহন করে ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছে। ফলে সমগ্র জীবনকে দেখা হচ্ছে দু:খের অন্ধকার উপত্যকা হিসেবে, অন্তত ধর্মতত্ত্ব অনুসারে জীবন হচেছ দুটি বিরোধী শক্তির সংগ্রাম ক্ষেত্র। পাপের প্রতীক শয়তান এবং কল্যাণের প্রতীক যীশুখৃস্ট। শয়তান দৈহিক লোভ দেখিয়ে শাশ্বত আলোকের পথে মানবাত্মার অগ্রগতি ব্যাহত করছে। আত্মা খৃস্টের অধিকারে আর দেহ হচ্ছে শয়তানি প্রভাবের লীলা ভূমি। অন্যভাবে বলতে গেলে, বস্তুজগত হচেছ অপরিহার্যরূপে শয়তানের এবং আত্মিক জগত হচেছ আল্লাহ যা কল্যাণময়। মানব প্রকৃতিতে যা কিছু বস্তুগত বা খৃস্ট ধর্মতত্ত্বে যাকে রক্ত-মাংসের দেহ সংক্রান্ত বলা হয়েছে তা হচেছ অন্ধকারময় ও নারকীয় প্রিন্সের (শয়তানের) কুমন্ত্রণায় আদমের পতনের প্রত্যক্ষ ফল। সূতরাং মুক্তির জন্যে মানুষের আত্মাকে পার্থিব দুনিয়া থেকে আত্মিক জগতের দিকে ফেরাতে হবে। এভাবে যদি মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ খৃস্টের আত্মাদানের দায় শোধ করা যায়।[১২৪]

আমরা জানি, মৌলিক পাপ বলতে ইসলামের কিছু নেই, এ ধরনের বক্তব্যকে আমরা মনে করি আল্লাহর ন্যায়বিচারের ধারনার সাথে অসংগতিপূর্ণ। আল্লাহ পিতার কৃতকর্মের জন্য সন্তানকে দায়ী করেন না তাহলে কি করে তিনি এক দূরতম পূর্বপুরচষের কৃত অবাধ্যতার পাপের জন্য অসংখ্য যুগ ধরে সকল মানুষকে দায়ী করতে পারেন? নি:সন্দেহে এ বিচিত্র ধারনার দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু কোন মুক্তবুদ্ধিও লোকের কাছে এ ধারনা সব সময়ই থাকবে কৃত্রিম ও ত্রিত্ববাদের

সম্ভব। আমরা স্বীকার করি যে, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থার দরূন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আমাদেরকে এনে দেবে পুরোপুরি নতুন গুণ ও শক্তি, যাতে আরো বেশি মানবাত্মার অগ্রগতি সম্ভব হবে। কিন্তু এ হচ্ছে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত ব্যাপার। ইসলামী শিক্ষায় আমরা প্রত্যেক পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি, যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারি।

১২৪. যদিও এ ধর্মমত কখনো বাস্তবে অনুসৃতি হয়নি, তথাপি এ ধরনের শিক্ষার অস্তিত্ব ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে একটা স্থায়ী গ্লানিকর অনুভূতির সৃষ্টি করে দেয়। একদিকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করার জরুরী আহ্বান অন্যদিকে বেচে থাকা ও জীবনকে উপভোগ করার জন্যে অন্তরের স্বাভাবিক বাসনা এ দু'য়ের মাঝখানে সে থাকে দোদুল্যমান। এ বিশেষ ধারনাকে সে ভুলতে পারেনা যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাপ এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুর দু:খ ভোগের মাধ্যমে মানবের পাপমুক্তির ধারনা যা সাধারন বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অবোধ্য, মানুষের আত্মিক চাহিদা ও বাচার ন্যায়সংগত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক বাধার প্রাচীর গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারনার মত অসন্তোষজনক। ইসলামের শ্রিজ্ঞয় যেমন কোন পাপের উত্তরাধিকার, তেমন মানব জাতির সার্বজনীন পাপ মুক্তির অবকাশ। পাপমুক্তি ও অধ:পতন এ দুই-ই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মুসলিম নিজেই তার মুক্তিদাতা; তার অন্তরেই রয়েছে আত্মিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা মানব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "তার পক্ষে রয়েছে তাই, যা সে অর্জন করেছে আর তার বিরচদ্ধে রয়েছে তাই যার জন্যে সে দায়ী।"[১২৫]

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষ যার জন্যে সংগ্রাম করেছে তাছাড়া তার জন্যে আর কিছুই গণ্য করা হবে না।"[১২৬]

1. 3. 5. Bmjvg gaïcšvi ag

ইসলাম খৃষ্ট ধর্মের মত শুধু জীবনের অন্ধকার দিকটাই মানুষের কাছে তুলে ধরে না, তথাপি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যও মত পার্থিব জীবনের উপর বাহুল্যপূর্ণ গুরচত্ত্বারোপ করতেও শ্রিজ্ঞ দেয় না। খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পার্থিব জীবন অবাঞ্চিত আধুনিক পাশ্চাত্য জগত খৃষ্টীয় এ মতবাদ থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবনকে এমন ভাবে পূঁজা করছে, পেটুক যেমন পূঁজা করে তার খাদ্যবস্তুকে – সে গলধ:করন করে মাত্র, কিন্তু খাদ্যবস্তুকে কোন মর্যাদা দেয় না। প্রজ্ঞন্তরে ইসলাম পার্থিব জীবনকে দেখে প্রশান্তি ও মর্যাদার দৃষ্টিতে। তবে তাকে মনে করে তার উচ্চতর অস্তিত্বের পথে একটা আংশিক পর্যায় মাত্র এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ও বটে। সূতরাং পার্থিব জীবনকে উপ্রেজ্ঞ করা অথবা অবমূল্যায়ন করার অধিকার মানুষের। আল্লাহর পরিকল্পনার এক প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে এ দুনিয়ায় আমাদের সফর। সুতরাং মানব জীবনের এক অপরিসীম মূল্য রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে এটা ভুললে চলবেনা যে, এটা নিছক যান্ত্রিক ধরনের মূল্য। আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য যেমন বলে : আমার রাজত্ব কেবল এ দুনিয়াকে নিয়ে, ইসলামে তেমন কোন আশাবাদের স্থান নেই। তেমনি ইসলাম জীবন বিমুখ খৃস্টবাদের মতো বলে না যে, আমার রাজত্ব এ দুনিয়ায় নয়। ইসলাম এখানে

---

১২৫. মহান আল্লাহ্ বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত : ২৮৬

১২৬. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ

- Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআন আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের কল্যাণ দান কর দুনিয়ায় এবং কল্যাণ দান কর আখিরাতে।[১২৭]

ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক মুসলিম তার চারপাশের ঘটনাবলীর ব্যাপারে নিজেকে দায়ী মনে করতে হবে এবং সব সময়ে ও সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে উৎখাত করার সংগ্রামে রত থাকতে হবে। কুরআনে এ মনোভাব গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশ লক্ষণীয় : "তোমরাই হচ্ছো মানব জাতির কাছে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ উম্মত; তোমরা ন্যায় কাজের আদেশ দাও ও অন্যায় কে প্রতিরোধ কর; এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনো।"[১২৮]

ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা এর আচার–আচরণ, আইন–কানুন ও বিধি–বিধান সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। গবেষকের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থারক্ষেত্রে মধ্যম পন্থার বিষয়টি উন্মোচন করে তাহলে এ বিষয়টি তার কাছে সূর্যালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা জটিল ও কঠিন কোন বিষয় নয়। আবার একেবারে সহজ–সাধারণ বিষয়ও নয়। বরং এর গতিপথের আগাগোড়াই মধ্যম পন্থায় পাওয়া যাবে।

---

১২৭. Avj-KiÛAvb, সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত : ২০১।

এভাবে দুনিয়ায় তার কল্যাণের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ায় আমাদের আত্মিক প্রচেষ্টার পথে কোনক্রমেই বাধার সৃষ্টি করে না। বস্তুগত অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়, যদিও তা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের সর্বপ্রকার বাস্তব কর্মকান্ডের লক্ষ্য হবে এমন একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা যা মানুষের নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধনে সহায়ক হতে পারে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে ছোট-বড় যে কোন কাজই করুক না কেন তার ভেতরে একটা নৈতিক চেতনাবোধ সৃষ্টির পথে ইসলাম তাকে চালিত করে। কারণ ইসলাম আমাদের নৈতিক ও আর্থ সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে কোনরূপ সংঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সর্বক্ষেত্রে একটি মাত্র বাছাইয়ের অবকাশ আছে। তা হলো, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বাছাই, এখানে আর কোন মধ্যবর্তী অবস্থা নেই। সুতরাং কর্মের প্রতি গভীর তাকিদই হচ্ছে নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান।

১২৮. মহান আল্লাহ্ বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

- Avj-KiÛAvb, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০।

এ হচ্ছে ইসলামের সুস্থ কর্মবাদের নৈতিক যৌক্তিকতা। ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমুহের যৌক্তিকতা আজকের মত তখনো এর লক্ষ্য ছিল মানুষের জন্যে সর্বোচ্চ সম্ভব আত্মিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একটা জাগতিক কাঠামো গঠন করা। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব পালনের শক্তি যোগায়। সত্যের অগ্রগতি ও অসত্যের ধ্বংস সাধনের প্রচেষ্টা ব্যতীত ন্যায়-অন্যায় নিছক প্লেটোনিক উপলব্ধি নিজেই জঘন্য নৈতিকতা বিরোধী। ইসলামের মতে নৈতিকতার জীবন-মরণ নির্ভর করে একে বিজয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানবীয় প্রচেষ্টার উপর।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq : wkïi cwiPq, ghv©v I AwaKvi

2. 1. wkïi cwiPq

শিশু মানবজাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "ঘুমিয়ে আছে সন্তানের পিতা সবসন্তানেরই অন্তরে।" শিশু মানবজাতির ভবিষ্যত প্রজন্ম। এ শিশুই এক একটি সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির রক্ষাকবচের মত ভূমিকা পালন করে থাকে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সন্তানের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে :

2. 1. 1. wkïi AwfawbK A_

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু শব্দের অর্থ মানুষের শাবক। শিশু শব্দের আরবী প্রতি শব্দ হলো الطِّفْلُ। বহুবচনে أطفال।[১] 'লিসানুল 'আরব' গ্রন্থে শিশু الطِّفْلُ অর্থ করা হয়েছে, الطِّفْلُ : الصغير من كل شيء "প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে শিশু বলা হয়।"[২] অনুরূপ الطفل শব্দকে الطفالة و الطلولة و الطفولية ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া الصغير বহু বচনে الصغار; الصبي বহুবচনে الصبيان ; غلام বহু বচনে غلمان ; مولود ; الولد বহু বচনে الأولاد ; কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে صبي বহু বচনে صبيات ; بنت ; বহু বচনে بنات .[৩]

আল-কুর'আনে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর আলাকা হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন সন্তানেরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই! যাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।"[৪]

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী], (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৫৪০।

২. ইব্ন মানযূর, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররম আল-আফরীকী আল-মিশরী, লিসানুল আরব, (বৈরূত : দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, তা.বি.), খ.১১, পৃ. ১০৪।

৩. ইব্ন মানযূর, লিসানুল 'আরব, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ১০৪।

৪. এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

অন্য এক আয়াতে আস্তাহ্ তা'আলা সন্তানের আরবী প্রতিশব্দের বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আস্তহ তা'আলা বলেন : "আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবে আস্তাহ্ তোমাদের জন্য তার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আস্তাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৫]

2. 1. 2. wkï i cwi fwlK A_

শিশুর সামগ্রিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে ও নিরূপণে জাতীয় নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। জাতিসংঘ সনদের ধারা–১ এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৬] তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এ বয়সের মানব সন্তানের-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই ১৮ বছরের নিচে শিশু; যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসেবে অনুমোদন করে।[৭]

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও চর্চা ১৮ বছর পর্যন্ত সবার-ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশে তেমনটি হচ্ছে না। এখানে সকল-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মত শিশুর কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এ সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। শিশুদের সুব্রক্ষাদানকারী সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের (যেমন, কাজ সম্পর্কিত) অধিকাংশতেই যে বয়স পর্যন্ত সুব্রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা ১৮ বছরের বেশ নিচের, কোনো কোনো-ক্ষেত্রে মাত্র ১১ বছর পর্যন্ত। আর একটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা এই যে, ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশব কালের সমাপ্তি ঘটে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে এ সব অসামঞ্জস্য এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন ও নীতির মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতির অর্থ হচ্ছে, অনেকশিশুই সনদ অনুসারে

Avj-KiÛAvb, আয়াত ৪০ : ৬৭।

৫. এ প্রসঙ্গে মহান আলণ্ডাহ্ বলেন :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

সূরা আন-নূর, আয়াত : ৫৯।

৬. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুর-ল সম্পাদিত, evsjv‡'‡ki wkï I Zv‡'i AwaKvi, ঢাকা : ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭, পৃ. ৯।

৭. ক্লাস্টার, রাইটস wkï AwaKvi, RwZmsN wkï AwaKvi mb', ঢাকা : ইউনিসেফ, ১৯৯২, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে; যদিও তাদের সেটি পাওয়ার কথা।[৮]

জাতিসংঘ প্রদত্ত এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতির আলোকে শিশুর সাথে ইসলাম প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞায় আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্যের ক্ষেত্রটি হচ্ছে– ছেলে-মেয়ের বিবাহের বয়স। এরই নিরিখে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স-পরিমাণ আছে কিনা? বিবাহের জন্য কত বয়স হওয়া উচিত? তাছাড়া সরকারী আইনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নতম বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অভিমত কি? আধুনিক সমাজ-মানসে এ এক জরুরি জিজ্ঞাসা। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবে শিশুর বয়সসীমার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খতিয়ে দেয়া যেতে পারে। আয়েশা রা.-এর উক্তি থেকে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন : "রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম আমাকে বিবাহ করেন, যখন আমার বয়স মাত্র 'ছয়' বছর। আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি 'নয়' বছরের মেয়ে।"[৯]

আস্তামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেন– أن النبى صلعم تزوج عائشة و هى صغيرة وكان عمرها ست سنين "নবী করিম সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম 'আয়েশা রা.-কে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি

---

৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, wkï : AvBbx I Bmjvgx 'wó‡KvY, ইসলামী আইন ও বিচার, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১১), ৭ বর্ষ, সংখ্যা-২৭, পৃ. ২।

৯. মূল হাদীস :

تزوجنى النبى صلى الله وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بى وانا بنت تسعة سنين .

মুসলিম, ইমাম আস-mnxn (বেরুত : ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তা.বি,), খ. ২, পৃ. ১০৩৯। বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এভাবে রয়েছে :

عن عائشة رضى الله عنها قالت تظ تجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقد فقدمنا المدينة فذز لنا فى الحارث بن خزرج فو عكت فتمزق شعرى فو فى جميمة فأتتنى امى ام رومان وإنى لفى ارجوحة ومعى صواحب لى فصر خت بى فاتيتها لا ادرى ما تريد بى فاخذت بيدى حتى أو قفتنى على باب الدار وإنى لأنهج حتى سكن بعض نفسى ثم آخذت شينامن ماء فمسحت به وجهى ورآسى ثم أدخلتنى الدار فأذا نسوة من الأنصار فى البيت فقلن على الخيروالبركة وعلى خيرطائر فاسلمتنى آليهن فأصلحن من شانى فلم يرغنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمتنى إليه وانا يومئذ بنت تسع سنين

বুখারী, ইমাম mnxn কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, বাবু তাজবিযিন্ নাবিয়্যি স. আয়িশাতা ওয়া কুদুমিহা..... খ. ৩ পৃ. ১৪১৪, হাদীস নং ৩৬৮১

Dhaka University Institutional Repository

ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিলমাত্র ছয় বছর।"[১০]

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যখন আয়েশা রা.-কে 'ছয়' মতান্তরে 'নয়' বছর বয়সে বিবাহ করলেন, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলামে ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো নিুতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোনো বয়সের ছেলে-মেয়েকে যে কোনো বয়সে বিবাহ দেয়া যেতে পারে।

তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার মেয়ের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয-বৈধ, সে মেয়ে দোলনায় শোয়া শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না যতক্ষণ তারা যৌন কার্যের জন্য পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ্য সম্পন্ন না হচ্ছে।'[১১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী র. লিখেন : اجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة 'পিতার পক্ষে তার কুমারী (নাবালেগ) মেয়েকে বিবাহ দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা একমত হয়েছেন'?[১২]

কাজেই মেয়েদের বা ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে কোনো বয়স নির্দিষ্ট করা যায় না। এ জন্য যে, সব মেয়ের শারীরিক অবস্থাও দৈহিক শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে সমান হয় না। এমনকি বংশ-গোত্র, পারিবারিক জীবন-মান ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। একারণে কোনো এক নীতি বা কোনো ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না। কাজেই ছেলে-মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং ঐ নির্ধারিত বয়স সীমার পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ও এতদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা তো ছেলেমেয়েদের পূর্ণ বয়স্ক বালেগ-বালেগা অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় না। তবে বিবাহ বলতে যদি শুধু আক্দ ও ইজাব-কবুল বোঝায় তাহলে তা যে কোনো বয়সেই হতে পারে। এমনকি দোলনায় শোয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। ইসলামী শরীয়তে এ বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এবং এতে অশোভনও কিছু নেই।[১৩]

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস্-সিবায়ী লিখেন : "চারটি মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের

---

১০. আইনী, বদরুদ্দীন, Dg'vZjKvix mvnvivbci, BDwc : hvKwiqv eK wW‡cv, 2003, L. 20, c. 7

১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, wkï : AvBbx I Bmjvgx 'wó‡KvY, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, ৭ বর্ষ, সংখ্যা-২৭, পৃ. ৬।

১২. ইমাম নববী, আবূ যাকারিয়য়্যাহ মহীউদ্দীন ইব্ন শারফ, kiwn mnxn wj gmwjg, Zv.we., L. 1, c. 456

১৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, wkï : AvBbx I Bmjvgx 'wó‡KvY, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, ৭ বর্ষ, সংখ্যা-২৭, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদী রায় হচ্ছে, 'বালেগ' (সাবালক) হয়নি–এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ"।[১৪]

আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী করিম সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-এর যুগে তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য। রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে শিশুদের মুকাস্তাফ–শরীয়তের বিধিবিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়স সীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেন : "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদার্পণ করতেই সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[১৫]

এ হাদীসের বক্তব্য থেকে শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুর নিম্নতম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ শিশু শরীয়ত পালনের জন্য মুকাস্তাফ বা দায়িত্বশীল হবে দশ বছর বয়সে।

ফিক্হবিদদের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে : যখন তার হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হওয়া শুরু হবে। আর এর নিম্নতম বয়স সীমা বলা হয়েছে কমপক্ষে 'নয়' বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।[১৬] এ ব্যাখ্যা থেকেও মেয়ে শিশুর মুকাস্তাফ হওয়া বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালত্বের নিম্নতম বয়স 'নয়' বছর। শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পণের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। উপরিউক্ত নিদর্শন দেখা গেলে ছেলে-মেয়ে শিশুত্ব থেকে শরীয়তের মুকাস্তাফ হয়ে থাকে অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ হয় এবং শরীয়তের বাধ্যবাধকতা আরোপ হয়। তখন আর সে শিশু শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকে না।

---

১৪. মূল আরবী :

ذهبت الأراء اجتهادية فى المذهب الأربعة وغيرها إلى صحة زواج الصغارممن هم دون سن البلوغ.

আস্ সিবায়ী, ড. মুস্ড়ফা, Avj gviAvZ evBbvj wdKwn Iqvi Kvbwb, Zv. we., c. 57|

১৫. মূল আরবী :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أو لادكم بالصلاة وهم أبناء بيت سنين واضربو هم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع.

আবু দাউদ, ইমাম সুলায়মান ইবনে আল-আশ আস-mbvb Ave 'vD', 'vi"j wdKi Zwe, L. 1, c. 133, nv'xm bs 495|

১৬. সম্পাদনা পরিষদ, AvjgMxix, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, পৃ. ৩৬; ?'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাবালকত্বের সীমা নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম আবুল হাসান আল আশআরী ৭টি মতের উস্লেখ করেছেন–

১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থবান হওয়া।

২. মনীষী মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব আল জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবলকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাস্লাফ হওয়া এবং পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শরীয়তে শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

৪. আস্তামা ছুমামা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে আস্তাহ, রাসূলুস্তাহ কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়– তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ মুতাকাস্লিমীন (যুক্তিবিদ)-এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিকহবিদ-এর মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোনো কোনো ফিকহবিদ শিশুর সাবালকত্বের বয়স সীমা ১৭ বছর মনে করেন।

৭. স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিতগণের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে না।[১৭]

রাষ্ট্রীয় বিধানে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এবং শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য যে আইন করা হয়েছে তা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই; যদি তা ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ও কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট শিশু আইনের সংজ্ঞা বাধ না সাধলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণকারী একক কোনো আইনের অস্তিত্ব না থাকায় কেউ শিশু কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনের নিরিখেই নির্ধারণ করতে হবে।[১৮]

---

[১৭]. আল আশআরী আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল ইমাম (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন 'আবদুল হামীদ সম্পাদিত, gvKvjvZj Bmjwgq¨xb Iqv BLwZjvdj gmvjxb, ২য় সংস্করণ, খ. ২, ২৩৫ আর্টিকেল, মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল মাসরিয়্যাহ, কায়রো : ১৯৬৯, পৃ. ১৭৫

[১৮]. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, wkï : AvBbx I Bmjvgx 'wó‡KvY, ইসলামী আইন ও বিচার, প্রাগুক্ত, ৭ বর্ষ, সংখ্যা-২৭, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

2. 2. wkïi ghv'v I ¸iæZ

সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশু হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত থেকে মানুষের জন্য অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ামত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে বলেছেন : "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সেই জুড়ি থেকে তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?0[১৯]

আর দুনিয়ায় এ সন্তান-সন্ততি হলো মানবজীবনের জন্য শোভা স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির বাহন।"[২০]

সন্তানদের যথার্থ মর্যাদা দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশু অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা। সন্তানের অস্তিত্বকে জীবনের জন্য বিপদ-আপদ মনে করে বিরক্ত হওয়া কোন মানুষের জন্য কখনই উচিত নয়; বরং সন্তানকে নিজের ও মানবতার জন্য আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। কেননা সন্তানই মানুষের দ্বীনি কাজের সাহায্যকারী ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কো মানুষ ইন্তিকাল করে তখন (দুনিয়া থেকে) তার সকল আমলের দরজা বন্দ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের ধারা বন্ধ হয় না। সদকাতুল জারিয়াহ, এমন বিদ্যা যা দ্বারা সে নিজে উপকারিতা লাভ করেছে এবং নেক সন্তান যে তার (পিতামাতার) জন্য দু'আ করে।[২১]

---

১৯. মহান আলণ্ঢাহ্ ঘোষণা করেছেন :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

-সূরা আন্-নাহল , আয়াত : ৭২।

২০. মহান আলণ্ঢাহ্ ঘোষণা করেছেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

সূরা আল কাহ্ফ, আয়াত : ৪৬।

২১. মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সাস্তাস্তাহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর এ বক্তব্যের অনুকূলে আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুর’আনে উস্তেখিত হযরত যাকারিয়া আ. এর একটি আবেদনের উস্তেখ দেখতে পাই। তিনি আস্তাহ্ তা‘আলার কাছে দু‘আ করেছিলেন এই বলে :“হে আমার রব! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান কর। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে। আর হে প্রভু! তাকে একজন পছন্দীয় মর্যাদাবান মানুষ বানাও।”[২২]

অন্য এক আয়াতে আস্তাহ্ তা‘আলা বলেন : (যাকারিয়া আ. আরো বলেন :) হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।”[23]

সন্তান-সন্ততি যে মহান আস্তাহ্ তা‘আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। যাদের দিকে দৃষ্টি দিলেই চক্ষু শীতল হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে আস্তাহ্ তা‘আলা বলেন : “যারা বলে : হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন শীতলকারী এবং আমাদেরকে কর মুমিন-মুত্তাকিদের জন্য নেতা।”[২৪]

নেক সন্তান দুনিয়াতে যেমন মর্যাদার মাধ্যম তেমন পরকালেও অফুরন্ত নেকী ও পুরস্কারের মাধ্যম হিসেবে আস্তাহ তা‘আলার কাছে গণ্য হয়ে থাকে। কারও জীবদ্দশায় যদি শিশু-সন্তানের মৃত্যু হয় এবং সে ইহলোকে যদি সবর ও ধৈর্যের সাথে শোক সহ্য করে, তাহলে ঐ শিশু-সন্তান আখিরাতের

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .

মুসলিম, ইমাম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, আস্সহীহ, বৈরুত : ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি, খ.৮, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং-৩০৮৪।

২২. আলণ্ডাহ্ তা‘আলা বলেন :

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا .

সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫-৬

২৩. আলণ্ডাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

সূরা আলে‘ইমরান , আয়াত: ৩৮।

২৪. আলণ্ডাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

সূরা আল্ ফুরকান , আয়াত: ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশিত জান্নাতের ওসিলা এবং বিপুল সম্মানের অধিকারী হবে এবং মহান আস্তাহ্ তা'আলার কাছে ঐ পিতামাতা একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য অপরিসীম। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা হয়ে থাকে। কেননা সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য উপাদান পরিবার। পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে। পবিত্র প্রশান্তিময় দাম্পত্য জীবনের উষ্ণ আবেদন ঘন সান্নিধ্যের ফলশ্রুতি হল শিশু-সন্তান। পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দুটো মহৎ অর্থের মধ্যে আস্তাহ গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর করুণা ও ভালবাসার অকিঞ্চিত নিদর্শন। তাঁর দয়ায়, কল্যাণে, স্নেহ-মমতার ফলশ্রুতিতেই গড়ে উঠেছে এ মায়াময় বিশ্ব-সংসার। দাম্পত্য জীবন কেবল যৌন জীবনের পরম শান্তি, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা ও পরিতৃপ্তিই এর চূড়ান্ত লব্জ নয়। বরং মানব বংশ ব্রব্জকারী সদ্যজাত শিশু-সন্তানদের আশ্রয় দান, তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন, সুব্রব্জ এর পরম ও বৃহত্তম লব্জের অন্যতম। শিশু হচ্ছে সুসংবাদ ও সৌভাগের পরম প্রাপ্তি। পবিত্র কুর'আনে হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রসঙ্গ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। আস্তাহ তা'আলা বলেন : "ওহে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের; যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতোপূর্বে আর কাউকেই এই নামধারী করিনি।"[২৫]

সকল সন্তানের ব্যাপারেই রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-এর ছিল সমান আদর, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা। নবী সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম সন্তানদের কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, আব্দুস্তাহ্ ইব্ন আবী কাতাদাহ হতে বর্ণিত : "আমি সালাত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় দাঁড়াতাম, কিন্তু যখন কোন সন্তানের কান্না শুনতাম তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতাম যাতে মায়ের কষ্ট না হয়।"[২৬]

---

২৫. আলস্তাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

সূরা মারিয়াম , আয়াত : ৭।

২৬. মূল হাদীস :

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

বুখারী, সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৫০; ইমাম নাসায়ী, সুনান আন-নাসায়ী, কিতাবুল ইমামাহ, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের ক্ষেত্রে সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নোক্ত কুর'আন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে : "যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাঁদের সেই সন্তানদের আমরা তাঁদের সঙ্গে জান্নাতে একত্র করব।"[27]

আস্তাহ নিজেই যখন নেককার সন্তানদেরকে জান্নাতী পিতা-মাতার সঙ্গে পরকালে একত্রে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন সন্তানদেরকে নেককার হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে শিশু-সন্তানের গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ইসলামী সমাজ দর্শনে মানব বংশধারা, অস্তিত্ব ব্রত্ত ও বিস্তারের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য জীবন। এই দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির বংশ বিস্তার ও মানব সভ্যতার অগ্রায়ণ। মানব শিশু মানব সভ্যতার ব্রত্তকবচ। মানব সভ্যতার সূচনা ও বিকাশের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। কুর'আনের ঘোষণা : "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং দু'জন থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী।"[২৮]

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে : "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শেখানোর চাইতে আর কোন মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারে না"[২৯]

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম আমাদের জন্য সন্তানদের জগতকে চিহ্নিত করেছেন জান্নাতের নিকটবর্তী একটি জগত হিসেবে। রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেছেন : "সন্তানেরা হচ্ছে জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য।"[৩০]

---

২৭. মহান আলণ্ডাহর বাণী :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

সূরা আত্-তুর, আয়াত: ২১।

২৮. মহান আলণ্ডাহ্র বাণী :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

সূরা আন্-নিসা, আয়াত : ১।

২৯. মূল হাদীস :

عَنْ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ .

তিরমিযী, জামিউ'ত্ তিরমিযী, খ.৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮; আহমদ, মুসনাদ আহমদ, খ.৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৩০. মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, হাদীস নং ২৬৩৫, পৃ. ২০২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে মানব প্রজন্মের ধারা এবং নারী ও পুরুষের ভারসাম্য রক্ষার্থে আস্তাহ তা'আলার কুদরতের অন্যতম সৃষ্টি এই মানব প্রজন্ম তথা মানব সন্তানের জন্ম। মানব সন্তানের জন্মদান মানুষের ইচ্ছায় হয় না, এটা সম্পূর্ণ আস্তাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তাই মানব সন্তানের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে তাদের প্রতি যথার্থ আচরণ ও ব্যবহার করা সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আধুনিক ভোগবাদী চিন্তাধারায় মানুষের সুখ-শান্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় এই মানব সন্তানের প্রতি নানা রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। এসব দম্পতি স্বাস্থ্যহানি ও ভোগের সুযোগ কমে যাবে মনে করে সন্তান গ্রহণ করতে চায় না। অনেকে তো বিয়ে করতেও রাজি নয়। তারা চায় বিবাহ বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। বিয়ের বন্ধন ছাড়াই তারা যৌন স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের কারণে এসব অবৈধ কাজ অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে গেছে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ও মুসলমানের সু-সন্তান কামনাই স্বাভাবিক। একজন ভাল মানুষ অবশ্য শিশু-সন্তানের উজ্জ্বল সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে। কাজেই একজন ভাল মানুষের কাছে মানব সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম।

2. 3. wkï cwZcvjb cwiwPwZ

সমাজের বস্তুনিষ্ঠ পরিবর্তন, সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির সঠিক পরিচর্যা ব্যতীত কখনো কল্পনা করা যায় না। এই তরবিয়তই হচ্ছে সমাজ সংস্কারের মূল চালিকাশক্তি। আস্তাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন : 'আস্তাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[৩১]

সুতরাং ব্যক্তি বা সমাজের সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর পরিবর্তন তরবিয়ত ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। ব্যক্তির সংস্কার হল সমাজ পরিবর্তনের মূখ্য ও প্রধান উপকরণ। অন্যান্য উপকরণের কার্যকারিতা এটার ওপর নির্ভরশীল।

2. 3. 1. cwZcvj‡bi Awfawb‌K A_

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিপালনের 'আরবী প্রতিশব্দ হলো তরবিয়ত। এ শব্দটি মৌলিকত্বের দিক দিয়ে তিন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন :

এক. এর মূলধাতু (ر- ب- ب) থেকে আরবী ভাষাভাষীগণ বলে থাকেন-ربيته আমি তাকে সু-গঠিত করেছি। ربيته আমি তাকে তৈল মর্দন ও পরিপক্ক করেছি। ربها সে তাকে প্রবৃদ্ধি, পরিপূর্ণ ও

---

৩১. মহান আলণ্ডাহর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم.

সুরা আর-রা'দ, আয়াত : ১১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপক্ক করেছে। ربه يربه সে তার ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছে, رباه تربية সে তার শৈশব পার হওয়া পর্যন্ত সুচারুরুপে দায়িত্ব পালন করেছে এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে। أرب بالمكان সে তার গৃহ আঁকড়ে ধরে তার অভ্যন্তরে অবস্থান করছে ও সেখান থেকে বের হয় না।[৩২]

দুই. এর মূলধাতু হতে পারে : (ر-ب- و) যেমন বলা হয়- يربو ربوا ربي الشى বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়ে গেছে। ربوت بنى فى আমি তাদের মধ্যে প্রতিপালিত ও বড় হয়েছি। ربيت فلانا تربية أربيه তাকে পানাহার করিয়েছি।[৩৩]

তিন. এর মূল ধাতু হতে পারে : (ر- ب- ى) যেমন বলা হয় - ربيت ربيا رباء وربيا وربيت أربي ربا এর অর্থও আমি তাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছি।[৩৪]

মোদ্দাকথা তরবিয়ত এর আভিধানিক অর্থ ব্যক্তিকে প্রস্তুত করণ ও বিনির্মাণ এমনভাবে হতে হবে যা তাকে নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ী ও অমুখাপ্রেক্ষী হতে শেখায়। আর সমাজ তো ব্যক্তিরই অনুগামী।

2. 3. 2. cwZcvj‡bi cwifwIK A_

প্রতিপালনের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইমাম বায়জাবী রহ.বলেন : 'কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা দান করাকে প্রতিপালন বলে।'

আস্তামা ইব্ন হাজার আল-আসকালানী রহ. বলেছেন : 'প্রতিপালন তথা তরবিয়ত হচ্ছে কোন বস্তুর সংগঠন ও সংশোধনের দায়িত্বভার গ্রহণ।'

প্রকাশ থাকে যে, তরবিয়ত ও তা'লিম যদি এক সঙ্গে বাক্যের মধ্যে একই রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়, তখন তরবিয়ত ইল্মের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট আমলের অর্থ নির্দেশ করবে। তখন তরবিয়ত এর অর্থ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি অর্জন ও জ্ঞানলব্ধ বিষয়ের বাস্তবায়ন। তবে তরবিয়ত ও তা'লিম শব্দদ্বয়কে ভিন ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে উস্তেখ করলে একে অন্যের অর্থ বহন করবে।

---

৩২. ইব্ন মানযূর, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররম আল-আফরীকী আল-মিশরী, লিসানুল আরব, (বৈরূত : দার‍্ সাদির, প্রথম সংস্করণ, তা.বি.), ১৪ খ., পৃ. ৩০৪।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৪ খ., পৃ. ৩০৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, ১৪ খ., পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তরবিয়ত তার গ্রহিতার ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এমন কি সে শ্রিজ্ঞর্থীকে এক রণাঙ্গন থেকে বিপরীতধর্মী রণাঙ্গনে নিয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু আলাইহি ওয়া সাস্তাম ইরশাদ করেন : 'প্রতিটি নবজাতক তার স্বভাবজাত ধর্ম ইসলামের ওপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক হিসাবে গড়ে তোলে। যেমন কোন চতুষ্পদ জন্তু পরিপূর্ণ সন্তান জন্ম দেয়। তখন কি তোমরা তার কান-কাটা অবস্থায় দেখতে পাও।'[৩৫]

এ হাদীস থেকে অভিভাবকদের মন্দ ভূমিকার কুফল সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে তার চাল-চলন, চরিত্র ও সমাজের বিশ্বাসের অনুকূল দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং একজন অভিভাবককে সঠিক ভিত্তির ওপর তৈরী করার কাজটা সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। বস্তুত আস্তাহর মেহেরবাণীতে প্রকৃত অভিভাবক তো সমাজের মেরুদণ্ড। যে ব্যক্তিকে সংগঠন ও বিনির্মাণে কার্যকর ও সফল ভূমিকা রাখতে স্রজ্ঞ।

2. 4. cwZcvj‡bi ¯Íi I †•Îmgn

শুধুমাত্র দেহের নাম মানুষ নয়। বরং মানুষ আত্মা, হৃদপিণ্ড, বুদ্ধি ও দেহ এ সবের সমন্বয়ে গঠিত একটা সত্তার নাম। যার ওপর ভর করে আবর্তিত হয় আবেগ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্ক। আচার-ব্যবহার ও চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ, মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা ও অন্যের সংঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধরন– এ সবই তার অন্তর্ভুক্ত। নিচে সন্তান প্রতিপালনের স্তর ও ক্ষেত্রে বিন্যাস করা হলো :

K. †'n cwiPhv : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান হতে হবে হালাল উপার্জন দ্বারা। সাথে সাথে যত্নবান হতে হবে সন্তানের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও বিনোদনের প্রতি। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবাকে।

ফকিহ্ সিরাজী রহ. সন্তানের এই পরিচর্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'পশুর দুধে সন্তানের পরিচর্যা তার স্বভাবকে ধ্বংস করে দেয়।'

ইমাম গাজ্জালী রহ. বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'ধর্মানুরাগী এবং হালাল ভক্ষাকারী নয় এমন কোন মহিলাকে যেন সন্তানের লালন-পালন ও দুগ্ধপানের জন্যে নিয়োগ দেওয়া

---

[৩৫] . মূল হাদীস :

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه أويمجسانه أوينصران كماتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.

মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮০৩।

Dhaka University Institutional Repository

না হয়। কারণ হারাম থেকে লব্ধদুধের মধ্যে কোন বরকত থাকে না। সুতরাং এর থেকে সন্তানের যে শারীরিক বিকাশ-সেটা হবে দুষ্টমূল থেকে তার গঠন। তখন তার স্বভাব দুষ্টুমি ও অপবিত্র বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়বে।' তিনি আরো বলেন, 'এবং দিনের কোন এক ভাগে তাকে হাঁটানো, নড়া-চড়া ও শরীর চর্চায় অভ্যস্ত করতে হবে, যাতে অলসতা কখনো তার ওপর ঝেঁকে বসতে না পারে।'

L- ü'wcÐ ev Aš‘i‡ii cwiPh© : বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় ঈমানের আলোকে অন্তরকে উদ্ভাসিত করা। ইমাম গাজ্জালী রহ. তার বক্তব্যে এই দিকেই ঈঙ্গিত করেন-সন্তানদেরকে 'কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করাবেন। অধ্যয়ন করাবেন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী ও আস্তাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনাবলী। যাতে নেককারদের প্রতি ভালোবাসা তার অন্তরে অংকুরিত হয়ে থাকে।'

M- AvZ¥vi cwiPh© : এটা অর্জিত হবে নান্দনিক চরিত্র ও ভালো আচরণের দিকে আহ্বান, শরিয়ত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, 'শিশু হচ্ছে মা-বাবার নিকট আস্তাহ প্রদত্ত একটি আমানত। তার পবিত্র আত্মা যে কোন ছবি ও অংকন থেকে মুক্ত, নির্মল ও উৎকৃষ্ট একটি রত্ন। সেখানে যা অংকিত হবে তাই সে গ্রহণ করতে স্রজ্ঞ। যে দিকে তাকে আকৃষ্ট করা হবে সে দিকেই সে ধাবমান হবে। সুতরাং যদি কল্যাণকর বিষয় বা শিষ্টাচার শ্রিক্ষ ও এর ওপর তাকে অভ্যস্ত করা হয় ; তাহলে এভাবেই সে গড়ে উঠবে। সৌভাগ্য তার পদচুম্বন করবে ইহ ও পরলোকে। সে সফলতা ও পুরস্কারে অংশীদার তার মা-বাবা এমনকি শ্রিক্ষকবৃন্দও। প্রত্তন্তরে যদি তাকে -আস্তাহ না করুন- চতুস্পদ জন্তুর মত ছেড়ে দিয়ে অকল্যাণ ও মন্দের ওপর অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে সে হবে ব্যর্থমনোরথ ও হতভাগ্য। তখন এর দায়ভার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবকদের কাঁধে গিয়ে পড়বে। আস্তাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন : 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষ কর....।'[৩৬]

M- ew×i cwiPh© : সঠিক স্বপ্ন, নির্ভূল পরিকল্পনা, চিন্তা-গবেষণা, প্রমাণ উপস্থাপনের পদ্ধতি, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক ভূমিকা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল বের করার পদ্ধতি, জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা, গবেষণাধর্মী তৎপরতায় অংশগ্রহণ এবং পার্থিব উপকারী তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শ্রিক্ষ দানের-ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে শ্রিক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ।

---

[৩৬] . মহান আলণ্ডাহ্ বলেন :

يأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

সূরা আত-তাহরীম, আয়াত : ০৬।

Dhaka University Institutional Repository

2. 5. cwZcvj‡bi j•¨ I D‡Ïk¨

বাস্তব কর্ম, চিন্তা ও গবেষণায় ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে থাকবে সদা নিবেদিতপ্রাণ। এটাই হলো সন্তান প্রতিপালনের মূল লক্ষ্য।

ইসলামী সমাজের জন্য সার্বজনীন প্রতিপালনের লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে প্রস্তুত করতে হবে ইসলামী সুউচ্চ ইমারতের একটি ইট হিসেবে : যিনি ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলন, সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিশ্ববাসীর কাছে আস্তাহর দ্বীন পৌঁছানোর ব্রতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। যাতে আস্তাহ প্রদত্ত সকল যোগ্যতা ও সর্বশক্তি ব্যয় করে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সে বাস্তবায়িত করতে পারে|

তরবিয়ত একটি চারিত্রিক কর্মতৎপরতা, শিষ্টাচারগত বাধ্যকতা ও দায়িত্ব। যা আদায় করবেন সন্তানের পিতা বা অভিভাবক। অথবা তাদের নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি। প্রয়োজন হলে সকলে মিলে পালন করতে পারেন শিশু পরিচর্যার এ মহান দায়িত্ব।

বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন, তাদের যত্ন ও পরিচর্যা, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বাভবিকভাবে মা-বাবা ও অভিভাবকদের ওপর বর্তায়। এ মর্মে শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আস্তাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : 'তোমরা নিজেদের এবং আপন পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'[৩৭]

সাহাবী কাতাদাহ রা. বলেন, 'অভিভাবক তাদের রক্ষা করবে, তাদেরকে আস্তাহর আনুগত্যের নির্দেশ করবে, তার নাফরমানী থেকে নিবৃত করবে এবং আস্তাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব নিবে, আস্তাহর আদেশ পালনের নির্দেশ প্রদান ও তাতে সহযোগিতা করবে। যখনই আস্তাহর কোন নাফরমানী গোচরে আসবে তাদেরকে তা হতে ফিরিয়ে রাখবে।'[৩৮]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ আর তাদেরকে অযথা কাজে ছেড়ে দিও না। তাহলে কিয়ামত দিবসে অগ্নি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।'[৩৯]

---

[৩৭]. মহান আলস্তাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

সূরা আত্-তাহরীম, আয়াত : ৬।

[৩৮] ইব্ন জারীর, তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৫৩।

[৩৯] . ইব্ন কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছির, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।'[৪০]

এ হাদীসের দাবী মতে- 'একজন ব্যক্তি হবে তার পরিবারে দায়িত্বশীল কর্তা ও তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনিভাবে একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীলা গৃহিণী এবং তাকেও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৪১]

সারকথা হলো, তরবিয়ত একজন মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান ও তদানুযায়ী আমলে সমৃদ্ধ করত তাকে বেঁধে রাখে ধর্মের আদেশ-নিষেধের সঙ্গে। সাথে সাথে জাগতিক জীবনে নিজ কর্তব্য পালনে তাকে যোগ্য ও সচেতন করে তোলে। যাতে সে কারো মুখাপেক্ষী বা অন্যের ওপর বোঝা হয়ে না থাকতে পারে। আর একটি শিশুকে (সন্তান) এভাবে গড়ে তোলার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটা হলো অভিভাবকের।

2. 6. A¨f fve‡Ki ¯Íimgn

গৃহে মা-বাবা, বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ এবং মসজিদের ইমাম প্রমূখ, এরা সকলেই কাঙ্ক্ষিত অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত। তবে কতিপয় এমন অভিভাবক আছেন যাদেরকে হিসাব করা হয় না তারাও কিন্তু অভিভাবকের বাইরে নন। যেহেতু জাতিগঠন ও সমাজ বিনির্মাণে কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত অভিভাবকদের থেকেও বাস্তবে এমন বিরাট ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- যা অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত অভিভাবকদের ভূমিকাকেও ছাড়িয়ে যায়।

সন্তানের বয়স স্তরের তারতম্যের কারণে অভিভাবকের ভূমিকার বিভিন্নতা সর্বজন স্বীকৃত। এক্ষেত্রে কিছু বিকল্প কর্মপন্থা সন্তানের মননে প্রভাব বিস্তারে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। যেমন :

K. cÖVkvjvq fiZce A¨f fveK : তখন সন্তানের প্রধান অভিভাবক হলো তার মা-বাবা। তাদের সহকারী হিসেবে থাকতে পারে ভাই-বোন এবং নিকট আত্মীয়– যাদের সঙ্গে তার নিয়মিত সাক্ষাত হয়।

---

৪০. মূল হাদীস :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

বুখারী, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৪৪।

৪১. মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪০৮।

Dhaka University Institutional Repository

L. we‘¨vjq fwZi ci AwffveK : তখন বিদ্যালয়ের শ্রিজ্ক যেভাবে তার কাংগ্জিত অভিভাবক হিসেবে পরিগণিত হবে, বিদ্যালয়ের বন্ধুমহল, সহপাঠীবৃন্দ এবং তাকে পরিবেষ্টিত সমাজও গণ্য হবে সহকারী অভিভাবক হিসেবে। যেমনঃ প্রতিবেশী। যেহেতু একটি শিশু এই বয়সে তার প্রতিবেশী এবং বিদ্যালয়ের আসা যাওয়ার পথে যে সকল ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ও সংশ্রব থেকে শিখতে আরম্ভ করে।

M. gva¨wgK ¯Í‡ii mgq AwffveK : এ সময় তার প্রধান অভিভাবক হিসেবে পরিগণিত হবে মসজিদের ইমাম। যেভাবে তার চতুর্পাশ বেষ্টিত সমাজের সক্রিয় ভূমিকা সহকারী অভিভাবক হিসাবে শ্রিজ্ঞর্থীর মনে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি স্বীকৃত। এ্জেত্রে আরো সহকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে প্রচার মাধ্যম, বন্ধুমহল, সভা-সেমিনার এবং বিবিধ জ্ঞানের মাধ্যম। যথা : বই, ক্যাসেট, গোলকধাঁধাঁ ও ইন্টারনেট ইত্যাদি।

এখানে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, শিশু পরিচর্যার্জেত্রে প্রত্যুজ নয়, পরোজ্ঞ-এমন সহকারী অভিভাবকের একটা ধ্বংসাত্মক ও বিপদজনক ভূমিকা রয়েছে, যার দায়ভার কিন্তু আসল অভিভাবকদের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। শিশু প্রতিপালনের এ সকল সহায়ক উপকরণের ব্যবহার-পদ্ধতি ও তার সঠিক ব্যবহার, তা হতে শ্রিজ্ঞ গ্রহণের সুন্দর ও সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। যাতে সে আহরিত জ্ঞান দ্বারা সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভে সফল হতে পারে এবং অকল্যাণ ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে এমন বস্তু থেকে নিজেকে ব্রজ্ঞ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

2. 7. wkï gvbe mf¨Zvi i•vKeP

ইসলামী সমাজ দর্শনে মানব বংশধারা, অস্তিত্ব ব্রজ ও বিস্তারের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য জীবন। এই দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির বংশ বিস্তার ও মানব সভ্যতার অগ্রায়ণ। মানব শিশু মানব সভ্যতার ব্রজকবচ। মানব সভ্যতার সূচনা ও বিকাশের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে: "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং দু'জন থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী।"[৪২]

কুর'আনে আরও এসেছে : "তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে প্রাণীকুলের মধ্যেও তাদেরই স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।"[৪৩]

আল-কুর'আনে আরও বলা হয়েছে : "তিনিই সেই মহান সত্তা (আস্তাহ), যিনি পানির উপাদন থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে মানুষকে বংশক্রম ও শ্বশুর সম্পর্কিত আত্মীয়তার ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।"[৪৪]

কুর'আনের আরও একটি বিবৃতি হচ্ছে : "হে মানব জাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তোমাদের সজ্জিত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।"[৪৫]

---

৪২ মহান আলণ্ডাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .

সূরা আন্-নিসা , আয়াত : ১।

৪৩ মহান আলণ্ডাহ বলেন :

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ.

সূরা আশ্-শুরা , আয়াত : ১১।

৪৪ মহান আলণ্ডাহ বলেন :

وَهُوَ الِذي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا.

সূরা আল্ ফুরকান , আয়াত : ৫৪।

৪৫ মহান আলণ্ডাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.

সূরা আল্ হুজুরাত , আয়াত : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আয়াতের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবতা ও মানব সভ্যতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মানুষ দিয়ে। পরে তাঁরই অংশ থেকে তার জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দু'জনের পবিত্র দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতি হিসাবেই বিশ্বময় এত অসংখ্য পুরুষ ও নারী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, মানব বংশধারার বিস্তার ও মানব সভ্যতার ব্রহ্মকবচ হচ্ছে মানব শিশু। মানব শিশুর উৎসস্থল হচ্ছে পুরুষ-নারীর দাম্পত্য জীবন। এই দাম্পত্য জীবনকে তথা নারীকে ক্ষেত স্বরূপ উস্তেখ করে বলা হয়েছে : "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ।"[৪৬]

ক্ষেত বা খামারে চাষাবাদ ও বীজ বপণের ব্রহ্ম হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বিশেষ একটি ফসলের বংশবৃদ্ধি ও বংশের ধারা ব্রহ্ম। অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকেরা মানব-বংশরূপ ফসলের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বংশের বিস্তার ও অস্তিত্ব ব্রহ্ম, তথা মানব সভ্যতার সুব্রহ্ম। মানব-মানবীতে যদি দাম্পত্য জীবনের অভাব ঘটে তা হলে মানবতা ও সভ্যতা সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটবে। এ ধারা বন্ধ করে দেওয়া হলে মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

মানব শিশুর সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যে পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে যে সম্পর্কের চিত্র ব্রহ্ম করা যায় তা অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। সন্তান সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতা তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদের কোন দায়িত্বই বহন করতে চায় না। ঘর থেকে তাদের বের করে দেয়। এমনকি তখন সন্তান যদি পিতার ঘরের কোন কিছু ব্যবহার করে, তা হলে তাকে সে জন্য দস্তুরমত ভাড়া দিতে হয় এবং একজন ভাড়াটের মতই তাকে সেখানে থাকতে হয়। এমনকি বিবাহ শাদীর ব্যাপারেও পিতামাতা কোন দায়িত্ব বহন করতে রাজি হয় না। সন্তান যাকে ইচ্ছে বিবাহ করুক এ ব্যাপারে পিতা-মাতার কোন মাথা ব্যথা বা দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানব শিশুর সাথে আচরণ সম্পূর্ণ মানবিক। সন্তান-সন্ততিকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা এবং কন্যা-শিশু হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। এমনকি সারা জীবন পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এক গভীর স্নেহ-মমতা, ভক্তিশ্রদ্ধা এবং আর্থিক প্রয়োজন পূরণে পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানব শিশুই সভ্যতার ব্রহ্মকবচ।

---

৪৬. মহান আলণ্ঢাহ বলেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ.

সূরা আল্ বাকারা , আয়াত : ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

2. 8. wkïi ghv‘v cwZôvq Bmjvg

মানব শিশু মানবতার প্রতি আস্তাহ তা‘আলার বিরাট নি‘আমত বা দান। সে দানের জন্য আস্তাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামে কৃতজ্ঞতা বা শোকর আদায় বলতে বোঝায়-দানকৃত বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার, যাতে আস্তাহ নি‘আমতের প্রবাহ অব্যাহত রাখেন। আস্তাহর রহমত ও নি‘আমতের অব্যাহত প্রবাহের প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে এক এক করে দু‘জন নবী হযরত ইসমা‘ঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আস্তাহর প্রতি নিজের শিশু সন্তানের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিল : “সকল প্রশংসা আস্ত্াহর জন্য, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমা‘ঈল ও ইসহাসকে দান করেছেন। আমার রব অবশ্যই প্রার্থনা শোনেন।”[৪৭]

অপর আয়াতে উস্তিখিত হয়েছে : “হে আমাদের রব! আমি আমার শিশুদের তোমারই সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যবিহীন পানিবিহীন অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে গেলাম। প্রভু, সেখানে তারা সালাত কায়েম করবে। তুমি মানবজাতির হৃদয়কে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এবং তাঁদেরকে ফলমূলের আহার্য সরবরাহ করো। অবশ্যই তারা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী থাকবে।”[৪৮]

মানব শিশুর জন্য ইসলামের অবদান হল পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে সন্তান সমাজে-সংসারে সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। আল-কুর’আন সন্তানের কামনায় পিতা-মাতাকে প্রার্থনা শিখিয়েছে এ ভাষায় : “হে আমাদের প্রভু! আমাদের এমন জুড়ি ও সন্তান দান কর যারা আমাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী হয় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রগামী বানাও।”[৪৯]

---

৪৭. আলণ্ডাহ্ তা‘আলার বাণী :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৯।

৪৮. আলণ্ডাহ্ তা‘আলার বাণী :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৭।

৪৯. আলণ্ডাহ্ তা‘আলার বাণী :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামই প্রথমে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। প্রাচীন সমাজে যেখানে শিশু সন্তানকে অপাংতেয় মনে করা হত সেখানে ইসলাম ঘোষণা করেছে : "আর্থিক অনটনের জন্য তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে যেভাবে জীবিকা দান করি তাদেরকেও অনুরূপভাবে দান করবো।"[৫০]

এভাবে মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সর্বপ্রথম অবদান হল বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান। আর বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার যেমন স্বাস্থ্য ব্রজ, খাদ্য-পানীয় এবং বাস-উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা। ইসলামের নির্দেশ হল, সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা যথাবিহিত ব্যবস্থা করা। ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে শিশু সন্তানের খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, প্রতিপালন এবং শ্রিজ-দ্বীজর তত্ত্বাবধান প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরয)।"[৫১]

মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অন্যতম প্রধান অবদান হল শিশুদের সুশ্রিজ ও প্রশ্রিজণের ব্যবস্থা করা। ইসলাম শিশুর অভিভাবকের উপর দায়িত্ব দিয়েছে শিশুদের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে হযরত যাকারিয়া (আ) আস্তাহর কাছে যে দু'আ করেন-তার ভাষা ছিল : "হে রব! তুমি আমাকে এমন উত্তরাধিকার দান কর যে আমার এবং ইয়াকুব বংশের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং হে প্রভু! সে যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে স্রজ্ম হয়।"[৫২]

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে : "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শেখানোর চাইতে আর কোন মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারে না"[৫৩]

সূরা আল্ ফুরকান, আয়াত : ৭৪।

৫০ আলণ্ঢাহ্ তা'আলার বাণী :

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

সূরা আল আন্-আম, আয়াত : ১৫১।

৫১ RvIqwni"j Kvjvg, 'আলণ্ঢামা সাইয়েদ ইবন হাসান নাজাফী-এর বরাতে, উসূলুত্ তারবিয়াহ (বাংলা অনুবাদ), তাবি, পৃ. ২৫

৫২. মহান আলণ্ঢাহর বাণী :

... هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

সূরা মরিয়াম, আয়াত : ৫-৬।

৫৩ মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করার লক্ষ্যে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সুনাগরিক ও সচ্চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমেই একজন মানব শিশুর সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে সন্তানকে সমাজের কাছে বরণীয় এবং মানব জাতির গৌরব হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারাই হচ্ছে শিশুর আসল মর্যাদা দান। সন্তানকে তার সমসাময়িক রীতি ও সাংস্কৃতিক মানদন্ডে উচুঁ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্ববহ বিষয়।

মানব শিশুকে মর্যাদাবান, কর্মকুশলী, দৃঢ়, সুশীল, ন্যায়পরায়ণ, নিয়ম শৃঙ্খলানুবর্তী, আদর্শরূপে গড়ে তোলা। আর ইসলাম এই কাজগুলোরই দায়িত্ব দিয়েছে পিতামাতা ও অভিভাবককে তারা সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে যেন গৌরবময় জীবনের অধিকারী করে তোলে। এ কাজে সামান্য গাফলতি করাকে তিরস্কার করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

তিরমিযী, RwgDÛZ wZiwghx, খ.৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮; ইমাম আহমদ, gmbv‘ Avng‘, খ.৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

2. 9.Kb¨v wkï i we‡kl ghv‘v

মানবশিশু স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পুত্র ও কন্যা একই উৎস থেকে সৃষ্ট। কাজেই জন্মগতভাবেই মানুষ স্বাধীন। সৃষ্টিগতভাবে কন্যা ও পুত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে একে অপরের উপর কোন প্রাধান্য রাখে না। মৌলিকতার দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে কোন একজনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং একে অপরের পরিপুরক। লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষ যখন একে অন্যের উপর অনধিকার চর্চা, বৈষম্য ও প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় তখনই অধিকারক্ষুণ্ন হয়। মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা সমাজে কন্যার উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। সর্বত্রই সে ছিল পুরুষের দাসী ও বিলাসিতার সামগ্রী। সমস্ত প্রাচীন ধর্ম আইনে নারী-পুরোহিত স্বামী অভিভাবকের অধীন বলে চিত্রিত হয়েছে। বিশ্বের প্রচলিত ধর্মসমূহের বর্ণনার দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইয়াহুদীধর্ম আমাদের সামনে কন্যা বা নারী সম্বন্ধে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম এই যে, "পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদস্বভাব বিশিষ্ট। পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম 'আলাইহিস্ সালাম চির সুখের স্থান জান্নাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁকে প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে বাধ্য করেন।"[৫৪] ইয়াহুদীধর্ম মতে, নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারীর কারণে সকলের ধ্বংস অনিবার্য।[৫৫] এ ধর্মে সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।নারী ছিল উপ্রেক্ষর পাত্র।[৫৬]

পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ হল বাইবেল। এ ধর্মে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত। খ্রিস্টানরা কন্যাকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত আদম 'আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী হাওয়া-এর ভুলের কারণে সকল নারীর রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে। খ্রিস্টান পাদ্রীরা নারীকে নরকের দ্বার (Woman is door to hell) এবং মানবের সমস্ত দুঃখ

---

৫৪ আফিফী, মুহাম্মদ সাদিক আল-মারতুওয়া, Avj-gvi©Avn Iqv ûKKnv wdj Bmjvg, বৈরূতঃ দার ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি, পৃ. ১৩ ; সাদিক হুসায়ন, Zv©jxgj gvi©AwZ wdj Bmjvg, আল-বা'ছুল ইসলামী, লাক্ষ্মৌ : মুয়াসসাসাতুস সহাফা ওয়ান নশর, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবী'উল আওয়াল, ১৪২০ হি., পৃ. ৩৬।

৫৫ Bettany, *The Encyclopaedia Britanica*, Board of Editors, Chicago : Macropaedia, 1995, 15th vol. V, p. 732.

৫৬ Shaner, *Donald W : A Christian view of Divorce*, (Leiden 1969), p. 31.

Dhaka University Institutional Repository

দুর্দশার কারণ মনে করে। তারা নারীকে সর্বাপ্রেক্ষ জঘন্যরূপে চিত্রিত ও নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করত।[৫৭]

খ্রিস্টসমাজ নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে।[৫৮]

তাদের ধারণা 'ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে শুলবরণ করতে হয়েছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই। খ্রিস্টান পাদ্রীদের মতে, "নারী যাবতীয় পাপের উৎস। নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল এবং তারা আস্তাহ্ তা'আলার মান সম্মানে বাঁধা দানকারী।"[৫৯]

এ প্রসঙ্গে মোস্তাম নামক আরেক খ্রিস্ট ধর্মযাজক বলেন : "নারী এক অনিবার্য আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"[৬০]

সপ্তম শতাব্দীতে Council of the wise এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "নারীর কোন আত্মা নেই" (Woman has no soul.)। খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত। নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে।

মেরী-ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft) উস্তেখ করেন যে, "রুশো থেকে শুরু করে ড. গ্রেগরী পর্যন্ত যারাই নারীর শ্রিক্ষ ও আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তাঁরা নারীকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে, নারীর স্বাধীনতাবোধ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের

---

৫৭ ড. এম. আব্দুল কাদের, bvbv a‡g bvix, চট্টগ্রাম: ইসলামিক সাংপ্রাকৃতিক কেন্দ্র, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ৩৫।

৫৮ আবূ জাফর, Zwg c_ wcqZg bex ZwgB cv‡_q ; bvix ¯vaxbZv : Bmjvg I cvðvZ¨ wek¦, ঢাকা : পালাবদল পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১, পৃ. ৭৩।

৫৯ সাইয়েদ আবূল আ'লা মাওদূদী, c'v I Bmjvg, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১০; Avj-evûQj Bmjvgx, পৃ.৩৬; আহমাদ 'আব্দুল 'আযীয আল-হুসায়ন, Avj-gviûAvZj gmwjgvn Avgvgww Zvnwï qvZ, পৃ. ১২ ; মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিলণ্ডাহ 'আযমাহ, ûKKj gviûAwwZ wdj Bmjvg, পৃ. ২৬ ।

৬০ Libra, *Woman hood and the Bible*, (New York, 1961), p. 18 ; ড. মুস্ড়ফা আস-সিবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

মধু সাথী হিসেবেই তাকে ভাল মানায়। আনুগত্য তার প্রধান গুণ। পুরুষের তুলনায় নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার" রুশোর এসব ধারণাকে মেরী ননসেন্স বলেছেন।[৬১]

গ্রীকরা নারীদের সম্পর্কে বলত : "নারী জাতি সকল অকল্যাণের মূল।"[৬২]

গ্রীক সভ্যতার যুগে নারীকে দুর্বিসহ মানবেতর দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। গ্রীক সভ্যতায় নারী কী মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিস এবং এণ্ডারস্কির ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সক্রেটিস বলেন : "নারী বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুইপাখি তা ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।"[৬৩]

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এণ্ডারসকি বলেন : "অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।"[৬৪]

গ্রীক সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত বিবেচনাযোগ্য ছিল না। নারীকে তার অভিভাবকের ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করতে হত।[৬৫]

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে রোমান সভ্যতা। রোমান সভ্যতায় নারীর আইনগত কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীরা সামাজিক, নৈতিক তথা শ্রিজ-দ্বীজয় ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। রোমান সমাজে মেয়ে সন্তানকে আজীবন পিতার অনুগত হয়ে থাকতে হত। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত।[৬৬]

---

৬১ আনু মোহাম্মদ, bvix, ci"l I mgvR, সন্দেশ, ঢাকা : বইপড়া, ১৯৯৭, পৃ. ১৮-১৯।

৬২ আসমা জাহান হেমা, Bmjv‡gi QvqvZ‡j bvix, ঢাকা : আল-এছহাক প্রকাশনী, পৃ. ৩০।

৬৩ সক্রেটিস বলেন : Woman is the greatest source of chase and disruption in the world . She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.
-Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, *The position of Woman in Islam*, Kuwait : Islamic book publishers, 1982, p. 9-10.

৬৪ এ"ারসকি বলেন : Cure is possible for fireburns and Snake-bite ; but it is impossible to arrest woman's charms.
-Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, *The position of Woman in Islam*, Ibid.

৬৫ E. A. Allen, *History of Civilization*, 3 part, p. 443.

৬৬ Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam*, Lahore : Islamic publications Ltd., Oct., 1979, p. 3 & 4.

Dhaka University Institutional Repository

রোমানরা নারী হত্যা, বিক্রয় ও নির্বাসন দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করতো এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখতো।[৬৭]

হিন্দু ধর্মে নারীর কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এ ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভারত' এ বলা হয়েছে, "নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু।"[৬৮]

বেদে উল্লেখ রয়েছে, "যজ্ঞকালে কুকুর, শুদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।"[৬৯]

হিন্দু ধর্মে নারীকে কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়নি।[৭০]

ভারতীয় সভ্যতায় নারী জাতির অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের নারীদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষদের নিকট হতে দূরে রাখা হত। কারণ, সকল ধ্বংসের মূল উৎস ছিল নারী।

বৈদিক যুগে নারী ছিল যুদ্ধলব্ধ লুটের মালামালের ন্যায়। ঐ সকল যুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয়ী প্রভু জোরপূর্বক নারীদের অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বিতরণ করত। তৎকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত। স্বামীর ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, এমনকি মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কুর'আন নাযিলের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথায়ও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[৭১]

ভারতীয় সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া যেমনি অপরাধের কাজ ছিল, তেমনি গোটা সমাজে নারী ছিল ব্যবহার সামগ্রী সদৃশ্য। মানুষ হিসেবে নারীর ছিল না কোন মানবাধিকার।

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি এবং কোন কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

---

৬৭ সৈয়দ অশরাফ আলী, nhiZ †gvnv¤§' mvjvjvû ÔAvjvBwn Iqvmvjvg : bvixgw³i cw_Kr, ঢাকা : আল-ইমামত, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০১, পৃ. ৫।

৬৮ gnvfviZ, ১ : ১৫৯ : ১১।

৬৯ ‡e', ৩ : ২ : ৪ : ৬।

৭০ তাব্বারাহ,'আফীফ 'আব্দুল ফাত্তাহ, i\n' Øxwbj Bmjvgx, বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ২৫ তম সংস্করণ. ১৯৮৫, পৃ. ৪১৯।

৭১ Fida Hussain Malik, *Wives of the Prophet,* Lahor :Ashraf publications,4th Ed. 1983, p. 12-15.

Dhaka University Institutional Repository

জানাযায় রাজমহিষী মস্ি৩কাদেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলে রাজা বিমর্ষ হন। বুদ্ধ তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, “কন্যাসন্তানের জন্ম হেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ কন্যা হলে সে পুত্র অপ্রেক্ষ শ্রেয় হয়।”[৭২] হিন্দু ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মে নারী ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেন।[৭৩]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের কোন একটিতেও কন্যা বা নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী যে একটি প্রাণী, পুরুষের মত তারও প্রাণ আছে তা উপরে বর্ণিত কোন ধর্মই স্বীকার করত না। নারীকে গৃহের অন্যান্য আসবাব পত্রের মত মনে করা হত। নারী ছিল শ্রিক্ষ–দ্বীক্ষসহ সর্বপ্রকার স্বাধীকার হতে চির বঞ্চিত।

ইসলাম পূর্বযুগে আরবে কন্যাসন্তানের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর খারাপ ছিল। জাহেলীযুগে কন্যারা ছিল ঘৃণিত, মর্যাদা বহির্ভূত এবং অধিকারহীন ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে পরিগণিত ছিল না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে দেশে এর চরম অভিশাপ বলে গণ্য হত। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। ভোগ্য পণ্যের চেয়ে অবমূল্যায়িত ছিল নারী। এককথায় কন্যারা সে সমাজে ছিল শোষিতা, অধিকার বঞ্চিতা এবং শ্রিক্ষ-দ্বীক্ষ বা জ্ঞান অর্জনের কোন সুযোগই তারা পেত না।

ইসলাম নারীকে যে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা দান করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্বেও অনেক মুসলিম দেশ ও সমাজে নারীরা নির্যাতিতা হচ্ছে। পাচ্ছে না তাদের সঠিক মর্যাদা। যদি নারী পুরুষ অপ্রেক্ষ অধিক মুত্তাকী হয় তবে সে আস্তাহর নিকট অধিক সম্মানিত। পুরুষ হলেই নারী থেকে কেউ অধিক সম্মানিত হয় না। আজকের সারা বিশ্বের কোন পুরুষের সমান খাদীজা (রা.), ‘আয়িশা ও ফাতিমা (রা.) এর সমান হবে না। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নারীদের অযোগ্য ও হীন মনে করা হয়। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় কন্যাসন্তানের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে উপরের বর্ণনা হতে একটি স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া গেল। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীকে জীব-জন্তু এবং পারিবারিক ব্যবহারিক সামগ্রী মত মনে করা হত। দুর্ভাগ্যের প্রতীক, অপকর্মের উৎস, শয়তানের দোসর, নরকের দ্বার, যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার বাহন হিসেবেই পরিচিত ছিল নারী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার

---

৭২ ড. সনন্দা বড়ুয়া, ‡eŠ× a‡gi Av‡jv‡K bvixi Ae¯'vb, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, স্মরণিকা, ১৯৯৬, পৃ. ২২।

৭৩ মমতাজ দৌলাতানা, ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, XvKv: Ávb‡Kvl, 1997,পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, সত্যিকারার্থে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ–সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান মুহাম্মদ মোস্তফা সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম। মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তামের উপর কুর'আন নাযিলের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুর'আন নারীকে মা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে বিভিন্নভাবে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত বৈষম্য ছাড়া অন্য কোন বৈষম্যের স্থান নেই। এমনকি আল-কুর'আনেও ক্ষেত্রবিশেষ পুত্রের চেয়ে কন্যাকে মহান করে তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত বিশ্বজাহান সৃষ্টির মূলে আস্তাহ রাব্বুল আলামীনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আদি পিতাকে সৃষ্টি করার পর পরই আস্তাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্যই তার জুড়ি মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। আল-কুর'আনের বাণীসমূহ প্রণিধানযোগ্য-

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে : "তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি সৃষ্টি করলেন তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে এবং বানালেন তার থেকে তার জুড়িকে।"[৭৪]

সৃষ্টি প্রসারের উদ্দেশ্যে নর-নারীর পারস্পরিক সম্মিলন এবং এতে যে প্রশান্তি ও প্রজন্ম বৃদ্ধি প্রক্রিয়া এটিই আস্তাহ রাব্বুল 'আলামীনের অভীপ্সিত। আস্তাহ তা'আলা বলেন : "প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো।"[৭৫]

আস্তাহ্ তা'আলা কন্যাকে পুরুষের জন্য নি'য়ামত হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুর'আনে আস্তাহ্ তা'আলা বলেন : "মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত-যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের। এ সবই হল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আস্তাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[৭৬]

---

৭৪ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً - miv wbmv, ১।

৭৫ . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون miv hvwiqvZ , আয়াত: ৪৯।

৭৬ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ সূরা আলে 'ইমরান ৩ : ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নারীজাতি পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয় নি'আমত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুস্ ৩াহ (স.) বলেছেন : এ পৃথিবীতে আমার প্রিয় বস্তু হচ্ছে নারী।[৭৭]

রাসূল (স.) বলেন : আস্ত৩াহ্ তা'আলা মাতাগণের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সঞ্চিত করা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[৭৮] মহানবী (স.) বলেন, যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান হবে, সে যদি তাকে জীবিত প্রোথিত না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ না করে এবং নিজের পুত্রসন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আস্ত৩াহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৭৯]

আস্ত৩াহ্ তা'আলা কন্যাদের পুত্রদের সমান অধিকার প্রদান করে একজনকে অপরজনের পোশাক তুল্য এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। স্ত্রীগণ যে স্বামীদের জন্য শান্তির আধার, প্রশান্তির উৎস তা আমরা কুর'আনের এ বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি।

আস্ত৩াহ্ তা'আলা বলেন : "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য হালাল নয় নারীদের জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা। আর তাদের আটকে রেখ না তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করতে, কিন্তু যদি তারা কোন প্রকাশ্য ব্যভিচার করে তবে তা ব্যতিক্রম। তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করবে। তারপর তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এরূপ জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আস্ত৩াহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।"[৮০]

---

৭৭ عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة-ইমাম নাসাঈ, mbvb Avb bvmvqx, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.), ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১, হাদীস নং-৩৯৩৯।

৭৮ ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৫১, হাদীস নং-২২৩১ ;ইমাম আহমদ, gmbv' Avngv', ৩৭ তম খণ্ড, পৃ. ১০১, হাদীস নং-১৭৪৪৫।

৭৯ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عن ابن عباس قال ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة -ইমাম আবূ দাউদ, mbvb Ave 'vD', খণ্ড-১৩, পৃ. ৩৫৮, হাদীস নং-৪৪৮০।

৮০ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا miv Avb-wbmv ৪ : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুস্তাহ (স.) বলেন- যে বিধবা নারী, সুশ্রী ও সম্ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানদের সেবা-যত্ন ও লালন-পালনের ব্যস্ততায় নিজেকে বিবাহ হতে বিরত রেখেছে যে পর্যন্ত না সন্তান বড় হয়ে পৃথক হয়ে গিয়েছে অতপর মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে এমন নারী জান্নাতে আমার নিকটবর্তী হবে দু'আঙ্গুলের মত দূরত্বের ন্যায়।[৮১]

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বিধবা নারী ও মিসকীনদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টাকারী আস্তাহর পথে জিহাদকারী অথবা দিনভর রোযা পালনকারী ও রাতভর তাহাজ্জুদ নামাযে রত ব্যক্তির সমতুল্য সওয়াব পাবে।[৮২]

রাসূল (স.) বলেছেন- একজন মু'মিনের সাথে আরেকজন মু'মিনের সম্পর্ক হচ্ছে অট্টালিকার একটি ইটের সাথে আরেকটি ইটের সম্পর্কের ন্যায়। এ বলে তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখিয়েছেন।[৮৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুস্তাহ (স.) বলেন- "মু'মিনগণ পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের দিক দিয়ে একটি দেহের সমতুল্য। একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন সমগ্র দেহটি তাতে সাড়া দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রাত্রিতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকে, তেমন একজন মু'মিন বিপদে পতিত হলে সকল মু'মিনই তাতে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং তাকে বিপদমুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে।"[৮৪]

---

৮১ عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة امرأة أمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتأماها حتى بانوا أو ماتوا. ইমাম আবু দাউদ, mbvb Ave 'vD', খণ্ড-৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং-৫১৪৯ ; ইমাম আহমাদ, gmbv' Avng', ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, হাদীস নং-৫১৪৯।

৮২. মহান আলণ্টাহ্ বলেন :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار.

-বুখারী, mnxn Aj eLvix, ১৬ তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬, হাদীস নং-৪৯৩৪।

৮৩ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه

ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, খণ্ড-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯, হাদীস নং-৪৫৯ ; ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, ১২তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং-৪৬৮৪

৮৪ বুখারী, mnxn Avj eLvix, ১৮ তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬, হাদীস নং-৫৫৫২।

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতির বংশ বিস্তারে নর ও নারী উভয়ের ভূমিকা সমান। আল-কুর'আনে এসেছে : "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আস্তাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষ অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষ অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আস্তাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"[৮৫]

অতএব বোঝা গেল যে, পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইসলাম পরিশীলিত জীবন যাপনের ব্যাপারেও পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে : "আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় তারা যা করে আস্তাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে; এবং তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বক্ষে উপর জড়িয়ে রাখে। আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে কিন্তু এদের ব্যতিরেকে- তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত নিস্কাম পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ; আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আস্তাহর সমীপে তাওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।"[৮৬]

---

৮৫. মহান আলণ্ডাহ্ বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

miv Avj-ûRivZ ৪৯ : ১৩।

৮৬ মহান আলণ্ডাহ্ বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

Dhaka University Institutional Repository

এসব নির্দেশনা হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বহু ক্ষেত্রেই পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমতা রয়েছে। এসব ব্যাপারে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

পুত্র ও কন্যাকে পার্থক্য করার অধিকার মানুষের নেই। সৃষ্টিকর্তা তাঁর মহা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেখানে যত সংখ্যক পুরুষ এবং যেখানে যত সংখ্যক নারী শিশু পয়দা করতে চান করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কন্যাসন্তান বেশি দিয়েছেন। তার দুজন পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও তারা শিশু কালেই ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ মহান তাঁর প্রিয়তম নবীকে কি কারণে এভাবে বেশি কন্যাসন্তান দান করলেন? নবী-রাসূলগণ জানেন ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেন সে সব কিছুর মধ্যে অবশ্যই হিকমাত আছে, এজন্য কোন অবস্থাতেই তাঁরা মনক্ষুণ্ন হন না। সাধারণ মানুষকে কন্যা শিশুর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- "কন্যাদেরকে অপছন্দ করো না আমি নিজেই তো কন্যাদের পিতা।"[৮৭] ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ কন্যা ও নারীকুলকে দুর্লক্ষণে বলে অভিহিত করার কারণে সাধারণ মানুষও কন্যা শিশুর জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। এ কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে কওমে লূত এবং তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে।

আল-কুর'আনে এসেছে : "তিনি যা খুশি সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যাসন্তান দান করেন এবং দান করেন ছেলে সন্তান যাকে ইচ্ছা তাকে। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা বানান । নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, সবকিছু করতে সক্ষম।"[৮৮]

মানব বংশের অস্তিত্ব সুরক্ষা ও এর প্রসারের প্রয়োজনে ছেলে ও মেয়েসন্তান উভয়ের গুরুত্বই সমান। আল্লাহ তা'আলা ছেলে সন্তানদের দ্বারা এক ধরনের কার্য করান এবং মেয়েসন্তান দ্বারা অন্য ধরনের

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

miv Avb-bi ২৪ : ৩০-৩২।

৮৭ لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات আবি শুজা আদ দাইলামী আল হামযানী, Avj wdi'vDm wd gvÕQwij wLZve, বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬, খণ্ড-৫, পৃ. ৩৭।

৮৮ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ() أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ -miv Avk ïiv ৪২ : ৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

কার্য করিয়ে থাকেন। আর এজন্য তাদের দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক, ভিন্ন-ভিন্ন মন-মেজাজ ও আলাদা আলাদা রুচি বৈশিষ্ট্য। একজন পুরুষের মধ্যে জীবন-যৌবনের যে চাহিদা আছে তা পূরণ করার জন্য অবশ্যই একজন জীবনসাথী আবশ্যক। নারী ব্যতীত অন্য কিছুতে এ চাহিদা পূরণ হয় না। নারীর সংশ্রবে যে স্বাদ-আহলাদ ও প্রশান্তি পাওয়া যায়, তা দুনিয়ার অন্য সকল নি'আমত থেকে বড় নি'আমত। সারাদিন পরিশ্রম করে ফিরে এসে স্ত্রীর মিষ্টি হাসি ও প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে সব ক্লান্তির অবসান ঘটায়। তাই ইসলামে কন্যা শিশুকে অশুভতো নয়ই বরং সৌভাগ্যের কারণ বলে উস্তেখ করা হয়েছে।

কন্যা ও পুত্র সন্তান দ্বারা একই রূপ সেবা পাওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, রুগ্ন অবস্থায় শয্যাপাশে বেশ্রিজ্ঞা অবস্থান ও বিনিদ্র রজনী যাপন করতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অগ্রবর্তী। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ঘরের কাজ বেশি করে মেয়েরা। হাসপাতালগুলোতে চিরদিন সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বে মেয়েদের বেশি লাগানো হয়। নারীর উপস্থিতি, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া, তার মিষ্টি হাসি রোগ যাতনা অনেকাংশেই লাঘব করে। আস্তাহ তা'আলা নারী হৃদয়ের পরশ এমনই মধুর করে সৃষ্টি করেছেন এবং সদ্ব্যবহার করার জন্য দিয়েছেন অপরিবর্তনীয় নিয়ম-নীতি, যা লংঘন করলে মানব সমাজ সে সব সুষমা থেকে বঞ্চিত হয়।

পৃথিবীর বহু মনীষী, বীরযোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, কবি-লেখক তাদের নিজ নিজ কর্মে উৎকর্ষ সাধনের পেছনে তাদের ভার্যাদের অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন। এমনকি নারীর সঠিক মূল্যায়ন না করে তাদেরকে যারা ভোগের পণ্য বানিয়েছে, তারাও আজ বহু দেশে, নারীর অধীনে কাজ করছেন। রাষ্ট্রীয় দূতালী থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের জটিল কাজগুলোও আজ নারীরা করছে। আজ নারীগণ পুরুষের সাথে সকল কাজে অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করছেন তারা কোন অংশে বা কোন ব্যাপারে পুরুষ থেকে পিছিয়ে নেই। আবার তথাকথিত সভ্যদেশে নারীকে পিতামাতার উত্তরাধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। প্রগতিবাদী লেখক ড. হুমায়ুন আহমদও এটা স্বীকার করেন, ইসলাম নরীকে আর্থ সুবিধা দেয়, যা অন্য কোন ধর্মে দেয় না।" যদিও তারা নারী অধিকারের প্রচন্ড প্রবক্তা। আবার সেই সব উন্নত দেশেই নারীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়ার কারণে পুরুষদের জন্য পুরুষদের বিয়ে করা আইনত বৈধ করে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর পরস্পর বিরোধী এসব সভ্যতাগর্বীদের কথা ও কাজের সাথে কোন মিল নেই, নেই এদের মধ্যে শান্তি। নেই প্রকৃত বিবেকধর্মী কাজ, নেই সত্যিকারের মানবতা। বিশ্বনবী (স.) নারীদেরকে মর্যাদা দিতে গিয়ে যে ব্যবস্থা শিখিয়েছিলেন তার কারণে তৎকালীন নারী সমাজ স্মরণকালের যে কোন উন্নত অবস্থা থেকে বেশি মর্যাদা লাভে স্রজ্ঞ হয়েছিলেন। তিনিই মায়ের অধিকার পিতা থেকে তিনগুণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং পুরুষের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপর্যায়ে মীরাসের অধিকারী বলে জানিয়েছেন। ছেলের তুলনায় কন্যা পাবে অর্ধেক একথা বলে যারা ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে বলে থাকেন তারা হিসেব করেন না পিতা-মাতার পরিচর্যা কন্যার ওপরে নয়, পুত্রের উপর। সংসার পরিচালনার দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, পুরুষের।

কুর'আন মজীদ ঘোষণা করে যে, জীবনের সব রকমের সংগ্রাম–সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে এবং উত্থান–পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। জীবনের দুর্বিসহ বোঝা উভয়েই বহন করেছে। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত চেষ্টা–প্রচেষ্টার ফলেই সমাজ, সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারে সর্বকালেই নারী ও পুরুষের যৌথ চেষ্টা ও তৎপরতার কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুনিয়ার কোন জাতি বা আন্দোলনই নারী পুরুষ কাউকেই উপ্রেক্ষ করতে পারে না। আস্তাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেন : "মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে আস্তাহ ও তাঁর রাসূলের। এদের উপর আস্তাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয় আস্তাহ প্রবল প্রতাপশালী, হিকমতওয়ালা। "[৮৯]

ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সময় নারী ও পুরুষ যেমন পাশাপাশি থেকে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে, ঠিক তেমনি বাতিল নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমানভাবে তারা অংশীদার হয়ে থাকে। এতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লোকদের প্রসঙ্গে মহান আস্তাহ বলেন : "মুনাফিক নর এবং মুনাফিক নারী একে অপরের ন্যায়। তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে বারণ করে, তারা বন্ধ করে রাখে নিজেদের হাত। তারা আস্তাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই হল ফাসিক।"[৯০]

সাধারণভাবে নর ও নারীর সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পারিক শান্তি, প্রেম – প্রীতি ও দয়া – মায়ার সম্পর্ক। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে, "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর

---

৮৯ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ miv AvZ-ZvIev ৯ : ৭১।

৯০ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ miv AvZ-ZvIevn ৯ : ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন হয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"[৯১]

জাহিলী যুগে আরব সমাজে কন্যারূপে নারীর বড়ই অমর্যাদা ছিল। কন্যা সন্তানকে জঘন্যভাবে ঘৃণ্য করা হত। তাকে জীবিত কবর দেয়া হত। স্বয়ং পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে চরম অপমানজনক মনে করত। কুর'আন মজীদে নারী অপমানের চিত্র এভাবে অংকন করা হয়েছে। "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হযে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে ভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে ? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত!"[৯২]

ইসলাম মানবতা বিরোধী এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোঝণা করেছে। কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করলে কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আস্তাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদীহী করতে হবে।

ইসলাম কন্যাসন্তানদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। সেকালে আরব সমাজে স্ত্রী বড়ই অসহায় ছিল। স্বামীর সম্পদে তার কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও স্ত্রী কোন অংশ পেত না। বিধবা বালিকাদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য পাক কুর'আনে ঘোষণা করা হল : "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের আট ভাগের এক অংশ।[৯৩]

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে যে সম্মান দান করেছে পৃথিবীর আর কোন সম্মানের সাথে তার তুলনা হয় না। পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শনের কথা উস্তেখ করার পর কুর'আনে মাতার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা মা

---

৯১ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ miv Avi-i/g ৩০ : ২১।

৯২ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ()يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ miv Avb-bvnj ১৬ : ৫৮-৫৯।

৯৩ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ আল-কুর'আন, miv AvbÑwbmv ৪:১২

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, প্রসব করা এবং স্তন্য দান করার কষ্ট একাকী গ্রহণ করে থাকেন। এ তিন পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনায় পিতার কোন অংশ নেই।

এ প্রসঙ্গে আস্তাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন : "আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকরগুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা–পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।"[94]

মহান আস্তাহ তা'আলা বলেন : "আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ'[95] পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বল। এবং তাদের সামনে ভক্তি–শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থেক, আর প্রার্থনা কর : হে আমার রব ! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।[96]

সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যখন উভয়ের প্রয়োজন একই রকম, তখন তাদের মধ্যে তারতম্য করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ আস্তাহ তা'আলার কিতাবকে বিকৃত বা পরিবর্তন করে কিছু লোকের বা পুরুষ শ্রেণীর সুবিধাকে নিশ্চিত করার জন্য নারীদেরকে দুর্ল্লঙ্ঘণে বলে অভিহিত করে। তারা নারীদেরকে প্ররোচনা দানকারী প্রমাণ করার জন্য তাদের কিতাবগুলোর আয়াত পরিবর্তন করে প্রচার করেছে, বাবা আদম (আ) কে মা হাওয়া (আ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ানোর কারণে আজ আমাদের পৃথিবীতে আগমন, না হলে আমরা চিরদিন বেহেশতেই থাকতাম। অথচ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "অতপর শয়তান তাদের দুজনকেই সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করল, তারপর তাদের দুজনকে বের করে ছাড়ল সেখান থেকে যেখানে তারা ছিল।"[৯৭]

আজকের পৃথিবী নারীদের দেহকে যেভাবে ভোগ ও পণ্যসামগ্রী বানিয়ে রেখেছে, অতীতেও একইভাবে তাদেরকে হীন-কুচক্রী আখ্যা দিয়ে শুধু ভোগ্য ও পণ্য বানিয়ে রেখেছিল। এমনকি

---

৯৪ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ miv jKgvb ৩১ : ১৪।

৯৫ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোনো কথা বলিও না।

৯৬ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا() وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا আল-কু'আন, miv ebxBmivCj ১৭ : ২৩-২৪।

৯৭ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ -miv Avj evKviv ২ ঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে তাদেরকে হত্যা করেছে। প্রাচীনতম ধর্ম বা সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম সতীদাহকে বিরাট পুণ্য অর্জন করার এবং সহমরণকে স্বর্গে যাওয়ার মাধ্যম আখ্যা দিয়ে নারী নির্যাতন করেছে।[৯৮]

কুমারী পূজার নামে উৎসর্গকৃত কুমারী কন্যাদেরকে এবং বিধবা[৯৯] বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে মন্দিরের সেবাদাসী বানিয়ে রেখে সন্ন্যাসীরা তাদেরকে অবাধে ভোগ করছে।

মানবশিশু ধারণ, বহন, প্রসব ও লালন-পালনের জন্য এ গুণাবলি একান্ত জরুরি। নারীদেহ যত বলিষ্ঠই হোক, মানবশিশু জন্মদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কারণে আস্তাহর ইচ্ছায় তা নাযুক বা স্পর্শকাতর। কন্যাশিশুর যত্ন-নেওয়া এবং তাকে তার প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা প্রধান। পিতা রোজগার করে, মা খরচ করে। শিশুর পরিচর্যায় পিতা অর্থ যোগায়, মা দুধ খাইয়ে তাকে বড় করে তোলে। আস্তাহর আইনে দুধ খাওয়ানোর বয়স দু বছর। এই দুবছরে, মা শুধু দুধ খাওয়ানোর কাজই করেননা নিজের ভাষা, মন-মানসিকতা, তার অজান্তেই শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। ছেলেশিশুরা এই দুধ খাওয়ার বয়স পার হওয়ার সাথে সাথে বাইরে গিয়ে খেলতে ভালবাসে। আর মেয়েরা মাকে আগলে রাখে এবং ঘরে বা বাড়ির আঙিনায় খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আস্তাহর রাসূলুস্তাহ (স.) বলেন, "নারী স্বামীগৃহের তত্ত্বাবধায়ক।"[১০০]

মহানবী (স.) বলেন- "আর যখন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি হবে তোমাদের নেতা ধনীরা হবে সবচেয়ে কৃপণ এবং নারীদের পরামর্শেই তোমাদের সকল সিদ্ধান্ত তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ হবে ওপরিভাগের চেয়ে অধিক পছন্দের।"[১০১]

আরও ঘোষিত হয়েছে- "যে কোন নারী ঘরে অবস্থান গ্রহণ করবে, সে আমার সাথে থাকবে জান্নাতের মধ্যে।"[১০২]

কন্যাসন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে, যেন তারা কুর'আন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষা পেয়ে, স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া বুঝে, আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী, স্বামীর অনুগত ও সন্তানের প্রতি মমতাময়ী হয়ে কমপক্ষে দুবছর দুধ খাওয়ানোতে উৎসাহিত হয়।

---

৯৮. ড. আব্দুল কাদের, bvbv a‡g bvix, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ১৭।

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১০০. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ইমাম বুখারী, mnxn eLvix, কিতাবুল জুমু'আতি, বাবুল জুমু'আতি ফিল কুরা ওয়াল মুদুনি, খন্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১।

১০১. তিরমিযী, RwgDÛZ wZiwghx, কিতাবুল ফিতান, বাবু মা জা'আ ফিন্ নাহয়ি আন সাব্বির রিইয়াহি, খন্ড-৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬, গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটি গরীব।

১০২. إيا امراه قعدت على أولادها فهي في الجنة আল বুরহানপুরী, 'আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দিন আল হিন্দি, Kvbhj D¤§vj dx mbwbj AvKIqvj Iqvj AvdÛAvj, আলেপ্পো, ১৩৭৯/১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq : wewfb mf¨Zv, ag I AvB‡b wkï AwaKvi

3. 1. RwZmsN †NwIZ wkï AwaKvi mb`

"মানব সমাজের নিকট যে সব জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় তার প্রথম হকদার শিশুরা" (Mankind owes the children :he best it has to give) এ স্লোগানটি ছিল জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু অধিকার ঘোষনার ভিত্তি। শিশুরাই বিশ্বের সকল দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, নেতা ও কর্ণধার। তবে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক, নেতা ও কর্ণধার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন যথাযোগ্য লালনের।[১]

মানবাধিকারের ধারণা খুবই প্রাচীন। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন সহিংতায় এবং পরবর্তীকালে প্রাচীন সাহিত্যেও মানবাধিকারের উপলব্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আধুনিক পন্ডিতগণ অধিকার বিষয়ক যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়- অধিকার হলো এমন কিছু বৈধ ক্ষমতা যা কেউ তার বিশেষ অবস্থানের সুযোগে বা কারণে অনুশীলন বা ভোগ করেন। সিসেরো ও তার অনুসারীগণ বলেন, সহজাত বা প্রাকৃতিক অধিকার সকল যুগে সর্বকালের মানুষের ছিল। এ অধিকার কোন নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকের বিশেষ সুবিধা বা অধিকার নয়, এই অধিকার বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার। বেনথেম বলেছেন, সেই অধিকারগুলো অধিকার নামের যোগ্য যে অধিকারগুলো আইনের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা যায়। বেনথেম ও বার্কের কাছে 'অধিকার' এর পরীক্ষ হল Is it actually enjoyed? অথবা Is it really enforced? কিংবা æIs it a positive right?" এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিশু অধিকার হল শিশুর এমন কিছু বৈধ ক্ষমতা যা একজন শিশু তার বিশেষ অবস্থানের সুযোগে বা কারণে অনুশীলন বা ভোগ করতে পারে।

উস্তিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশু অধিকারসহ সকল অধিকারই বিশেষ অবস্থান বা কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই দেখা যায়- বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের শিশুরা অপ্রেক্ষকৃত অনুন্নত দেশের শিশুদের চেয়ে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করছে। অপরদিকে আফ্রিকা এবং বিশ্বের অন্যত্র দরিদ্র এলাকার শিশুদের অনেকেই নিরন্ন, অপুষ্টি, রোগ ক্ষুধা তাদের নিত্য সাথী। অনেকেরই মাথা গোজার ঠাঁই নাই। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, শিক্ষর সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সে সব হতভাগ্য শিশুর স্বপ্নেরও অতীত। লজ্জা ঢাকার জন্য সামান্য বস্ত্র থেকেও অনেক শিশু বঞ্চিত। এ

---

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ: ২

চিত্র শুধু দরিদ্র দেশের নয়; বিবিধ কারণে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোতেও বহু হতদরিদ্র মানুষ রয়েছে। পারিবারিক অবস্থানের কারণে ঐ সব পরিবারের শিশুরা যথাযথ অধিকার ভোগ করতে পারছে না। এমনকি পরাশক্তি বলে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের শিশুরাও এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। সে দেশেও অনেক পথশিশুকে বাংলাদেশের পথ শিশুদের মত ডাস্টবিনে বা ভাগাড়ে খাদ্য অনুসন্ধান করতে দেখা যায়। ২০০৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা ও টেক্সাসসহ বিবিধ অঞ্চলে যথাক্রমে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ও ঘূর্ণিঝড় রিটার আঘাতে পরাশক্তিটির দৈন্যদশা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। সে দেশেও বহু মানবশিশু যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ সব এলাকা ছাড়াও খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর তৃতীয় বিশ্বের মত বহু অঞ্চল রয়েছে যার শিশুরা সকল শিশু অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না। পিতামাতা তথা পরিবারের দারিদ্র্য এমন অবস্থার অন্যতম কারণ। সরকার ও তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে সফল হচ্ছে না। এমনকি ক্যাটরিনার পর আইন-শৃঙ্খলা ব্রজকারীদের ধর্ষণের শিকার হয় অসংখ্য টিন-এজার। অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাতো আছেই। এ সব কারণে নিউ অরলিন্সের পুলিশ সুপার এডি কম্পাসকে পদত্যাগ করতে হয়। ২৫০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে তাদের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।[২]

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অধিকার প্রসংগে একথা বলা যায় যে, এদেশের পরিবারগুলোর নানা দূরাবস্থার কারণে তাদের সন্তানগণ বিবিধ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায় না। অবশ্য এখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা তাদের পরিবারের কল্যাণে সম্ভাব্য সকল অধিকারভোগ করতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের জন্য সাধ্যমত অধিকার প্রদান করতে সচেষ্ট। প্রজ্ঞন্তরে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা প্রায় সকল অধিকার আংশিক ভোগ করার সুযোগ পায় মাত্র। দিন কাটে তাদের অনাহার বা অর্ধাহারে। বসবাসের জন্য নেই যথাযথ গৃহ, নেই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। ঠিকানা বিহীন পথশিশুদের অবস্থা আরো করুণ।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ যখন প্রণীত হয় তখন পৃথিবীর শিশুরা ছিল অধিকতর অধিকার বঞ্চিত। দেশে দেশে মানবপ্রেমিক আদম সন্তানেরা এ কারণে ব্যথিত হয়েছেন। দেশে দেশে শিশু-কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ তখনও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। জাতিসংঘ শিশু অধিকার ঘোষনা এ সবেরই প্রতিফলশ্রুতি।

১৯২৪ সালের জেনেভা কনভেনশনে শিশু অধিকারের বিবিধ বিষয় উত্থাপন করা হয় ও সাধারণ পরিষদে তা গৃহীত হয়। এতে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বলা হয়েছে। বিষয়গুলো পরে সময়ের সাথে সাথে সুসংবদ্ধ হয়। ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে

---

২ দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীত ১০ টি ধারা পরিমার্জিত হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর এর ধারা ছিল ৫৪ টি এবং এর মধ্যে ৪১ টি ধারায় শিশুদের অধিকারের কথা সরাসরি বলা হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদটি উত্থাপন করা হল।[৩]

cwi‡”Q‘-1

aviv-1

এই সনদে বলা হয়েছে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তান, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে নাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

aviv-2

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্যে এই সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ,ভাষা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য, নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

২) পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্তি মতবাদ কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

aviv- 3

১) সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন- আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপ্রঙ কিংবা আইনসভা- যেই হোক না কেন, শিশু সংক্রান্ত তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

২) শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোন ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশু পরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান, সেবা, সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও উপযুক্ততা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

---

৩ গাজী শামছুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, জুন ১৯৯৫, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ-৬৪১-৬৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 4

এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ শরীক রাষ্ট্রসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের-ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে।

aviv- 5

এই সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার-ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ যোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা ও স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার ও সমাজসদস্য, আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

aviv- 6

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার আছে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

aviv- 7

১) জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুকে নিবন্ধীকরণ করতে হবে। জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতিয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব, পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকার সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে যে সব-ক্ষেত্রে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

aviv- 8

১) জাতিয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইনসম্মত পরিচিতি সংরক্ষণে শিশুর অধিকারের প্রশ্নে শরীক রাষ্ট্রসমূহ উদ্যোগী হবে, সেখানে কোন বেআইনী হস্তক্ষেপ চলবে না।

২) কোথাও কোন শিশু যদি তার নিজস্ব পরিচয়ের কতিপয় বা সবগুলো দিক থেকে বেআইনী ভাবে বঞ্চিত হয়, তাহলে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যত দ্রুত সম্ভব সেই পরিচয় পুনপ্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

avi- 9

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোন শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা না করার নিশ্চয়তা বিধান করবে, তবে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপ্রক্ষ যদি প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, তবে সে ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা ও মাতা আলাদা বাস করছে এবং সন্তান কোথায় বাস করবে তা নির্ধারণ এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

২) এই ধারার অনুচ্ছেদ- ১ অনুযায়ী কোনো মোকদ্দমা হলে তাতে সকল প্রক্ষকে উপস্থিত থাকার এবং তাদের মতামত জ্ঞাপন করার সুযোগ দিতে হবে।

৩) পিতামাতার যে কোন একজনের বা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর পিতা মাতা উভয়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে, অবশ্য যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

৪) শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যব্যবস্থা, যেমন পিতামাতা যে কেউ অথবা দু'জনকে কিংবা শিশুকে আটক, কারাদণ্ড, নির্বাসন, স্বদেশ থেকে বিতারণ অথবা মৃত্যু (রাষ্ট্রকৃত আটক ব্যক্তির যে কোন কারণে মৃত্যুসহ) ইত্যাকার কারণে যদি এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে তাহলে পিতামাতা, শিশু কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যকে অনুরোধের ভিত্তিতে পরিবারের অনুপস্থিত সদস্য সম্পর্কে শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞাপন করবে, অবশ্য যদি সে তথ্যের বিষয়বস্তু শিশুর কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর না হয়। শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটাও নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের অনুরোধ পেশ করাটা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল ভোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

avi- 10

১) নবম ধারার অনুচ্ছেদ- ১ এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা মোতাবেক কোন শিশু বা তার পিতামাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কোন একটি শরীক রাষ্ট্রে প্রবেশ বা রাষ্ট্র ত্যাগের দরখাস্ত করলে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তা ইতিবাচক , মানবিক ও ত্বরিৎ পন্থায় বিবেচিত হতে হবে। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আরো নিশ্চয়তা বিধান করবে যে, এ ধরনের আবেদন আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্যে কোন বিরূপ প্রতিফলন বয়ে আনবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২) কোন শিশুর পিতামাতা পৃথক রাষ্ট্রে বসবাস করলে উভয়ের সাথে নিয়মিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিরাপদে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা ঐ শিশুর অধিকার। সেই উদ্দেশ্যে এবং নবম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্য অনুসারে শিশু কিংবা তার পিতামাতার নিজেদের দেশসহ যে কোন দেশ ত্যাগ করার এবং নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে শরীক রাষ্ট্রসমূহ। কোনো দেশ ত্যাগের এই অধিকার শুধুমাত্র এমন কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা রহিত করা যাবে যেগুলি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং যেগুলো জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য কিংবা নৈতিকতা কিংবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সনদে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

aviv- 11

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের অবৈধভাবে বিদেশ পাচার এবং দেশে ফিরতে না দেওয়া প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেবে।

২) এ উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপ্রক্ষীয় বা বহুপ্রক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে।

aviv- 12

১) নিজস্ব ধারণা বা মত গঠনে সক্ষম শিশু তার নিজের সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকারী। সেই অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং শিশুর বয়স ও পরিপক্কতা অনুযায়ী তার সেইসব মতামতকে যাতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় শরীক রাষ্ট্রসমূহ তার নিশ্চয়তা দেবে।

২) এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুযোগ দিতে হবে যাতে শিশুর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে শিশু সরাসরি অথবা কোনো প্রতিনিধি কিংবা কোনো উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় আইনের বিধিবদ্ধ ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার কথা বলতে পারে।

aviv- 13

১) শিশুর স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে সীমান্ত নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধ্যান ধারণা জানতে চাওয়া, গ্রহণ করা এবং অবহিত করার

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা। এটি মৌখিকভাবে, লিখিত, মুদ্রিত কিংবা চারুশিল্পের আকারে অথবা শিশুর পছন্দসই অন্য কোনো পন্থায় হতে পারে।

২) এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, তবে তা হবে আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত প্রয়োজনে-

ক) অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে; কিংবা

খ) জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সুরক্ষার জন্যে।

aviv- 14

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে তার অধিকার চর্চায় নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

৩) কারো ধর্ম বা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে কেবলমাত্র সেইসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে যা আইনে উল্লিখিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, অথবা নৈতিকতা কিংবা অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষনের জন্যে প্রয়োজন।

aviv- 15

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকার করে।

২) এই অধিকার চর্চার উপর আইনানুসারে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ ছাড়া এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় কিংবা জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

aviv- 16

১) কোনো শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, আবাস কিংবা পত্র যোগাযোগের উপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা তার মর্যাদা ও সুনামের উপর বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না।

২) এই ধরনের কোন হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমনের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 17

শরীক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্যে বিভিন্নমূখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে যে সকল তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ :

ক) শিশুর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করতে হবে;

খ) বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে;

গ) শিশুগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে;

ঘ) সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে।

ঙ) ১৩ থেকে ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

aviv- 18

১) শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে- এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে তাদের মূল চিন্তা।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন- পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশু পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান, সুযোগসুবিধা ও সেবা মাধ্যমসমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতার সন্তানদের প্রাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে শিশু- পরিচর্যা কার্যক্রম সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 19

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ , প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

২) এ ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসেবে শিশু এবং শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন, সেই সাথে প্রতিরোধের অন্য ব্যবস্থাদির জন্যে কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লিখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ, বিবৃতিকরণ, দায়িত্ব অর্পণ, তদন্ত, চিকিৎসা ও পরবর্তী কার্যকরণ এবং প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

aviv- 20

১) যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেয়া যাবে না, সেই শিশু রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্য বিকল্প তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

৩) ঐ ধরনের পরিচর্যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, পালিত সন্তান হিসাবে অর্পণ, ইসলামী আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় শিশুর প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাঞ্চনীয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

aviv- 21

দত্তক পদ্ধতির স্বীকৃতিদান এবং/কিংবা অনুমোদনকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটা নিশ্চিত করবে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচনা এবং তারা :

Dhaka University Institutional Repository

ক) এটা নিশ্চিত করবে যে, কোন শিশুকে দত্তক গ্রহনের বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসারে সকল প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন যে, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও আইনসম্মত অভিভাবকদের দিক থেকে শিশুর অবস্থান অনুযায়ী দত্তক অনুমোদনযোগ্য এবং আবশ্যক বিবেচনা করলে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পরামর্শের ভিত্তিতেই দত্তকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন;

খ) এটা অনুমোদন করবে যে, যদি শিশুকে পালক বা দত্তক হিসেবে কোনো পরিবারে স্থান করে দেওয়া না যায় কিংবা শিশুর নিজস্ব দেশে যদি উপযোগী কোন পন্থায় প্রতিপালনের ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে তার পরিচর্যার বিকল্প উপায় হিসেবে আন্ত:দেশীয় দত্তকের কথা বিবেচিত হতে পারে;

গ) এই বিষয় নিশ্চিত করবে যে, আন্ত:দেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এমন রক্ষাব্যবস্থা ও মান বজায় রাখতে হবে যা জাতীয় পর্যায়ের দত্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রক্ষাব্যবস্থা ও মানের অনুরূপ;

ঘ) আন্ত:দেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রদান যাতে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ নেবে;

ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করতে দ্বিপাক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পন্ন করবে এবং এই কাঠামোর মধ্যে এ কথা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে যে, অপর দেশে শিশুর স্থানান্তরের বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কিংবা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে।

aviv- 22

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যব্যবস্থা নেবে যে, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয় আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে কোনো শিশু যদি শরণার্থীর অবস্থান প্রার্থনা করে কিংবা শরণার্থী বিবেচিত হয়, তার সাথে পিতামাতা বা অন্য কোন লোক থাকুক বা না থাকুক, ঐ শিশু এই সনদে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সামিল রয়েছে এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কিংবা জনহিতকর দলিলে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২) ঐ ধরনের শিশুর সুব্রজ ও সহায়তায় এবং কোনো শরণার্থী শিশুর পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহার্থে তার পিতামাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে জাতিসংঘের যে কোন প্রয়াস এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতাকারী অন্যান্য উপযুক্ত আন্ত:সরকারি সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থাকে শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে। যেক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা পরিবারের অপর সদস্যদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এমন সুব্রজর ব্যবস্থা করা হবে যা যে কোনো কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত অন্য শিশুদের জন্যে এই সনদে নির্ধারিত হয়েছে।

aviv- 23

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করছে যে, মানসিক অথবা শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশু এমন পরিবেশে পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবণযাপন করবে যেখানে মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকবে, আত্মনির্ভরতা বাড়বে এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পংগু শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী, পঙ্গু বলে গ্রহণযোগ্য শিশু ও তার পরিচর্যায় নিয়োজিতদেরকে, আবেদনের ভিত্তিতে শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদেরকে, পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

৩) পঙ্গু শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের কথা স্বীকার এই ধারার অনুচ্ছেদ- ২ মোতাবেক সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিতামাতা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদেরকে আর্থিক সংগতির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে পঙ্গু শিশুর শ্রিব্র, প্রশ্রিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিসেবা কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভেরক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং তা এমন ভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপুরি সমাজ সমন্বয় অর্জিত হয়।

৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পঙ্গু শিশুদের শারীরিক, মানসিক এবং ক্রিয়ামূলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্য বিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শ্রিব্র ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ। এর লক্ষ্যে হবে এই সব বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

শরীক রাষ্ট্রসমূহের যোগ্যতা ও দ্রক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ বিবেচনায় থাকবে।

aviv- 24

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা ভোগের অধিকারকে স্বীকার করে। এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে কোনো শিশু যেন বঞ্চিত না হয়, শরীক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে এবং বিশেষভাবে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে :

ক) নবজাতক ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে;

খ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানসহ সকল শিশুর জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে;

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পরিচর্যা কাঠামোর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সহজলভ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং পরিবেশগত দূষণের বিপদ ও ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিস্কার খাবার পানির ব্যবস্থাসহ ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে;

ঘ) মায়েদের জন্যে গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে;

ঙ) শিশু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি , মায়ের দুধ পানের সুফল, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়:নিষ্কাশন এবং দুর্ঘটনা নিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের সকল অংশ, বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিশুদের অবহিত, শিক্ষাপ্রাপ্তি ও সহায়তা লাভ নিশ্চিত করতে;

চ) প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পিতামাতার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষা ও সেবা উন্নত করতে;

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্যের জন্যে অনিষ্টকর চিরাচরিত সংস্কার বিলোপ করার লক্ষ্যে সকল কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারায় স্বীকৃত অধিকার ক্রমোন্নয়নের ভিত্তিতে পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 25

শরীক রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপ্রঙ কর্তৃক পরিচর্যা, সুব্রজ অথবা শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে প্রদত্ত চিকিৎসা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিকতা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা প্রশ্নে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

aviv- 26

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে স্বীকার করে এবং নিজ নিজ জাতীয় আইনানুসারে এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২) এই সুবিধাদি প্রযোজ্য-ক্ষেত্রে মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিচার্য বিষয়সমূহ হলো, সম্পদের সংস্থান এবং শিশু ও শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। এ ছাড়া শিশু কিংবা তার প্রঙ থেকে সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্যে পেশকৃত দরখাস্তের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন বিবেচনা।

aviv- 27

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্যে পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

২) পিতামাতা কিংবা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে- সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্যে উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় পরিস্থিতি অনুসারে এবং তাদের সামর্থানুযায়ী এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্য এবং সহায়তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে, বিশেষভাবে পুষ্টি, পোশাক ও গৃহায়নের-ক্ষেত্রে।

৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, উভয়-ক্ষেত্রে, শিশুর পিতামাতা কিংবা শিশুর অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুর খোরপোষ আদায় নিশ্চিত করতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে, যে-ক্ষেত্রে শিশুর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশুর থেকে পৃথক কোন দেশে বসবাস করে, সে-ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ এতদসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শামিল হবে কিংবা এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ যোগাবে, একই সাথে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 28

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং এই অধিকার প্রগতিশীলভাবে এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে অর্জনের লক্ষ্যে তারা, বিশেষভাবে :

ক) সকলের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে;

খ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমূখী করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ দেবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্যে এই শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এবং বিনা খরচে শিক্ষালাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনে উৎসাহ দেবে।

গ) সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত করবে;

ঘ) শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিক নির্দেশনা সকল শিশুর জন্যে লভ্য ও প্রাপ্য করবে;

ঙ) বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরাকে উৎসাহিত করতে এবং স্কুল ত্যাগের হার কমাতে পদক্ষেপ নেবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের রীতি যাতে শিশুদের মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার এবং উৎসাহিত করবে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বিরাজমান অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দান এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বে আনার পথ সুগম করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

aviv- 29

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে :

ক) মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষনায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

খ) শিশুর পিতামাতা, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, শিশু যে দেশে বাস করে সে দেশের জাতীয় মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

Dhaka University Institutional Repository

গ) সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্তসমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্যে শিশুর প্রস্তুতি;

ঘ) প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

ঙ) শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা, এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ;

aviv- 30

যে সব দেশে জাতি গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সে দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সাথে, তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

aviv- 31

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহনের অধিকার স্বীকার করে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশগ্রহনের অধিকারকে সম্মান দেবে ও জোরদার করবে এবং সংস্কৃতি ,সুকুমার শিল্প, বিনোদন ও অবকাশমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ও সমান সুযোগ থাকার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে ।

aviv -32

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি করবে এবং শিশুকে দিয়ে যাতে বিপদাশংকাপূর্ণ ও শিশুর শিক্ষার ব্যাঘাত সৃষ্টিকারি কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক,মানসিক, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা নেবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এই উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে :

ক) কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

খ) কর্মস্থলে কর্মঘন্টা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম-নীতি ঠিক করে দেবে;

গ) এই ধারা কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা রাখবে।

aviv-33

শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের মাদক ও মনস্প্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে ব্রজ করবে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখার সকল প্রকার যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শ্রিজ্ঞভিত্তিক পদ্দক্ষেপ গ্রহণ করবে।

aviv- 34

শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকারের যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুর সুব্রজয় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রোধ করতে রাষ্ট্রগুলো জাতীয়, দ্বিপ্মক্তি এবং বহুপ্রজ্ঞিয় সকল উপযোগী কার্যব্যবস্থা নেবে :

ক) কোন বেআইনী যৌন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত কিংবা বাধ্য করা;

খ) পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদেরকে অপব্যবহার করা;

গ) যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোন ক্রিয়াকর্ম বা বিষয়বস্তুতে শিশুদেরকে অপব্যবহার করা।

aviv- 35

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোন উদ্দেশ্যে বা যে কোনো ধরনের শিশু অপহরণ, বিক্রি বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপ্মক্তি ও বহুপ্রজ্ঞিয় সকল উপযুক্ত পদ্দক্ষেপ নেবে।

aviv- 36

শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর কল্যাণে যে কোন দিক থেকে অনিষ্টকর অন্যান্য সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদেরকে সুব্রজ করবে।

aviv- 37

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে :

ক) বেআইনী কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোনো শিশুকেই তার মুক্তজীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কোনো শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদণ্ড আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

এই সকল পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসেবে এবং সবচাইতে সংক্ষিপ্ততম উপযুক্ত সময়ের জন্যে গৃহীত হবে।

খ) মুক্তজীবন- বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর সঙ্গে মানবিক এবং মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে এবং তার বয়সানুপাতিক প্রয়োজনাবলির দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করা হবে। বিশেষ করে মুক্তজীবন বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে পূর্ণবয়স্কদের নিকট থেকে আলাদা রাখা হবে, যতক্ষণ তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং পত্রালাভ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সাথে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অধিকার শিশুর থাকবে।

গ) মুক্তজীবন- বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর দ্রুততার সাথে আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের এবং সেই সাথে মুক্তজীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার আইনগত বৈধতাকে আদালতে কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ করার এবং ঐ ধরনের যে কোন কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত লাভের অধিকার থাকবে।

ঘ) কোন শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্যবিধ নৃশংস, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর কোনো আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন অপরাধিকে মৃত্যুদণ্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হবে না।

aviv-38

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সশস্ত্র সংঘাতকালীন সময়ে তাদের জন্যে প্রযোজ্য এবং শিশুদের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বিধিবিধানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর পরিপালন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকার করছে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোন সংঘাতে না জড়ায় তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। যাদের বয়স ১৫ বছর হয়েছে কিন্তু ১৮ বছরের কম তাদেরকে সেনাদলে ভর্তির সময় শরীক রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্কদের অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে।

৪) সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসূ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

aviv- 39

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোন অবহেলা, শোষণ বা দুর্ব্যবহার, নির্যাতন বা অন্য কোন ধরনের নৃশংস, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি, কিংবা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তাত্বিক সুস্থতা এবং সামজিক পুন:প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে উপযোগী সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুস্থতা এবং পুন:প্রতিষ্ঠা এমন এক পরিবেশে হবে যা শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে পুষ্ট করবে।

aviv- 40

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারী আইনের লংঘনকারী হিসেবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত প্রতিটি শিশুর এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় যে, তার সাথে এমন আচরণ করা হবে যা শিশুর আত্মসম্মান এবং স্বকীয়তাবোধ বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে মানবাধিকার এবং অপরের মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ জোরদার হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে সমাজে তার পুনর্বাসন ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে।

২) এ উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর প্রতি সম্মান রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যে :

ক) এমন কোনো কাজ করা বা না করার কারণে কোন শিশুই ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত বা চিহ্নিত হবে না, যে কাজ করা বা না করার সময়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ ছিল না;

খ) ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসেবে কথিত কিংবা অভিযুক্ত প্রতিটি শিশুর ন্যূনপক্ষে নিশ্চয়তা থাকবে যে :

- ❖ আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- ❖ শিশুকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ দ্রুত এবং সরাসরি অবহিত করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের মাধ্যমে আত্মপ্রত সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে;
- ❖ শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠু শুনানির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কাল্ড্গেণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপ্রেড কর্তৃপ্রড কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠু শুনানীর মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হবে এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হলে, এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিশুর বয়স ও পারিপার্শ্বিকতা, পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভিভাবকের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে;
- ❖ প্রমাণাদি পেশ বা অপরাধ স্বীকার, প্রতিপ্রড স্বাক্ষীদের জেরা করা বা তাদের জেরার জবাব দান এবং সমতার শর্তে তার পক্ষে স্বাক্ষী হাজির করা ও সেই স্বাক্ষীদের সওয়াল- জওয়াব করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না;
- ❖ ফৌজদারী আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হলে এবং তার পরিণতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কোনো কার্যব্যবস্থা আরোপিত হলে তা উচ্চতর কোনো উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপ্রেড কর্তৃপ্রড কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে পুনর্বিবেচিত হতে হবে;
- ❖ ব্যবহৃত ভাষা শিশু বুঝতে বা বলতে না পারলে বিনা ব্যয়ে একজন দোভাষীর সহায়তা পাবে;
- ❖ বিচার প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তার একান্ত গোপনীয়তার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিতে হবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসেবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষভাবে :

ক) এমন একটি ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে, যার নিচের বয়সী শিশু ফৌজদারী আইন লংঘনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

খ) এই ধরনের শিশুর বেলায় কখনো বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি মর্যাদা দিতে হবে।

৪) শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত, যেমন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও তদারকি, উপদেশ প্রদান, প্রবেশনবিসী, লালন-পালন প্রেড এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের অন্যান্য বিকল্প লভ্য হতে হবে যাতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, শিশুর সাথে কৃত আচরণরীতি তার কল্যাণের জন্য উপযোগী এবং পারিপার্শ্বিকতা ও অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সনদের কোনো কিছুই সেই সব বিধি ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অনুকূল এবং যা রয়েছে :

ক) শরীক রাষ্ট্রের আইনে; কিংবা

খ) এই রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইনে।

cwi‡”Q‘ - 2

ধারা- ৪২

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ এবং কার্যকর পন্থায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থাসমূহকে বয়স্ক ও শিশুর প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হবে।

avi- 43

১) এই সনদে বর্ণিত দায়দায়িত্ব বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে শিশু অধিকার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটি অতপর প্রদত্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে।

২) এই কমিটিতে থাকবে উচ্চ নৈতিকমানসম্পন্ন এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন দশজন বিশেষজ্ঞ। শরীক রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্যে থেকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে এবং তারা ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে দায়িত্ব পালন করবেন, এ ক্ষেত্রে সুষম ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব এবং মুখ্য আইনগত কাঠামোসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহের মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটে কমিটি সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকেই মনোনয়ন দেবে।

৪) কমিটির প্রারম্ভিক নির্বাচন এই সনদ কার্যকর হবার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের অন্তত চার মাস আগে জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহকে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন পেশের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবেন। এরপর মহাসচিব মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত তার উল্লেখ সহকারে উক্ত ব্যক্তিদের নামের বর্ণক্রমানুসারে একটি তালিকা করে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পেশ করবেন।

৫) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘের সদর দফতরে, মহাসচিব আহূত শরীক রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে। এই বৈঠকে দুই- তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে বিবেচিত হবে

Dhaka University Institutional Repository

এবং কমিটির সদস্য হিসেবে তারাই নির্বাচিত হবেন যারা উপস্থিত ও ভোটদানকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক ভোট এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করবেন।

৬) কমিটি সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। মনোনয়ন পেলে তারা পুননির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথমবারের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যকার পাঁচজন সদস্যের মেয়াদ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই বছরের শেষে উত্তীর্ণ হবে। এই পাঁচজন সদস্যের নাম সভার সভাপতি কর্তৃক লটারির মাধ্যমে ঠিক হবে।

৭) কমিটির কোনো সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা অন্য যে কোনো কারণে তিনি কমিটির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে শূন্যপদে ঐ সদস্যের মনোনয়নদানকারী শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে আরেকজন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবেন এবং তিনি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাদবাকী মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৮) কমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে।

৯) কমিটি দুই বছর মেয়াদে তার কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করবে।

১০) কমিটির বৈঠক সাধারণত জাতিসংঘের সদর দফতরে কিংবা কমিটি নির্ধারিত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা হবে সাধারণত বছরে একবার। কমিটির বৈঠকগুলোর স্থায়ীত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে তা পুনর্বিবেচনা করা হবে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রগুলোর বৈঠকে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

১১) সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জাতিসংঘের সংস্থান থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন।

aviv- 44

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিবের মারফত কমিটির কাছে অত্র সনদে স্বীকৃতি অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা এবং সেই সব অধিকার বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশের অঙ্গিকার করছে :

ক) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এই সনদে অন্তর্ভুক্তির দুই বছরের মধ্যে;

খ) এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে।

Dhaka University Institutional Repository

২) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রতিবেদনে এই সনদের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপূরনের-ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং অসুবিধা, যদি থাকে, তার উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিটিকে একটি ব্যাপক ধারনা দেয়ার জন্য প্রতিবেদনের পর্যাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশও থাকতে হবে।

৩) যে শরীক রাষ্ট্র কমিটির নিকট ব্যাপক প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেছে, তাকে এই ধারার অনুচ্ছেদ-১(খ) অনুযায়ী পেশকৃত পরবর্তী প্রতিবেদনসমূহে পূর্বে প্রদত্ত মৌলিক তথ্যাদির পুনরুল্লেখ করতে হবে না।

৪) কমিটি শরীক রাষ্ট্রসমূহের নিকট সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো তথ্যের অনুরোধ জানাতে পারে।

৫) কমিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতি দু বছরে তার কর্মতৎপরতার উপর প্রতিবেদন পেশ করবে।

৬) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনসাধরণকে ব্যাপক অবহিত করার ব্যবস্থা নেবে।

aviv- 45

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে এবং এই সনদের আওতাধীন-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে :

ক) এই সনদের সেইসব বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অপরাপর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে, যে সকল বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এই সনদের সেই সব বিষয় বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযোগী সংস্থার কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ আহবান করতে পারে, যে সকল-ক্ষেত্রে ঐ সব সংস্থার নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কমিটি এই সনদের সেইসব-ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন দাখিলের আহবান জানাতে পারে, যেগুলো ঐ সব সংস্থার তৎপরতার আওতায় পড়ে;

খ) শরীক রাষ্ট্রগুলোর কোনো প্রতিবেদন যদি কারিগরি পরামর্শ কিংবা সহায়তার জন্যে কোনো অনুরোধ, কিংবা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ থাকে তাহলে উক্ত অনুরোধ কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা সম্পর্কে কমিটি তার মন্তব্য এবং পরামর্শ (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেবে;

গ) কমিটি তার প্রভাব থেকে শিশু অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনার জন্যে মহাসচিবকে অনুরোধ জানাতে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে;

ঘ) বর্তমান সনদের ৪৪ ও ৪৫ ধারার আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবাবলী ও সাধারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তাব ও সাধারন সুপারিশ সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাঠানো হবে এবং শরীক রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে কোনো মন্তব্য থাকলে তা সহ সাধারণ পরিষদে পেশ করা হবে।

cwi‡”Q‘-3

aviv- 46

এই সনদ সকল রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে।

aviv- 47

এই সনদ অনুমোদন সাপ্রেক্ষ। অনুমোদনের দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

aviv- 48

এই সনদে যে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথ খোলা থাকবে। এই অন্তর্ভুক্তির দলিলাদি জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট জমা থাকবে।

aviv- 49

১) জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে অনুমোদন বা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা হওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিনে এই সনদ কার্যকর হবে।

২) অনুমোদন বা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা দেয়ার পর অনুমোদন অথবা সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্রকর্তৃক তার অনুমোদন বা অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত দলিল জমা দেওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

aviv- 50

১) যে কোনো শরীক রাষ্ট্র কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করতে পারবে এবং তা জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট পেশ করতে হবে। অতপর মহাসচিব প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন, সেই সাথে প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহনের উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তারা প্রজ্ঞাতি কিনা তা উস্ে৩খ করার অনুরোধ জানাবেন। এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কমপ্ক্ষে এক তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্র এ ধরনের সম্মেলনের প্রজ্ঞাতি হলে মহাসচিব জাতিসংঘের আয়োজনে সম্মেলন আহবান করবেন। সম্মেলনে গরিষ্টসংখ্যক শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ভোটের মাধ্যমে যে কোনো সংশোধনী গৃহীত হলে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে।

২) এই ধারার অনুচ্ছেদ- ১ মোতাবেক গৃহীত কোন সংশোধনী কার্যকর হবে যখন তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ট শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হবে।

৩) যখন কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে, তা ঐ সকল শরীক রাষ্ট্রকে বাধ্যবাধকতাধীন করবে যারা তা গ্রহণ করেছে, অন্যান্য শরীক রাষ্ট্রসমূহের-ক্ষেত্রে এই সনদের শর্তাবলী এবং তাদের দ্বারা গৃহীত যে কোনো পূর্বতন সংশোধনী বাধ্যবাধকতাধীন হবে।

aviv- 51

১) অনুমোদন কিংবা অন্তর্ভূক্তির সময় রাষ্ট্রসমূহের উত্থাপিত কোনো আপত্তির বিষয়বস্তু জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রহণ করবেন এবং তা সকল রাষ্ট্রকে অবহিত করবেন।

২) এই সনদের ল্রক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিহীন কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

৩) জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় আপত্তি প্রত্যাহার করা যাবে। মহাসচিব অতপর তা সকল রাষ্ট্রকে জানাবেন। মহাসচিব যেদিন নোটিশটা পাবেন সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে।

aviv- 52

জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছর পর এই বর্জন কার্যকর হবে।

aviv- 53

জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

avi-54

এই সনদের মূল কপি, যা আরবি, চিনা, ফারসি, ইংরেজি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান মানসম্পন্ন- জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।[৪]

জাতিসংঘ সর্বোচ্চ বিশ্ব সংস্থা। এ সংস্থা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতা, তাদের অসহায়ত্ব, সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত দেশসমূহের শিশুদের করুণ অবস্থা, দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের সহায়তা, তাদের সুরক্ষ ও সকল শিশুদের সুষম বিকাশ ইত্যাদি বিবেচনা করে উস্তিখিত শিশু অধিকার সনদ ঘোষনা করেছিল। যদিও এর অনুচ্ছেদ এবং উপ-অনুচ্ছেদসমূহ সহজে বোঝা যায় তবুও এর বিশেষ বিশেষ অংশ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। উস্তেখ্য একটি প্রস্তাবনা, তিনটি অনুচ্ছেদ এবং চূয়ান্নটি ধারা নিয়ে শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন করা হয়েছে।[৫]

অধিকার অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। এ জন্য রাজনৈতিক যুক্তিতর্কে নিয়োজিত, এনজিও কর্মী, সুশীল সমাজ প্রভৃতি লোকজনের কাছে অধিকারের ভাষাগুলো আকর্ষণীয়। অনেকের উদ্বিগ্নতা ছাপিয়ে তাই আজ দেখা যায়, অতিরঞ্জনের বাগাড়ম্বরে পড়ে অধিকারের ধারণাগুলো উপযোগিতা হারাতে বসেছে। বাম ও ডান উভয়পন্থী নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠী তাদের আচরণকে যৌক্তিকতা দিতে গিয়ে অধিকারের, যেমন গণতন্ত্রের কিংবা যুদ্ধের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। তাই দেখা যায়, জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার প্রভৃতি সনদগুলো অনেক-ক্ষেত্রে উপযোগিতা হারিয়েছে এবং হাস্যকর বাগাড়ম্বর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধ বিগ্রহের নামে নারী-শিশু হত্যা তার বড় প্রমাণ।[৬]

জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ এর ধারা ১-এ আছে "শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তান, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে নাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে"। শিশু বলতে আমরা কি বুঝব সেটিই প্রথম অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য। এ অনুচ্ছেদে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি

---

৪ সিরাজুল ইসলাম সম্মাদিত, বাংলা পিডিয়া খ.৯, ঢাকা; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬; আব্দুলণ্ঢাহ আল মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, শিশু বিশকোষ , খ.৫, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৪-১৬৪; রাইটস ক্লাস্টার, শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ঢাকা: ইউনিসেফ ১৯৯৮, পৃ. ১-৫১।

৫ শিশু বিশ্বকোষ, ১৯৯৭,বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা-১০০০, খ.১, পৃ ১৬৪।

৬ জেমস ডবিণ্ঢউ নিকেল, *Making Sense of Human Rights*, আফতাব হোসেন অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬ পৃ:১৯৬; wdwjc Aj‡÷vb ÔKbwRDwis Ae wnDg¨vb ivBUmÕ G †cv‡cvRvj di †Kvqwjw U K‡›Uvj; আমেরিকান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল ৭৮, ১৯৮৪, পৃ: ৬০৭-৬২১।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সন্তানই শিশু। অবশ্য শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় যদি আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তবে তাই প্রযোজ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশে শিশু আইন (children act) অনুসারে ১৬ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের শিশু কিশোর বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া দন্ডবিধি মতে ৭ বছরের কমবয়সী ছেলে-মেয়ে নিস্পাপ শিশু। যদি বুদ্ধিতে পরিণত হয় তবে ৭-১২ বছরের বয়স শ্রেণীর কেউ যদি অপরাধ করে তবে তাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যাবে। খ্রিস্টীয় তালাক আইনে ১৬ বছরের কম পুত্র এবং ১৩ বছরের কম বয়সের কন্যাগণ নাবালেগ। চুক্তি আইন অনুসারে ১৮ বছরের কমবয়সী কোন লোক চুক্তি করতে পারে না। খনি আইন অনুসারে ১৫ বছর পূর্ণ হলে কেউ শিশু নয়। শিশু নিয়োগ আইনে বয়সের সীমা ১৫ বছর। সুতরাং বিবিধ আইনে শিশুর বয়সসীমা নিয়ে মতভেদ থাকলেও জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে শিশু কারা অধিকার ভোগ করবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।[৭]

শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ- ১-এর ধারা ২ এ শিশুদের বৈষম্য থেকে মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ ধারাটি হচ্ছে :

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্যে এই সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ,ভাষা, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়- গোষ্ঠীগত- সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

২) পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতবাদ কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৮]

aviv-2 এর উপধারা আলোচনার পূর্বে শিশুদের অধিকার কি তা জানা দরকার। সেগুলো হলো- বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার, বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা, পরিচর্যা, সুব্রত, সেবা ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা, বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নির্দেশনা ও পরামর্শ, নিবন্ধীকরণ, নামকরণ, জাতীয়তা অর্জন, পিতা-মাতার পরিচয় জানা, পিতা-মাতার হাতে প্রতিপালিত হওয়া, রাষ্ট্রহীন না হওয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া, বিচ্ছিন্ন

---

৭ গাজী শামছুর রহমান, wkï AwaKvi mb‡'i fvl¨, ১৯৯৪, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পৃ-৯-১১।

৮ গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা, পিতামাতার সাথে নিয়মিত ও সরাসরি যোগাযোগ রাখা, যে কোনো দেশ ত্যাগ, নিজ দেশে প্রবেশ, অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুনামে বেআইনিভাবে আক্রান্ত না হওয়া, নিজস্ব গোপনীয়তা ব্রজর অধিকার, পরিবার, ও পত্র যোগাযোগের গোপনীয়তা, অবাধে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, আঘাত অথবা অত্যাচার থেকে সুব্রজ, শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুব্রজ, পরিবার বঞ্চিত হলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ সুব্রজ ও সহায়তা লাভ, শরণার্থী হলে সকল মানবিক সহায়তার নিশ্চয়তা। এ ছাড়াও পঙ্গু শিশুর মর্যাদাপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা লাভের নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত জীবনমান অর্জন, সমান সুযোগের ভিত্তিতে শ্রিজলাভ, বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শ্রিজ লাভ, ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থেরও পরিপূর্ণ বিকাশ, নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজ ধর্ম পালন, অবাধে নিজ ভাষায় কথা বলা ও ব্যবহার, বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, খেলাধূলা ও বিনোদনে অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ও সুকুমার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, যৌন অপব্যবহার ও যৌন হয়রানি থেকে সুব্রজ, অপহরণ, বিক্রয় ও পাচার থেকে সুব্রজ, মুক্ত জীবন থেকে বেআইনিভাবে বঞ্চিত না হওয়া, দ্রুত আইনগতভাবে সহায়তা, আইনগত দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়া, আত্মপ্রড সমর্থনের সুযোগ ইত্যাদি।[৯]

উস্তিখিত অধিকারসমূহ সকল শিশুরই পাওয়া উচিত। এ সব অধিকার প্রাপ্যতার ব্যাপারে কোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে এ ধারায় নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এতে আছে, এ ব্যাপারে শিশু কিংবা তার পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়- গোষ্ঠীগত বা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোন ধরনের বৈষম্য করা হবে না।[১০]

এতে গোত্র বলতে বলা হয়েছে মানুষের প্রাকৃতিক, অবয়বিক ও দৈহিক গঠনের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে নৃ- বৈজ্ঞানিক বিভক্তি। ইংরেজিতে একে বলে Race এবং বাংলায় এর অর্থ নরগোষ্ঠী বা গোত্র। পৃথিবীতে বহু গোত্রের বাস। তবে গোত্রগুলো প্রধান চারটি শ্রেণীভুক্ত। যথা : ককেশীয় বা ইউরোপয়েড, নিগ্রো বা নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলয়েড এবং অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রালয়েড। বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল শ্রেণীর মাঝেও বহু শাখা- প্রশাখা বিদ্যমান। মানুষ

৯ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩-১৪।

১০ প্রাগুক্ত, ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মকালে নিজের অজান্তেই কোন না কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করে। এতে শিশুর কোন হাত নেই। তার বর্ণ, গোত্র, ভাষা, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয় গোষ্ঠীগত বা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত-সম্পত্তি, অসামর্থ, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য ইত্যাদি কোন কিছুর জন্য শিশু দায়ী নয়। সুতরাং এ সকল কারণে শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য দেখানো হবে না।[১১]

এ সনদের ধারা- ২ এর দ্বিতীয় উপধারা থেকে বুঝা যায়, মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী। সুতরাং পিতামাতা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ব্যক্ত মতামত বা বিশ্বাসের কারণে কোন ধরণের বৈষম্য বা শাস্তির শিকার হওয়া থেকে শিশু নিরাপদ থাকবে। এই নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। উল্লিখিত ধারায় পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সকলেই শিশুর জন্ম থেকে লালন-পালন ও দেখ-ভালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর প্রাচীনকাল থেকে পরিবার গঠনের নিয়ামক হিসেবে বিবাহ প্রথা চালু আছে। বৈধ বিবাহের ফলে জন্মলাভ করা সন্তান- সন্ততির পিতামাতা হল নির্দিষ্ট বিবাহিত পুরুষ ও নারী। বিশ্বের সর্বত্র একই পদ্ধতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না। দেশে দেশে লোকাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতি নীতি ইত্যাদি বহুবিধ কারণে বিভিন্নভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তবুও এ পৃথিবীতে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে সন্তান উৎপাদন একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। জন্মলাভের পূর্বে শিশু যে নারীর গর্ভে অবস্থান করে সে গর্ভধারিনীই শিশুটির মা। আর বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত যে পুরুষটির ঔরসে শিশুটির জন্ম হয় তিনিই শিশুটির বৈধ পিতা। অবশ্য আধুনিক পশ্চিমা জগত খুববেশি বস্তুবাদী হওয়ার কারণে সেখানে বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অবিবাহিত নারী ও পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত লিভিং টুগেদার এখন সে সকল দেশের সন্তান জন্মদানের বৈধ পদ্ধতি। বিবাহ বহির্ভূত এ পদ্ধতিতে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করে তাদের মাতৃত্ব নির্ধারণ কঠিন নয়; কিন্তু পিতৃত্ব নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। এমন কি কিন্ডার গার্টেনস্কুলগামী সন্তানেরা তাদের মায়েদের ঘন ঘন সাথী পরিবর্তনে বাবা নিয়ে চিন্তিত হয়। কে আসল আর কে নকল বাবা তা নিয়ে তারা সংশয়মুক্ত হতে পারে না। বিশ্বের পতিতালয়গুলোতে জন্ম নেওয়া শিশুরাও একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখী হয়। তা সত্ত্বেও জন্মদাতা এবং গর্ভধারিনীই সন্তানের পিতামাতা। সুতরাং এখন পাশ্চাত্যেও পতিতালয়গুলোতে পিতামাতা হওয়ার জন্য বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ নয়।[১২]

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১২ প্রাগুক্ত, পৃ-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ উপধারায় আইনসম্মত অভিভাবকের কথা বলা হয়েছে। জন্মগতভাবে পিতামাতাই তাদের শিশু সন্তানের অভিভাবক। পিতামাতা বেঁচে থাকলে শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতামাতারই। সমস্যা উদ্ভব হয় যদি তারা বেঁচে না থাকেন অথবা সন্তানদের রেখে দেশান্তরী হন অথবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ইত্যাদি। তখন আইনসম্মত অভিভাবক শিশুর দেখভালের দায়িত্ব নেন। যখন নাবালেগের আইনসম্মত অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাদের জীবনযাপন ও সম্পত্তি ব্রজর জন্য কোন দায়িত্বশীল মানুষের প্রয়োজন হয় তখন দেশের আইন অনুযায়ী কোন আত্মীয় বা প্রাপ্ত বয়স্ক বন্ধু তার শরীর ও সম্পত্তি ব্রজর প্রয়োজনে অভিভাবক হওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারেন। আদালত প্রার্থীর যথোপযুক্ততা ও নাবালেগের কল্যাণ বিবেচনা করে অভিভাবক নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত কারণে অভিভাবক অপসারন ও করতে পারেন।আবার কোন অভিভাবক স্বেচ্ছায় অব্যাহতিও লাভ করতে পারেন। জেলা কালেক্টরেরও নাবালেগের অভিভাবক হওয়ার বিধান আছে। তিনি নাবালেগ শিশুর কল্যানার্থে সকল কাজ করবেন। জরুরি প্রয়োজনে শিশুর সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য আদালতের নিকট আবেদন করতে পারেন এবং তার পাওনা অর্থ বা সম্পত্তি উদ্ধার করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।[১৩]

আলোচ্য ধারায় পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবকের সাথে পরিবারের সদস্যদের কথাও বলা হয়েছে। পিতামাতা অবশ্যই পরিবারের সদস্য। এ ধারায় তাদের ছাড়া অন্য যারা পরিবারের সদস্য হতে পারে তাদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পরিবার কি তাও এখানে আলোচনা প্রয়োজন। পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, পিতামাতা, ভাই-বোন নিয়ে পরিবার হয়ে থাকে। এক জোড়া নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই একটি পরিবারের গোড়াপত্তন হয়। এমন পরিবারই বৈধ পরিবার। এমন পরিবারের স্বামী- স্ত্রী, তাদের সন্তান সন্ততি, স্বামীর পিতামাতা, ভাইবোন, ভ্রাতৃবধু, ভাইয়ের সন্তান সন্ততি ইত্যাদি সদস্য থাকতে পারে। আরো ব্যাপকভাবে বলা যায়, চাচা-চাচি, মামা-মামি, নানা-নানি, ফুপু-ফুপা, চাচাত ভাই-বোন প্রমুখও শিশুর পরিবারের সদস্য। আলোচ্য ধারার বক্তব্য অনুসারে পিতামাতা, অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থানের কারণে শিশু যে কোন ধরনের বৈষম্য ও শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। যেমন জাতিভেদ প্রথার কারণে পূর্বে নিম্ন বর্ণের সন্তান সন্ততিগণ বহু ধরনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের সন্তানেরা বড় কোন সরকারি চাকুরি বা উন্নতমানের নাগরিক সুবিধার বিষয় ভাবতেও পারত না।

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ-২৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধিবর পুত্র ধিবর, জলদাস পুত্র জলদাস, শীল পুত্র শীল, চর্মকারপুত্র চর্মকার, কর্মকার পুত্র কর্মকার হতে বাধ্য হত। এ ধরনের বৈষম্য জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উস্তিখিত ধারায় স্বীকৃত নয়। যে সমস্ত শিশু জন্ম নিয়েছে মানব সৃষ্ট কোন নিম্ন বর্ণে তাদের প্রতি তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণে কোন ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন বা শাস্তি প্রদান শিশু অধিকার সনদের আলোচ্য ধারার পরিপন্থী। এ ধারায় উস্তিখিত শিশু শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ শিশুর পিতামাতা বা শিশুর পরিবারের কেউ কোন মারাত্মক অপরাধ এবং এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহের মত কোন ঘৃণ্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকলেও শিশুকে শুধু এ কারণে শাস্তি দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া শিশুর পরিবারের সদস্যদের মতামত বা বিশ্বাসের কারণে অর্থাৎ মতের বা ধর্মের ভিন্নতার কারনে শিশু বৈষম্য বা শাস্তির শিকার হবে না। যেমন, কমিউনিষ্ট আদর্শের দেশে ধনতান্ত্রিক পরিবার থাকতে পারে আবার মুসলিম প্রধান দেশে অন্য ধর্মের অনুসারী লোকজন বসবাস করতে পারে। এমন অবস্থায় শিশু বৈষম্য ও শাস্তির শিকার হওয়া সনদের ধারার পরিপন্থী।[১৪]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের এই ধারা প্রকারান্তরে মানবাধিকারেরই সার্বজনীন ঘোষণা। এতে অনুধাবন করা যায় যে, জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষনাপত্রে উস্তিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।[১৫]

এ ধারাটি পবিত্র ধর্ম ইসলাম স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম বৈষম্য-বিরোধী ধর্ম। ইসলাম সকল মানুষকে সমান মনে করে। আস্তাহ্ মানুষকে জন্মগতভাবে সমান ঘোষনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাতে আছে, "হে মানবজাতি আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও বংশে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার, আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাবান যে অধিক খোদাভীরু।"[১৬]

এ আয়াতে গোত্র বা বংশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো উচ্চ বা নিচু বংশের কথা বলা হয় নাই। গোত্র বা বংশ পরিচয় বিশাল মানব সমাজের পরিচিতির ভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আস্তাহর নিকট মর্যাদার মাপকাঠি কোন সামাজিক মর্যাদা নয় বরং যারা আস্তাহকে ভয় করে

---

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭।

১৫ প্রাগুক্ত।

১৬ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Avj-KiÛAvb, সূরা আল হুজুরাত ৩৯ ঃ ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

তারাই অধিকতর মর্যাদাবান।[১৭] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে আরো বহু দলিল উত্থাপন করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধান ধারা ২৮ এ শিশুসহ সকল নাগরিকের অধিকারের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। শরীক রাষ্ট্র হিসেবে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' বাংলাদেশেও স্বীকৃত। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি যখন এই সনদ স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন প্রথম দিনেই বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬১ টি দেশের যথাযোগ্য প্রতিনিধিগণ এতে স্বাক্ষর প্রদান করে। সুতরাং বাংলাদেশও এই সনদের অন্যতম শরীক রাষ্ট্র। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ রচনা করার বহু পূর্বেই বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হয়েছে। তাতেও উল্লিখিত অনুচ্ছেদে শিশু অধিকারের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[১৮]

শিশু অধিকার সনদের ধারা- ৩-এ শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বলা হয়েছে। ধারাটি নিম্নরূপ-

১) সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন- আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইনসভা- যেই হোক না কেন, শিশু সংক্রান্ত তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

২) শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোন ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশু পরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও উপযুক্ততা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকির ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

এই ধারার প্রথম উপধারায় পাঁচ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে যারা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করবে। সেগুলো নিম্নরূপ- সমাজ কল্যাণমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজ কল্যাণমূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত তথা বিচার বিভাগ, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ তথা শাসন বিভাগ এবং আইনসভা তথা জাতীয় সংসদ।

এগুলোর প্রধান কাজ হল সমাজ কল্যাণমূলক বিবিধকর্ম সম্পাদন করা। আধুনিককালে সকল রাষ্ট্রই নিজেদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে দাবী করে। সুতরাং সকল দেশেই বিভিন্ন কল্যাণমূলক

---

[১৭] প্রাগুক্ত, ২৮।

[১৮] গাজী শামছুর রহমান, ‍wkï AwaKvi mb‡'i fvl¨, প্রাগুক্ত, উপক্রমনিকা।

প্রতিষ্ঠান যেমন, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শিশু কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, মাতৃকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং যুব উন্নয়নমূলক ও মহিলা বিষয়ক বিবিধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের সকল দেশের মত আমাদের দেশেও বহু সমাজ কল্যাণমূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এগুলো সাধারণত পরিচালিত হয় কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সংস্থা, বিদেশী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে শিশু শ্রিক্ষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মূলত মা ও শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত। শিশু সনদের আলোচ্য ধারার উপধারা অনুসারে উস্তিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল কার্যক্রমে অবশ্যই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাংলাদেশের সরকারি সকল সংস্থার মতই শিশু কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবিধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এদেশের বেসরকারি শিশু কল্যাণ সংস্থাসমূহের কার্যাবলির সমন্বয়, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুষ্ঠু পরিচালনায় সহায়তা দান করে থাকে। উস্তেখ্য, এ পরিষদটি ১৯৫৭ সালে সেকালের বিখ্যাত সমাজসেবী বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের প্রচেষ্টায় "পূর্ব পাকিস্তান" শিশু পরিষদ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাধীন দেশে এর নামও পরিবর্তন হয়। এর নতুন নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ"। ১৯৭৪ সালে এ পরিষদ আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ সংস্থার পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। এটি শিশুদের কল্যাণে নিম্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

১) শিশুকল্যাণে নিয়োজিত সংগঠনসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরামর্শদান, পরিদর্শন এবং আর্থক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

২) সর্বস্তরে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩) শিশুদের কল্যাণে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ।

৪) বিভাগীয় ও জেলা সদরে পরিষদের শাখা গ্রহণ।

৫) শিশুকল্যাণে জনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করে তোলা।

৬) নতুন নতুন শিশু সংগঠন গড়ে তোলা।

৭) শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী প্রচার।

৮) শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

৯) শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা, প্রশিক্ষা দান ও সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করা। ইত্যাদি।[১৯]

এ পরিচ্ছেদে ধারা-৪ এ শিশু অধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। ধারা- ৪ এ আছে "এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের-ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে"।

এ ধারা শিশু অধিকার সনদ গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। দায়িত্বটি হচ্ছে এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে।

উল্লেখ্য, শিশু অধিকার বাস্তবায়নে আইনগত ব্যবস্থা বলতে মাতৃগর্ভে শিশুর ভ্রুণকালীন অবস্থা থেকে জন্মের পরে ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় তথা দেশে প্রচলিত স্বীকৃত আইনব্যবস্থার সজাগ দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় এবং সন্তানের জন্মের পরে প্রসূতি কল্যাণ ও শিশুর অধিকার রক্ষার জন্যই নিয়োজিত। এসকল বিষয়ে দেশে দেশে বিবিধ আইন প্রচলিত আছে। বাংলাদেশেও সংবিধান স্বীকৃত ইসলামি আইন, হিন্দু আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি ও শিশু আইনে এ ব্যাপারে শিশুর পিতার উপরে, কতিপয় ক্ষেত্রে মাতার উপর এবং অভিভাবকদের উপর এই দায়িত্বের বিধান রয়েছে। শৈশব থেকে মানব সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিকতা বোধের উদ্ভবের প্রয়োজন। শিশু শ্রম থেকে শিশুকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনে আইনি সুদৃষ্টি থাকা উচিত। এতে করে শিশুর অধিকার রক্ষ সম্ভব। এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

শিশুর অধিকার সংরক্ষণে যেমন আইনী আনুকূল্যে প্রয়োজন ঠিক তেমনি আইন কার্যকর করা ও বিচার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা। রাষ্ট্র শিশুর নিরাপত্তা, শ্রিক্ষ, শিশু-কিশোর অপরাধীদের সংশোধন, শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষ, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া এ ধারা মতে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্র এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করবে।

---

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য ধারায় শিশু অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা একটি দেশের জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে শিশুরা। ভবিষ্যতে দেশের সকল কর্মকাণ্ডের ভার তাদের হাতেই বর্তাবে। অথচ বড়দের মত তারা তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে পারে না। আন্দোলন মিছিলে যোগ দিতে পারে না। তাই শিশুর অধিকারসমূহ রাষ্ট্রেরই অনুধাবন করতে হবে। রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নিয়ে তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।[২০]

পরিচ্ছেদ-১ এর ধারা- ৫ এ শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে পিতামাতা ও অন্যদের তত্ত্বাবধানের কথা বলা হয়েছে। এ ধারাতে আছে, "এই সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ যোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা ও স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার ও সমাজসদস্য, আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে"।

এ ধারাটি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, শিশু অধিকার সনদে শিশুদের যে সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে প্রতিটি শিশুরই সে সকল অধিকার ভোগের দাবি আছে। কিন্তু জন্মের পর শিশুরা থাকে অসহায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বিবিধ স্তর অতিক্রম করতে হয়। এসময় তাদের নিজ থেকেই স্বনির্ভর, সচেতন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তাদের কি অধিকার আছে, কার নিকট তারা কি অধিকারের দাবিদার, সেসকল অধিকার পাওয়ার উপায় কি? ইত্যাদি সকল কিছু সম্বন্ধে শিশু অজ্ঞ। এ সকল বিষয়ে শিশুকে ধারনা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের সযত্ন সহায়তা ও তত্ত্বাবধান। পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবক শিশুর জন্য উস্তিখিত জরুরি দায়িত্ব পালন করবেন। শিশুর বিকাশের জন্য যে সকল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা দরকার সেগুলো তারাই বিবেচনা করবেন। এমনকি কোন কোন শিশুকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে হেফাজত করার জন্য অভিভাবকের কঠোর হওয়া প্রয়োজন। তখন শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাসনেরও বিবেচনা তারা করতে পারেন। অবশ্য শিশু বিশেষজ্ঞগণ এখন আর শিশুর বিকাশের জন্য শাসন-শাস্তির প্রজ্ঞাতি নন। তারা আদর সোহাগের মাধ্যমে শিশুকে শ্রিত্তদান, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পথ নির্দেশনা ও যথাযথ পরামর্শদানের কথা বলেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি চাণক্য বলেছেন, "শিশুকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লালন করবে, দশ বছর পর্যন্ত তাড়না করার এবং সে তার জীবনের ষোড়শ বর্ষে পদার্পন করলে তার সাথে মিত্র ব্যবহার করবে"। প্রাচীন ভারতের হিন্দু ঋষিগণ ব্রহ্মচার্যের কথা বলেছেন। এটি হল মানব জীবনের চার ভাগের প্রথম ভাগ। আর জীবনের এ

[২০] গাজী শামসুর রহামান, •kï A•aKvi mb‡'i fvl¨, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪-৪৮।

অংশটি শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের মতে শিশুদের জীবন হবে সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত। হিন্দু সমাজের ব্রহ্মাচর্য আশ্রম এ লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজের তৎকালীন ধারণাও শিশুর জাতিসংঘ অধিকার সনদের সাথে সংঘর্ষিক নয়। কেননা শিশুকাল মানবজীবনের যথাযথ বিকাশকাল। শৈশবেই বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একজন শিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হওয়ার যথোপযুক্ত সময়ও এটি। সুতরাং শিশুর সামগ্রিক জীবনযাপন, শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্যাভ্যাস, পরিচর্যা, সেবা ইত্যাদি সকল কিছুই তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের অনুকূল হওয়া উচিত। শিশু অধিকার সনদে শিশুর পিতামাতা, পরিবারের বা সমাজের সদস্য বা আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনগতভাবে যিনি শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের সকলেরই অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে শিশুকে যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন কোন নির্দেশনা বা পরামর্শ তারা দিতে পারেন না।

শিশু অধিকার সনদের শিশুর অধিকারসমূহ ভোগ করবে শিশু। শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবে তার পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভিভাবক অথবা পরিবার ও সমাজের সদস্যগণ অথবা আইনানুগভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি। সনদে উল্লিখিত শরীক রাষ্ট্রসমূহ অভিভাবকের এই অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। অর্থ্যাৎ শিশু অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল কার্যক্রমে রাষ্ট্র কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।[২১]

ধারা- ৬ এ শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এতে আছে,

১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার আছে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

এ ধারায় দুটি উপধারা রয়েছে। প্রথমটির মূল বক্তব্য হল শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার সামনে থাকে এক অনাগত ভবিষ্যৎ, থাকে অফুরন্ত সম্ভাবনা। পৃথিবীর মানুষের জন্য স্বীকৃত স্বাভাবিক মৃত্যু হল বার্ধক্যে জীবনের কর্মসমাপনের পর বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু। অবশ্য বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মৃত্যু আসবেনা এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। আধুনিক মানুষের নিষ্ঠুরভাবে ভ্রুণ হত্যা বা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যামানায়

২১ wkï AwaKvi mb‡'i fvl¨, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৯-৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সংঘটিত শিশু হত্যা সমভাবে ঘৃণিত। বর্তমান যুগেও পৃথিবীর দেশে দেশে এমন এলাকা রয়েছে যেখানে শিশু হত্যাকে কোন অপরাধই মনে করা হয় না। হত্যাকারী বাবা-মা বা সমাজের কারোরই এ জন্য কোন অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হয় না। এমনকি সভ্যতার ধারক ও বাহক উন্নত দেশসমূহের অনেক মা অভাবের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে সদ্যপ্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগ করে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিতে কুন্ঠিত হয় না। এ সবই জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উল্লিখিত ধারার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। মাতৃগর্ভে ভ্রুণ অবস্থায় সন্তানকে শিশু বলা যাবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। তবে নবজাত সন্তান থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বয়সকালই শিশুকাল নামে পরিচিত। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উল্লিখিত ধারায় শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, শিশুর বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান ও শিশুর বিকাশের নিশ্চয়তা বিধানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের সহজাত ও মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার অধিকারের অর্থ হলো যে জীবন নিয়ে শিশু পৃথিবীতে এসেছে তা যেন স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বজায় থাকে। বার্ধক্য আসার পূর্বে অর্থ্যাৎ শৈশবে, কৈশোরে ও যৌবনে যদি কেউ মারা যায়, তখন সেটিকে বলা হয় অকালমৃত্যু। এ ধরণের মৃত্যু পিতামাতার অবহেলা, চিকিৎসা ব্যবস্থার গলদ, অনাহূত আক্রমণ, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিয়োগ, দেশে অনাহূত যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে ঘটতে পারে। এমন মৃত্যু থেকে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে কোন ধরণের কার্যক্রম অবশ্যই বর্জনীয়। শিশুরও এ বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকতে হবে। তারপরও হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলে শিশুকেও আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলেও শিশু যদি হত্যাকারী হয় তবে শিশুর শাস্তি কিছুটা শিথিল করতে হয়। অর্থ্যাৎ শিশুকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ধারার উপধারা-২ এর মতে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের ও শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করবে। উল্লেখ্য, সাধারণভাবে সকল শিশুর মৃত্যুই অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত। এ ধরনের মৃত্যু থেকে নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ শিশুর সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো নির্মূলের জন্য সম্ভাব্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য জাতিসংঘ বিশ্বের সকল শরীক রাষ্ট্রকে এ ধারার মাধ্যমে তাগিদ দিয়েছে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিশু মৃত্যুর কারণগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গর্ভবতী মা যথাযথ সেবা-শুশ্রুষা ও পরিচর্যা পায় না। সুতরাং জন্মের সময় অনেক শিশু মৃত্যুবরণ করে। আর যারা বেঁচে যায় তাদের মধ্যে অনেকে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে শিশুর পরিচর্যা, লালন-পালন ও ব্রজ্ঞা ব্রেজ্ঞা সম্পর্কে তার পিতামাতার অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং অসচেতনতা অনেক সময় শিশুর মৃত্যুর কারণ হয়।

তৃতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে দরিদ্র পরিবারসমূহে যথাযথ খাদ্যের অভাব প্রকট। সুতরাং, মায়ের অপুষ্টির কারণে সন্তানের স্বাভাবিক ও যথাযথ বৃদ্ধি ঘটেনা। শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। উস্তিখিত অঞ্চলে পুষ্টিজনিত কারণে মা ও শিশুর দৃষ্টিহীনতাও দেখা দেয়। এটিও শিশুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

চতুর্থত, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থা নাই। সুতরাং প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশূ উভয়েই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং শৈশবের রোগ বালাই দমনে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যব্রজ্ঞর সুব্যবস্থার অভাবে হাতের কাছের হাতুরে ডাক্তার বা ঝাড়-ফুঁকের সহায়তা গ্রহণ করে। এরূপক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

এছাড়া গৃহের প্রতিকুল পরিবেশ, শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, বঞ্চনা, উপ্রেজ্ঞ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি কারণেও শিশুর মৃত্যু ঘটে থাকে। আলোচ্য ধারার দাবি হল, যে সব কারণে শিশুর মৃত্যু ঘটে, সেসব কারণ নির্মূলের জন্য রাষ্ট্র সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিবে।[২২]

এ ধারার অপর দাবিটি হল রাষ্ট্র শিশুর বিকাশের-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা দেবে। সুস্থ ও সবল শিশু জন্মগ্রহণ করলে সে সকল শিশুর বিকাশ লাভের সম্ভাবনা অধিক। গর্ভবতী মায়ের সেবা, তাদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে রাষ্ট্র সুস্থ ও সবল শিশু জন্মলাভে সহায়তা করবে। অনুকুল পরিবেশ শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক। রাষ্ট্র যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুর বিকাশের নিশ্চয়তা দিতে পারে। বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই শিশুর বিকাশের-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। বিকাশ শব্দটির অর্থ ব্যাপক। সাধারণভাবে বিকাশ হচ্ছে বংশগতির উপর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া তার ফল। মানুষের জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় হচ্ছে শৈশব। এ সময় শিশুর শরীরের বিকাশ ও বহুমূখী শ্রিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মনের বিকাশের সুযোগও করে দিতে হবে। শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়া তার জন্মের পর থেকেই শুরু করতে হবে। বিশ্ববরেণ্য ভাবুকগণ এর উপর খুবই জোর দিয়েছেন। চিলির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি গেব্রিলা মিস্ট্রেল নবজাত শিশুর নাম দিয়েছেন "অদ্য"। তিনি শিশুদের সহায়তার কথা বলেছেন। তার বক্তব্যের ভাবানুবাদ," অনেক অনেক ভুল ও দোষে দোষী

---

২২ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা, কিন্তু আমাদের বড় পাপ হচ্ছে শিশুদের পরিত্যাগ করা, তাদের জীবনধারার নিরবচ্ছিন্নতাকে অবহেলা করা। আমাদের অনেক চাওয়া আছে, পাওয়ার জন্য অপ্রেত্তও করতে পারি কিন্তু শিশু তা পারেনা। এখনই তার অস্থিগুলো গঠনের সময়, শরীরের রক্তধারা তৈরি;তার ইন্দ্রিয়সচেতনতা ও বিকাশের সময় তো এখনই। তার কাছে তো আমরা এমন উত্তর দিতে পারিনা আগামী কাল হবে। কেননা শিশুর নাম হচ্ছে অদ্য।”[২৩]

MY NAME IS TODAY

Many of the things we need can wait.
the Child canno:.
Righ: now is the time his bones are being
Formed, his blood is being made and his
Senses are being developed.
to him we cannot answer ætomorrow”.
His name is ætoday”.[24]

শিশুর বিকাশের ধারাকে মনোবিজ্ঞানীগণ ৪টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক-বিদ্যালয় শিশুকাল। ৬-৮ বছর পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন শৈশব। ৯-১৩ বছর পর্যন্ত প্রাক বয়:সন্ধিকাল বা বিলম্বিত শৈশব এবং ১৩-১৯ বছর পর্যন্ত বয়সন্ধিকাল। শিশুর স্তরে স্তরে এ সময়কালের বিকাশের জন্য যথাযথ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করবে। সেগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র নিম্ন কর্মসূচিসমূহ নিতে পারে।

ক) সুস্থ ও সবল শিশুর জন্ম লাভে সহায়তা করা। গর্ভবতী মায়ের সেবা, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে রাষ্ট্র সুস্থ ও সবল শিশুর জন্মলাভে সহায়তা করবে।

---

২৩ wkïi RxebwKvk, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, পৃ- ১৫

24 Gabriela Mistral, *Chile, Nobel Prize for Literature*, 1945

Dhaka University Institutional Repository

খ) রাষ্ট্র শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ ও উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুর বিকাশের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

গ) শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, রাষ্ট্র সে সব ব্যবস্থা নিয়ে শিশুর বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

ঘ) শিশুর সুপ্ত প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, রাষ্ট্র সেসব ব্যবস্থা নিয়ে শিশুর বিকাশের পথ সুগম করবে।

এছাড়া শিশুর চরিত্র গঠন, শ্রিত্ত, নির্মল চিত্ত বিনোদন, মৌলিক চাহিদা পূরণ, অনগ্রসর শিশুদের ব্রজ্ঞা-ব্রেজ্ঞা, প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র শিশুর বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। মোট কথা উল্লিখিত সময় রাষ্ট্র শিশুর বিকাশের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটাই শিশু অধিকার সনদের দাবি।[২৫]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ধারা-৭ এ শিশুর নিবন্ধিকরণ, নাম, জাতীয়তা, পরিচয়, পিতা-মাতা কর্তৃক প্রতিপালন ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ধারার দুটি উপধারা আছে। ধারাটি নিম্নরূপ-

১) জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুকে নিবন্ধীকরণ করতে হবে। জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব, পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে সে সব ক্ষেত্রে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

প্রথম উপধারায় শিশুর জন্মের পর নিবন্ধীকরণ, নামকরণ লাভের অধিকার, জাতিয়তা অর্জনের অধিকার, পিতামাতার পরিচয় জানার অধিকার, পিতামাতার হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

শিশুর নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা নির্ধারণের জন্য জন্ম নিবন্ধীকরণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে শিশুর পিতামাতার নাম, জন্মস্থান, জন্মের সময়, তারিখ ইত্যাদি চিহ্নিত হয়। এর মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে শিশুটি কোন্ পরিবারের সদস্য, কোন্ দেশের নাগরিক, কোন্ জাতিয়তার অধিকারী ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পিতামাতার পরিচয় জানা শিশুর জন্য খুবই জরুরি। কারণ, পিতামাতার কছে শিশু আইনগতভাবে অনেক অধিকার দাবি করতে পারে। যেমন, ভরণ-পোষনের অধিকার ও

---

[২৫] গাজী শামসুর রহমান, wkï AwaKvi mb‡'i fvl¨, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার। এছাড়া পিতামাতার পরিচয় না জানলে ধর্মীয় বিধি বিধান অনুসারে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনেও বাধার সৃষ্টি হয়। যেমন হিন্দু আইনে স্বগোত্রীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনেও বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুহরিম ও গায়ের মুহরিমের বিষয় বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য সমাজে ভাই বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং শিশু কালেই শিশুকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। অবশ্য সকল সময়ে যে তা সম্ভব হবে বলা যায় না। কেননা দৈব-দুর্বিপাকে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন শিশু তার পিতামাতা থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে, অথবা পিতামাতা জন্মের পর তাদের শিশুসন্তান ত্যাগ করতে পারে। এমতাবস্থায় শিশুটি অন্য কারো গৃহে মানুষ হতে পারে। এ অবস্থায় শিশু তার আসল পিতামাতার সন্ধান কখনো নাও পেতে পারে। এমতাবস্থায় শিশুকে শিশুর পিতামাতা সম্বন্ধে জনানো উচিত।[২৬]

উস্ে৩খ্য জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের প্রথম পরিচ্ছেদে মোট ৪১টি ধারা রয়েছে। ইতোপূর্বে আলোচিত ধারাসমূহের মতই শিশু অধিকারের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোতে শিশুর অধিকার ও স্বার্থ বিধৃত হয়েছে। সেসকল অধিকার কিভাবে ও কতটুকু বাস্তবায়িত হবে তারও বিধান রয়েছে। সুতরাং আলাদাভাবে সেগুলো আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

শিশু অধিকার সনদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধারাসমূহের আলোচ্য বিষয় শিশু অধিকার নয় বরং আলোচ্য সনদ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪২ নং ধারায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। ৪৩ নং ধারায় এই সনদে বর্ণিত দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে একটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ৪৪ নং ধারায় এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে স্বীয় কার্যব্যবস্থা ও অগ্রগতির ব্যাপারে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক কমিটির কাছে প্রতিবেদন পেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪৫ নং ধারায় এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে বলা হয়েছে।[২৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪৬ নং থেকে ৫৪ নং ধারা অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে এই সনদ স্বাক্ষর, অনুমোদন, সনদে অন্তর্ভুক্তি, সনদ কার্যকর হওয়ার দিবস, সংশোধন, বর্জন, সংরক্ষা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয় এতই সুস্পষ্ট এবং সরলীকৃত যে, এসবের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই।[২৮]

---

২৬ wkï AwaKvi mb‡‘i fvl¨, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৭-৫৮।

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫।

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠির অধিকাংশই শিশু অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, অসচেতন ও অন্ধকারে নিমজ্জিত। সমাজের সম্ভ্রান্ত এমন শিক্ষিত মানুষের হাতেই শিশু অধিকার লঙ্ঘিত হয়। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীগণ বিশেষ করে যারা নিজেদের শিক্ষিত মনে করে তারাই কাজের ছেলে-মেয়েদের বিবিধ নির্যাতন করতে কুণ্ঠিত হয় না। কেউ কেউ শিশুকে অমানবিক কাজে খাটিয়ে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে। বাংলাদেশের শিশুরা বহুদিক থেকে দুরবস্থায় নিপতিত। দেখা যায় যে, দেশের সাধারণ মানুষ শিশু শিক্ষার প্রতি উদাসীন। পিতামাতার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের জন্য বহু মেয়ে শিশু পড়া-শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অল্প বয়সে বিয়ে ও মা হওয়ার কারণে বিবিধ সুযোগ সুবিধা থেকে শিশু বঞ্চিত থাকে। যেমন অনেক শিশু মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত থাকে। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পুষ্টি সরবরাহ সম্ভব হয় না। অনেকেই থাকে ভিটামিন, আয়োডিন ও প্রোটিনের অভাবে আক্রান্ত। পঙ্গু শিশুদের প্রতি যত্নের অপর্যাপ্ততা, বিবিধক্ষেত্রে শিশুর সুরক্ষার অভাব, পারিবারিক কাজে মেয়ে শিশুদের অধিক ব্যবহার, শিশু অপহরণ ও নির্যাতন, মেয়ে শিশুদের অগ্রগতিতে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি এদেশের সমাজে বিরাজমান। এদেশের শিক্ষিতসমাজেও মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে পিতামাতা উভয়েরই মন খারাপ হয়ে যায়। অর্থ্যাৎ যে সকল ক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে বাংলাদেশে সে সবের বাস্তবতা তেমন আশাব্যাঞ্জক নয়। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, তবেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের শিশু অধিকার সচেতনতা তেমন আশাপ্রদ নয়। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার বা অন্য কোন ম্যাগাজিনের পাতা খুললেই এ কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সাপ্তাহিকটিতে প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'ঘর নাই' প্রতিবেদনটি। এতে ঘরহারা শিশুদের বর্ণনা থাকে। এরা এদেশের অধিকার বঞ্চিত শিশু। দেশের সর্বত্রই এ শ্রেণীর অগণিত শিশুর বাস। তাদের জীবন-যাপন, অসহায়ত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় দেশের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের সন্তান ব্যতীত অন্যদের সন্তান নিয়ে তেমন ভাবে না বা ভাবার সুযোগ পায় না। সুতরাং বিপুল সংখ্যক শিশু অবহেলায় বড় হচ্ছে। সরকারও তার সীমিত সম্পদের কারণে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের জন্য কার্যকর কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারছে না। অবশ্য এ দেশের প্রচার মাধ্যমসমূহ জনগণকে শিশুদের প্রতি অধিকার সচেতন করে তুলতে বিবিধ প্রচারনা চালাতে দেখা যায়। যেমন, বিগত ১৩ বছর ধরে ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথ আয়োজনে সরকারিভাবে মীনা নামের কার্টুনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার, স্কুলে যাওয়ার গুরুত্ব, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ ইত্যাদি বিষয়ের প্রচারণা

Dhaka University Institutional Repository

চালানো হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশন, সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মীনা কার্টুনের প্রতিটি পর্বের বই পৌছে দেওয়া ছাড়াও রিকশার পেছনে, বাড়ির দেয়ালে, স্কুলের ব্যাগে, খাতা, কলম, পেন্সিল, স্টিকার ইত্যাদিতেও এই কার্টুনের শিক্ষীয় অংশ প্রচার করা হচ্ছে। ইউনিসেফের (২০০৪ সালের) এক গবেষনা জরিপে দেখা যায়, ৬৬ শতাংশ শিশু-কিশোর বিশ্বাস করে, মীনা সিরিজ দেখার পরই বাবা-মা তাদের স্কুলে পাঠিয়েছেন।

এমনি এ সিরিজটিতে নতুন নতুন শিশু অধিকার বিষয়ক কার্টুন সংযুক্ত হচ্ছে। ইউনিসেফ যেহেতু বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘের একটি শাখা তাই এ সংস্থার দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি হলো বিশ্বের দেশে দেশে মানুষকে শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলা। মীনা কার্টুনটি বাংলাদেশসহ দ্বক্ষি এশিয়ার দেশসমূহের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালে প্রচারের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়েছে। অবশ্য তা ইতোমধ্যে বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, নেপালি, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ ও উর্দূভাষায়ও নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ সকল দেশের মানুষ কিছু না কিছু শিশু অধিকার সচেতন হচ্ছে অবশ্যই। বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশককে মেয়েশিশু দশক বলে ঘোষনা করেছিল। বর্তমানেও এই দেশসমূহের সরকারসমূহ মেয়েশিশুদের শিক্ষর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ও অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধে মানুষদের সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২৯] উস্তেখ্য, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইউনিসেফ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা শিশুদের কল্যাণে এবং শিশু অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ছাড়াও বিবিধ সংস্থা শিশু অধিকার সচেতনতামূলক বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উদাহরণস্বরূপ করা যায়, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং তারিখে আসন্ন জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন "কন্যা শিশুর বিকাশে পরিবারই বাধা" শীর্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠান সমাপন করে। এ ধরনের অনুষ্ঠান শিশু অধিকার সচেতনতার সহায়ক।[৩০]

এদেশের মানুষ ক্রমে শিশু অধিকার সচেতন হচ্ছে, বিবিধ সংস্থার কার্যক্রমই তার প্রমাণ। তবে মানুষকে শিশুদের বিষয়ে অধিকতর সচেতন করার জন্য বহুমূখী কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে অধিকতর ফলপ্রসূ কর্মকান্ড উদ্ভাবন করতে হবে। সরকারকে শিশুদের কল্যাণে বিবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে

---

২৯ ‰'wbK c_g Av‡jvi I QwUi w'‡b, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫

৩০ ‰'wbK c_g Av‡jv, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

হবে। শিশু কল্যাণে নিয়োজিত বিবিধ সংস্থাসমূহকে শুধু উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডে নিজেদের ব্যস্ত রাখলে চলবেনা, তাদের শিশুদের কল্যাণে কিছু বাস্তব পদক্ষেপও নিতে হবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এ দেশের মানুষ এবং শিশুর অধিকারসমূহ যথাযথ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করবে সরকার। এ সনদে উল্লিখিত শিশু অধিকারসমূহ সম্পর্কে অবগত হলে দেশের মানুষ মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে এবং শিশু অধিকার সম্পর্কীয় জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

বাংলাদেশসহ শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়নে সচেষ্ট। তাইতো ক্রমে দেশে দেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিশিষ্টাংশে সারণীতে অগ্রগতির হার প্রণিধানযোগ্য।[৩১]

---

[৩১] ক্যারল বেলামী, wek wkïcwiw¯wZ, ২০০৪, নির্বাহী পরিচালক, RwZmsN wkï Znwej, পৃ ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

3. 2. we‡ki wewfbœ mf¨Zvq wkï cwiw¯'wZ

বিপুলা এ পৃথিবী ৭টি মহাদেশ এবং এ সকলের অন্তর্গত বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। পৃথিবীর বিবিধ এলাকায় অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহের প্রকৃতি এক নয়। কোন কোন দেশ প্রকৃতির উদার দানে সমৃদ্ধ। বহুবিধ কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। সে সকল দেশের শিশুরা পূর্বে আলোচিত সকল অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রত্নন্তরে বিশ্বে এমন দেশও আছে যেখানে শিশুর অধিকার ভোগ করার সুযোগতো দূরের কথা যেন বেঁচে থাকার অধিকার নিয়েও জন্মগ্রহণ করেনি। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা থেকে কিছু প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, "ওহাইওর একটি বাড়ি থেকে খাঁচায় বন্দি ১১ শিশু উদ্ধার"[৩২]। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ-

> "যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে পুলিশ একটি বাড়িতে সাড়ে তিন ফুটেরও (এক মিটার) কম উচ্চতার ৯টি খাঁচায় বন্দি অবস্থা থেকে ১১টি শিশু উদ্ধার করেছে। তবে বাড়ির মালিক দম্পতি এসব শিশুর উপর নির্যাতন চালানো বা তাদের অবহেলা করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী এসব শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধি। বিচারক গত সোমবার এদের চারজোড়া পালক বাবা-মার কাছে পাঠিয়েছেন।" খবর এপির।

হিউরন কাউন্টির শেরিফের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, শিশুদের উত্তর ওহাইওর ছোট্ট শহর ওয়েকম্যানের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। শিশুরা বাড়িটির একটি ঘরে দেয়ালে তৈরি ৯টি খাঁচায় বন্দি ছিল। খাঁচাগুলোর মধ্যে কোন কম্বল বা বালিশ ছিল না। এগুলোয় এমনভাবে অ্যালার্মের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যাতে খাঁচা খুললেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

শিশুরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, তারা রাতে খাঁচায় ঘুমাত। কয়েকটি খাঁচার দরজা ভারি আসবাবপত্র দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল।

এ প্রতিবেদন থেকে খোদ আমেরিকার শিশু অধিকার সম্মন্ধে ধারণা করা যায়।

দৈনিক নয়া দিগন্তের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম, ÒAve Mwi‡e wkï Kvivew›'Ó[৩৩]। খবরটি নিম্নরূপ,

---

[৩২] ‰'wbK c_g Av‡jv, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ ৫।

[৩৩] ‰'wbK bqw'MšÍ, ঢাকা, ১২ মার্চ, ২০০৫, পৃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক এক কারা কমান্ডার বলেছেন কুখ্যাত আবু গারিব কারাগারে শিশু বন্দিদের মধ্যে একটি আট বছরের শিশুও ছিল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেনিস কারপিনস্কি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় শিশুটি তার মাকে দেখতে চায় বলে কান্নাকাটি করছিল। আমেরিকা সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের (এসিএলইউ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা যায়। আমেরিকান তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনের আওতায় এসিএলইউ কারা নির্যাতনের এই ঘটনা জানতে পারে। কারপিনস্কি মেজর জেনারেল জর্জ ফে-এর সাথে এক স্বাক্ষাৎকার শেষে শিশুটির কি পরিণতি হয়েছিল জানাননি। তিনি বলেন, কোনো রকম তথ্য প্রমাণ না রেখে বন্দিদের আটক রাখার সিআইএ'র কাছে প্রেরিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ তিনি দেখেছেন। রেকর্ডে অজ্ঞাতনামা এক সামরিক অফিসারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং সিআইএ'র মধ্যে রেকর্ডবিহীন কারাবন্দিদের কিভাবে হেন্ডেল করা হবে সে বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব বন্দিকে 'ভূত' নামে অভিহিত করা হয়। পেন্টাগন এ ধরনের একশজন 'ভূতবন্দি' থাকার কথা স্বীকার করেছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার কাছ থেকে তাদের গোপন রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিরক্ষমন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড তাদেরকে বন্দি না বলে শত্রু যোদ্ধা বলে সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপকে বৈধ করার চেষ্টা করেন। এসিএলইউ এই মাসের প্রথমদিকে চার ইরাকি চার আফগান মার্কিন সামরিক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার জন্য রামসফেল্ডকে অভিযুক্ত করেন।"

দৈনিক সংগ্রামের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম, "কী অপরাধ করেছিল কিশোর আবদুল সালাম আল শেহরী?"[৩৪]- প্রতিবেদনটির বিশেষ অংশ এখানে তুলে ধরা হল-

"গুয়ান্তানামো বে জিন্দানখানায় আটক নির্দোষ এক মুসলিম কিশোরকে সম্পূর্ন বিনা দোষে বিনা কারণে তালেবান অজুহাতে আফগানিস্তানের ভূ-খন্ডে গ্রেফতার করে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় পৈশাচিকভাবে। নাম তার আব্দুল সালাম আল শেহরী। তাকে যখন আটক করা হয় তখন মাত্র পনেরোতে পা রেখেছে এই বালকটি। গত বছর জানুয়ারিতে কিউবাস্থ এই কারাগারের কাঠগড়ায় অনুরূপ তিন টিনএজার বালকের ১বছরের বন্দিত্ব বরণের করুণ পরিণতির কথা বিবিসি সংবাদে সম্প্রচারিত হওয়ার পর মার্কিন কর্তৃপ্রক্ষ তাদের ছেড়ে দেয়। তাদের বয়স তখন ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষ বিভাগ থেকে তখন বলা হয় বালকত্রয় মার্কিনীদের

[৩৪] ‰'wbK msMvg, ঢাকা, ৪জুন, ২০০৫, পৃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এখন আর হুমকি নয় এবং তাদের অহেতুক সন্দেহবশত জিজ্ঞাসাবাদেরও প্রয়োজন নেই। যা হোক আব্দুল সালাম শেহরী মুক্তিপ্রাপ্ত টিনএজার বালকদের মধ্যে ছিল না।"

এ প্রতিবেদন থেকেও বুঝা যায় মার্কিনীদের হাতে শিশু অধিকার অবহেলিত। তাদের হাতে নিত্যই আফগানিস্তান ও ইরাকে নির্যাতিত হচ্ছে বহু শিশু।

দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ইউনিসেফ শিশু অধিকার প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিম্নরূপ,

"ইউনিসেফের বিশ্ব পরিস্থিতি প্রতিবেদনের এবারের বিষয় হুমকির মুখে শৈশব। এতে বলা হয়, শিশুদের বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার ও বিকাশলাভের জন্য যে মৌলিক পণ্য বা সেবা প্রয়োজন তার একটি বা একাধিকটি খুব বেশি অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে ১০০ কোটিরও বেশি শিশুর অধিকার লংঘিত হচ্ছে। দারিদ্র্য, সশস্ত্র সংঘাত ও এইচআইভি-এইডসে এসব শিশু জর্জরিত। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বে বর্তমানে মোট শিশুর সংখ্যা ২২০ কোটি। এর মধ্যে উন্নয়শীল দেশসমূহে বসবাসরত শিশুর সংখ্যা ১৯০ কোটি। দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে ১০০ কোটি শিশু। নিরাপদ পানির সুযোগ পাচ্ছে না ৪০ কোটি শিশু। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাচ্ছে না ২৭ কোটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ১২ কোটি ১০ লাখেরও বেশি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই ১ কোটি ৬০ লাখ শিশু মারা যায়। সারা বিশ্বে এইডসের কারণে অনাথ হওয়া শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ। ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন সংঘাতে নিহত শিশুর সংখ্যা ১৬ লাখ। প্রতিবছর পাচার হচ্ছে ১২ লাখ শিশু। বাণিজ্যিক যৌন শিল্পে ২০ লাখ শিশু যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে। এখনো প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সী ২০ লাখ শিশু সহজলভ্য রোগ প্রতিরোধক টিকা না দেয়ায় মারা যায়। বর্তমানে ১৮ কোটি শিশু সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রমে নিয়োজিত।"[৩৫]

এ প্রতিবেদন থেকে বিশ্বের শিশুদের সম্পর্কে একটি ধারনা লাভ করা যায়।

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম, Ò dv‡Ý wkï †hŠb wbhvZbKvix 66 R‡bi wePvi ïiæÓ[৩৬]। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ,

---

৩৫ ‰'wbK Avgvi †'k, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৪, পৃ ১।

৩৬ ‰'wbK BbwKjve, ঢাকা, ৫ মার্চ, ২০০৪, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

> "ফ্রান্সের শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৬৬ জনের বিচার শুরু হয়েছে। গতকাল ছিল বিচারের দ্বিতীয় দিন। ৬ মাস বয়সী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের অভিযোগে এসব লোককে গত বৃহস্পতিবার বিচারের সম্মুখীন করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় অর্জেঁ শহরের একটি পশ্চাৎপদ এলাকায় শিশু নির্যাতনকারী এই দলে রয়েছে ৪৯ জন পুরুষ এবং ২৭ জন মহিলা। সরকার পক্ষে কৌসুলিরা বলেন, ৪৫টি শিশুকে হয় তাদের বাবা-মারা ধর্ষণ করেছে, না হয় সামান্য অর্থের বা খাবার সিগারেটের বিনিময়ে যৌন সম্ভোগের জন্য অন্যদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের অর্ধেকই তাদের দোষ স্বীকার করেছে। সংবাদদাতারা জানিয়েছে, পশ্চিম ফ্রান্সে এসব অভিযুক্তের মধ্যে আছে এমন কিছু মহিলা, যারা নিজেরা যৌন হয়রানিতে এমনকি ধর্ষণের ব্যাপারে মদদ যুগিয়েছে বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।"

নির্যাতিত ৪৫ জন শিশুর মধ্যে ৬ মাসের বাচ্চাও রয়েছে। অর্জেঁ শহরের বিশেষ আদালত কক্ষে এই বিচার চলছে। এই বিচার সম্পন্ন হতে অন্তত ৪ মাস লাগবে। অভিযুক্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ শিশু যৌন নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত চক্রটির অনেকেই গ্রেফতার এড়িয়ে চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারপ্রস্তীয় কৌসুলিদের অভিযোগ, ১৯৯৯ সাল থেকে বছর তিনেকের মধ্যে অন্তত ৪৫টি শিশু ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির স্বিকার হয়। কৌসুলিদের একজন বলেন, কয়েক মাস বয়সী থেকে ১২ বছর বয়েসী পর্যন্ত শিশুরা হয়রানির শিকার হয়েছে। কেউ কেউ বারবার নির্যাতিত হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই নির্যাতনকারীরা ছিল তাদের অভিভাবক। অভিযুক্তদের একজনের বাড়িতে অথবা অর্জেঁ শহরের উপকণ্ঠের দালানগুলোতে এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, অনেক-ক্ষেত্রে অর্থ, খাদ্য এবং একটি সিগারেটের জন্য অভিভাবকরা তাদের শিশুদের তুলে দিয়েছে যৌন নির্যাতনকারী আত্মীয় বা বন্ধুদের হাতে। একজন যৌন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে পুলিশ দেখতে পায় যে, সে এমন এক দম্পতির সঙ্গে বাস করত যাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজ সন্তানের যৌন নির্যাতন করার অভিযোগের তদন্ত চলছিল। তখনই এই তিনজনকে ঘিরে শিশু নির্যাতনকারী চক্রের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই অভিযোগ এবং চলমান বিচার প্রক্রিয়া সমগ্র ফ্রান্সকে হতবাক করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নয়া দিগন্তের একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম হচ্ছে, ÒAKv‡j cvY nviv‡"Q 15 jvL gv I wkïÓ[৩৭]। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ,

”বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, প্রতি বছর পাঁচ লাখ নারী এবং দশ লাখেরও বেশি শিশু প্রাণ হারাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সরকার যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয় তাহলে গর্ভকালীন মৃত্যুর হার ২০১৫ সাল নাগাদ Aব্যাহত থাকবে। তবে সরকারগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে এই হার কমিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে WHO ম্যানিলা কেন্দ্রিক পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক অফিস প্রসূতিকালীন মা ও শিশুস্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে আহবান জানায়। বিবৃতিতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, চার বছর আগে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যু তিন-চতুর্থাংশ এবং শিশু মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। WHO সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, যথেষ্ট পদক্ষেপ না নিলে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের নেয়া লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। WHO-এর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক শিগেরু ওমি বলেন, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু এড়ানোর জন্য সস্তায় প্রয়োজনীয় ওষুধ আছে; কিন্তু মা ও শিশুর কল্যাণে তা এখনো তাদের দোর গোড়ায় পৌছানো যায়নি। তিনি বলেন, এখনো বহু মা ও শিশু পুষ্টিহীনতা এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে প্রাণ হারাচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৭০ শতাংশেরও বেশি মা ও শিশুর প্রতিরোধযোগ্য পীড়ায় মৃত্যু হয়। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে রক্তক্ষরণ, ইনফেকশন, গর্ভপাত, উচ্চ রক্তচাপ, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ও ঝুঁকিবহুল হাম। প্রতিরোধযোগ্য পীড়ায় প্রায় সব প্রাণহানিই ঘটে স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশে। এসব দেশের মা ও শিশুরা অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হয় প্রতিনিয়ত। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে WHO ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কৌশল অবলম্বন করছে। এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের স্লোগান হলো “প্রত্যেক মা ও শিশুকে হিসাবের আওতায় আনুন”। জীবনের জন্য এসব ওষুধ থাকতে হবে মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে। অত্যাবশ্যক ওষুধের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হলে খবর পৌঁছে দিতে হবে পৃথিবীর পশ্চাৎপদ দেশগুলোতেও। ওমি বলেন, আমরা যদি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করি এবং ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা পেতে প্রত্যেক মাকে সচেতন করতে পারি তবেই এই বিশ্বের ভবিষ্যৎ হবে স্বাস্থ্যপ্রদ এবং উৎপাদনমুখী।

‘দৈনিক আমাদের সময়’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, Ò‡WwgwbKvq nvBwZ wkïi RgRgvU evRviÓ[৩৮]। প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ,

“ডোমিনিক প্রজাতন্ত্রে চলছে হাইতি শিশুর জমজমাট ব্যবসায়। হাইতি সীমান্তের সন্নিকটে ডোমিনিকের ডাজবানের বাজার হাইতি শিশুর অন্যতম ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে মাছ মুরগির মতো

---

৩৭ ‰`wbK bqv w`MšÍ, ঢাকা, ৫ জুন, ২০০৫।

৩৮ ‰`wbK Avgv‡`i mgq, ঢাকা, ২৬ সিপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

সুলভে বিক্রি হয় হাইতি থেকে পাচার করে Avbv শিশু। দরকষাকষি করে ৫০-৫৫ ডলারেই পাওয়া যায় একটি শিশু। কিনে নেয়া এসব শিশুদের গৃহস্থালিতে, কৃষি কাজে এবং টিনএজার মেয়েদের দেহব্যবসায় বাধ্য করা হয়। সীমান্ত পারাপার মনিটরিংয়ে কর্মরত খ্রিস্টান শরণার্থী সংস্থায় কর্মরত হিলদা পে বলেন, জনসমক্ষেই এখানে শিশু বিকিকিনি চলে। ব্যবসায়িরা ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী শিশু সরবরাহ করে থাকে। তারা ক্রেতাদের যে কোন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম বলে জানান।"

ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়, "we‡ki 27 †KwU wkï ¯^v¯'¨‡mev †_‡KewÂZÓ

"প্রায় ২৭ কোটি শিশু cKvb রকম স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট শিশুর ১৪ শতাংশের বেশি।"[৩৯]

দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার উপসাহারা অঞ্চলে প্রতি চারটির মধ্যে একটি শিশু ছয়টি প্রধান টিকার কোনোটাই পাচ্ছে না কিংবা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসার কোনো সুযোগ তাদের নেই।

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনিসেফের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের গ্রাম এলাকায় বসবাসরত শিশুদের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা শহর এলাকার শিশুদের তুলনায় গড়ে দ্বিগুণ এবং কখনো স্কুলে না যাওয়ার সম্ভাবনা তিনগুণ বেশি। অবশ্য, শহর এলাকার সব শিশুর জীবন যাত্রার পরিবেশ এক রকম নয়। যে সব শিশু বস্তি বা অননুমোদিত বসতি এলাকায় থাকে, তাদের অবস্থা গ্রাম এলাকার শিশুদের চেয়ে আরো বেশি খারাপ হতে পারে। ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে চরম বঞ্চনা কেবল কম আয়ের দেশগুলোর সমস্যা নয়। সমীক্ষায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সমীক্ষা থেকে পাওয়া একটি অস্বস্তিকর তথ্য হচ্ছে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত শিশুদের অনেকেরই এমন সব দেশে বাস করে যাদের জাতীয় আয়ের স্তর বেশ উচুঁ। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয় আয় সুস্পষ্টভাবেই এর একটি কারণ। মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে চরম বঞ্চনার গড় হার বেশি হয়ে থাকে। এসব দেশে এখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চীন ও কলম্বিয়ায় বঞ্চনার হার অনেকটা একই রকম হলেও কলম্বিয়ার মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় অনেক বেশি। অপরদিকে কলম্বিয়া ও নামিবিয়ার মাথাপিছু আয়ের স্তর একই রকম হলেও এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। নামিবিয়ার অবস্থা টোগোর অনুরূপ, যেটি অনেক বেশি গরিব দেশ।

এসব শিশুদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয় এবং অনেক সময় কারণে অকারণে তাদের উপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন।

৩৯ ‰'wbK bqw'MŠ, ৫ জুলাই, ২০০৫, সূত্র : বাসস।

Dhaka University Institutional Repository

ডোমিনিকে সর্বমোট কতসংখ্যক হাইতি শিশু রয়েছে তার সঠিক হিসাব অজানা। ২০০২ সালের জাতিসংঘ শিশু তহবিল এক প্রতিবেদনে জানায় ডোমিনিকে ২ হাজার ৫শ হাইতি শিশু রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় এনজিওগুলোর ধারণা প্রকৃত সংখ্যা এর দ্বিগুণ। এসব শিশুদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলেদের বয়সই ১২ বছরের কম। ডোমিনিকে এসে তারা ভিক্ষবৃত্তি, জুতা পালিশ, কৃষি কাজ ও গ্যাং লিডারদের তথ্য দেয়ার মতো কাজ করে। অন্য দিকে কন্যা শিশুরা কাজ করে বিভিন্ন পরিবারের পরিচারিকা হিসেবে। তরুণ বয়সী ছেলেদের দিয়ে কনস্ট্রাকশনের কাজ ও টিনএজ মেয়েদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হয়।

এছাড়া ডোমিনিকে সুলভ শ্রমিক হিসেবে হাইতি নাগরিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিভিন্নভাবে হাইতি শিশুদের ডোমিনিকে নিয়ে আসা হয়। এদের স্বল্প কিছু অপহৃত। অনেক পিতামাতাই নিজ উদ্যোগে তাদের সন্তানকে ডোমিনিকে পাঠিয়ে দেয়। ক্রিশ্চিয়ান এইডের হাইতি প্রতিনিধি হেলেন স্প্যারোস জানান, এর কারণ হাইতির চরম দরিদ্রতা। দারিদ্র্যপীড়িত হাইতিতে অর্ধেকের বেশি জনগণ দিনে একবেলা খাবার জোটাতে সংগ্রাম করে। সন্তানরা অন্তত দিনে রীতিমতো খাবার খেতে পারবে এই ভেবে তারা নিশ্চিন্তে সন্তানদের ডোমিনিকে পাঠিয়ে দেয়।

এসব শিশুদের সীমান্ত পারাপারও হয় সহজ উপায়ে। ইউনিসেফের মতে, পাচারকৃত শিশুদের এক তৃতীয়াংশই পার্বত্য পথে এবং বাকিদের সীমানা চেকপয়েন্ট দিয়ে ডাজবনের নিকটস্থ বাজার পথে পার করা হয়।

এদিকে হাইতি থেকে নিয়মিত শিশু পাচার হলেও ডোমিনিকান কর্তৃপ্রঙ তা অস্বীকার করেছে। হাইতি ও ডোমিনিক দেশ দুটির মধ্যে হিসপ্যানিওলা দ্বীপ নিয়ে বৈরি সম্পর্ক বিরাজমান। গত মাসেও ডোমিনিক প্রজাতন্ত্র হাজারখানেক হাইতি নাগরিককে জোরপূর্বক দেশে পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ডোমিনিকে বৈধভাবে অবস্থান করছিল।

উস্তিখিত পত্রিকার প্রতিবেদনসমূহে বিশ্বের দেশে দেশে শিশু অধিকার লংঘন বা এ সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে প্রায় সকল দেশই শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট। পরিশিষ্টাংশে প্রদত্ত সারণী সমূহে বিশ্বের বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের শিশু অধিকারের উপাত্ত প্রদান করা হল। প্রতিটি সারণীর শেষে দেয়া আঞ্চলিক গড় নিচে গ্রুপ করা দেশগুলো থেকে পাওয়া উপাত্ত ব্যবহার করে হিসেব করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

3. 3. we‡ki cavb cavb a‡g wkï AwaKvi

পৃথিবীতে ধর্মের আবির্ভাব কখন হয়েছিল ইতিহাস তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। তবে ধর্ম বিশ্বাসীরা মনে করেন এ পৃথিবীতে প্রথম মানব- মানবীর (হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.) আগমন থেকেই ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। মানব সমাজের বিকাশ ও মানব জাতির উন্নয়নে ধর্ম যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আজ পর্যন্ত এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়নি যেখানে কোন না কোন রূপে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ধর্ম পৃথিবীর সনাতন বাস্তবতা। মানুষ পৃথিবীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বিবিধ ধর্ম পালন করেছে। মহাকালের অমোঘ নিয়মে প্রাচীন ধর্মসমূহের আবেদন একে একে শেষ হয়ে গেলেও নতুন নতুন ধর্ম সে শূন্যতা পূরণ করেছে। ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম এ পৃথিবীর মানুষের প্রধান অনুসরনীয় ধর্মে পরিণত হয়েছে। চীন ও জাপানের উস্তেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পালন করছে- কনফুসিয়াম বা শিন্টু ধর্মী মতবাদ। উস্তিখিত সকল ধর্মের একটি প্রধান শ্রিজ্ঞ হল জীবনের নিরাপত্তা বিধান। শিশুর ভ্রুণ অবস্থা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি সমাজের কি করণীয় আর শিশুদের কি অধিকার রয়েছে ইত্যাদি উস্তিখিত প্রধান ধর্মসমূহেরও বিবেচ্য বিষয়।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Encyclopaedia of religion and ethics -এ পৃথিবীর মানুষের প্রায় সকল ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত অথবা সংজ্ঞিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের আলোচনার সূচিতে রয়েছে প্রাচীন বিশ্বের গ্রীক-মিশরীয়সহ বহু ধর্ম বিশ্বাস থেকে শুরু করে এ যুগ পর্যন্ত টিকে থাকা সকল প্রধান ও ুদ্র ধর্ম বিশ্বাস। এ বিশ্বকোষের প্রণেতাগণ ধর্মযুদ্ধে বস্তুনিষ্ট তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে প্রচুর শ্রম ও মেধা নিবিষ্ট করেছেন। তাদের লেখায় উঠে এসেছে ধর্ম স্বীকৃত মানুষের অধিকার।[৪০]

অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় জেরেমী বোথাম বলেন, Rights are :he fruits of law, and of law alone. there are no rights without law-no rights contrary to the law- no rights to the law.[৪১]

এক সময়ের শিশু যথাসময়ে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। ধর্মীয় অনুশাসন তথা আইন শিশুদের অধিকার অবজ্ঞা করে নাই। বিশ্বের দেশে দেশে প্রচলিত আইন সে দেশেরই ধর্মীয় আইনের উপর নির্ভর করে সর্বশেষ রূপ লাভ করেছে। সে সকল আইনের উৎস সে সকল দেশের প্রচলিত

---

৪০ *Encyclopaedia of religion and ethics*, various volumes.

৪১ Jeremy Bentham, works, P-22, reffered in 'Encyclopaedia of religion and Ethics vovix edited by James Hastings, charles scribner's sons, New york, undated, p 773.

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মগ্রন্থসমূহের বিবিধ শ্রিজ। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে শিশুদের প্রতি করণীয় বিষয়সমূহ বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

3. 3. 1. wn›' AvB‡b

হিন্দুধর্ম শিশুদের বিশেষ করে ছেলেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব আরোপ করে। তারা পূনর্জন্মে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে পূর্ববর্তী জন্মের ভাল কর্মের কারণে ভগবান সন্তান উপহার দিয়েছে। হিন্দু সমাজে যদি কোন দম্পত্তির সন্তান না হয় সে দম্পতিকে অভিশপ্ত মনে করা হয়। সুতরাং সন্তান জন্মের পর থেকেই তারা সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হয়। তারা সন্তানদের বড় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। দরিদ্র হিন্দুসমাজ কন্যা শিশুদের বোঝা মনে করে থাকে। কারণ, হিন্দুসমাজে বাল্য-বিবাহ ও যৌতুক প্রথা এখনো টিকে আছে। হিন্দু ধর্ম অনুসারে কন্যা সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়না। তারা পিতা-মাতার শ্রাদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না।[৪২]

ড. হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' শিরোনামের গ্রন্থে মনু এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য নয়, যদি পিতার কোন পুত্র থাকে। আদিকালে কোন ভাই না থাকলে বোন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো। তবে পুত্র থাকুক আর না থাকুক মনু, বশিষ্ট, গৌতম কন্যার উত্তরাধিকার একেবারেই স্বীকার করেননি। যাজবল্ক, বৃহস্পতি, নারদ কন্যার কিছুটা উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন। ভাই থাকলে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারের প্রশ্নই উঠেনা। খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নেই। সে কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে না বলে জ্রোয়নী সংহিতায় বিধান দেয়া হয়েছে। সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার থাকবে না'।[৪৩]

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শিশু বিধবাদের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করে, তাহা যাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধু প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহারা বিল্বজ্ঞা অনুভব করিতেছে'।[৪৪]

পূর্বোক্ত আলোচনাসমূহ থেকে সার্বিকভাবে হিন্দুধর্মে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়।

---

৪২ *Hinduism and Children*, Hindu Website.com

৪৩ ড. হুমায়ুন আজাদ, bvix, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ: ৬৬

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সকল ব্যক্তিগত আইনে শিশুর অধিকার কমবেশি স্বীকৃত। হিন্দু আইন-এর ব্যতিক্রম নয়। নিম্নে হিন্দু আইনে[৪৫] শিশুর অধিকার সম্পর্কিত বিধানবলী সংক্ষেপে বর্ণিত হলো :

১) ভরণ-পোষণ

২) অভিভাবকত্ব

৩) উত্তরাধিকার

৪) দান

১) fiY †cvlY : হিন্দু শাস্ত্রের মহামান্য মনুর মতে, "শত অপরাধে অপরাধী হলেও বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সতী-স্ত্রী এবং শিশুর ভরণ-পোষণকে কখনো অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।"[৪৬]

হিন্দু আইনে ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব দু'ধরনের :

প্রথমত: ব্যক্তিগত ও শর্তহীন দায়িত্ব

দ্বিতীয়ত: মৌরকী বা অন্যসূত্রে প্রাপ্ত দখল হতে উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব।

c_gZ : e¨w³MZ I kZnxb 'wqZ

একজন হিন্দু কোন সম্পত্তির মালিক হোক বা না হোক তার স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ- পোষণ দিতে আইনগতভাবে বাধ্য।

২) Awf fveKZ : হিন্দু আইনে অভিভাবক তিন প্রকার। যেমন-

ক) স্বাভাবিক অভিভাবক : পিতামাতা স্বাভাবিক অভিভাবক।

খ) পিতা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক : পিতার মৃস্কুর পর তার সন্তানের অভিভাবক কে হবে তা মৌখিক বা লিখিত দলিল মূলে নিযুক্ত করতে পারেন ।

গ) আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক : এক্ষেত্রে অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনের বিধান অনুসৃত হয়।

---

৪৫ মোঃ আনছার আলী খান, wkï welqK AvBb, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, বাংলাদেশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ ৪৭-৪৮।

46 *Hinduism and Children*, Hindu Website.com

Dhaka University Institutional Repository

Awffve‡Ki ‘wqZ I KZe¨ :

নাবালকদের বা শিশুদের ভরণ-পোষণ, দেহ ও মন এবং সম্পত্তির ব্রজাব্রেজা করা। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় সাবালকত্ব আইন অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সের যে কোন নর-নারী নাবালক (শিশু) হিসেবে গণ্য হয়।

৩) DËiwaKvi : হিন্দু আইনে শিশু তার পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তবে নারীদের উত্তরাধিকার সীমিত। বর্তমানে তাদেরকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী করার জন্য আইন সংস্কারের কাজ চলছে।

4) ‘vb : হিন্দু আইনে একজন শিশুও দান গ্রহীতা হতে পারে। অজাত শিশুর অনুকূলে ও দান করা যেতে পারে। ১৯১৬ সালের Disposition of Property Act এর বিধানবলে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অজাত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দান করতে হলে তা করার সময় জীবিত একাধিক ব্যক্তির বরাবরে জীবনস্বত্বে অথবা অন্য কোন প্রকার সীমিত স্বত্ব সৃষ্টিপূর্বক তা করা যায়।

3. 3. 2. †eš× a‡g

বৌদ্ধ ধর্ম শিশুদের প্রতি কোন কিছুর জন্য কঠোর না হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ প্রসঙ্গে Clark strand মত পোষণ করেন যে, In my opinion however, forcing hard religious opinions and beliefs upon children blocks their own ability to decide things for themselves and sets them up in intolerance and distrust of others in their adult years. At the very best I think that parents and monasteries should emphasize this important teaching by Buddha from the Kalama sutra:[৪৭]

বৌদ্ধধর্মে শিশুদের বহু অধিকার স্বীকার করলেও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর তথা কন্যাদের অধিকার স্বীকার করে না। বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবই পুরুষ। অথচ এ তালিকায় মৃতের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পৌত্রির নাম উল্লেখ নেই।অর্থাৎ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা অবহেলিত।[৪৮]

---

৪৭ http:// the buddhism. com 2007/08/byddism and children html.

৪৮ ‘¨ BbmvB‡KwcwWqv weUwbKv, খ.৫, পৃ. ৭৩২

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্ম মতে বৌদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ, ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাইত তারা উচ্চারণ করে থাকে- "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘম শরণং গচ্ছামি।" বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির প্রবক্তা। তাদের মতে উস্ি্তখিত ত্রিশরণের মাধ্যমে মানুষের অধিকার তথা শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। বৌদ্ধ ধর্মের শ্রিস্ত্র অহিংস পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ। এর চারটি সত্য ও শান্তি লাভের জন্য মার্গ মতবাদ একসময় ভারত ও দ্বক্তিাপূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তখনকার শান্তিকামী, অহিংস মানুষ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রচারাভিযানের ফলে দলে দলে গৌতম বুদ্ধের শ্রিস্ত্রর অনুসারি হয়েছিল। মূলত এ ধর্মে দু:খ থেকে মুক্তি পাওয়া তথা জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে যে অষ্টমার্গ মতবাদের কথা বলা হয়েছে তার মাঝেই মানব জীবনের এবং সকল জীবের সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রিস্ত্র রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটকের বিবিধ সূত্রে সরাসরি শিশু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি তুলে ধরা হল।

(ক) ত্রিপিটকের সূত্র পিটকগ্রন্থের অন্তর্গত সিগালকোবাদ সূত্রের ৩নং শ্লোকে তথাগত বুদ্ধ সিগালক নামক ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলেছেন, পুত্র-কন্যা বা শিশু সন্তানদের প্রতি মাতা-পিতার ৪ প্রকার কর্তব্য রয়েছে। যেমন-

১) শিশু সন্তানদের আদর-যত্ন সহকারে লালন পালন করবে।

২) উপযুক্ত শ্রিস্ত্র প্রদান করবে।

৩) সৎপথে পরিচালনা করবে।

৪) প্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা উপযুক্ত বয়সে সৎ পাত্রী দেখে বিবাহ সম্প্রদান করবে।

(খ) করণীয় মৈত্রী সূত্রের ৭ নং গাথায় বলেছেন, আপন শিশু সন্তানকে নিজের জীবনের বিনিময়েও ব্রস্ত্র করো এবং মঙ্গল সাধন করো। অনুরূপ অপরের সন্তানকেও অপরিসীম মৈত্রী দান করো আর ভালবাস। এছাড়া সকল জীবের প্রতিও সীমাহীন দয়াভাব পোষণ করো।

(গ) মহামঙ্গল সূত্রের ৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "নিজের ঔরসজাত শিশু বা সন্তানকে উপযুক্ত ভরণপোষণ এবং মর্যাদা সহকারে ব্রক্তাব্রেক্তা কর। নিজের শিশুদের জীবন সর্বদা নিরাপদ ও বিপদমুক্ত রেখ। ইহাই উত্তম মঙ্গল।"[৪৯]

উস্ে্তখ্য, বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মের দুটি প্রধান সম্প্রদায় দেখা যায়। সেগুলো হল মহাযানী বৌদ্ধ এবং হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা হীনযানী, অবশ্য এদেশে এ মতবাদকে

৪৯ -মহামানব গৌতম বুদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

থেরোবাদী মতবাদ বলা হয়। শিশু অধিকার বিষয়ে এ উভয় সম্প্রদায় একইমত পোষণ করে।[৫০] বৌদ্ধ ধর্ম শিশুদের প্রতি কোন কিছুর জন্য কঠোর না হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

3. 3. 3. Bqvû‘x ag

প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ধর্মের মাঝে ইহুদী ধর্ম অন্যতম। একত্ববাদী ধর্ম হিসাবে ইহুদী ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে। ইয়াহুদী ধর্মে মানবাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক ফ্রাঙ্ক জেট বলেন, Parents have duties for watching their children, which implicitly give the children rights. Parents too have rights- witness the fourth commandments ness.[51]

ইয়াহুদী ধর্মে কন্যার অবস্থা পুত্রের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। ইয়াহুদীদের চোখে তারা ছিল সমস্ত পাপের মূল কারণ । কাজেই তারা উপ্রেজর পাত্রী। কন্যা জন্মিলে প্রসূতিরা অশৌচ হত পুত্রের দুই গুণ।[৫২]

ইয়াহুদী সমাজে নারী তথা নারী শিশুদের মর্যাদা অনুস্তেখ ছিল। যেমন, বাইবেলের দশম অনুজ্ঞায় Ten commandments) দাস-দাসী ও গৃহ পালিত পশুর সহিত নারীর নাম উস্তেখ করা হয়েছে।[৫৩]

ধর্মগ্রন্থসমূহের এ সকল দলিল থেকে বুঝা যায় ইয়াহুদী ধর্ম শিশুদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে তবে মেয়েশিশু ছেলে শিশুদের চেয়ে কম সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকারী।[৫৪]

3. 3. 4. wL÷vb a‡g

শিশু অধিকার ও শিশুর বিকাশ সাধনে কিতাবি ধর্ম হিসেবে খ্রিস্ট ধর্মের শ্রিজ্ঞও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ধর্মমতে হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন খুবই শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাপূর্ণ নবী ও রাসূল। তাঁর নিকট ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁকে নবী ও তাঁর নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের মৌল বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে তাদের ধর্ম মানুষের কাছে ঈশ্বরের

---

৫০ wÎwcU‡Ki wewea mÎ, সৌজন্যে - প্রাধাক্ষ বুদ্ধানন্দ থেরো, আন্ড়র্জাতিক বৌদ্ধবিহার, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা, ১২১২।

৫১ Http: Members; for tunacity. com/ exetershud/newsletter/rights.

৫২ সূত্র : এক্সোডাস, ২১;৭,৮,৯।

৫৩ সূত্র : ১ কিংস ১০-১৩

৫৪ ডক্টর এম আব্দুল কাদের, bvbv a‡g bvix, চট্টগ্রাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাদেশ। এ ব্যাপারে উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক বিশ্বে অনুসারীর দিক থেকে খ্রিস্টধর্ম অন্যতম বৃহৎ ধর্ম। হযরত ঈসা (আ) তথা যিশুখ্রিস্ট যখন এ পৃথিবীতে তাঁর প্রচারের দায়িত্ব পালন করছিলেন তখনই তিনি মানবাধিকারের কথা বলতেন। খ্রিস্টানদের মতে ঈশ্বর হচ্ছেন, 'Loving Father' আর মানুষ হচ্ছে 'Loving Child' এ বিশ্বাসের ভেতরই উহ্য রয়েছে মানব তথা শিশু অধিকারের শ্রিজ্ঞ। আধুনিক খ্রিস্টান জগৎ বৃহদার্থে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট- এ দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অবশ্য এর মাঝেও আছে বহু শাখা প্রশাখা। হযরত ঈসা (আ) বা যিশু খ্রিস্টের অন্তর্ধানের পর থেকে খ্রিস্ট ধর্মে নানাবিধ অপসংস্কার ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ১২শ শতাব্দী নাগাদ ধর্মের মূল আদর্শ থেকে খ্রিস্টানরা বিচ্যুত হয়। অথর্যাৎ খ্রিস্টান ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৪৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর জার্মানির থুরিনার্জয়ান সক্সোনী-এর অন্তর্গত ইসলেবন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মার্টিন লুথার ১৫১০-১১ সালে ধর্ম প্রচারের জন্য রোমে গমন করে বিবিধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবন করেন পোপ ও উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতদের অত্যাচার, অনাচার ও অসাধু জীবনযাপন খ্রিস্টান জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। দেশে ফিরে তিনি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি খ্রিস্টানদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে দু'ধরনের গীর্জা দেখা যায়।

১) রোমান ক্যাথলিক গীর্জা (খ্রিস্টীয় মৌল মতবাদী)।

২) প্রোটেস্টেন্ট (মার্টিন লুথারের সমর্থক)।

এই দুই গীর্জার নেতৃত্বে বিশ্বের খ্রিস্টানদের ধর্মমত যাই হোক না কেন তারা শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনুসারী। খ্রিস্টান ধর্মের শাখা-প্রশাখাসমূহ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাইবেলের বিবিধ পুস্তকের (অধ্যায়ের) শ্রিজ্ঞর উপর জোর দেয়। খ্রিস্টান ধর্ম প্রভাবিত ইউরোপের আরো কিছু ধর্মে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন ধর্মের বিশ্বকোষে উস্তেখ আছে, "The ancient laws, both of Wales and of Ireland, contain references to the states of children in the Celtic tribal communities. Urban children are protected in Wales from deliberate harm the (welsh mediaeval law, ed by wade Evans, p-272)[55]

---

55 James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethies*, Vov-111, charles scribner's sons, New York, Undated, p-530)

Dhaka University Institutional Repository

বাইবেলের নতুন নিয়মে আছে, যীশু কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের প্রতি ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"[৫৬]

"তখন কতগুলি শিশু তাহার নিকটে আনীত হইল, যেন তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করেন ও প্রার্থনা করেন; তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, বারণ করিও না; কেননা, স্বর্গ রাজ্য এই মত লোকদেরই।"[৫৭]

"আর তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন যীশু তাহাদের হৃদয়ের তর্ক জানিয়া একটি শিশুকে লইয়া আপনার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন যে কেহ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, যে তাহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিযাছেন, কারণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপ্রেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান।"[৫৮]

উল্লেখ্য, মার্টিন লুথার যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন খ্রিস্টান জগতে চরমভাবে মানব তথা শিশু অধিকার লংঘিত হচ্ছিল। সে সময় টেটজিল নামক একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক অর্থের বিনিময়ে মানুষের পাপমুক্তির সনদ বিক্রয় করতে থাকেন। এ ধরনের সনদ বিক্রয়ে বহু পাদ্রী ও ব্যবসায়িগণ তাকে সহায়তা করেন। বিশেষ পাপমুক্তির জন্য নির্দিষ্ট অংকের অর্থের বদলে সনদপত্র ক্রয় করতে হত। যেমন– অবৈধ গর্ভপাতের জন্য ৩ শিলিং, হত্যার জন্য ৭.৫ শিলিং ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পাপমুক্তির সনদ খুবই সস্তা দামে ক্রয় করতে পারার ফলে পাপীরা অনুতপ্ত হওয়ার বদলে উল্লিখিত ধরনের অপরাধকে আর তেমন গুরুত্বই প্রদান করত না। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার অহরহ লংঘিত হচ্ছিল। প্রকৃত পক্ষে মার্টিন লুথার এ সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন। প্রকারান্তরে তিনি মানব তথা শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাইবেলের উল্লিখিত শিক্ষসমূহের বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি অন্যান্য মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার মত শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন সোচ্চার।

তাদের ধর্মীয় শিক্ষয় ''He that sparest his rod hateth his sont but he that loveth him chastireth him betimes''. (Proverb 12:24)

খ্রিস্টধর্ম শিশু সন্তানদের উন্নয়নে প্রয়োজনে শাস্তি প্রদানের প্রক্ষপাতি। তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তাদের ধর্ম গ্রন্থে রয়েছে- I the LORD thy God am a jealous

---

৫৬ মথি ১৮:৩

৫৭ মথি ১৯:১৩,১৪

৫৮ লুক ৯:৪৬-৪৮, সৌজন্যে সিডিসি, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

God, visiting the iniquity of the fathers upon the third and fourth generation of them that hate me; (Exodus 20:5 see also 24:7)

খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা শিশুদের বিকাশে শাস্তি প্রদানের কথা বলে তারা কিন্তু দলিলসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। :he Shucness of the worried clean seth away evil, (Proverb 20:30)

Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him. (Proverb 22:15)

With hold not correction from the child; for it then beasert him with the rod, he shall not die. thou shall bear his with the rod, and shall deliver him soul from the hale. (Proverb 23: 13-14)

the rod and reproof give wisdoms; but a child left to himself bringeth his mother to shame. (Proverb 19:15)

উপরিউক্ত ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে খ্রিস্টান দেশসমূহের গীর্জা পরিচালিত শিশু শ্রিজ্ঞলয়সমূহে শিশুদের দৈহিকভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে সে সকল দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহের শ্রিজ্ঞবিদগণ শ্রিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানে শ্রিজ্ঞর প্রয়োজনে শিশুদের শাস্তি প্রদান প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। তাদের মতে শিশুদের বিকাশে শারীরিক শাস্তি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এতে তাদের স্বাভাবিক ও মানসিক প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। খ্রিস্টানজগতের বহু লেখক গীর্জা, শ্রিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতীমখানাসমূহে শিশুদের যৌনপীড়ন ও অন্যান্য অমানুষিক অত্যাচারের কথা উস্তেখ করেছেন। তারা এ প্রসঙ্গে Sintows of Merry পরিচালিত একটি ইয়াতীমখানার Nun-দের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন। একজন Nun প্রেত সিদ্ধির প্রয়োজনে শিশুদের বিবিধ অত্যাচারের কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে Professor Bruce Grundy বলেন Madness, ruthless and sadistic madness, as the part of artless one of the nuns, and the depthless depravity on the part of some of the men who inhabited the place.

এ সকল দলিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিস্ট ধর্ম শিশু নির্যাতনের জন্য নয়, তবে শিশুদের উন্নয়নে শাস্তি প্রদান বৈধ করেছে। অবশ্য খ্রিস্ট ধর্মীয় স্কুলসমূহে এর যথাযথ প্রয়োগ হয়নি বরং হয়েছে অপপ্রয়োগ।[৫৯]

---

[৫৯] http: www. christainity and human rights. com/brith.

Dhaka University Institutional Repository

গীর্জা সকল বালিকা ও দরিদ্র বালকদের শিক্ষার বিরোধিতা করে। গীর্জা ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুদের বিচার, নির্যাতন, দোষী সাব্যস্তকরণ, কারারুদ্ধকরণ ইত্যাদি সমর্থন করে।[৬০]

উল্লেখিত ধর্মসমূহ ছাড়াও আধুনিক বিশ্বে জরদুস্ত, কনফুসিয়াস ও শিন্টু ধর্মের বহু অনুসারী দেখা যায়। জরদুস্তও একেশ্বরবাদী ধর্ম। প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বছর আগে এ ধর্মের পয়গম্বর জরদুস্ত ইরানে এ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। ইসলামের আগমনের পূর্বে এ ধর্ম ছিল ইরানের প্রধান ধর্ম। বর্তমানে ইরানে অল্প সংখ্যক জরদুস্ত ধর্মের অনুসারি দেখা যায়। ভারতের বোম্বে, মহারাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের করাচীতে এ ধর্মের কিছু কিছু অনুসারি এখনো রয়েছে। চীন ও জাপানে যথাক্রমে কনফুসিয়াস ও শিন্টু ধর্মের অনুসারীদের দেখা যায়। সুতরাং বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে ধর্ম চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ, আছে স্ব স্ব পবিত্র বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। উল্লেখিত সকল ধর্মই শিশুর যথাযথ বিকাশে সহায়তার শিক্ষা দেয়। তাদের অধিকার আদায়ে যত্নশীল হওয়ার তাগীদ প্রদান করে।

বর্তমান বিশ্বের দেশসমূহের প্রত্যেকটিতে কোন একটি প্রধান ধর্মের অনুসারীদের প্রাধান্য রয়েছে। সে সকল দেশ তাদের শিশুদের জন্য সম্ভাব্য সকল দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে মানুষের মাঝ থেকে ধর্মভাব কিছুটা শিথিল হয়েছে। মানুষ ধর্মের যথাযথ অনুসরণ ততটা জরুরি মনে করে না। তবুও ধর্ম মানব সমাজ থেকে এখনো বিদায় নেয় নাই। বিশ্বের সকল দেশের অধিকাংশ মানুষই নামকা -ওয়াস্তে হলেও কোন না কোন বড় ধর্মের অনুসারী। সে সকল দেশে শিশু অধিকার আইনও দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের নির্দেশ মতে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। শিশুর সুরক্ষায় বিশ্বের সকল দেশই যত্নশীল।

3. 3. 5. Bmjvgx AvB‡b

ইসলাম একত্ববাদী ধর্ম। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা হল মহান আল্লাহ বিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে খিদমতে খালক সৃষ্টির সেবা এবং হাক্কুল ইবাদ অপর মানুষের অধিকারের প্রতি প্রতিটি মুসলমানের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হয়। বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সকল মানব সন্তানের অধিকারের কথা বলেছেন। বর্তমান ইসলামী বিশ্ব সুন্নী ও শিয়া নামে দু'টো ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কিন্তু শিশু অধিকারের প্রশ্নে তাদের কোন মতবিরোধ নেই|[61]

পবিত্র কুরআনে শিশুদের সম্পর্কে যে নীতিমালার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে শিশুদের বিভিন্ন অধিকারের কথা প্রতিভাত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের

---

৬০ প্রাগুক্ত

৬১ বিশ্ব শিশু দিবস, wkï AwaKvi mßvn cKvkbv (২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর-২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

সময় আরববাসীরা কন্যা সন্তান হত্যার মত জঘন্য কাজ করত। তাই কুরআনের অনেক স্থানেই বিষয়টির উল্লেখ করে সন্তান হত্যা কঠোরভাবে নিষেধ করে তাদের প্রতি যত্নশীল হতে বলা হয়েছে।

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে সেই সব লোক যারা নিজেদের সন্তানদিগকে মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে।"[৬২]

"প্রাণ হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ ছাড়া যদি কেউ কোন লোককে হত্যা করে তাহলে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করল। আর যদি কেউ কোন লোককে বাঁচিয়ে দেয়, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিল।"[৬৩]

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাচাঁও।"[৬৪]

"তাদের ভয় করা উচিত, তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় তবে তা তাদেরকে কত না পেরেশান রাখবে।"[৬৫]

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সুসন্তান দান কর।"[৬৬]

"হে খোদা তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সুসন্তান দান কর।"[৬৭]

"হে আমাদের রব, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে।"[৬৮]

---

৬২ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Avj-KiÛAvb, miv Avj-AvbÛAvg ৬ : ১৪০

৬৩ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Avj-KiÛAvb, miv Avj gwq'v ৫ : ৩২

৬৪ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Avj-KiÛAvb, miv AvZ Zvnixg ৬৬ : ৬

৬৫ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Avj-KiÛAvb, miv Avb wbmv ৪ : ৯

৬৬ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ Avj-KiÛAvb, miv Avm-mvddvZ ৩৭ : ১০০

৬৭ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً Avj-KiÛAvb, miv Avj Bgivb ৩ : ৩৮

৬৮ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ Avj-KiÛAvb, miv Avj-diKvb ২৫ : ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে।"[৬৯]

"ধন ও ঐশ্বর্য এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা...।"[৭০]

nw'‡mI wkï‡'i we‡kI AwaKv‡ii cwZ ¸iæZ Av‡ivc Kiv n‡q‡Q G fv‡e-

"আস্তাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সমতা পূর্ণ আচরণ কর।"[৭১]

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম কতিপয় নারী ও শিশুকে বিবাহ উৎসব থেকে ফিরতে দেখে তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে দাঁড়ালেন এবং তিনবার বলেন, 'তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয়'।

একজন আনসারী মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর নিকট হাজির হলে কথাবার্তা শেষে তিনি দু'বার বলেন, যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম তাঁর নাতনী (যয়নাবের কন্যা) উসামা-কে কোলে নিয়ে নামায আদায় করতেন। সিজদার সময় তাকে নিচে নামাতেন আবার দাঁড়ানোর সময় কোলে তুলে নিতেন।[৭২]

---

৬৯ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Avj-Ki÷Avb, miv Avj-evKviv ২ : ২৩৩

৭০ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Avj-Ki÷Avb, miv Avj-Kvnvd ১৮ : ৪৬

৭১ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا **قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم** ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, খ- ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৪।

৭২ عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, খ-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩;

বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এভাবে এসেছে, عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهى ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, খ-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেছেন, “আমি চাই সালাত দীর্ঘায়িত করি। কিন্তু শিশুর কান্না শুনে তার মায়ের ভাবনার কথা মনে করে সালাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।”[৭৩]

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইয়াতীম ও বিধবাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকে সে আস্তাহর পথে জিহাদকারীর (অন্য বর্ণনায় অবিরাম নামায রোজা পালনকারীর) সমতুল্য।”[৭৪]

হাদীসে এসেছে, “তোমরা শিশুসন্তানদের শ্রদ্ধাবোধ এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দাও যাতে তাদের মানসিক বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের উন্মেষ ঘটে...।”[৭৫]

রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্তাম শিশু হুসাইন (রা.) এর কান্না শুনে নিজ কন্যা ফাতিমা (রা.) কে বললেন, “তুমি কি জান না তার কান্না আমাকে ব্যথা দেয় ?”

শিশু হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) নামাযরত অবস্থায় রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর পিঠে চড়ে বসলে তিনি সিজদা দীর্ঘস্থায়ী করতেন যাতে তারা পড়ে না যায়।

---

৭৩ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, খ–১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; ইমাম আবু দাউদ, mbvb Ave ‘vD‘, প্রাগুক্ত, খ–১, পৃ. ২০৯ ; বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু শব্দের পরিবর্তনে উক্ত বিষয়টি এভাবে এসেছে, عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, খ–১, পৃ. ৩৪২।

৭৪ عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار ইমাম বুখারী, mnxn Avj eLvix, খ–৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪৭; ইমাম তিরমিযী, RwgÔDZ wZiwghx, খ– ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।

৭৫ عن أبي قتادة ورواه عنه أيضا الديلمي وابن منيع **أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم بأن تعلموهم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق** وتخرجوهم في الفضائل وتمرنوهم على المطلوبات الشرعية ولم يرد إكرامهم بزينة الدنيا وشهواتها والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا واجتماع خصال الخير أو وضع الأشياء موضعها أو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف مع كل مستحسن أو تعظيم من فرقك والرفق আব্দুর র’উফ আল মুনাবি, dvBRj Kw‘i, মিশর, মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল কুবরা, ১৩৫৬, খ–২, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করল, শিক্ষা দিল এবং সৎ পাত্রস্থ করল সে এবং আমি এভাবে (দুটি আঙ্গুল একসাথে করে দেখিয়ে) পাশাপাশি বেহেশতে প্রবেশ করব।"[৭৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান অথবা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যাসন্তান অথবা দুটি বোন থাকে, অতপর তাদের সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত।"[৭৭]

Bmjv‡g gvbewaKv‡ii mveRbxb †NvlYvi Av‡jv‡K wkï AwaKvi

Rxebavi‡bi AwaKvi :

মানব জীবন অতি পবিত্র। কোন অবস্থায়ই তার এ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আইনের আওতা ছাড়া কাউকে শারীরিক আঘাত প্রদান বা হত্যা করা যাবে না।

wbhvZb †_‡K mi•vi AwaKvi :

কোন ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতন বা অপমানিত করা বা তাকে অথবা তার কোন প্রিয়পাত্রকে নির্যাতনের হুমকি প্রদান করা বা বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করা অথবা তার জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কাজ করতে রাজি হতে বাধ্য করা যাবে না।

cwievi MVb I mswkøó AwaKvimgn :

* নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে।

---

[৭৬] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفل يتيما له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصبعيه ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما আলী ইবনে আবি বকর আল হাইছামি, gvRgvDh hvIqwq', প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৮, পৃ. ১৫৮।

[৭৭] عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة ইমাম তিরমিযী, RwgÔDZ wZiwghx, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

* প্রতিটি শিশুর এ অধিকার রয়েছে যে মাতা-পিতা তার ভরণপোষণ ও সঠিকভাবে বেড়ে উঠার দায়িত্ব বহন করবে। তাকে কম বয়সে কর্মে নিয়োগ করা যাবে না বা তার স্বাভাবিক গঠন-বর্ধন ব্যাহত হয় এমন কোন দায়িত্ব তার উপর চাপানো যাবে না।

* যদি কোন কারণে মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে অপারগ হয় তবে সমাজ সে দায়িত্ব হাতে নেবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা হবে।

* প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে সে তার পরিবারের নিকট থেকে শৈশবে, বার্ধক্যে বা শারীরিক মানসিক অপারগতায় প্রয়োজনীয় বস্তুগত সহায়তা, যত্ন ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা লাভ করবে।[৭৮]

ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত জাতিসমূহের অগ্রগতি পুস্তকে বলা হয়েছে :

`The day will come when natio will be judged not by their Military or economic strength, butons by the provisions that are made for those who are vulnerable and disadvantages; and by the protection that is afforded to the growing mind and bodies of their children."

একদিন আসবে যখন সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তি দেখে একটি দেশকে বিচার করা হবে না; বরং অসহায় ও দুরূহ অবস্থায় পতিত শিশুদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য যে সকল ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা হয়েছে, সেই নিরিখেই দেশটির বিচার করা হবে।'

উস্তিখিত কুর'আন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করলে ইসলামের শিশুর অধিকার ও মর্যাদা অনুধাবন করা যাবে। পারিবারিক জীবনে শিশু সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম পরিবারে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আস্তাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতি-পালকের ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আস্তাহকে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাহা কর,এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে।"[৭৯]

---

৭৮ হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী প্রারম্ভ-প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইসলামিক কাউন্সিল, প্যারিস কর্তৃক ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১।

৭৯ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ আল কুরআন, miv Avb wbmv ৪ ঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসার পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিস্কলংক পুস্প বিশেষ। ধন-মাল হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ ব্রজ তথা মানব প্রজাতি ব্রজর মাধ্যম।

এই সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার জন্য এক পবীত্র বিশেষ। তাহাদের সুষ্ঠু লালন-পালন ও পরিচর্যা ছাড়া তারা ফিতনা বিশেষ। আর এ কারণেই সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

mšÍv‡bi cwZ wcZv-gvZvi AwaKvi t সন্তান জন্মের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতিপয় হক কার্যকর হতে থাকে এবং তখন হতেই সে হক আমল করা পিতা-মাতার কর্তব্য হয়ে যায়। অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে- "প্রতিটি সদ্যজাত সন্তান তার আকীকার সাথে বন্দী। তার জন্মের ৭ম দিনে তার নামে পশু জবাই করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।"[৮০]

মুজাহিদ (রহ) বলেন, "তোমরা নিজেদের বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে, আর তোমাদের পরিজনকে বাঁচাও তাদেরকে সৎ শ্রিজ্ঞ ও সদুপদেশ দিয়ে।"[৮১]

হযরত আলী (রা) বলেছেন- "তোমরা নিজেরা শিখো ও পরিবারবর্গকে শিখাও কল্যাণময় রীতি-নীতি"[৮২]

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনে সন্তানের অধিকার অনেক। নিম্নে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো ঃ

mšÍv‡bi fiY-‡cvl‡Yi e¨e¯v Kiv t

সন্তানের প্রথম অধিকার হচ্ছে তার খানাপিনা, থাকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা- বিশেষ করে যতদিন সে নিজস্বভাবে উপার্জন করতে অক্ষম থাকে। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারোর

---

[৮০] عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ইমাম তিরমিযী, RwgÛDZ wZiwghx, প্রাগুক্ত, খ-৪, পৃ. ১০১; ইমাম আবু দাউদ, mbvb Ave ‘vD‘, প্রাগুক্ত, খ-৩, পৃ. ১০৬।

[৮১] وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আল ‘আসকলানী, ZvMjxKZ ZvÛjxK, বৈরুত, মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫, প্রথম সংস্করণ, খ-৪, পৃ. ৩৪৫।

[৮২] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير আবু আব্দুলণ্ঢাহ আল হাকীম আন নিসাপুরী, Avj gmZv‘ iwK Avjvm mnxnvBb, প্রাগুক্ত, খ-২. পৃ. ৫৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপর বর্তায়, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।

wk•vi Rb¨ A_ e¨q t

ইসলামে শ্রিক্ত্তর গুরুত্ব অনেক। এটি প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে মনীষী আবু কালাবা বলেন, 'যে সব লোক তাদের ছোট ছোট শিশু সন্তানদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, আস্তাহ তাদের মারে দেবেন, তাদের বৈষয়িক উপকার দেবেন, সে সব লোক অগ্রেজ্ঞ পুরস্কার পাবার দিক থেকে অধিক অগ্রসর হবার আর কেউ হতে পারে না।'

বস্তুত ছেলেমেয়ে হচ্ছে পিতা-মাতার নিকট আমানত। তাদের আকিদা-বিশ্বাস, মন ও মগজ, চরিত্র ও অভ্যাস, জীবনযাত্রার ধারা ইত্যাদি সার্বিকভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা পিতা-মাতারই কর্তব্য।

mšÍv‡bi mwePvi Kiv t পিতামাতার আর একটি অন্যতম কর্তব্য হলো সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সর্বোতভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণ নিরপ্রেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা, প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও ব্রক্ষ করা।

gmwjg AvB‡b wkïi fiY-‡cvlY t ভরণ- পোষণ কথাটির বিস্তৃতি অনেক। এদ্বারা মূলত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শ্রিক্ষ ইত্যাদিকে নির্দেশ করে।

- শিশুদের ভরণ-পোষণ পিতার উপর বাধ্যতামূলক।
- এ দায়িত্ব পুত্রের সাবালকত্ব অর্জন এবং কন্যার বিবাহ পর্যন্ত ।

অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণ দানে স্বাভাবিকভাবে পিতা দায়ী নন। কেননা, মুসলিম আইনে অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এ ধরণের শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

gmwjg AvB‡b wkïi AwffveKZ t মুসলিম আইনে শিশুর অভিভাবকত্বের গুরুত্ব অনেক। কেননা, শিশুরা অভিভাবকের নিকট একটি বড় আমানত। এই আমানতদারীর বরখেলাপ মহাপাপ।

gmwjg AvB‡b mvevjK‡Zi eqm t মুসলিম আইন কোন বালক বা বালিকার নাবালকত্ব তার বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পরপরই শেষ হয়ে যায়। হানাফি ও শিয়াদের মতে ১৫, বছর বয়স পেরিয়ে গেলেই পূর্ণ বয়স অনুমান করা হয়। তবে মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ তে সাবালকত্বের বয়স ১৬ বছর এবং সাবালকত্ব আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী তা ১৮ বছর। তবে কোন নাবালকের অভিভাবকত্ব আদালতের এখতিয়ারাধীন হলে তা ২১ বছর।

Dhaka University Institutional Repository

Awf fve‡Ki †kYx t অভিভাবক প্রধানত তিন শ্রেণীর হতে পারে। যেমন-

(ক) স্বাভাবিক অভিভাবক

(খ) কার্যত অভিভাবক ও

(গ) আইনানুগ অভিভাবক

(K) ¯vfweK Awf fveK t পিতা ও দাদা এবং-ক্ষেত্রবিশেষে মা।

(L) KvhZ Awf fveK t পিতা ও দাদা ছাড়াও উইল মূলে এবং আদালত কর্তৃক কোন অভিভাবক নিযুক্ত না হলে যিনি অভিভাবকত্ব লাভ করেন এবং মামা, চাচা, ভাই, অন্যান্যরা।

(M) AvBbvbM Awf fveK t আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক।

Awf fveK‡Zi †•Î t শিশুর অভিভাবকত্ব প্রধানত দুটি-ক্ষেত্রে প্রয়োজন। যেমন-

প্রথমতঃ শরীরের জন্য (হিজানত)

দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির জন্য।

wkï i wnRvb‡Zi AwaKvi t

শিশুর হিজানতের অধিকার প্রথমত অনুক্রমিকভাবে তিন শ্রেণীর উপর। যেমন–

প্রথমত মা । পুত্র শিশুর ৭ বছর এবং কন্যা শিশুর যৌবন অবস্থায় উপনীত না হওয়া অবধি মাই শিশুর হিজানত। তবে মা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে তা বহাল থাকে না। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে সে দায়িত্ব পিতার উপর বর্তায়। শিয়া আইনে হিজানত কাল পুত্রের জন্য ২ ও কন্যার জন্য ৭ বছর পর্যন্ত।

wØZxqZ t gv‡qi AeZgv‡b gwnjv wnRvb‡Zi AwaKvi t

এক শ্রেণীতে রয়েছে;

(১)মায়ের মা যতই উর্ধ্বগামী হোক

(২)পিতার মাতা-যতই উর্দ্ধগামী হোক

(৩)পূর্ণ বোন

(৪)বৈপিত্রেয় বোন

(৫)বৈমাত্রেয় বোন

(৬)পূর্ণ বোনের কন্যা

(৭)বৈপিত্রেয় ভগিনীর কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

(৮)বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা

(৯)ভগিনীর মত একই অনুক্রমানুসারে খালা

(১০) ফুফু।

ZZxqZ t gwnjv RwZi Afv‡e ciæl (wcZK‡j i) wnRvbZ ev ÁwZ t

এক্ষেত্রে যাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে ঃ

(১)পিতা

(২)পিতামহ

(৩)আপন ভাই

(৪)বৈমাত্রেয় ভাই

(৫)আপন ভাইয়ের পুত্র

(৬)বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র

(৭)আপন চাচা

(৮)পিতার বৈমাত্রেয় ভাই

(৯)পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র

(১০) পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র

তবে অবিবাহিত বালিকার সাথে নিষিদ্ধ গায়রে মুহরিম কেউ এ দায়িত্ব পাবে না। নাবালিকা স্ত্রীর হিজানত তার যতদিন সাবালকত্ব অর্জন না করে। উস্তেখ্য, কেউই না থাকলে আদালত অভিভাবক নিয়োগ করবেন।

wØZxqZt m¤úwËi Awf fveK t

শিশু সম্পত্তির অভিভাবক তিন শ্রেণীর। যেমন–

প্রথমতঃ স্বাভাবিক

দ্বিতীয়তঃ কার্যত ও

তৃতীয়তঃ আইনানুগ।

c_gZt ¯vfweK Awf fveK t

(১)পিতা

(২)পিতা সৃষ্ট উইল মূলে নিযুক্ত নির্বাহক

(৩)দাদা

(৪)দাদা সৃষ্ট উইল মূলে নিযুক্ত নির্বাহক।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxqZt KvhZ Awf fveK t

পিতা বা দাদা কর্তৃক উইল মূলে এবং আদালত কর্তৃক কোন অভিভাবক নিযুক্ত না হয়ে থাকলে কার্যত অভিভাবক ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন-

(১)মা

(২)ভাই

(৩)চাচা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

ZZxqZ t AvBbx Awf fveK t

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০-এর বিধান বলে নিযুক্ত হবেন।

KLb gwnjv ÁwZMb wnRvb‡Zi A‡hvM¨ n‡eb t মহিলা জ্ঞাতিগণ নিম্নোক্ত কারণে হিজানতের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন ঃ

(১)যদি তিনি সাবালকের সাথে নিষিদ্ধ ধাপে সম্পর্ক যুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন।

তবে মৃত্যু অথবা তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে; অথবা

(২)বিবাহ অব্যাহত থাকাকালে পিতার আবাসস্থল হতে অন্যত্র বাস করেন; অথবা

(৩)দুর্বিনীত জীবন যাপন করেন; যেখানে তিনি একজন পতিতা;

(৪)শিশু যত্ন গ্রহণে অবহেলা করেন।

সম্পত্তি হস্তান্তর তথা অন্যান্য অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়াবলী ১৮৯০ সালে অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইনে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

gmwjg AvB‡b wkï‡i DËiwaKvi t মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী একজন শিশু তার মৃত পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিস্যা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী। তার কার্যত অভিভাবক এতে কোন তাঞ্চকতা করলেও সে শিশু সাবালকত্ব অর্জনান্তে তা পেয়ে থাকে। শিশুর নামে দান করা যায়। কিন্তু শিশু দান করতে পারে না। আর অজ্ঞাত ব্যক্তিকে হেবা করা যায় না। উত্তরাধিকারযোগ্য কোন সম্পত্তি শিশুর নামে দান করা হলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ সম্মতি দিলে তা পেয়ে থাকে। যদি সম্মতি না দেয় তাহলে পাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq : Bmjv‡g wkïi †gŠwjK AwaKvimgn

4. 1. mšÍvb fwgóKvjxb mg‡q KiYxq

শৈশব সন্তানদের জন্য তাদের জীবনের সৌন্দর্য, আনন্দ, সৌভাগ্য ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ এক চমৎকার অধ্যায়। শিশু হচ্ছে মাতা-পিতার জন্য সৌভাগ্য ও সুসংবাদ। যেমন, যাকারিয়া আ.কে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহইয়া আ.এর জন্মদানের কথা উল্লেখ করে কুর'আনে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "ওহে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের-যার নাম হবে ইয়াহইয়া, ইতোপূর্বে আর কাউকেও এই নামধারী করি নি।"[১]

আল-কুর'আনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের নিকট এলো। তাঁরা বলল সালাম, সেও বলল, সালাম। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস আনল। সে যখন দেখল তাদের হাত ঐগুলোর দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, ভয় করও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইল এবং সে হাসল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।"[২]

'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবী রাফি' রা. হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন ফাতিমা (রা) ইমাম হাসান (রা) কে প্রসব করলেন তখন তিনি তাঁদের দু'জনের কানে কানে সালাতের আযানের মত আযান দেন।"[৩] এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়,

---

১ মহান আল্লাহর বাণী :

يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا.

Avj-KiÛAvb, সূরা মারইয়াম ১৯ : ১-৭।

২ মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ . فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ . وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.

Avj-KiÛAvb, সূরা হূদ ১১ : ৬৯-৭১।

৩. তিরমিযী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৭, হাদীস নং ১৫১৪; আবু দাউদ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৫১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আস্ ড়ম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওজীয়াহ রহ. বলেন : আযান এজন্যই দেয়া হয় যে, একটি সদ্যভূমিষ্ঠ সন্ড়ান দুনিয়ায় এসেই সে তার ইলাহার নাম শুনতে থাকে। আর সারাজীবন যেন সে এনাম জপতে জপতেই চলে যেতে পারে। আর এটি হলো ইসলাম গ্রহণের তাকীদ দেয়ার মত।[৪]

4. 1. 1. mš⁄‡bi g‡L wgwó ‘e¨ †‘qv

নবজাতকের কানে আযান দেবার পর মাতাপিতার একটি দায়িত্ব হলো সন্ড়ানকে তাহনীক করানো। তথা খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেয়া। শিশু সন্ড়ান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর তার মুখে মিষ্টান্ন দ্রব্য দেয়া রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম এর সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আনাস রা. হতে বর্ণিত : আনাস ইব্ন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবূ তালহার একটি ছেলে ছিল অসুস্থ। এমতাবস্থায় আবূ তালহা সফরে গেলেন। সফর থেকে যখন ফিরলেন, জিজ্ঞেস করলেন আমার ছেলের কী অবস্থা? উম্মু সুলাইম রা. বললেন : সে আগের চেয়ে বেশি প্রশান্ড়িতে আসে। উম্মু সুলাইম তারপর তার সামনে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আবূ তালহা রা. রাতের খাবার গ্রহণ করলেন। অতঃপর উম্মু সুলাইমের সাথে সহবাস করলেন। এ কাজ সমাপ্ত হলে উম্মু সুলাইম রা. বললেন : (আমাদের সন্ড়ান মৃত্যু বরণ করেছে তাই) লোকেরা তাকে দাফন করেছে। সকাল হলে আবূ তালহা রা. রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে এ ঘটনা জানালেন। অতঃপর রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম (তার স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আজ কি তোমরা সহবাস করেছো? তিনি বললেন : জী। অতঃপর রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম দু‘আ করলেন : হে আস্ ড়হ্! এদের মধ্যে বরকত দিন। (রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর দু’আর ফজলে সে রাতের মিলনে উম্মু সুলাইম গর্ভবতী হন) অতঃপর উম্মু সুলাইম রা. একটি পুত্র সন্ড়ান জন্ম দেন। তখন আবূ তালহা আমাকে বলেন : একে নিয়ে তুমি রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর কাছে যাও। শিশুটিকে তিনি নবী সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়াম-এর কাছে নিয়ে এলেন আর উম্মু সুলাইম রা. তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠান। (রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর কাছে এলে) তিনি তাকে গ্রহণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার সাথে কি কিছু আছে? সাহাবীরা বললেন : হ্যাঁ। তার সাথে খেজুর আছে। নবী সাস্ ড়াস্ ড়হু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম খেজুর গ্রহণ করলেন এবং তা চিবালেন এবং নিজের মুখ থেকে নিয়ে তা শিশুর মুখে দেন এবং তাহনীক করেন। আর তার নাম রাখেন আব্দুস্ ড়হ্।[৫]

---

৪. ইবনুল কাইয়্যিম, ZndvZj gvIj‘, (কয়রো : মাকতাবা ওবাইদুল্লাহ কূর্দী, তাবি), পৃ ৫৬৭।

৫ মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

4. 1. 2. m›'i bvg ivLv

التسمية শব্দটি تسمى-এর মাসদার। মাদ্দা হলো (سما)। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে سما يسمو سموا অর্থাৎ উর্ধ্বে উঠা। বলা হয় سمت همته إلى معالى الأمور যখন সে ইজ্জত ও মর্যাদা কামনা করে। আর প্রতিটি উর্ধ্বলোকই আকাশ।

আর (الاسم), যা السمو থেকে উদ্গত। অর্থ উচ্চতা, প্রাধান্য। বলা হয় الاسم من الوسم চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য থেকে নাম। আর তা হলো আলামত বা নির্দশন।[৬]

আস-সাহহ অভিধানে বলা হয়েছে سميت فلانازيداوسميه يزيد 'আমি অমুককে যায়েদ নামে অভিহিত করেছি। অর্থাৎ আমি তার অনুরূপ নাম রেখেছি। সুতরাং সে এ নামযুক্ত হয়েছে এবং তুমি বলবে, هذ سمى فلان যখন তার নাম তার নামের অনুরূপ হবে। যেমন তুমি বলবে সে তার কুনিয়াত বা উপনাম। আল্লাহ তা'আলার বাণী– هل تعلم له سميا 'তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে ও জানো'?[৭] অর্থাৎ, এমন নজীর যা তাঁর নামের উপযুক্ত।

ফকীহগণের নিকট التسمية শব্দটি আরো কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– بسم الله বিসমিল্লাহ বলা, নবজাতক বা অন্য কারো নিশানসূচক নাম রাখা, চুক্তিতে বিনিময় নির্ধারণ করা যেমন– মহর, পারিশ্রমিক, মূল্য এবং কোনো নাম দ্বারা অস্পষ্টকে নির্দিষ্ট করা।

عن أنس بن مالك كَانَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ يَشْتَكِى فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِى قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِىَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ .قَالَ نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا .فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَةَ احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِىَ بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-. فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : أَمَعَهُ شَىْءٌ .قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ. فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِى فِى الصَّبِىِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

বুখারী, Avm-mnxn, হাদীস নং-৫০৪৮; মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৯, হাদীস নং ৫৭৩৭।

৬. আল মিসবাহুল মুনীর, মাদ্দা سمو

৭. Avj-KiÔAvb, সূরা মারইয়াম–৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয়ের জন্য নামকরণ সন্ড়ানের জন্মগত অধিকার। এতে সন্ড়ানের বংশপরিচয় এবং পিতামাতার অভিভাবকত্ব পতিষ্ঠিত হয়। এতে সন্ড়ানের অনেকগুলো মৌলিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ড়ানের সুন্দর ও অর্থবোধক এবং ইসলামসম্মত নাম রাখা পিতামাতার উপর কর্তব্য। সন্ড়ানের নামকরণের একটি গুর“ত্ব রয়েছে। কারণ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নাম ধরে ডাকা হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ দারদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাস্ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বলেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামসহ ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের সুন্দর নাম রাখবে।"[৮] ইসলামে এর গুর“ত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এ নামের প্রভাবে সন্ড়ানের পরবর্তী জীবনে স্বভাব-চরিত্র নির্ভর করে থাকে।

4. 1. 3. bvg miKv‡ii †iwRw÷ f³KiY

ইসলামই শুধু সন্ড়ানের নাম রাখার উপর গুর“ত্ব দিয়েছে তা নয়। বরং বিশ্বায়নের এ যুগে এসে জাতিসংঘও এ ব্যাপারে সক্রিয়। তাই জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে:

(১) জন্মের অব্যবহিত পরেই সন্ড়ানের নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করবে এবং এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্ড়র্জাতিক দলীলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

সনদ অনুযায়ী সন্ড়ানের সুরক্ষার অধিকারের জন্য সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে সন্ড়ানের বয়স সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা অপরিহার্য। যদিও বাংলাদেশের জন্ম নিবন্ধন আইন সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা খুবই কম। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিশু জন্ম নিবন্ধনবিহীন থেকে যায়। নিবন্ধন না করানোর

---

৮ মূল হাদীস :

عن أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و بأسماء أبئكم فأحسنوا أسماكم.

আবু দাউদ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং ৪৯৪৮, পৃ. ২৮৭; আবু মুহাম্মদ আদ দারিমী, mbvb Av' 'wigx, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং ২৬৯৪, পৃ. ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সন্তানদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা পুরোপুরি ভোগ করার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।[৯]

উল্লেখ্য যে, বিবাহের ভিত্তিতে জন্ম লাভকারী প্রত্যেক শিশু সন্তানের জন্মেও স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। এতে পিতা-মাতার দাম্পত্য সম্পর্কেও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে এবং পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আইনগত সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১০]

4. 1. 4. gv_vi Pj gÊb Kiv

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, শিশু সন্তানের মাথা মুন্ডন করলে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শক্তিশালী হয় এবং মাথার গঠন সুষম হয়। এর ফলে সন্তানের সকল শক্তির ভারসাম্য ব্রজ হয়। তবে সন্তানের মাথার চুল কিছু অংশ কাটা ও কিছু অংশ রাখা কিংবা মাঝখান থেকে কাটা, বা চারদিক দিয়ে কাটা এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১১]

উল্লেখ্য যে, সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্মের সপ্তম দিন পর মাথার চুল মুন্ডন করা সুন্নাত। হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সামূরাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নবজাত শিশু তার আকীকার নিকট বন্দি, তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে তার নামে পশু জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথার চুল মুন্ডন করতে হবে।”[১২]

4. 1. 5. AvKxKvn Kiv

প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর (রহ.) বলেন : আকীকার সন্তানের স্বীকৃতি প্রচার হতে পারে। কেননা বংশ পরিচয় প্রচার একটি জরুরী বিষয়। যাতে করে কেউ এ ব্যাপারে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত কথা না বলতে পারে।[১৩]

---

৯ ইউনিসেফ বাংলাদেশ, evsjv‡‘‡ki wkï I Zv‡‘i AwaKvi, evsjv‡‘‡ki cv_wgK cwZ‡e‘‡bi Dci wkï AwaKvi KwgwUi mgvcbx ch‡eÿY, জুন-১৯৯৭, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৫৩।

১০ wewae× Bmjvgx AvBb, ধারা-১৩১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৫।

১১ ইবনে কইয়্যিম, ZndvZj gvIj‘, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮।

১২ মূল হাদীস :

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى.

ইবনে মাজাহ, mbvb Beb gvRvn, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৫৬, হাদীস নং ৩১৬৫।

১৩ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, û¾vZjøwnj ewjMvn, দিল্লী, তাবি, ১ম খণ্ড, পৃ ৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আকীকারক্ষেত্রে ছেলে হলে দুটি ছাগল আর মেয়ে সন্ড়ান হলে একটি ছাগল যবেহ করার নিয়ম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুস্ড় াহ সাস্ড় ড়স্ড় ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ড় ড়ম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন ছেলে-সন্ড় ানের জন্য দুটো ছাগল আর মেয়েসন্ড়ানের জন্য একটি ছাগল আকীকা করি।[১৪]

4. 1. 6. LvZbv (gmjgvbx) Kiv

সন্ড়ানের খাতনা করানো তার একটি মৌলিক অধিকার। এটি পিতা-মাতার উপর একটি গুর"ত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটি সকল নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুস্ড় ড়হ সাস্ড় ড়স্ড় ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ড় ড়ম বলেন, "পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে গণ্য- খাতনা করা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা, বগলের চুল উঠানো, মোচ কাটা এবং নখ কাটা।"[১৫]

খাতনার গুর"ত্ব সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে : যুহরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাস্ড় ড়স্ড় ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ড় ড়ম বলেছেন : কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে যেন অবশ্যই খতনা করিয়ে নেয়, যদিও সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।[১৬]

---

১৪ মূল হাদীস :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

আহমদ, gmbv' Avng', প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং ৬৭৩৭।

১৫ মূল হাদীস :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَ اِلاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

নাসায়ী, mbvb Avb bvmvqx, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫, হাদীস নং ১১ ।

১৬ মূল হাদীস :

عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا.

আহমদ বিন আলী বিন হাযার আবুল ফাদল আল আসকলানী, ZvjLxmj ûevBi, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৯৬৪, খণ্ড-৪, পৃ. ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

4. 2. e‡Ki ‘a LvIqv‡bv

প্রকৃতিগত কারণেই মা সন্ড়ান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শিশুকে দুধপান করিয়ে থাকেন। এটা একটা সর্বজনীন নিয়ম ও প্রথা। এটা মায়ের উপর প্রিয় সন্ড়ানের অধিকার। আবারও মাতৃত্বের দাবি যে তিনি তার সন্ড়ানকে দুধ পান করাবেন। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থের ঘোষণা : “আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে, এরপর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে।”[১৭] অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, “আমি মুসার মাকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলাম, তাকে দুধপান করাও।”[১৮]

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো সমাজেরও একটি সুপরিচিত নিয়ম। অপর দিকে মা নিজের সন্ড়ানকে দুধ খাওয়ানো প্রাকৃতিক ও সহজাত দায়িত্ব মনে করেন। নিজের পেটে সন্ড়ানকে ধারণ, জন্মদান এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য নিজের দুধ খাওয়ানো প্রত্যেক মায়েরই স্বভাবজাত বৃত্তি। এ প্রসঙ্গে আল-কুর’আনে বলা হয়েছে : “তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্ড়সত্ত্বা থেকে শুর“ করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ড় ত্রিশ মাস লেগে গেছে।”[১৯]

আস্ ড়াহ্ তা‘আলা আরো বলেন : “সন্ড়ানের পিতার দায়িত্ব হল ন্যায়ভাবে স্ড়ন্যদানকারীর খোর-পোষের ব্যবস্থা করা, কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট প্রদান করা যাবে না। না মাকে তার সন্ড়ানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে, না পিতাকে তার সন্ড়ানের জন্য কষ্ট প্রদান করা যাবে। অভিভাবকেরও অনুরূপ দায়িত্ব। তেমনিভাবে ধাত্রী দ্বারা দুধপান করালে তোমরা ন্যায়ভাবে যা দেওয়া সাব্যস্ড় করেছ, তা দিয়ে সম্মত করে দাও, তাহলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই।”[২০]

---

১৭ মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

Avj-KiÛAvb, সূরা লূকমান ৩১ : ১৪।

১৮ আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী :

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.

Avj-KiÛAvb, সূরা আল্ কাসাস ২৮ : ৭

১৯ মহান আল্লাহর বাণী :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

Avj-KiÛAvb, সূরা আল্ আহক্বফ ৪৬ : ১৫।

২০ মহান আল্লাহ্ বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

যদিকোন মা অসুস্থ বা দুর্বল হয় আর তার যদি দুধপান করালে শারিরীক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার তা হলে দুধ না খাওয়ানোরও বিধান রয়েছে কিন্তু কোন বাস্তব অসুবিধা এবং প্রয়োজন ছাড়া শুধু ট্রেডিশন তথা ফ্যাশনের কারণে দুধ না খাওয়ানো সন্তানের অধিকার নষ্ট করার শামিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عن أبو امامة الباهلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا انا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي ... ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء اللاتى يمنعن اولادهن ألبانهن ...وسلم تسليما كثيرا.

আবূ উমামাহ আল-বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক রাত্রে তথা মিরাজের রাত্রে দুজন লোক আসলো) ... অতঃপর আমাকে আরও সামনে নিয়ে যাওয়া হল। এ সময় কতিপয় মহিলাকে দেখলাম, যাদের বুকের ছাতি সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন মহিলা? বলা হল, তারা সে সব মহিলা-যারা নিজের শিশুকে নিজের দুধপান করাত না।”[২১]

4. 2. 1. ¯b¨‘vb cwiwPwZ

আভিধানিকভাবে الرضا শব্দের ‘রা’ যের ও যবর উভয়ভাবে পড়া যায়। এটি মাসদার। যেমন– رضع أمه (যের বা যবর যোগে), সে তার মায়ের স্তন্যপান করেছে। অর্থাৎ সে তার স্তন্য অথবা ওলান চুষেছে ও তার দুধপান করেছে। যিনি তার সন্তানকে স্তন্যদান করেন তিনি দুধমাতা (مرضعة), আর ঐ সন্তান হলো, দুগ্ধপায়ী (رضيع)।

পরিভাষায় স্তন্যদান হলো, নারীর দুধ অথবা তার স্তন্যজাত কোনো কিছু কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে শিশুর পেটে পৌঁছা।[২২]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

Avj-KiÛAvb, সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৩৩।

[২১] সুলাইমান ইব্ন আহমদ ইব্ন আয়্যুব আবুল কাসিম আত্ তবারানি, Avj gÛRvgj Kwei, (মওসূল : মাকতাবুল ‘উলুমি ওয়াল হুকমি ১৯৮৩ খ্রি.), প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং ৭৬৬৬।

[২২]. আল মিসবাহ ও ইবনে আবেদীন, মু‘জামুল ওসীত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৩।

Dhaka University Institutional Repository

4. 2. 2. ¯b¨‘vb ˆeaZvi ‘ jxj

এটি বৈধ হওয়ার মূল হলো আস্ ড়হ তা‘য়ালার বাণী : ‘জননীগণ তাদের সন্ড়নদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্ড়ন্যদান করবে’।[২৩]

তিনি আরো বলেন : ‘যদি তারা তোমাদের সন্ড়নদেরকে স্ড়ন্যদান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে’।[২৪]

ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী দুধপানের বয়স এবং এর চাহিদা থাকা পর্যন্ড় শিশুকে দুধ পান করানো ওয়াজিব।[২৫]

কার ওপর একটি ওয়াজিব তা নিয়ে তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন। শাফেই ও হাম্বলীগণ বলেন, নিজ সন্ড়নকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো পিতার ওপর ওয়াজিব, মাতার ওপর তা ওয়াজিব নয়। স্বামী তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না, সে নীচু কিংবা অভিজাত যাই হোক এবং সে সন্ড়নের পিতার বন্ধনে থাকুক কিংবা তার থেকে মুক্ত (তালাকপ্রাপ্তা) থাকুক।তবে পিতা সন্ড়নকে দুধ পান করানোর জন্য সে ব্যতীত অন্য কাউকে না পেলে অথবা শিশু অন্য কারো দুধ গ্রহণ না করলে অথবা পিতা বা শিশুর সম্পদ না থাকার কারণে সে নির্দিষ্ট হলে এমতাবস্থায় স্ড়ন্যদান ওয়াজিব। কিন্তু শাফেঈগণ বলেন, অন্য কাউকে পাওয়া গেলেও শিশুকে শালদুধ (Colostrum) পান করানো মাতার ওপর ওয়াজিব। শালদুধ হলো সন্ড়ন প্রসবের পর শিশুরা এর মুখাপ্রেক্ষী। এর সময়কাল জানার বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের সাথে সংশিণ্টষ্ট।[২৬]

হানাফীগণ বলেন, এ বিষয়টি মাতার ওপর ধার্মিকতার দিক থেকে ওয়াজিব, বিচারের ভিত্তিতে নয়।[২৭]

ইবনে কুদামা বলেন, মাতাকে স্ড়ন্যদানে বাধ্য করার বিষয়টি কয়েকটি সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। হয় সন্ড়নের অধিকারের জন্য অথবা স্বামীর অধিকারের জন্য অথবা উভয়ের অধিকারের জন্য বাধ্য করা

---

২৩. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

الوالرات ير ضعن لآولادهن حولين كاملين .

Avj-KiÛAvb, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৩

২৪. আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن - Avj-KiÛAvb, সূরা তালাক, আয়াত : ৬

২৫. ইবনে আবেদীন, nwkqvZZ ‘vmKx, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২৫।

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে স্বামীর অধিকারের নামে এরূপ করা জায়েয নেই। কেননা, স্বামী তার অন্যস্ত্রীর সন্ড়ানকে স্ড়ন্যদান করতে এবং এ সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে নিজেকে সেবা করার জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার রাখে না। সন্ড়ানের অধিকার বিবেচনায় ও তা করা যাবে না। কেননা এটি যদি সন্ড়ানের অধিকার হতো তাহলে বিচ্ছেদের পরও তা আবশ্যক হতো। অথচ এরূপ কথা কেউ বলেননি। এছাড়াও যেহেতু সন্ড়ানকে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা পিতার ওপর আবশ্যক, তাই ভরণপোষণ অথবা বিচ্ছেদ পরবর্তী বিষয়ও নির্দিষ্টভাবে পিতার সাথে সংশিণ্টষ্ট তাদের উভয়ের জন্যও এরূপ করা জায়েয নেই। কেননা সামঞ্জস্যহীন দুটি বিষয়ের বিধান পরস্পরের সাথে একীভূত করা যায় না। এছাড়াও যদি তা উভয়ের অধিকার হতো তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও সে বিধান সাব্যস্ড় হতো। আর আল্ড়াহ তা'য়ালার বাণী– 'মাতাগণ তাদের সন্ড়ানদেরকে স্ড়ন্যপান করাবে।'[২৮] সমঝোতা ও পারস্পরিক নমনীয় অবস্থারক্ষেত্রে বিধেয়।

¯b¨'v‡bi †•‡Î gvZvi AwaKvi

৫. মাতা তার সন্ড়ানকে স্ড়ন্যদান করতে চাইলে তাকে সুযোগ দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। জমহুরের মতে, এক্ষেত্রে সে তালাকপ্রাপ্তা কিংবা পিতার (বিবাহ) বন্ধনে যাই থাকুক। কেননা আল্ড়াহর বাণী– لاتضار والدة بولدها 'কোন জননীকে তার সন্ড়ানের জন্য কষ্ট দেওয়া হবে না।'[২৯]

সন্ড়ানকে স্ড়ন্যদান করা হতে তাকে বাঁধা দেওয়া তার জন্য কষ্টদায়ক। কেননা তিনি সন্ড়ানের ব্যাপারে অধিক সহানুভূতিশীল ও স্নেহময়ী। এছাড়া তার দুধ সন্ড়ানের জন্য অধিক স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী। শাফেঈদের মতে, স্বামী চাইলে তাকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে সন্ড়ান স্বামীর নিজ ঔরসজাত বা অন্য কারো হোক না কেন। অনুরূপ অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়ারক্ষেত্রেও সে তাকে বাঁধা দিতে পারে।

4. 2. 3. ¯b¨'v‡bi gRyi Mn‡Y gvZvi AwaKvi

এ প্রসঙ্গে হানাফীগণ বলেন, যদি সে পিতার বন্ধনে অথবা ইদ্দত পালনরত থাকে তাহলে মজুরি দাবি করতে পারবে না। কেননা পিতার ওপর তার জীবিকা প্রদান ওয়াজিব করার মাধ্যমে স্ড়ন্যদান করাকে আল্ড়াহ তার ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যেমন আল্ড়াহর বাণী : 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।'[৩০]

---

২৮. Avj-KziÕAvb, সূরা বাকারা : ২৩৩।

২৯. Avj-KziÕAvb, সূরা বাকারা : ২৩৩।

৩০. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় বা ইদ্দতপালন কালীন জীবিকাই মজুরির মূলবর্তী। তবে মাতা তার বন্ধনে বা ইদ্দত পালনরত না থাকলে মজুরি জীবিকার স্থলাভিষিক্ত হবে। কেননা পিতার প্রশু থেকে ভরণপোষণ না থাকা সত্ত্বেও তালাকে বায়েন বা অপ্রত্যাহার্য তালাক প্রাপ্তার ওপর বিনামূল্যে স্ড়ন্যদান বাধ্যতামূলক করা তার জন্য কষ্টকর। ফলে বিচ্ছেদের পর স্ড়ন্যদানের বিনিময়ে মজুরিগ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। আস্ ড়াহ বলেন : 'কোন জননীকে তার সন্ড়ানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ড় করা হবে না'।[৩১]

যদি মাতা প্রচলিত মজুরির চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করেন এবং পিতা দুধ পান করানোর জন্য বিনামূল্যে বা প্রচলিত মূল্যে অন্য কাউকে পেয়ে যায় তাহলে সন্ড়ানকে তার কাছ থেকে কেড়ে আনা পিতার জন্য বৈধ। কেননা সে অতিরিক্ত দাবি করায় তার অধিকার রহিত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আস্ ড়াহর বাণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ড় হবে–

'তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তবে অন্য নারী তার পক্ষে স্ড়ন্যদান করবে'।[৩২]

যদি পিতা দুধ পান করানোর জন্য মাতার দাবিকৃত পরিমাণের চেয়ে কম না পায় তবে তার স্ড়ন্যদানের অধিকার রহিত হবে না। কেননা মজুরির ক্ষেত্রে সে অন্যান্যদের সমতুল্য হওয়ায় তার অধিকার বেশি। তাদের প্রত্যেকেই একই পরিমাণ মজুরি দাবি করলেও অনুরূপ বিধান।

মালেকীগণ বলেন, যদি মাতার সমপর্যায়ের নারীগণের মধ্যে স্ড়ন্যদানের প্রচলন থাকে এবং সে পিতার বন্ধনে থাকে তাহলে স্ড়ন্যদানের বিনিময়ে মজুরি দাবি করতে পারবে না। কেননা এটি তার ওপর শরীয়ত ওয়াজিব করেছে। অন্যদিকে যে অভিজাত মাতার সমপর্যায়ের নারীগণের মধ্যে স্ড়ন্যদানের প্রচলন নেই এবং যে পিতা থেকে মুক্ত তালাক প্রাপ্তা সে মজুরি দাবি করতে পারবে। যদিও সে স্ড়ন্যদানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় অথবা পিতা বিনামূল্যে দুধ পান করানোর জন্য অন্য কাউকে পেয়ে যায়।

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

Avj-KiÕAvb, সূরা বাকারা : ২৩৩।

[৩১]. Avj-KiÕAvb, সূরা বাকারা : ২৩৩।

[৩২]. মহান আল্লাহ্ বলেন : - وان تعاسر ثم فترضتع له أخرى Avj-KiÕAvb, সূরা তালাক : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

4. 2. 4. gvnivgKvix ¯b¨'vb I gvnivg nIqvi 'wjj

মাহরাম সাব্যস্ড়কারী স্ড়ন্যদানেরএক্সেত্রে তিনটি ভিত্তি (র্ক্ন) রয়েছে।

১. স্ড়ন্যদানকারিনী : المرضع

২. দুগ্ধপায়ী : الرضيع

৩. দুধ : اللبن

স্ড়ন্যদানকারিগণ মুহাররিম (বিবাহ নিষিদ্ধকারী) হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

নারী হওয়া সুতরাং দূর্লভ ও শিশুর খাদ্য হিসেবে উপযোগীতা না থাকায় পুর্ষের দুধ দ্বারা মাহরাম সাব্যস্ড় হবে না। পশুর দুধ দ্বারাও তা হবে না। দুটি শিশু কোনো পশুর দুধ পান করলে তারা সম্পর্কে ভাই হবে না। কারণ ভাতৃত্ব সম্পর্ক মাতৃত্ব সম্পর্কের শাখা। আর এরূপ স্ড়ন্যপানের মাধ্যমে মাতৃত্বই যেখানে প্রমাণ হয় না, ভাতৃত্ব তো দুরের্ কথা।

হানাফী ও শাফেঈগণ এজন্য তার মধ্যে জন্মদানের সম্ভাব্যতা থাকার শর্ত দিয়েছেন। অর্থাৎ, মসিকের বয়স তথা নয় বছর হওয়া। নয় বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ছোট মেয়ের স্ড়ন প্রকাশিত হলেও মাহরাম সাব্যস্ড় হবে না। তবে কেউ এই বয়সে পৌঁছার পর মাসিকের মাধ্যমে বালেগ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও বালেগ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তার মধ্যে সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। স্ড়ন্যদান নসবের অনুবর্তী হওয়ায় এক্সেত্রে সম্ভাবনাই যথেষ্ট। মালেকীগণ এই শর্ত আরোপ করেননি। তাই তাদের মতে, সহবাসের অনুপযোগী ছোট মেয়ের দুধ ও মুহাররিম বা নিষিদ্ধকারী হতে পারে।

4. 2. 5. gZ bvixi 'a Øviv wb‡lavÁv mve¨¯— nIqv

জমহুরের মতে, জীবিতের দুধের মতো মৃত নারীর দুধ দ্বারাও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হয়। কেননা এমন অবস্থায় স্ড়ন্যপান করা হয়েছে যখন তার গোসত অবিকল এবং তার অস্থি থেকে কিছু উত্থিত হয়। তাই সে জীবিত থাকার মতোই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হয়েছে।এ কারণেও যে, জীবন্ড় ও নাপাকি ছাড়া জীবিতাবস্থায় স্ড়ন্যপান ও মৃত অবস্থায় স্ড়ন্যপানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এর কোনো প্রভাব নেই। কারণ দুধ কখনো মরে না। আর এক্সেত্রে নাজাসাতেরও কোনো প্রভাব নেই, যেমন কেউ নাপাক পাত্রে দুধ দোহন করলো। অনুরূপ কেউ তার জীবিতাবস্থায় দুধ দোহন করে মৃত্যুর পর পান করলেও সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হবে। কেননা মৃত অবস্থায় তার দুধ পাত্রে বিকৃত হয় না।

শাফেঈগণ বলেন, দুধ আলাদা হওয়ার সময় স্ড়ন্যদানকারিনী স্ড্রির জীবিত থাকা শর্ত। তাই মৃতের দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হবে না, যেমন তার সাথে সহবাস করলে বৈজ্ঞানিক সূত্রে আত্মীয়তা প্রমাণীত হয় না। কেননা সে জীবজন্তুর ন্যায় হালাল হারামের ঊর্ধ্বে নিছক মৃতদেহ। তবে তার জীবিতাবস্থায় দুধ আলাদা করে রাখলে এবং তার মৃত্যুর পর শিশু পান করলে সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হবে।

Dhaka University Institutional Repository

4. 2. 6. ¯b¨‘v‡bi Rb¨ Av‡M MfeZx nIqv

নারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হওয়ার জন্য ইতঃপূর্বে গর্ভবতী হওয়া শর্ত নয়। এটি হাম্বলী মাযহাবেরও একটি মত। সূতরাং সহবাস করেনি এবং গর্ভধারণ করেনি এমন কুমারীর দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হবে। আস্ ড়হর বাণী ব্যাপকতা :

وأمها تكم الاتى ارضعنكم ‘এবং তোমাদের দুধমাতাগণ’।[৩৩] কেননা এটি নারীর দুধ, তাই নিষেধাজ্ঞা যুক্ত হয়েছে। ইমাম আহমদ থেকে উদ্ধৃত আছে, কুমারী মেয়ের দুধ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হয় না। কেননা এটি বিরল এবং খাদ্য হিসেবে সাধারণত অভিজ্ঞতালব্দ নয়। এই মতের ভিত্তিতেই তার মাযহাব।[৩৪]

এজেত্রে শর্ত হচ্ছে, দুধ স্ড়ন থেকে চুমুক দিয়ে অথবা গলায় ঢোক গিলে অথবা নাকে টেনে শিশুর পেটে পৌঁছা। দুধ খাঁটি বা দুধের ওপ প্রাধান্যলাভ করেনি এমন তরল দ্রব্য দ্বারা মিশ্রিত হোক না কেন। অর্থাৎ দুধের আধিক্য থাকবে এবং তার গুন-বৈশিষ্ট্য অটুট থাকবে।

মিশ্রিত দ্রব্য অপবিত্র যেমন মদ বা পবিত্র যেমন পানি ও ছাগলের দুধের মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই।[৩৫]

আর মিশ্রনে দুধের পরিমাণ কম হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী ও মালেকীদের মতে, দুধের ভাগ কম হলে নিষেধাজ্ঞায় তার ভূমিকা থাকবে না। কারণ বিধান হয় অধিকাংশের ভিত্তিতে। এছাড়াও অন্য জিনিসের আধিক্য থাকায় দুধ নামটিই বিলীন হয়ে গিয়েছে।[৩৬]

শাফেঈগণের মতে, দুধের আধিক্য না থাকলেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হবে, যেমন দুধের কোনো বৈশিষ্ট্যই বাকী থাকলো না। তবে শর্ত হলো, শিশু পুরো দুধটুকুই পান করতে হবে বা আংশিক পান করলে নিশ্চিত হওয়া যে, দুধ পেটে প্রবেশ করেছে ও সামান্যই বাকী রয়েছে এবং দুধের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া।[৩৭]

হাম্বলীগণ বলেন, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ড় হওয়ার এজেত্রে মিশ্রিত দুধ খাঁটি দুধের মতোই। মিশ্রিত হলো যেখানে অন্য কিছু মিশানো হয়েছে এবং খাঁটি হলো যা অবিমিশ্র। খাদ্য, পানীয় বা অন্যকিছুর সাথে মিশ্রন হোক বা দুধের প্রাধান্য কম বেশি হোক সবই সমান।

---

[৩৩]. Avj-Kiû Avb, সূরা আন নিসা, আয়াত : ২৩।

[৩৪]. Kvkkvdj wKbv, খ. ৫, পৃ. ৪৪৪।

[৩৫]. ev‘v‡qDm mvbvC, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮।

[৩৬]. kviûh hviKvbx, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩৯।

[৩৭]. ivI ‘vZZ Zv‡jexb, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

4. 2. 7. K¨v‡d‡ii ¯b¨ cvb

যদি কোনো মুসলমান কাফের জিম্মির নিষিদ্ধকারী স্ড়ন্যপান করেতাহলে মুসলিম নারীর মতোই তার জন্য স্ড়ন্যদানকারিনীর কন্যাসহ সব উসূল ও ফুর“‘ হারাম হয়ে যাবে। কেননা এ সংক্রান্ড় নসসমূহ মুসলমান ও কাফের নারীর মধ্যে পার্থক্য করেনি। মালেকী ও হাম্বলীগণ এ বিষয়ে স্পষ্ট মত দিয়েছেন এবং অন্যান্য মাযহাবের মূলনীতি এতে অমত করেনি।[৩৮]

আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, পাপিষ্ঠ ও মুশরিক নারীর দুধ দ্বারা স্ড়ন্যপান করানো অপছন্দনীয়। কেননা এটি দুগ্ধপায়ীকে স্ড়ন্যদান কারিনীর পাপ কাজে নিয়ে যেতে পারে এবং এতে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। আর মুশরিকার স্ড়ন্যদানের ফলে শিরক থাকা সত্ত্বেও সে মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। তাই দুগ্ধপায়ী কখনো কখনো তার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এবং তার ধর্মকে পছন্দ করতে পারে।

ওমর ইবনে খাত্তাব ও ওমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, ‘দুধের কারণে সাদৃশ্য হয়।

সুতরাং ইহুদী, খ্রিস্টান ও ব্যভিচারী নারীর স্ড়ন্যপান করাবে না। বোকার স্ড়ন্যপান এজন্য অপছন্দ করা হয় যে, শিশুও তার মতো বোকা হতে পারে’।

4. 3. mô fv‡e Rxeb-hvc‡bi e¨e¯v Kiv

ইসলামপূর্ব যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ড়ান হত্যার প্রচলন ছিল। রোমে এর প্রচলন ছিল বেশি। প্রকাশ্যভাবে সন্ড়ানকে হত্যা করা হত। এর কোন বিচার হতো না। জাহিলিয়াতের যুগের পিতামাতাদের পুত্র ও কন্যাসন্ড়ান উভয়কেই হত্যার প্রচলন ছিল। যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ড় ও পথভ্রষ্ট মানুষ তাদের সন্ড়ানদেরকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার মানসে বলিদান করার প্রথা চালু করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আস্ ড়াহ্ তা‘আলা বলেন : “অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে তারা, যারা কোন জ্ঞান ব্যতীত নির্বোধের ন্যায় তাদের সন্ড়ানদেরকে হত্যা করেছে এবং আস্ ড়াহ যেসব জীবিকা প্রদান করেছেন তা হারাম করে নিয়েছে এবং আস্ ড়াহ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে। নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা হিদায়াতের পথে নেই।”[৩৯]

---

৩৮. Avj gMbx, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৫৬২-৫৬৩।

৩৯. মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

Avj-Kyi&Avb, সূরা আন‘আম ৬ : ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক আয়াতে আস্ ড়হ্ তা'আলা বলেন : "দারিদ্রতার কারণে তোমরা তোমাদের সন্ড়নদের হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।"[৪০]

প্রথম অসিয়তে আস্ ড়হ নিজের অধিকারের কথা বললেন। দ্বিতীয় অসিয়তে আস্ ড়হ মাতা-পিতার অধিকারের কথা বললেন। তৃতীয় অসিয়তে আস্ ড়হ তা'আলা সন্ড়নের অধিকারের কথা বলছেন। মাতা পিতা ও সন্ড়ন বাদ দিলে মানুষের পারিবারিক জীবন বলতে আর কি থাকে? ইসলামে পরিবারকে এভাবেই গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজ জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান ধাপ হল পরিবার। পরিবার ব্যতীত মানুষ মানুষে পরিণত হতে পারে না। দারিদ্র্যর ভয়ে সন্ড়ন হত্যা করাকে আল-কুরআনের একাধিক স্থানে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের কাজের নিন্দা করা হয়েছে প্রচ"ভাবে। যেমন : "তোমাদের সন্ড়নদের দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করবে না। তাদেরকে আমিই রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[৪১]

সন্ড়ন-সন্ড়ুদি, স্ত্রী পরিজন আস্ ড়হর নেআমাতসমূহের মধ্যে একটি বিরাট নেআমাত। আস্ ড়হ তা'আলা বলেন :"আর আস্ ড়হ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের জন্য সন্ড়ন-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং তারা আস্ ড়হর নেআমাত অস্বীকার করবে?"[৪২]

মাতা পিতা, স্ত্রী, সন্ড়নাদি, নাতী-নাতনী নিয়ে সংসার ও পরিবার যে আস্ ড়হ তা'আলার কত বড় দান, কত বিশাল নেআমাত তা ঐ ব্যক্তি কিছুটা অনুধাবন করেছে যার এগুলো ছিল এখন নেই। কিংবা এখন আছে কিন্তু থেকেও নেই। তাই সন্ড়ন হত্যা করা একজন মানুষ হত্যা করার অপরাধ

---

৪০. মহান আল্লাহর বাণী :

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

Avj-KiÛAvb, সূরা আল-আন'আম : ১৫১।

৪১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا .

Avj-KiÛAvb, সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১।

৪২. মহান আল্লাহর বাণী :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ .

Avj-KiÛAvb, সূরা আন-নাহল, আয়াত ৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

তো বটেই, সাথে সাথে আস্ ড়্রহর এ বিশাল নেআমাতকে প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে অপরাধী হবে।

4. 4. mô wPËwe‡bv`‡bi e¨e¯v Kiv

শিশুর অন্ড়করণে আনন্দ সঞ্চার করা বা তার চিত্তবিনোদন নিঃসন্দেহে মুখ্য প্রতিপাদ্য। আর অর্থবহ খেলাধুলা হলো এর অন্যতম উপাদান। কিন্তু শুধুমাত্র বিনোদন ও আনন্দদানের মধ্যে খেলাধুলার ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। বরং খেলাধুলার অসংখ্য শ্রিক্ষমূলক উদ্দেশ্যও রয়েছে যা অনেক দিক থেকে একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তার দেহ সুগঠিত করে, চিন্ড়ার বিকাশ ঘটায়, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে এবং সামাজিক কর্মসম্পাদনে অভ্যস্ড় করে তোলে। সর্বোপরি তাকে কষ্টসহিষ্ণু হতে ও কতগুলো বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শিখায়।

পূর্বেকার মুসলমানরা যখন তাদের সন্ড়ানদের রোজায় অভ্যস্ড় করতে সংকল্প করতেন তখন এই খেলাধুলার সাহায্যেই তাদের সন্ড়ানদের ক্ষুধা-পিপাসায় ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ড় করে থাকতেন। রাবি' বিনতে মুআ'ওয়াজ রা. বলেন, 'রাসূলুস্ ড়্রহ সাস্ ড়্রস্ ড়্রহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়্রম আশুরা'র দিন সকাল বেলা আনসারদের এলাকায় এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন- 'যে সকালে কিছু খেয়েছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময় না খায়, আর যে সকালে কিছু খায়নি সে যেন রোজা রাখে।' এরপর থেকে আমরা রোজা রেখেছিলাম এবং আমাদের সন্ড়ানদিগকেও রোজা রাখিয়েছিলাম। তাদের জন্যে সুতোর তৈরী পুতুল খেলনা রেখে দিতাম। যখন কেউ খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতো তখন তাদেরকে এটা দিতাম। এমনি করে ইফতারীর সময় হয়ে যেত।'

অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'তাদের জন্য সুতো দিয়ে খেলনা তৈরী করতাম এবং সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। যখনই তারা আমাদের নিকট খাবার চাইতো তখনই ঐ খেলনাটা তাদেরকে দিয়ে দিতাম, এর মাধ্যমে তাদেরকে ব্যস্ড় রাখতাম। এভাবে রোজা পূর্ণ হয়ে যেত।'

ছেলেদের অনুকরণে এমনিভাবে তারা খেলাধুলার সাহায্যে মেয়েদেরকেও শ্রিক্ষ দিয়ে থাকতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, 'রাসূলুস্ ড়্রহ সাস্ ড়্রস্ ড়্রহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়্রম আমার নিকট আসলেন যখন আমি খেলনা নিয়ে খেলা করছিলাম। অতঃপর তিনি পর্দা উঠালেন এবং বললেন- 'হে আয়েশা রা., এটা কি? আমি বললাম, হে আস্ ড়্রহর রাসূল সাস্ ড়্রস্ ড়্রহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়্রম, এটা খেল না।'

ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এ হাদীস থেকে মেয়েদের জন্য ছবি আঁকা ও পুতুল জাতীয় খেলনার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু মেয়েদের তা দিয়ে খেলার জন্য এটার অনুমতি আছে। এটা ছবি

Dhaka University Institutional Repository

তোলার ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।' কাজী ইয়াজের রহ. এটাই অভিমত। এই মত তিনি জমহুর থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা শৈশব থেকেই সন্তান প্রতিপালন ও গৃহস্থালী কাজকর্ম প্রশিক্ষা দেয়ার জন্য মেয়েদের নিকট পুতুল বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।'

সালাফে সালেহীন কিন্তু ছেলেদের খেলাধুলাকে খাটো করে দেখেননি। কাজেই তারা ছেলেদের খেলাধুলায় বাধা দিতেন না। বরং যারা নিষেধ করতেন তাদেরকে বাধা দিতেন। হাসান রা. থেকে বর্ণিত, 'তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছেন যখন শিশুরা তাঁর ছাদের ওপর খেলা করছিল। তখন তার সঙ্গে তাঁর ছেলে আব্দুস সালাহ ও ছিল, সে তাদেরকে নিষেধ করল। এটা দেখে হাসান রা. তাকে বললেন, 'ওদেরকে খেলতে দাও! খেলা-ধূলাই ওদের বিনোদন।'

বরং রাসূলুস সালাহ সাস সালাস ওয়া সাস সালাম খেলা-ধুলারত শিশুদের কাছে যেতেন, তাদেরকে সালাম করতেন। তাদের নিষেধ করতেন না। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুস সালাহ সাস সালাস আলাইহি ওয়া সাস সালাম খেলাধুলারত বালকদের নিকট আসলেন। অত:পর তাদেরকে সালাম করলেন।'[৪৩]

এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো, যে সকল খেলাধুলা ইসলামী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব অথবা তার কোন শাখাকে অকার্যকর কিংবা দুর্বল করে দিতে সক্ষম, ঐ জাতীয় খেলাধুলা কখনোই চর্চা কিংবা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। তা যত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হোক না কেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর শারীরিক নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখা নেহায়েত প্রয়োজন। এমনিভাবে সময় অপচয় না করে সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া, শিশুর দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের ওপর যেন প্রভাব না পড়ে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

কম্পিউটার গেম্স খেলার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তা শিশুর সিংহভাগ সময় খেয়ে ফেলে। মনিটরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শিশু স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। এবং শিশু বয়সে তার মেরুদন্ড বেঁকে যেতে পারে। এ বয়োঃস্তরে যে শিশুসুলভ চঞ্চলতা একান্ত কাম্য ছিল তাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। উপরন্তু অনেক গেমস শরিয়ত বিরোধী বিশ্বাস, আচার, সংস্কৃতি ও চরিত্রে ভরা।

শিশুর সময়ের প্রতি অভিভাবককে যত্নবান হতে হবে যেন অকারণে সময় নষ্ট না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে শিশুকে সকল প্রকার খেলাধুলা-যা মনকে সতেজ ও অন্তরকে প্রশান্তি দেয়া থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। খেলাধুলার আয়োজন যদি এ প্রক্রিয়ায় হয় তবে তা অহেতুক সময় অপচয়ের পর্যায় পড়বে না। বরং তা সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়ারই নামান্তর। কারণ তা অন্তরকে সুসংহত করে ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়। আর সে কারণেই রাসূলুস সালাহ সাস সালাস আলাইহি

[৪৩] .মুসলিম, Avm-mnxn, হাদীস নং-৪৫৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ওয়া সাস্ ড়ম যখন শিশুদেরকে খেলতে দেখতেন তখন এ ধরনের খেলাধুলা থেকে তাদেরকে নিষেধ করতেন না। যেহেতু এর থেকে নিষেধ করলে অন্ড়রের প্রফুস্ ড়তা ও সতেজতায় একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে।

4. 5. gvbwmK I kvixwiK m¯Zvi cwZ mhZ _vKv

ইসলাম সন্ড়নদের চিকিৎসার ব্যাপারে এবং রোগের হাত থেকে বাঁচার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন থেকে সতর্ক করে দেয় এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোন রকম দীনতা, হীনতা ও দুর্বলতা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করতে না পারে। কোন ভাবেই যেন তাকে বোঝা হয়ে থাকতে না হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আস্ ড়হ্ তা'আলা বলেন : "তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।"[৪৪]

সন্ড়নে সুস্থ্য জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ্য পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, রাস্ড়ঘাট ইত্যাদি আমাদের সেই পরিবেশের অংশ। তাই বসতবাড়ি, রাস্ড়ঘাট, মাঠ, বন-বনানী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি আবর্জনা মুক্ত রাখা একান্ড়প্রয়োজন। পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে :রাসূলুস্ ড়াহ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বলেন : "আস্ ড়হ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।"[৪৫]

রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম আরও বলেন: আস্ ড়হ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, নিজের সুমহান এবং মহত্ত্বকে পছন্দ করেন তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন। কাজেই তোমরা তোমাদের বাড়ির চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখবে।[৪৬]

---

৪৪ মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

Avj-KiÛAvb, সূরা বাকারা ২ : ১৯৫।

৪৫ মূল হাদীস :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ...

ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস নং-২৭৫।

৪৬ মূল হাদীস :

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুর"ত্ব আরোপ করে থাকে। সুস্থজীবন ও সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে সন্ড়ানের শরীর ও পরিধেয় কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জর"রি। সন্ড়ানের খাবার, খাবারের জন্য ব্যবহার্য পাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। সন্ড়ানের সুস্থ জীবনের জন্য আরও প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়ি ও পরিবেশ। শিশু যেখানে বসবাস করে, যে ঘরে শয়ন করে, যেখানে খেলাধুলা করে, যেখানে খায়, সে সব জায়গা, তার আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে হবে। প্রাকৃতিক বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা যাতে পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। আস্ ড়্হর রাসূলুস্ ড়্হ সাস্ ড়্স ড়্হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুন্দর রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদীসে এসেছে, সালিহ ইব্ন আবী হাস্সান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাস্ ড়্স ড়্হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়্ম বলেছেন : "আস্ ড়্হ তা'আলা নিজে পবিত্র এবং পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, নিজে পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, নিজে সুমহান এবং মহত্ত্বকে পছন্দ করেন, নিজে দানশীল এবং দানশীলতাকে পছন্দ করেন, কাজেই তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙিনা-চত্বর ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবে।[৪৭] হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাস্ ড়্স ড়্হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়্ম বলেছেন : "ঈমানের সত্তরের বেশি শাখা-প্রশাখা আছে। এর মধ্যে উত্তম হচ্ছে তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে লা-ইলাহা ইস্ ড়্স ড়্হু বলা এবং ÿুদ্রতম শাখা হচ্ছে চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্ড়্ু অপসারণ করা, তথা চলার পথকে নিরাপদ রাখা।"[৪৮]

إن الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الحود فنظفوا افنبتكم و لا تشبتهوا باليهود.

হযরত সায়াদ থেকে বর্ণিত জালালুদ্দীদ আল সুয়ূতী, Avj RwgD Avj mMxi, ২য় খণ্ড, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া লেবানন, বৈরুত, সন-১৯৯০, হাদীস নং ১৭৪৮, পৃ ১০৯।

৪৭ মূল হাদীস :

عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه.

ইমাম তিরমিযী, RwgÔDZ wZiwghx, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.১১১; আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন রজব আল হানবালী, দারুল 'উলুমি ওয়াল হুকমি, বৈরুত, দারুল মা'আরিফা,১৪০৮,খ. ১, পৃ. ৯৯

৪৮ মূল আরবী :

Dhaka University Institutional Repository

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.

ইমাম আহমদ, gmbv‘ Avng‘, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৯, হাদীস নং ৮৯১৩।

Dhaka University Institutional Repository

4. 6. cksmv I Ab‡ciYvi gva¨‡g wkï i weKvk mvab

অগ্রগামীতার দু'টি অর্থ। প্রথমতঃ কাঙ্খিত কর্ম বিলম্ব না করে যথাসময়ে সম্পন্ন করা। শিশুদেরকে এ বিষয়ের ওপর অভ্যস্ড় করা ও প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা উচিত। যেমন- সময়মত নামাজ আদায়ে পারস্পারিক প্রতিযোগিতা অথবা পাঠ পর্যালোচনা ও প্রশ্নিজ্ঞণের উত্তর দানে প্রতিযোগিতা। এর ফলাফল সাধারণত তখনই প্রকাশিত হবে যখন কর্মসম্পাদনে কোন অনাহুত অন্ড়রায় সৃষ্টি হবে অথবা প্রত্যাশিত লব্জ বাস্ড়বায়নে বিলম্ব হবে। যদি প্রতিযোগিতারত অবস্থায় বিলম্ব ঘটে স্নেজ্ঞত্রে উদ্দেশ্য সাধনে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে।

প্রলম্বন্ড়রে কর্মসম্পাদনকে যদি তার সর্বশেষ সময় পর্যন্ড় বিলম্ব করা হয়। এরপর যদি কোন কারণে সেটা আরো বিলম্ব করতে হয়। স্নেজ্ঞত্রে সৃষ্ট বাধার কুফল পুষিয়ে নেয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না। ফলে প্রত্যাশিত কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা তা সম্পাদনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সে কারণেই শিশুদেরকে প্রতিযোগিতায় অনুপ্রাণিত করা ও এজ্ঞত্রে তাকে সহায়তা করা উচিত। যেমন অভিভাবক নিজেই এ বিষয়ে একজন আদর্শ হতে পারেন। ফলশ্র"তিতে শিশুর প্রতিযোগিতার জন্য তা একটি নির্দেশনা ও মাইলফলক হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগিতার অর্থ হলো উদ্ভুত পরিস্থিতিতে শিশুর প্রভ থেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে কোন পদ্ধজ্ঞেপ গ্রহণে অগ্রগামীতা। অর্থাৎ কারো প্রভ থেকে উক্ত কর্ম সম্পাদনে তাকে আবেদন ব্যতিরেকেই সে অগ্রগামী হয়ে থাকে। যথা- কোন অভাবীর প্রতি অনুগ্রহ করা। দরিদ্রকে সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়া। অথবা কম্পিউটার সামগ্রী অন/অফ করতে অগ্রগামীতা যখন সে এটা ভালো করে জেনে থাকবে ও তার নিকটজন এটা অফ করতে ভুলে যাবে তখন সে এটা করতে পারে। এ জাতীয় অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এই অগ্রগামিতাকে সাদরে গ্রহণ করে এ ব্যাপারে শিশুকে আরো উৎসাহিত করতে হবে। কারণ এটা শিশুর দ্র"ত পরিপক্ক হওয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে তার আচার ব্যবহারে সমৃদ্ধি আনয়ন করবে। শিশুর এই অগ্রগামিতাই একদিন সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির কারণ হবে। ফলে তাকে পেশ করা যাবে এক যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সঠিক দাওয়াতের জন্য যার কারণে সে অফুরন্ড় কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মাইমুনা বিনতে হারেছ এর গৃহে অবস্থান করছিলাম। আমি রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম এর জন্য অজুর পানি এনে রাখলাম। অতঃপর তিনি যথাস্থানে পানি দেখে বললেন- 'এটা কে রেখেছে?' মাইমুনা রা. উত্তরে বললেন, 'আব্দুস্ ড়হ'। এরপর রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম ইরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

করলেন- 'হে আল্লাহ, তুমি ওকে দীনে ইসলামের জ্ঞান দান করো ও আব্দুল্লাহকে কোরআনে কারীমের তাফসীর শিক্ষা দাও।'[৪৭]

লক্ষ্য করুন, এখানে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. কারো প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য অজুর পানি রাখতে অগ্রসর হননি বরং সম্পূর্ণ নিজের প্রজ্ঞা থেকেই এমনটি করেছেন তিনি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করেন এটা তিনি জানতেন বিধায় যথাস্থানে পানি রাখতে অগ্রসর হয়েছেন যাতে তিনি সজাগ হয়েই তা দ্বারা অজু সম্পন্ন করতে পারেন। যা ইবনে আব্বাসের একটি দাওয়াতী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চরিত্রের অনুকূল দুআ করলেন। মুসলিম উম্মাহ দেখেছে, তিনি মুসলিম উম্মাহর বিদগ্ধ আলেম ও কোরআনে কারীমের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকর হয়েছেন।

হাদীস শরীফে ইবনে আব্বাসের রা. অপর একটি তৎপরতার কথা বর্ণিত আছে। একদা তিনি নিজ ফুফি মাইমুনা বিনতে হারেছের রা. গৃহে রাত্রি যাপন করেন, (হাদীসের ধরন ও গঠনে প্রতীয়মান হয় এটা পূর্বের ঘটনা থেকে ভিন্ন এক ঘটনা) এটা দেখার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকেন? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা যখন তাহজ্জুদ নামাজের জন্য দাঁড়ালেন তিনিও তাঁর মত দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা যা করলেন তিনিও তা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে একাজে উৎসাহিত করছিলেন। তাঁর হস্ত মুবারক ইবনে আব্বাসের রা. মাথায় রাখলেন ও তার কান ধরে মর্দন করলেন যাতে নামাজে ঘুমাতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই অগ্রগামিতায় তাকে অনুপ্রেরণা দিলেন। 'সে ছোট তার পক্ষে এ কঠিন কাজ করা সম্ভব নয়' এই যুক্তিতে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেননি। প্রত্যুত্তরে তার এই তৎপরতা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করার জন্য তার মাথায় হাত বুলালেন ও তার কান মর্দন করলেন। অতএব শিশুর আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অগ্রগামী তৎপরতা থাকলে তাকে এ ব্যাপারে আরো উদ্বুদ্ধ করা ও তার এ কর্ম তৎপরতার মূল্যায়ন করা উচিত।

---

[৪৭] . ইবনে হিব্বান, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৫৩১।

Dhaka University Institutional Repository

4. 7. KiÛAvb wndR I ‰bwZK wk•v c‘vb

কোরআনে কারীম হলো মহামহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আস্ ড়হ তাআ'লার বাণী। যার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র মানব জাতির ইহ-পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ ও সৌভাগ্য। অতীতে ও বর্তমানে কোরআনের মর্যাদা অনুযায়ী মুসলমানগণ আপন নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর কাঙ্খিত মর্যাদা ও হৃত গৌরব আস্ ড়হর কালাম ও রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম এর সুন্নাহর আনুগত্য ব্যতীত কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোরআনে কারীম নিজেরা মুখস্থ করা এবং সন্ড়নদেরকে তা মুখস্থ করানো আমাদের কর্তব্য। আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, এ বয়সে শিশুর স্মরণ শক্তি অত্যন্ড় প্রখর থাকে।

অতএব অভিভাবকদেরকে শিশুদের এই সামর্থ্যকে কোরআনে কারীম হেফ্জ করা ও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাহফিজুল কোরআনের আসরে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে হবে। শিশু যেটা হিফ্জ করতে চায় তা কয়েকবারের বেশি তাকে পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। এমনি করে সে আস্ ড়হর ইচ্ছাই হাফেজে কোরআন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদও রয়েছে। 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকন করা।'

ইসলাম সর্বদাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর শিক্ষা গ্রহণকে ফরয বা অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বলা হয়েছে, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[৫০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বলেছেন : "শিক্ষাঅর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৫১]

---

৫০ মহান আল্লাহর বাণী :

إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق، إقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم.

Avj-KiÛAvb, সূরা আল আলা, ৯৬ : ১-৪

৫১ মূল হাদীস :

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم.

ইব্ন মাজাহ, mbvb Beb gvRvn, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস নং ২২৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অপরিসীম গুর‍ুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে ঘোষণা করেন : "বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তার কি সমান হতে পারে ?"[৫২]

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন– তোমরা তোমাদের শিশুসন্তানদেরকে শিক্ষা দান কর। কেননা, তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।

শিশু যখন সর্বপ্রথম কথা বলতে শেখে তখন তাকে কালিমায়ে তাইয়্যিবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত; তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা নিজ নিজ শিশুকে সর্বপ্রথম কথা শেখাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"[৫৩]

পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম উপহার হল তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুগঠিত করা। তাদেরকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "পিতা তার সন্তানকে যা কিছুই প্রদান করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল সুশিক্ষা।"[৫৪]

সন্তানকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করা তথা নৈতিক শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর অবশ্য কর্তব্য। কারণ এটি পিতামাতার জন্য একটি সদকায়ে জারিয়াহ এর সমতুল্য। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার আমলের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি বিষয়ের সওয়াব ও পুরস্কার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। সে কোন সাদাকায়ে জারিয়া করে থাকলে, এমন কোন

---

৫২ মহান আল্লাহর বাণী :

قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون.

Avj-Ki&Avb, সূরা আল যুমার ৩৯ : ৯।

৫৩ মূল আরবী :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله.

আব্দুর রহীম আল মুবারাকপুরী, ZndvZj AvnIqvhx, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬।

৫৪ মূল আরবী :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

ইমাম আহমদ, gmbv' Avng', প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদীস নং ১৫৪৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রিত্ত বা শ্রিত্ত উপকরণ রেখে যাওয়া যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে; যদি কোন সুসন্ড়ন রেখে যায় যে তার জন্য দু'আ করে।"[৫৫]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বলেন: "যে ব্যক্তি কুর'আন পড়ল, কুরআন শ্রিত্ত দিল এবং তার উপর 'আমল করল কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে উজ্জল মুকুট পরানো হবে। সূর্যের আলোর মত তার আলো হবে এবং তার মাতাপিতাকে এমন মূল্যবান দুটো পোশাক পরানো হবে, যার মূল্য সমগ্র দুনিয়া দিলেও হবে না। তখন পিতামাতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরানো হচ্ছে? তাদেরকে বলা হবে, তোমার সন্ড়নের কুর'আন শ্রিত্তর বিনিময়ে এটা পরানো হচ্ছে।"[৫৬]

---

৫৫ মুল আরবী :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৮৮০।

৫৬ মূল আরবী :

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : تعلموا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ، ولا يستطيعها البطلة . ثم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان ، وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له : هل تعرفنى؟ فيقول : ما أعرفك. فيقول : أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجر وأسهرت ليلك ، وإن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان : بم كسينا هذا؟ ويقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له : اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها ، فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا .

ইমাম আদ দারিমী, mbvb Av' 'wigx, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০৭, হাদীস নং ৩৩৯১।

Dhaka University Institutional Repository

4. 8. Af¨vm I Av‘‡ki gva¨‡g mšÍv‡bi cwiPhv Kiv

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোন কাজ করা বা কোন কথা বলার অভ্যাস মানুষকে তার ব্যক্তিগত গুণাবলির একটি অংশ। সাধারণত মানুষ কোন কাজে অভ্যস্ড় হয়ে যাওয়ার পর সেটা করতে তার আর কষ্ট হয় না। বাস্ড়বিকই তা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ হোক না কেন। কথা আছে মানুষ অভ্যাসের দাস।

সে কারণে কাঙ্খিত আচরণকে অভ্যাসে রূপান্ড়রিত করা প্রতিপালনের অন্যতম গুর“ত্বপূর্ণ মাধ্যম। কাঙ্খিত আচরণকে অভ্যাসে রূপান্ড়রিত করতে হলে একজন অভিভাবকের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বারবার তা পুনরাবত্তি এবং খুব কঠিনভাবে এর অনুশীলন করতে হবে। অত:পর কালক্রমে তা শিশুর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে অভিভাবক থেকে ঐ কাজের কোনরূপ অনুরোধ ব্যতিরেকে উক্ত কাজের দাবী আসলেই সে তা সম্পন্ন করে ফেলবে। যেমন : কোন মুসলমান যদি হাঁচি দেয়ার পর ‘আলহামদুলিস্ ড়হ’ বলতে অভ্যস্ড় থাকে, যদি সে কোন গুর“ত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর চিন্ড়ায় নিমজ্জিত থাকে বা খুব ব্যস্ড় থাকে, তাহলেও সে হাঁচির পরই বলে উঠবে ‘আল-হামদুলিস্ ড়হ।’ কারণ, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এমনটিই হয়ে থাকে। সে কারণে হাদিসে এসেছে, ‘কল্যাণ ও মঙ্গল হলো অভ্যাস, অমঙ্গল ও অকল্যাণ হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ। আস্ ড়হ্ তা‘আলা যার মঙ্গল চান তাকে দীনে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করেন।’

বাচ্চাদেরকে কল্যাণের ওপর অভ্যস্ড় করতে অনুপ্রাণিত করাই ছিল রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়মের অভিপ্রায়। এক ভদ্র মহিলা রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম এর নিকট একটি বাচ্চা উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল- ‘এর জন্যে কি হজ্জ আছে ?’ উত্তরে রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম বললেন, ‘হ্যাঁ আছে, তবে এর বিনিময় পাবে তুমি।’ বাচ্চাটি ছোট, হজ্জের আহকাম সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তাকে উক্ত মহান ব্রতে অভ্যস্ড় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর ‘এ দায়িত্ব পালন করলে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে’ বলে তার মাকেও উৎসাহিত করেছেন। যখন মুসলিম মহিলাগণ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন অথচ অনেক বাচ্চা কান্নাকাটি করতো। এতদসত্ত্বেও রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসতে নিষেধ করেননি। বরং শিশুদের প্রতি স্নেহ রাখতেন এমনকি তাদের জন্য নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। আমাদের দৃষ্টিতে এটা রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তাদেরকে মসজিদে আসতে অভ্যস্ড় করার জন্যই করতেন।

তেমনিভাবে উপদেশ, বক্তৃতা ও আলোচনার চেয়ে বাস্ড়ব পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাব বিস্ড়ার করে। কারণ সংঘটন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে তার সত্যায়নের প্রমাণ মেলে। অতএব

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবককে প্রশিক্ষণের অবকাঠামো শক্তভাবে ধারণ করা- যার দিকে তিনি শিক্ষার্থীকে আহ্বান করবেন- বাস্তবে অনুশীলন ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা ও তার দিকে আহ্বানের চেয়ে বেশী কার্যকর। সুতরাং শিশুর সম্মুখে অভিভাবকের সকল কর্মকাণ্ডে কঠিনভাবে সততা অবলম্বন না করতে পারলেও শুধু সততার গুরুত্ব ও মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনার চেয়ে শিশুর জন্য ফলপ্রসু হতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. 'আদর্শ' হওয়ার গুরুত্বের ওপর সতর্ক করেছেন, যখন তিনি বাদশা হারুনুর রশিদের সন্তানদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানরত অবস্থায় আব্দুস সামাদের পিতার নিকট আগমন করলেন। তিনি বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীনের সন্তানদের সংশোধনের সূচনা করার পূর্বে নিজের সংশোধন করে নেয়া উচিত।' যেহেতু তাদের চক্ষু তোমার চক্ষুর সঙ্গে আবদ্ধ। অতএব তাদের নিকট তা-ই সুন্দর যা তুমি সুন্দর মনে করে থাকবে আর মন্দ যা তুমি মন্দ মনে করে থাকবে।

ইবনে জাওযী রহ. 'অভিভাবকের কথা অনুযায়ী নিজের আমলের গুরুত্ব বিষয়ক' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'জ্ঞানের স্তরের বিভিন্নতা ভেদে অসংখ্য মাশায়েখের সঙ্গে দেখা করেছি। তবে তাদের মধ্যে আমার নিকট তার সাহচর্য সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, যিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে থাকতেন। যদিও অন্যরা তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন। আমি একদল হাদীস বিশারদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি যারা হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রাখেন ও হাদীস সুসংহত করেন। কিন্তু হাদীসের সূত্র সমালোচনা ও পর্যালোচনা গবেষণার জায়গায় রেখে অসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন এবং হাদীস অধ্যায়নের ওপর বিনিময় গ্রহণ করে থাকতেন। তাদের মর্যাদা যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে জন্য উত্তরদান ত্বরান্বিত করতেন, যদিও তাতে ভুল হোক না কেন। আমি আব্দুল ওয়াহাব আনমাতি রহ. এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছি, যিনি সালাফে সালেহীনদের আদর্শের ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার মজলিসে কখনো কোন পরনিন্দা শোনা যায় নি এবং হাদীস শ্রবণের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হয়নি। আমি যখন তার নিকট দাসত্ব বিষয়ক হাদীসসমূহ পাঠ করছিলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং ক্রমান্বয়ে কাঁদতে থাকলেন। আমি তখন খুব অল্প বয়সী থাকার দরুণ তার ক্রন্দন আমার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে ও আমার হৃদয়ে সুদৃঢ় ভীত নির্মাণ করে। তিনি শায়েখদের পদাঙ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যাদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগাঁথা বিভিন্ন বর্ণনায় পেয়েছি।

শায়খ আবুল মানসুর জাওলিক্বীর সঙ্গেও সাক্ষাত করেছি। তিনি ছিলেন অত্যাধিক নীরবতা পালনকারী, দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিতভাবে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতেন। কোন প্রকাশ্য মাসআলা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেয়ার জন্য তার ছাত্রগণই উদ্যত হতো, সেক্ষেত্রেও তিনি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। তিনিও অত্যধিক নীরবতা অবলম্বন করতেন ও রোজা রাখতেন। আমি এই দুই মনীষীর নিকট থেকে অপরাপর সকলের চেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছি। অতএব আমি বুঝে নিয়েছি কথার চেয়ে কর্মের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা বেশী কার্যকর ও টেকসই দিশারী।

Dhaka University Institutional Repository

একজন অভিভাবক যখন সর্বাবস্থায় কাজের মাধ্যমে তার সকল কথার সত্যায়ন করতে পারবেন তখন শিক্ষার্থীর জন্য এটা বেশ ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। যদিও এটা কোন পার্থিব বিষয় সংক্রান্তই হোক না কেন। যেমন : আমাদের বর্তমানকালের লাল রঙের রোড সিগনালের নিকট এসে যদি অভিভাবক নিজে থেমে যায়। তাহলে শিশু সে আদর্শ অনুসরণ করবে। আর যদি অভিভাবক সেটা না করে রেড সিগনাল উপেক্ষা করেন তাহলে শিশু তা-ই করবে। এবং তাকে এটা না করতে সতর্ক করা হলেও সে বলবে আমি আব্বাকে দেখেছি তিনি এটা উপেক্ষা করতেন। অতএব বাস্তব কর্ম শিশুদের শিক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকরী উপদেশ ও প্রশিক্ষণের চেয়ে। একটি শিশু তার অভিভাবককে যখন নিঃস্বদের প্রতি অনুগ্রহ ও দুর্বলদের প্রতি সাহায্য করতে দেখতে পাবে, তখন নিঃসন্দেহে এটা শিশুকে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। নিজের মধ্যে প্রতিফলন না ঘটিয়ে শুধু দানের তাৎপর্য ও গুরুত্বের ওপর আলোচনা করার চেয়ে এটা হবে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। উপরন্তু এক্ষেত্রে শিশুকে যথাযথভাবে অনুপ্রাণিত করা অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। যেমন : সে অভাবীকে যে টাকাটা দিতে চায় তা পকেট থেকে বের করে নেবে, এরপর শিশুটিকে বলবে এটা নিয়ে অভাবীকে দিয়ে আস। তিনি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিপালনের লক্ষ্য বেশ বাস্তবায়ন করতে পারবেন। সুতরাং ঐ লোকটিকে দান করার কারণ সে-ই শিশুটিকে বলে দেবে। আর তা হলো নিঃস্ব ও অসহায়কে সাহায্য করা। সে অভাবী নয় এমন লোকদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করতে ও দানশীলতায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে সক্ষম হবে। ইবনুল ক্বায়্যিম রহ. বলেন, 'তাকে দান ও ব্যয় করতে অভ্যস্ত করাবে, অভিভাবক যদি কিছু দান করার পরিকল্পনা করেন। তাহলে নিজে না করে শিশুর হাত দিয়ে দান করাবেন যাতে সে দানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।'[৫৭]

এমনিভাবে এই আচরণ তাকে সাহসিকতা ও অপরের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারের শিক্ষা দেবে। আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. এর কর্মপদ্ধতিও ছিল এরকম। ইবনে উমার রা. এর নিকট জনৈক ভিক্ষুক আসলে তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন: ওকে একটি দিনার দিয়ে দাও!' কখনো বা এমন ঘটনাও সংঘটিত হতে দেখা যায় যে, শিশু নিজেই তার বাবার কর্ম প্রত্যক্ষ করার পর বাবার নিকট চলে এসে অভাবীকে দান করার জন্য কিছু চায়। অভিভাবকের এ অবস্থায় তাকে বারণ করা উচিত হবে না। এমন কি অভিভাবক ভিক্ষুককে ঐ দানের উপযুক্ত মনে না করলেও। যেহেতু আমরা এখন শিশুটির জন্য এই চরিত্রটা বিনির্মাণের স্তরেই রয়েছি। এই ভিক্ষুক দান পাবার যোগ্য কি যোগ্য নয়, এই বিবেচনা এখানে সঙ্গত নয়।

অতএব শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- 'এমন অবকাঠামোর দ্বারা তার আচার-আচরণ গড়তে হবে যার সঙ্গে শিশুর চরিত্রবান হওয়া আমাদের কাম্য। কারণ এটা শুধুমাত্র গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, কার্যত বাস্তব আচরণ।

---

[৫৭]. ZndvZj gvI ' ' wd AvnKwgj gvI j ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

4. 9. gvZv-wcZvi mv‡_ m‘vPviY wk•v t‘qv

মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করা প্রত্যেকটি সন্ড়ানের উপর মহান আস্ ড়াহ্ রব্বুল আলামীন ফরজ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আল-কুর'আনে আস্ ড়াহ্ তা'আলা তাঁর অধিকারের উস্মে ড়খের পরেই মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের অবাধ্য হওয়া ও তাদের কষ্ট দেয়া-কে হারাম করেছেন। তারা বিরক্ত হয় এমন কোন আচরণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না ও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপণীত হয় তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না। এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন-পালন করেছেন।"[৫৮]

এমনিভাবে আস্ ড়াহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কালামের একাধিক স্থানে তাঁর ইবাদত করার আদেশের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মাতা-পিতা যদি কাফের বা মুশরিক হয় তবুও তাদের সাথে সদাচারণ করতে হবে। যেমন আস্ ড়াহ তা'আলা বলেন : "আমি তো মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার মাতা-পিতা যদি আমার সাথে শিরক করাতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে- যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই- তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সৎভাবে বসবাস করবে।"[৫৯]

---

৫৮. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

Avj-KiÔAvb, সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩-২৪।

৫৯. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Avj-KiÔAvb, সূরা লুকমান, আয়াত ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পিতা-মাতার নাফরমানি তথা তাদের অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া এবং পিতা-মাতা মাফ না করলে এ গুনাহ মাফ হয় না। আস্ ড়্রহ্ তা'আলা বলেন : "তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা আস্ ড়্রহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। অর্থাৎ তাদের উভয়ের সেবাযত্ন করবে ও তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করবে। "তোমার কাছে তাদের দুজনের কেউ বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উহ্ বলো না এবং ধমক দিওনা।" অর্থাৎ কোন রূঢ় ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করো না। বস্তুত তারা উভয়ে যখন তোমার সেবাযত্ন করেছে, তখন তোমারও তাদের সেবাযত্ন করা উচিত। মনে রাখা দরকার যে, তারা প্রথমে তোমার সেবাযত্ন করে পরম নি:স্বার্থতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তুমি সেবাযত্ন করলেও তাঁদের সমান হতে পারবেনা। দু:খের বিষয় যে, শৈশবে পিতা-মাতা সন্ড়্রনের কাছ থেকে কষ্ট পেয়েও সেবাযত্ন করে সন্ড়্রনের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করতো। আর সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার কাছ থেকে একটু কষ্ট পেলেই তার তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করে। এরপর আস্ ড়্রহ বলেন : "তাদের উভয়ের সাথে কোমল ভাষায় কথা বল"। অর্থাৎ বিনয়ের সাথে ও আন্ড়রিক সহানুভূতির সাথে কথা বল। তাদের ওপর মমতাপূর্ণ ডানা বিছিয়ে এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা শৈশবে আমাকে যেমনিভাবে স্নেহ-মমতা সহকারে লালন পালন করেছেন, আপনিও তাদেরকে তদ্রূপ কর"ণা ও দয়া সহকারে লালন পালন কর"ন।"[৬০]

এ প্রসঙ্গে মহান আস্ ড়্রহ্ আরো বলেন : "তুমি আমার কাছে কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতা-মাতার কাছেও কৃতজ্ঞ হও।"[৬১]

---

৬০. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪

৬১. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ .

Avj-KiÛAvb, সূরা লুকমান, আয়াত ১৪

Dhaka University Institutional Repository

4. 10. wewfb cwZ‡hwMZv I ckKi‡Yi mš¿vb‡K Drmvn †`qv

এ বিষয়ে ব্যবহৃত সফল প্রণালীসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রশ্নকরণ প্রণালী অথবা শিশুদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা যার উত্তর দানে তারা সক্ষম। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে কোন বিশ্বাসগত, বুদ্ধিগত অথবা কোন আচরণগত বিষয় ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ সকল কুইজ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই অভিভাবককে শিশুর বয়োঃস্তরের দিক লক্ষ রেখে সে অনুযায়ী কুইজ নির্ধারণ করতে হবে। তখন প্রশ্নগুলো তাদের বয়োঃস্তরের অনুকূল হবে এবং তাদের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অনুযায়ী হবে। কারণ প্রশ্নমালা তাদের বয়োঃস্তর অতিক্রম করলে তাতে কোন উপকার নেই। বরং তাতে শিশুর তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও এমন অনুভূতি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে যা তার মন ও আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। উপরন্তু শিশুর নিকট এর বিপরীতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নগুলো যদি তার বয়োঃস্তর ও বুদ্ধির অনুকূল হয় তাহলে এর অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। কারণ তখন সে এর উত্তর দিতে পেরে সফলতার আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে। বুঝতে ও শিখতে পারা এবং তথ্য অর্জন তার মধ্যে এমন ক্রমবর্ধমান উদ্যম সৃষ্টি করবে যা তাকে আরো অসংখ্য বিজয় ও সফলতা পাইয়ে দিতে সাহায্য করবে। এটা অভিভাবকের প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যে, তিনি নির্ধারিত আলোচনার পর প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। এর মধ্যে একটি বুদ্ধিমান শিশুর জন্য ইঙ্গিত রয়েছে যে তার উত্তরটি হবে ঐ আলোচনা সংশিষ্ট। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা লক্ষ করুন ! আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. বলেন,‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকাশে অবস্থান করছিলাম, ইত্যবসরে যুম্মার আনা হলো (যুম্মার হচ্ছে খর্জুর বৃক্ষের নরম অংশ, এবং খর্জুর বৃক্ষের ভিতরের ভক্ষণযোগ্য যা কোমল হয়ে থাকে) অতঃপর তিনি বললেন, ‘কিছু বৃক্ষ এমন রয়েছে যার উদাহরণ হচ্ছে মুসলমানের মত।’ আমি (হাদীস বর্ণনাকারী) বলে দিতে চাচ্ছিলাম যে, সেটি হলো খর্জুর বৃক্ষ। তা সত্ত্বেও উপস্থিত সকলের মধ্যে বয়সে ছোট হওয়ার দরুণ চুপ থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সেটি হচ্ছে খর্জুর বৃক্ষ।’

ইবনে হাজার রহ. বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যুম্মার উপস্থিত করার সময় মাসআলাটা উল্লেখ করলেন, তাহলে বুঝা গেল প্রশ্নকৃত বিষয়টি হলো খর্জুর বৃক্ষ।’ সুতরাং বোধ-বুঝ হলো একটি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যার মাধ্যমে তার বাহক আলোচনার সংশিষ্ট কথা ও কাজ অনুধাবন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

4. 11. mšvb‡K Ab¨vq †_‡K wei Z ivLv

প্রকাশ থাকে যে, শিশু শরিয়তের বিস্ড়ারিত বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট নয়। আস্ ড়হ্ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন যদি সে এমন কর্মও করে বসে তবুও তার আমলনামায় পাপ লেখা হবে না। তথাপিও অভিভাবকদের কর্তব্য হলো শিশুকে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। শিশু আদিষ্ট নয় বলে তাকে যেন এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শনে উদ্যত না করে। যাতে সে পাপকর্মে অভ্যস্ড় হয়ে পড়তে না পারে। ফলে অর্থহীন ও নিস্ফল কর্মে শিশুর মূল্যবান জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে তা হতে আর মুক্ত হতে পারবে না। অতঃপর এটা তার নির্ঘাত ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। ইবনে কাইউম রহ. বলেন, 'শিশু বুদ্ধি সম্পন্ন হলে অন্যায় ও অনর্থক আসর, গানবাজনা, অশণ্টীল ও উদ্ভট কথা শ্রবণ ও মন্দ কথন থেকে নিজেদের দূরে রাখা অভিভাবকের কর্তব্য। কারণ সে যদি তার কানের সঙ্গে একবার এর সম্পর্ক করে নিতে পারে তাহলে বড় হলে শিশুর পক্ষে তা বিছিন্ন করা কঠিন হয়ে যাবে। অভিভাবকের পক্ষেও তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বৈকি। এধরনের পথভ্রষ্টকে পরিবর্তন করা সর্বাপ্রেক্ষ কঠিন কাজ। কারণ তখন আরেকটি স্বভাব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে। বলাবাহুল্য পুরাতন স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসা হলো এক অসাধ্য সাধন।[৬২] বর্তমানে অসংখ্য উপকরণ প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে শিশুর নিকট অন্যায় ও অনর্থক বিষয় পৌঁছে যায়। এর মধ্যে উস্লে ড়খযোগ্য হলো পর্ণো ম্যাগাজিন, অশণ্টীল চ্যানেল, কাল্পনিক গল্প ও অসংখ্য বিকৃত মিডিয়া। অভিভাবক যখন এ সকল সামগ্রী গৃহে অনুপ্রবেশ না করাতে সক্ষম হবেন, তখনও তাকে অন্য আর একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো-শিশু যদি অন্য কোন উপায়ে ঐ বস্তু সামগ্রীর নাগাল না পায়। চাই সেটা তার বন্ধু অথবা সহপাঠীদের সঙ্গে স্মাজতের মাধ্যমে হোক অথবা তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তা নিজের ঘরে উপস্থিত করে হোক। শিশুকে সার্ব্রক্ষণিক পর্যব্রেক্ষণে রাখতে হবে। মোদ্দা কথা হলো সন্ড়ানের সঙ্গী নির্বাচনে অভিভাবকের ভূমিকা রাখা একান্ড় কর্তব্য।

4. 12. mšvb‡K AvZ‡cZ¨qx I AvZ¥bfikxj i‡c M‡o †Zvjv

শিশুর কর্মসম্পাদনের সুপ্তসামর্থ ও নির্বাচন-ক্ষমতার উপলব্ধি প্রয়োজন। এটা শিশুর লুক্কায়িত ভালো বিষয়সমূহের অন্যতম। সুতরাং এ বিষয়ে অভিভাবকের কোনরূপ দুশ্চিন্ড়া অনূভব করার প্রয়োজন নেই। বরং শিশুর শক্তি ও সামর্থের অন্ড়র্ভুক্ত কাজগুলোর দায়িত্ব যদি তাকে প্রদান করে এর জন্য যদি সময়ও নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে এর মধ্য দিয়ে তার প্রতি অভিভাবক বা শ্রিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে ও নিজের সম্পর্কে একটা ইতিবাচক চিত্র তার হৃদয়ে ফুটে উঠবে।

---

[৬২]. ZndvZj gI ' ' wd AvnKwgj gIj ' , পৃ. ২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু শিশু অধিকাংশ সময় নিজে নিজেই কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। যেমন : সে কখনো এমন পণ্য সামগ্রী নিয়ে খেলাধুলা করে যার মধ্যে কখনো বা বিপদাশঙ্কাও থাকতে পারে। কাজেই সার্ব্বক্ষণিক তাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

বিপদের ধরনটা এমনও হতে পারে যে সম্পর্কে পূর্ব থেকে তাকে সতর্ক করা অথবা কোন রকম সমস্যা সৃষ্টি না করে যার জন্য ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। এ জাতীয় প্রেক্ষপটে তাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ছেড়ে দিন। কারণ এটা 'এ জাতীয় কর্ম সম্পাদনের সামর্থ তার রয়েছে' নিজের প্রতি এই আস্থা স্থাপন ও তাকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করবে। মূলকথা তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য আলোচনা ও দিকনির্দেশনা থেকে শ্রেয়।

উদাহরণ স্বরূপ : কখনোবা শিশু গর্ত থেকে কাঠ উঠিয়ে নিয়ে তা প্রজ্জ্বলিত করার সংকল্প করে বসে। কখনো বা তাকে আপনার প্রতিরোধ করার প্রয়াস তাকে ঐ কাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহ সৃষ্টি করে থাকবে। অতএব আপনি যদি তাকে ছেড়ে দেন এবং সে যা করতে চায় তা আপনার তত্বাবধানে করতে থাকে। এক্ষেত্রে যদি সে সফল হয় তাহলে তার মনের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। তার অভিজ্ঞতার ভান্ডারে নতুন বিষয় সংযোজিত হবে। যদি উক্ত কাঠটি প্রজ্জলিত করার সময় তাকে ঝলসে দেয় অথবা দগ্ধ করে ফেলে, তথাপি তার এ কর্ম সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে যা তাকে অদূর ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর সফলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে। অথবা এটা অভিভাবকের অবর্তমানেও উক্ত অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বার বাস্তবায়ন করা হতে তাকে নিরুৎসাহিত করতে সহায়ক হবে।

এটা ও পূর্বেরটার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, আপনি হলেন দাবী উত্থাপনকারী- হে অভিভাবক, আপনি এমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবেন না যাতে সে আপনার অনুসরণ করতে না পারে। আর দ্বিতীয়টি হলো সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সেটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। সে কারণে উভয় অবস্থার বিচিত্রতার দরুণ দিক-নির্দেশনাও বিভিন্ন রকম হয়েছে। ঝলসে যাওয়ার কারণে যে সকল প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হয় যা শিশুর জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। সুতরাং শিশুকে এক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যাবে না।

সন্তানের আত্মনির্ভরশীল হওয়া পর নির্ভরশীল পরমুখাপ্রেক্ষী না হওয়া মানে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া। বারবার চেষ্টা দ্বারা মানুষ অনেক কিছুই আয়ত্ত্ব করতে পারে। তাই আত্মনির্ভরতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন চেষ্টা ও অনুশীলন।

সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বলেছেন, "সিংহশাবক সিংহ হয়, সে তার বিশ্বাসের গুণে এবং মেষ শাবক মেষ হয় সেও তার আত্মবিশ্বাসের গুণে।" হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার দ্বারাই আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়। শিশুকে ছোটবেলা থেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-বাবা ও শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষ চেষ্টা ব্যতীত কিছু পায় না।"[৬৩]

কোন কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার জন্য উৎসাহিত করে আল্লাহ বলেন,

"যে আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় আমি অবশ্য অবশ্যই তাকে আমার পথ দেখিয়ে দেই।"[৬৪]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে।"[৬৫]

4. 13. AvbMZ¨ I AbmiY

4. 13. 1. AvbM‡Z¨i cwiPq

'আনুগত্য' শব্দটি খাটিঁ বাংলা প্রতিশব্দ এর আরবি শব্দ হল إطاعة অভিধানে যার অর্থ যারা হয়েছেঃ আনুগত্য, বশ্যতা, মান্যতা।[৬৬]

'আনুগত্য' অর্থ মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ ও নিষেধ পালন করা, উপরন্তু কোনো কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী কাজ করা। আল-কুরআন ও হাদীসের প্রতিশব্দে আমরা যেটা পাই সেটা হল إطاعة

বিপরীত হল معصية বা নাফরমানী করা ,অবাধ্যতা, অন্যায় অপরাধ, গুনাহ, পাপ।[৬৭] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল, allegiance, loyalty,a strong feeling of support ইত্যাদি। নেতার আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

4. 13. 2. AvbM‡Z¨i kZvejx

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যের পর তৃতীয় আনুগত্যের দাবিদার হচ্ছে উলিল আমর । আল্লাহর বাণী :হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলিল আমর তার আনুগত্য কর ।[৬৮]

---

৬৩ Avj-KziÔAvb, সূরা আন্ নজম ৫৩ : ৩৯।

৬৪ Avj-KziÔAvb, সূর আল 'আনকাবুত ২৯ : ৬৯।

৬৫ Avj-KziÔAvb, সূরা আর্ রা'আদ ১৩ : ১১।

৬৬ . ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, Aviex evsjv e¨enwiK Awfavb, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী), পৃ.৮৩

৬৭ . প্রাগুক্ত পৃ.৭১৮

৬৮ . Avj-KziÔAvb, সূরা আন-নিসা, ৪ : ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

‘উলিল আমর’ বলা হয় সে সমস্ড় লোককে যারা মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক কাজ কর্মের দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। ‘উলিল আমরের’ অন্দর্ভূক্ত হতে পারেন আলেমগণ, দেশ পরিচালক, আদালতের বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা বা দলীয় আমীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী এলাকার নেতৃবৃন্দ। ‘উলিল আমর’ বা নেতৃবৃন্দের আনুগত্য তিনটি শর্তের উপর নির্ভরশীল।

প্রথম শর্ত: মুসলমান হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: আস্ ড়াহর প্রতি আনুগত্যশীল।

তৃতীয় শর্ত: রাসুল সাস্ ড়াস্ ড়াহু ‘আলাইহি ওয়াসাস্ ড়াম এর একান্ড় অনুগত।[৬৯]

4. 13. 3. AvbM‡Z¨i †•‡Î wkï¡i cwk•Y

একটি শিশু তার বয়সের এ স্ড়রে এসে মা-বাবার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে সবচেয়ে বেশি। তবে প্রত্যেকেই তার লিঙ্গ ও জাতের আনুকূল্য বজায় রাখে। সুতরাং স্বভাবত ছেলেকে তার বাবার ও মেয়েকে তার মায়ের আনুগত্য করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বয়সে একটি শিশু-সন্ড়ানের জন্যে তার মা-বাবার সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান সন্ড়ানের প্রতিপালন ও তার নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ভালো কাজ- যার পেছনে কোন বিপদাশঙ্কা নেই তাতে আনুগত্য করায় সন্ড়ানের প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। এমন কি শিশু নিজে সেটাকে ভালো মনে না করলেও একটি অবুঝ শিশু যখন তার মাকে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখে, তখন সে তার অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে তাকে বারণ করা অনুচিত, যদিও এতে তার নামাজের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়ে থাকে অথবা সে এমন কিছু করে ফেলে যা উচিত নয়। বস্তুতঃ এসব করতে ছেড়ে দেয়াই তাকে নামাজে অভ্যস্ড় করার অন্যতম উপায়। উপরন্তু সম্ভব হলে তার জন্য একটি ছোট্ট জায়নামাজের ব্যবস্থা করা উত্তম। যাতে নামাজের সময় হলে সে তার মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে ও নামাজে তার অনুকরণ করতে প্রাণিত হয়।

এমনিভাবে মা-বাবা বা যে কোন একজনের পক্ষ থেকেও মন্দ কাজ অথবা নিন্দিত আচরণ সন্ড়ানের সম্মুখে প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। মা-বাবা যে কোন একজনের যদি এ জাতীয় কর্মের অভ্যাস থেকে থাকে। যেমন : ধূমপান করা, তাহলে তাৎক্ষণিক আস্ ড়াহ তা‘আলার নিকট তওবা করা এবং কোন

---

[৬৯] . মাওদূদী, সাইয়্যেদ আবুল আ‘লা, Zvdnxgj Ki0Avb, অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩ ই.), ৫ম পারা, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাতেই যেন শিশুটি তার এ কাজ দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেমন : বিপদজনক কার্যসমূহ; যদিও তা কোন ত্রুটিযুক্ত বা নিষিদ্ধ কাজ নয়, তদুপরি তা একটি সন্তানের সম্মুখে করা অনুচিত। কারণ মা-বাবা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর নির্জনে সে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সে তো এই মুহূর্তেই তার নিরাপদ ব্যবহার-বিধি উত্তমরূপে জেনে নিতে সক্ষম হয়নি। যথা- চুলা ধরানো। প্রত্যন্তরে নান্দনিক ও উত্তম আচরণসমূহ সন্তানের সম্মুখে বেশি বেশি প্রকাশ করা দরকার। যথা- মা-বাবাকে সম্মান করা, মানবিক প্রয়োজনে যে স্থানটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তা পরিষ্কার করা, গৃহস্থালীর মালামাল পরিষ্কার করা অথবা তার নির্দ্ধারিত স্থানে সেটা রেখে দেওয়া, খাবার গ্রহণের পূর্বে ময়লাযুক্ত হাত পরিষ্কার করা কিংবা খাবারের পূর্বে বিসমিল্লাহ এবং খাবারের শেষে আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করা ইত্যাদি।

সন্তানের এ বয়োঃসন্ধিরে ভাষাগত দিক থেকে সন্তানের বিকাশ সাধনে অভিভাবকের যত্নবান হওয়া উচিত। যা আকর্ষণীয় ঘটনাবলী ও উদ্দীপক গল্পসম্ভার হলেও হতে পারে। যেগুলো একটি শিশু পরম আগ্রহভরে চুপ করে শুনতে থাকে। অতঃপর আশা করা যেতে পারে ; অভিভাবক যে ভূমিকাটা পালন করলেন শিশু নিজেও সে দায়িত্বটা পালন করবে এবং তা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এভাবে কথা বলার ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে সে অগ্রসর হতে থাকবে।

এ সময় শিশুকে 'করো' এবং 'করিও না' কিংবা আদেশ-নিষেধের পদ্ধতির ওপর তৃপ্ত না থেকে বরং 'নিজেই আদর্শ' এই পদ্ধতিতে শিশু প্রতিপালন করা অধিকতর শ্রেয়। কারY মডেল বা আদর্শ তার মননে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। বাধ্য-বাধকতা ও বিধি-বিধান -যা একটু কষ্টসাধ্য মনে করলে ছেড়ে দেবে- আরোপের চেয়ে অনুকরণের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আমরা অনেক সময় লক্ষ করি, কন্যা শিশু মাকে দেখে তার অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। মা খাবারের পর রান্নাঘরে থালা-বাসন পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ; তখন দেখি শিশুটিও অনাহুত ভাবেই রান্নাঘরে গিয়ে থালা-বাসন ধৌত করতে উদ্যত হয়।

উল্লেখ্য যে, সন্তানের অনুসরণের একটি নেতিবাচক ও বিপদজনক দিকও আছে। বিশেষত শিশু টেলিভিশনের পর্দায় যা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তার অনুশীলনের দিকে সে ঝুঁকে পড়ে।

4. 14. mšÍvb‡'i mv‡_ mØ¨envi Kiv

শিশুরাতো অবাঞ্ছিত কর্মকান্ড করতেই পারে। তাদের এই প্রবণতা কখনো বা অভিভাবকদের বিশ্রী শব্দাবলী প্রয়োগে শিশুদের গালি দিতে উদ্যত করে থাকে। যেমন : অভিসম্পাত করা অথবা কোন ইতর প্রাণীর নামে তাকে অভিষিক্ত করা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে এ আচরণটি নিঃসন্দেহে শিশুর

Dhaka University Institutional Repository

মনের মধ্যে অবিলম্বে স্থান করে নেবে। এর ফলে সে তার ভাই-বোন ও সংশিণ্টষ্ট সকলের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করতে প্রয়াস পাবে।

এমনিভাবে তাকে অভ্যস্ড় করতে হবে, কিভাবে নান্দনিক শব্দাবলি প্রয়োগে তার চেয়ে অপ্রেজ্ঞকৃত বড়দের সঙ্গে কথা বলতে ও সম্মান জনক উপাধিতে তাদেরকে ডাকতে হয়। যেমন : জনাব, উস্ড় াদ, শায়খ ও কাকা ইত্যাদি। আপনি ল্রজ্ঞ করে থাকবেন, অনেক ছোট শিশু কোন বড় ব্যক্তিকে তার নাম ধরে ডাক দিয়ে বলছে : হে অমুক, একটি শিশু এর গুর"ত্ব কি করে বুঝতে পারবে? এজ্ঞেত্রে সম্পূর্ণ দোষ অভিভাবকের, শিশুর নয়। কারণ তিনিই সময়মত তাকে এ বিষয়ে দিকনির্শেনা দেননি।

আস্ ড়হ পাক প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্ড়রেই সন্ড়নের প্রতি মহব্বাত তৈরী করে দিয়েছেন। বস্তুত এ হচ্ছে আস্ ড়হর কুদরতেরই একটি নিদর্শন এবং গোটা মানব জাতির প্রতি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর"ণা ও অনবদ্য বিশেষ অবদান। সন্ড়নের ভালমন্দ সম্পর্কে পিতা-মাতা সর্বাধিক সচেতন হয়ে থাকেন। সৎ সন্ড়ন মাতাপিতার জন্য আশীর্বাদ ও আস্ ড়হর বিশেষ রহমত। এ প্রসঙ্গে আস্ ড়হ্ তা'আলা বলেন:

"ধনৈশ্বর্য ও সন্ড়ন-সন্ড়তি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম। তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।"[৭০]

ভালবাসা, স্নেহ, মমতা পাওয়া সন্ড়নের একটি মৌলিক অধিকার।এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত 'আয়িশা (রা.) বলেন, "জনৈক বেদুঈন রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর খিদমতে এসে বলল, আপনি কি সন্ড়নদের চুমু দেন? আমরা তো কখনো সন্ড় ানদের চুমু দেই না। রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম তাকে বললেন, আস্ ড়হ যদি তোমাদের অন্ড়র থেকে দয়া মহব্বত ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমারই বা কি করার আছে?[৭১] অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "একবার রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম হযরত হাসান ইবনি 'আলী (রা) কে চুমু দিলেন, সেখানে আকরা ইবন হাবিস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্ড়ন আছে, আমি কখনো তাদের চুমু দেই নি। একথা শুনে রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[৭২]

---

৭০ Avj-Ki©Avb, সূরা আল-কাহাফ ১৮ : ৪৬

৭১ বুখারী, mnxn Avj eLvix, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৩৫, হাদীস নং ৫৬৫২।

৭২ ইমাম আহমদ, gmbv' Avng', প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ২২৮, হাদীস নং ৭১২১।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও বড়দের সম্মান দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বলেন : "সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।"[৭৩]

হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত একদা এক মিসকিন মহিলা তার দুকন্যাকে নিয়ে আমার নিকট আসলে আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। মহিলাটি তার দুকন্যাকে দুটো খেজুর দিয়ে অপরটি নিজে মুখে তুলে নিচ্ছিলেন এমন সময় সন্ড়ানেরা ওটাও খেতে চাইলে ভাগ করে দু'শিশুকে দিয়ে দেন। এতে হযরত 'আয়িশা (রা.) বিস্মিত হন। তিনি ব্যাপারটি রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম কে জানালে তিনি বললেন– এর বিনিময়ে আস্ ড়হ মহিলাটিকে জান্নাত দেবেন কিংবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।[৭৪] হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, শু'বাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম থেকে বর্ণনা করে বলেন: "রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম-এর তুলনায় সন্ড়ান-সন্ড় তির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা.) মদীনায় উঁচু প্রান্ড়ে ধাত্রী মায়ের কাছে দুধপান করতেন। রাসূল সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড় াম প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি যে ঘরে যেতেন সে ঘরটি প্রায়ই ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন, আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবরাহীম (রা.) ইন্তিকাল করেন, তখন রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু 'আলাইহি ওয়াসাস্ ড়ম বললেন– ইবরাহীম আমার পুত্র। সে দুধপানের বয়সে ইনতিকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধপান করাবে।"[৭৫]

4. 15. A_en mZ¨ M‡íi gva¨‡g cÖZcvjb

যে সব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা যায় চিত্তাকর্ষক গল্পপদ্ধতি তার মধ্যে উস্ ড়খযোগ্য। অভিভাবক ও শ্রিক্ষ একটি সত্য ও বাস্ড়বানুগ গল্প নির্বাচন করতে পারেন। অধিকাংশ সত্য ও বাস্ড়ব গল্পের মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারি। গল্পের বিভিন্ন শ্রিক্ষীয় দিক সম্বলিত অংশ বিশেষ থেকে আমাদের সন্ড়ানদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করতে পারি। যেমন : সততা, আমানতদারী,

---

৭৩ মুসলিম, mnxn gmwjg, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২১।

৭৪ ইমাম আহমদ, gmbv' Avng', প্রাগুক্ত,খ. ৫, পৃ. ২৫২, হাদীস নং ২২২২৭।

৭৫ আলী বিন আবি বকর আল হাইছামী, gvRgvÔDh hvIqwq', বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭, খ. ১, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য-পরায়ণতা, সাহসিকতা, অভাবীর সাহায্য, গরীবের প্রতি দয়া ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি। সুতরাং অভিভাবক এক বা একাধিক এমন গল্প উপস্থাপন করবেন, যা তিনি শিশুকে যে আদবটির ওপর প্রতিপালন করতে চাচ্ছেন তা নিশ্চিত করবে। এর মধ্য দিয়েই তার অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্ড়বায়িত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে সাহায্য নেয়া একজন অভিভাবকের নিকট অত্যন্ড় উপকারী হিসেবে প্রমাণিত। কারণ, এখানে শিশুর পরিচর্যায় আমাদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের সমন্বয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সত্য গল্পসম্ভার রয়েছে। বিশেষ করে রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়মের যুদ্ধাভিযানসমূহ, সাহাবায়ে কেরামের রা. জীবনালেখ্য, তাদের বীরত্ব-গাঁথা ও নেতৃত্ব। আমাদের পূর্ব পুর"ষগণ রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়মের ছোট ও বড় যুদ্ধাভিযান থেকে তাদের সন্ড়ানদের প্রতিপালনের জন্য বড় ধরনের একটা উপাদান গ্রহণ করে থাকতেন। ইসমাঈল বিন মুহম্মদ বিন সা'দ রহ. বলেন, 'আমার পিতা আমাকে রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়মের যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিবরণ শ্রিজ্ঞ দিতেন। এবং গাযওয়াহ[৭৬] ও সারিয়াহ'র বর্ণনা দিতেন।' এবং বলতেন- 'হে বৎস, এ হলো তোমার বাপ-দাদার ঐতিহ্য; অতএব তোমরা এটা ভুলে যেও না।' আলী বিন সুহাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়মের ছোট বড় সকল যুদ্ধের ঘটনাবলী শ্রিজ্ঞ করতাম যেভাবে আল-কুরআনের সুরাগুলো শ্রিজ্ঞ করতাম।'

প্রজ্ঞন্ড়রে মনগড়া গল্পের মধ্যে কোন ক্রিয়া বা প্রভাব নেই। কারণ প্রথমটা হলো সূত্র নির্ভর, বাস্ড়বে যার সত্যতা সুপ্রমাণিত। এটাতো শুধু কল্পনা প্রসূত ঘটনা নয়। আস্ ড়হ তাআ'লাও পবিত্র কুরআনে সুন্দরতম গল্পের অবতারণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন : 'তাদের কাহিনীতে রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষদের জন্য শ্রিজ্ঞ, এটা মিথ্যা রচনা নয়।'[৭৭]

এমন কাল্পনিক কাহিনী বলা থেকেও বিরত থাকতে হবে যা কখনোই বাস্ড়বে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। যথা : 'একলোক চড়ুই পাখির উদরে প্রবেশ করল। অতঃপর সে একস্থান থেকে অন্য স্থানে সাধারণ মানুষের বির"দ্ধে গোয়েন্দাগিরি করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রাসাদ কিংবা ঘর ইত্যাদিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য।' এ গল্পটা একদিকে যেমন নিন্দিত চরিত্র গোয়েন্দাগিরির দিকে ইঙ্গিত করে, যা পৃথিবীতে আস্ ড়হ প্রদত্ত শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সাথে সাথে তা

---

৭৬. MvRIqvn : যে যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সারিয়াহ্ যে যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর নির্দেশে কোন সাহাবীর রা. নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

৭৭. মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى

Avj-KiÛAvb, সূরা ইউসূফ, আয়াত ১১১

Dhaka University Institutional Repository

একটি শিশুকে বাস্ড়বতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়। এবং এই বাস্ড়ব পৃথিবীতে বাস্ড়বায়নের অযোগ্য বিষয়াদির সঙ্গে শিশুকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। ফলে সে বাস্ড়ব পৃথিবী রেখে অবাস্ড়ব ও কাল্পনিক পৃথিবীতে হারিয়ে যায়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও কু-প্রভাব শিশুর জীবনে অবশ্যই পড়বে।

4. 16. wewfb Kv‡Ri Rb¨ cwZ‘vb †‘qv

পুরস্কার দানের পদ্ধতিসমূহের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। একটা পরোক্ষ ও অন্যটা বৈষয়িক পুরস্কার, তবে উভয়টাই কাম্য। একটা গ্রহণ করে অন্যটা উপ্রেক্ষ করার সুযোগ নেই ; বিশেষ করে শিশুর এই বয়োঃস্ড়রে। অভিভাবক কখনো কোন প্রতিদান বা পুরস্কারের অঙ্গীকার করলে তার কর্তব্য হলো পুরস্কার সংক্রান্ড় প্রতিশ্র“তি পূরণ করা। কারণ প্রতিশ্র“তি ভঙ্গ করলে শিশুটি অভিভাবকের অঙ্গীকারের ওপর আর কোন আস্থা রাখবে না। ফলে এ দিক থেকে শিশুর বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে তার আনুগত্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে। সুতরাং যা বাস্ড়বে পূরণ সম্ভব নয় বা যার বাস্ড়বায়ন কঠিন এমন বিষয়ের অঙ্গীকার না করাই তার অঙ্গীকার পূরণের জন্য সহায়ক। যেমনিভাবে এমন কোন অঙ্গীকার করবে না যা চাহিদার সঙ্গে সামাঞ্জস্যশীল নয়। যেমন : বিপুল সম্পদ প্রদান অথবা বিমান ভ্রমণের অঙ্গীকার যা পূরণ করা কম লোকের পক্ষেই সহজ।

কোন কোন অভিভাবক মিথ্যা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের প্যাঁচ থেকে বেরিয়ে যেতে চায় এভাবে যে, যে কোন অবস্থায় সে মিথ্যা ব্যবহার করে কোন কাজ করা বা পরিত্যাগে শিশুকে অনুপ্রাণিত করবে। অতঃপর আলোচনার শেষে একথা বলে দিবে, ইনশা আস্ ড়হর (যদি আস্ ড়হ চাহে তো) এই ভিত্তিতে যে, তেমনটি যদি সে নাও করে থাকে তাহলে সে মিথ্যাবাদী অথবা ওয়াদাভঙ্গকারী হচ্ছে না। কিন্তু শিশুর ওপর এরও একটি বিরূপ প্রভাব রয়েছে। কারণ তার স্মৃতিতে প্রত্যাশা বাস্ড়বায়ন না হওয়ার এই সুন্দর কথাটি বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। এমনকি কিছুদিন পর যখন আপনি তার সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করে বলবেন, ইনশা আস্ ড়হ। তখন উত্তরে সে বলবে, ইনশা আস্ ড়হ ছাড়া কথা বলুন।

অভিভাবকের মনের মধ্যে যখন কোন কাজ করার দৃঢ় সংকল্প থাকবে শুধুমাত্র তখনই এই বাক্যটি বলা উচিত। এরপর উক্ত কাজ সম্পন্ন করা যদি সম্ভব নাও হয়, তাহলেও তার কোন অসুবিধা নেই। সে ওয়াদাভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং এটা কোন ঝুলন্ড় বিষয়ে নয়, নিশ্চিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বলবে। আর এই অভিমতের ওপর ভিত্তি করে যে, বাক্যটি সম্পর্কে শিশুর মনে কোন অসঙ্গত ধারণা আসবে না। বরং সে জানতে পারবে ইনশা আস্ ড়হ বাক্যটি শুধুমাত্র ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। কারণ আস্ ড়হ তাআ'লাই হলেন সকল কর্মের একচ্ছত্র বিধাতা ও নিয়ামক। কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না, হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

4. 17. mšÍvb‡`i wZi¯‹vi I e` `ÔAv bv Kiv

বিপদ- আপদ মুসলিমদের সাথি। তবে তা আজাব-গজব হিসাবে নয়। পরীক্ষা, উচ্চ মর্যাদা লাভ ও পাপ মুক্তির কারণ হিসাবে এসে থাকে। যদি বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করা হয় তাহলেই সেই বিপদ আপদ মুসলমানের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। গুনাহ মাফের কারণ হিসাবে গৃহিত হয়। বিপদ-মুসীবত নিজের উপর আসুক বা নিজের সন্তান-সন্তুতি, পরিবারের উপর আসুক কিংবা নিজের সম্পদের উপর আসুক সকল প্রকার বিপদে ধৈর্য ধারণ করলেই তা গুনাহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।"[৭৮] এ প্রসঙ্গে হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুমিন নর ও নারীর উপর, তাদের সন্তান-সন্তুতি ও ধন-সম্পদের উপর সর্বদা বিপদ-মুসীবত আসতেই থাকে। অবশেষে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, তার আর কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।"[৭৯]

4. 18. AbvKvw•ÿZ Kv‡Ri Rb¨ kvw¯Í cÖ`vb Kiv

মানুষ চাই সে ছোট হোক বা বড়, অবাঞ্ছিত কাজ করা থেকে কেউই মুক্ত নয়। যেমনিভাবে 'শিশু শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়' যুক্তিতে তাদের সকল ভুলত্রুটি ও অন্যায় কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাদের ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা সম্ভব হবে না। এমনিভাবে তার থেকে সংঘটিত প্রতিটি ভুলের জন্য শাস্তি দেয়া অথবা ভুল-ত্রুটির মাঝে বিদ্যমান নিশ্চিত পার্থক্য ও প্রকরণ উপেক্ষা করে সকল ভুলত্রুটিকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা অথবা একই দৃষ্টিতে দেখা এবং শাস্তি প্রদান অভিভাবকের প্রথম টার্গেট বানানো উচিত নয়। যখন শিশুকে শাস্তি প্রদান তথা শারীরিক শাস্তি প্রদানই উত্তম বলে সিদ্ধান্ত হবে, তখন তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যাই হোক ছোট্ট বয়সে শিশুর শারীরিক শাস্তি কাম্য নয়। তাছাড়া এর অনেক ক্ষতিও রয়েছে।

ইবনে খালদুন রহ. তার আল-মুকাদ্দিমা-তে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন- 'ছাত্রদের ওপর কঠোরতা আরোপ তাদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানে সীমালংঘন শিক্ষার্থীর জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে। কারণ এটা হলো মন্দ প্রবণতা। যে অভিভাবক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও রুক্ষভাব প্রদর্শন করে থাকেন তার ছাত্র, অধীনস্থ ও গৃহ পরিচারিকাদের প্রতি। তাহলে সে কঠোরতা শিশুকে আক্রান্ত করবে ও তার ওপর আধিপত্য বিস্তৃ

---

৭৮. Avj-KziAvb, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫৫।

৭৯. তিরমিযী, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬০২, হাদীস নং-২৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ার করে বসবে। ফলশ্র“তিতে শিশুর মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। কাপুর“ষতা ও অলসতার দিকে তাকে ধাবিত করবে, মিথ্যা ও দুষ্টামির দিকে তাকে উদ্যত করবে।

ফলে তার প্রতি কঠোরতার হাত সম্প্রসারিত হতে পারে এই আশঙ্কায় অন্ড়রে যা আছে তার বিপরীত সে প্রকাশ করে থাকবে। এটা তাকে প্রহসন ও প্রতারণা শিক্ষ দেবে। এক পর্যায় গিয়ে এটা তার অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে মানবতার মর্মবাণী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; যার জন্য একটি সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠে।

পরিবার হল তার প্রাণ ও গৃহের প্রতিরক্ষ। এক্ষেত্রে সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। বরং উত্তম গুণাবলি ও নান্দনিক চরিত্র অর্জনে সে হবে ব্যর্থ এবং মানবতার দাবী পূরণে অসমর্থ। অতঃপর সে এত নীচে নেমে যাবে যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষ নিম্ন শ্রেণী থেকেও অনেক নীচে চলে যাবে।

এমনটি ঘটেছে প্রতিটি জাতির বেলায় যারা আধিপত্যবাদের কবলে চলে গেছে। ফলে সেখান থেকে শুধু অত্যাচার-অবিচার ও নিপীড়নই চলেছে অব্যাহতভাবে। একে আপনি পরাধীন গণ্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের ও সন্ড়ানের ক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য হলো তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষদানের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী বা কঠোর না হওয়া।'[৮০]

শিশুকে শাস্ড়িদানের ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। তাহলে বিভিন্ন প্রকার শাস্ড়ির দ্বারসমূহ অভিভাবকের নিকট উম্মোচিত হবে। তখন কঠোরতা আরোপ একই প্রক্রিয়ায় হবে না। বরং প্রতিটি জায়গায় তার উপযোগী শাস্ড়ির ব্যবহার করতে সক্ষ হবে।

শাস্ড়ির একটি প্রকরণ শুধুমাত্র শারীরিক শাস্ড়ির ওপর নির্ভরতা, দৈহিক শাস্ড়ি ভিন্ন অন্য অসংখ্য শাস্ড়ির প্রকরণ সম্পর্কে অভিভাবকের অজ্ঞতা অথবা তার ফলাফল সম্পর্কে অতৃপ্তি থাকা উচিত নয়। সে কারণেই শাস্ড়ি, তার অসংখ্য পদ্ধতি আয়ত্ব করা ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি অর্জন করা দরকার। মনে রাখতে হবে দৈহিক যাতনা শাস্ড়ির কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিই হতে পারে না।

ঐ ব্যাপারে অসতর্কতাকে ভাল মনে করা ঠিক নয়। কখনো কখনো এ জাতীয় ভুলও হয়ে থাকে। কখনো শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে অথবা এক প্রকারের অসন্তুষ্টি বা অগ্রাহ্যের প্রকাশ করা যেতে পারে। অনেকে তো এক্ষেত্রেও একটি মার্জিত বাক্য অথবা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ওপরই তৃপ্ত থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিশু সন্ড়ানকে তার পছন্দনীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখারও প্রয়োজন পড়ে।

এই বয়োঃস্ড়রে যে সকল শাস্ড়ি প্রয়োগ করা সম্ভব তা অবশ্যই শিশুর ওপর প্রভাব বিস্ড়ারকারী। চেহারার প্রফুস্ড়তা না রাখা অথবা তার সঙ্গে হাসি-আনন্দ পরিহার করা। তাকে উপ্রেক্ষ করা ও তার অপর ভাই-বোনদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, তার সঙ্গে কথাবার্তা ও গল্প বলা বন্ধ করে দেয়া।

---

[৮০]. ইবনে খালদুন, Avj-gKwÏgv, c. ৫০৮

Dhaka University Institutional Repository

4. 19. kw¯ c'v‡b KwZcqÎ"wU-wePz¨wZmgn

কোন কোন কাজ থেকে অভিভাবক যখন তাকে বারণ করতে সক্ষম হবে না অথবা তার তরুণ সন্ড়ানটি তার দিকনির্দেশনায় সাড়া দেবে না। সে কারণে তার ভরণ-পোষণ স্থগিত করে দেবেন অথবা তার ঘরে প্রবেশ করাতে নিষেধাজ্ঞা জারী করবেন। কিন্তু কখনো এটা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এটা বরং তখন সমস্যার প্রকট আকার ধারণ ও বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপর শাস্তির আশঙ্কায় অবশ্য এতে তরুণটি অভ্যস্ড় হয়ে পড়তে পারে। আবার এর যে কোন সমাধান নিজের থেকে খুঁজতে আরম্ভ করে দিতে পারে। অবশ্য তখন সর্বাপ্রেক্ষা দ্রুত ও সহজ সমাধান হতে পারে বিপথে ভ্রমণের সূচনা। পরিচিত ভ্রমণটি হতে পারে তাদের পথে যাদেরকে বলা হয় মন্দ বন্ধুমহল। ফলতঃ তারাই হবে এ পথের মূল শিকার, যেখানে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। চূড়ান্ড় পর্যায় বাবা তাকে ফিরিয়ে আনার কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার আর কোন উপায়ই খুঁজে পাবে না। কিন্তু এরপর কি হবে?

4. 20. wg_¨vejv cwiZ¨vM Kiv

একটি শিশু শুধুমাত্র তার সঙ্গে সম্পৃক্ত উদ্দেশ্যই বাস্ড়বায়ন করতে চায় অথবা সে কতিপয় অবাঞ্ছিত কাজ ও আচরণের প্রতিক্রিয়া গোপন করতে চায়। অথচ তার কাজকে ভালোরূপে উপস্থাপন করার সামর্থ্য তার নেই। এক্ষেত্রে তার জন্য সর্বাপ্রেক্ষা সহায়ক ও সহজসাধ্য বিষয় হলো মিথ্যাবলা। অভিভাবকের এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত যে, শিশুটি যেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন অনুভব না করে। অবশ্য তার মিথ্যা বলাটা কখনো একজন বয়স্ক ব্যক্তির মিথ্যা বলার মত নয়।

যেমন কোন শিশু সন্ড়ান তার বাবার নিকট একটি বিষয়ের বিবরণ দিল। পরে দেখা গেল আরেকজন বয়স্ক ব্যক্তি তার উল্টো বিবরণ দিল। তখন শিশুটির বাবা মনে করে তার বাচ্চাটির কথাই সত্য হবে। কেননা সন্ড়ানেরা মিথ্যা বলে না ও মিথ্যা চেনে না।

কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং মিথ্যা বলা সন্ড়ানের নিকট একটা মামূলী ব্যাপার ও খুবই সহজ। কারণ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সে অজ্ঞ, সে আদিষ্ট (মুকাস্ ড়াফ) নয় যে, শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলকভাবে তার থেকে ছাড়াতে হবে। শিশু-সন্ড়ানটি সত্য বলল, না মিথ্যা? প্রমাণ ও আলামতের সাহায্যে তা নিশ্চিত হওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। যেহেতু সাধারত সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সন্ড়ানের মিথ্যা বলার সামর্থটা খুবই দুর্বল। সেহেতু তার মনগড়া মিথ্যা চিহ্নিত ও সনাক্ত করা খুব সহজ। অভিভাবকের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হলে শিশুটিকে এর ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। তাকে বলা যেতে পারে, মিথ্যা বলা কখনোই

কোন ভদ্রসন্ড়ানের চরিত্র হতে পারে না, নিশ্চয়ই আস্ ড়াহ তাআ'লা মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। এমন কি খোদ আমাদের প্রিয় নবী সাস্ ড়াস্ ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়াম এবং মুর্ব্বীগণও মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। মিথ্যার ক্ষতি ও অপকার সম্বলিত সংক্ষিপ্ত গল্প উস্ ড়খ করা যেতে পারে শিশুটির কাছে। কৃতকর্মের জন্য তাকে আস্ ড়াহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে উদাত্ত আহ্বান জানাবেন ও সতর্ক করে দিবেন পুনরায় যেন কখনো এরকম কাজ সে না করে। আবারো তাকে সত্যের দিকে আহ্বান করবেন এবং বলবেন, নিশ্চয়ই আস্ ড়াহ তাআ'লা সত্যবাদীকে ভালোবাসেন। এমনিভাবে প্রিয় নবী সাস্ ড়াস্ ড়াহু আলইহি ওয়া সাস্ ড়াম ও মুর্ব্বীগণও সত্যবাদীকে ভালবাসেন। সত্যের প্রতি ভালোবাসার পুরস্কারও সে-ই ভোগ করবে। সন্ড়ানের পছন্দনীয় কোন জিনিস দেয়ার সময়ও তাকে সত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কখনোই তার মিথ্যারত অবস্থায় তাকে কঠিন ভয় দেখানো যাবে না ; অথবা তাকে এমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি দেয়া যাবে না, যা তার বয়োঃস্ড়রের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বারবার শাস্ড়ি তাকে মিথ্যাবলায় কাল্মক্ষেপণ ও উক্ত শাস্ড়ি থেকে পরিত্রাণের আশায় কথিত মিথ্যায় তাকে জেদী হতে উদ্যত করতে পারে। সবসময় তাকে লজ্জা দেয়া বা তিরস্কার করাও উচিত নয় । এতে তার মন ভেঙ্গে যাবে। ফলে কখনো বা উক্ত ধ্বংসাত্মক আচরণ তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে।

4. 21. mš¨vb‡K mvnwmKZvq Af¨¯— Kiv

সাহসিকতা একটি বড় গুণ। সাহসিকতার বদৌলতে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করা সম্ভব। সে কারণে শিশুদেরকে এই বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে এর প্রতি অভ্যস্ড় করা উচিত। পিতা কর্তৃক তার সন্ড়ানদের মধ্যে খেলাচ্ছলে পরস্পর কুস্ড়ি লড়াইয়ের আয়োজন করতে পারেন তাদেরকে সাহসিকতায় অভ্যস্ড় করার জন্য। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, বিষয়টা এর মধ্য দিয়ে যেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের বাহিরে চলে না যায়।

মুহম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাসান রা. ও হুসাইন রা. রাসূলুস্ ড়াহ সাস্ ড়াস্ ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়াম সম্মুখে কুস্ড়ি ধরে ছিলেন। তখন রাসূলুস্ ড়াহ সাস্ ড়াস্ ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়াম বলতে লাগলেন, 'এটা হাসান (ভাল)।' তখন ফাতেমা রা. তাঁকে বললেন- 'হে আস্ ড়াহর রাসূল, আপনি কি হাসানের প্রক্ষ নিচ্ছেন? সে যেন আপনার নিকট হুসাইনের চেয়ে বেশি প্রিয়। উত্তরে রাসূলুস্ ড়াহ্ সাস্ ড়াস্ ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়াম বললেন, 'জিব্রীল হুসাইনের রা. প্রক্ষ নিয়েছেন সুতরাং আমি হাসানের প্রক্ষ নেয়াকে পছন্দ করেছি।[৮১]

[৮১] .মুসনাদে হারেছ, hv`Bj nvwm~j, খ. ২, পৃ. ৯১০।

Dhaka University Institutional Repository

সেই বীরত্বের প্রতিফলন যা হুসাইন রা. বর্ণনা করেন- 'একদিনের ঘটনা, যা ঘটেছিল আমির-ল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাবের রা. সঙ্গে যখন তিনি মুসলিম জাহানের খলিফা তখন সে ছিল বয়সে খুব ছোট। হুসাইন বিন আলী রা. বলেন, 'আমি উমরের রা. নিকট উপস্থিত হলাম তিনি তখন মিম্বরের উপরে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি উঠে তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার বাবার মিম্বর থেকে নেমে আপনার বাবার মিম্বরে গিয়ে বসুন!' উত্তরে উমার রা. বললেন, 'আমার বাবারতো কোন মিম্বর নেই।' এরপর আমাকে নিয়ে তার সঙ্গে বসালেন অথচ আমি তখনোও হাতের মধ্যে পাথরের টুকরা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে আমাকে নিয়ে তার গৃহে চলে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে এটা কে শিখিয়েছে ?' আমি তাকে বললাম, 'আস ড়হর শপথ আমাকে কেউ শেখায়নি।' তিনি বললেন, 'আমার পিতা উৎসর্গ হোক! তুমি চাইলে আমাকে ঢেকে ফেলতে পারতে।' হাসান রা. আরো বলেন, 'আমি উমার বিন খাত্তাব রা. এর নিকট এসেছি, যখন তিনি মুয়া'বিয়া ও ইবনে উমার -কে নিয়ে দরজায় নির্জনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ইবনে উমার রা. তথা হতে প্রত্যাগমন করলেন আমিও তার সঙ্গে ফিরে গেলাম। এর কিছুদিন পর তাঁর (উমার রা.) সঙ্গে আমার স্বাক্ষাত হলে তিনি আমাকে বললেন, 'তোমাকে দেখিনা কেন?' আমি বললাম, 'হে আমির-ল মু'মিনীন, আমি তো আপনার কাছে এসেই দেখি আপনি মুআ'বিয়ার সঙ্গে অন্ড়রঙ্গ মুহূর্তে আছেন। সে কারণে আমি ইবনে উমরের রা. সঙ্গে ফিরে যাই। অতঃপর তিনি বললেন, 'ইবনে উমার রা. অপ্রেক্ষ তোমার প্রবেশাধিকার অগ্রগণ্য। তুমি আমাদের মস্ড়িষ্কে যা দেখছো তা রোপন করেছে আস ড়হ তাআ'লা, এরপর তোমরা।[৮২]

4. 22. mšv‡bi m¯v‡¯¨i cwZ mRvM 'wó ivLv

শিশুরা এই ছোট বয়সে অন্যদের থেকে রোগব্যধিতে বেশি আক্রান্ড় হয়ে থাকে। ওরা তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণত নিজেদের স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো ও স্বাস্থ্যের প্রতি ভালোকরে যত্ন নিতে জানে না। সুতরাং অনুসন্ধান করে তাদের স্বাস্থ্যগত ত্র-টিগুলো খুঁজে বের করা অভিভাবকের কর্তব্য। এখানে রাসূলুস ড়হ সাস ড়স ড়হু আলাইহি ওয়া সাস ড়ম শিশুটির শীর্ণকায়তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও তাদের ওপর বদ নজরের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য ঝাড় ফুঁকের পরামর্শ দিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারলেন যে, তাদের এ দূরাবস্থা কুদৃষ্টির কারণেই হয়েছে। এমনিভাবে তাদের বেশভূষা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুর-ত্ব দেয়ার কথাও বললেন।

আব্দুস ড়হ বিন জাফর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুস ড়হ সাস ড়স ড়হু আলাইহি ওয়া সাস ড়ম জাফর রা. পরিবারের তিন ব্যক্তিকে তাদের ওখানে যাবেন বলে প্রতিশ্র-তি দিয়েছেন।

[৮২]. ইব্ন হাজার, Avj-Bmvevn, খ. ২, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

এরপর রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তাদের নিকট আগমন করে বললেন, 'আজকের পর আমার ভাইয়ের ওপর কেউ ক্রন্দন করবে না।' অতঃপর বললেন, 'আমার ভাইয়ের সন্ড়নের জন্য তোমরা দোয়া কর!' এরপর আমাদেরকে আনা হলো যেন 'আমরা পাখির ছানা'। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাছে একজন নাপিত ডেকে পাঠাও!' এরপর তাঁর নির্দেশে তিনি আমাদের মাথা মুন্ডন করে দিলেন।[৮৩]

তাদেরকে পাখির ছানার সঙ্গে তুলনা করার কারণ, তাদের কেশগুচ্ছ ঠিক পাখির পালকের মত, তা হলো পাখির সর্বপ্রথম গজানো পালক। সে কারণে রাসূলুস্ ড়হ্ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়াম নাপিত আসার পর তাকে মাথামুন্ডন করতে নির্দেশ করলেন। হজ্জ ও উমারাহ ব্যতীত চুল রাখা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাথা মুন্ডন করিয়ে ছিলেন। তাদের মা আসমা বিনতে ওমাইস রা. এর স্বামী জা'ফর রা. যুদ্ধে নিহত হওয়ার কারণে তার অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে ছিল, যার দরুণ সে তাদের কেশগুচ্ছ চিরুণী করার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। বিষয়টা লক্ষ করে রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তাদের মাথায় ময়লা ও উঁকুনের আশঙ্কা করে ছিলেন।[৮৪]

শিশুর পোশাক ও শরীরের অবয়বের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং অভিভাবককে ভালো পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে দেখার সৌন্দর্য বর্ধনের প্রতিও সচেষ্ট হতে হবে। কারণ আস্ ড়াহ তাআ'লা নিজে সুন্দর ও সুন্দরকে তিনি ভালোবাসেন, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে তিনি পছন্দ করেন। সুন্দর অভিব্যক্তি ও সৌন্দর্য অর্জনের প্রয়াস, দুর্বোধ্য ও অনভিপ্রেত কবিতা আবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে। যা রুচির বিকৃতি ও অপরিচিত বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দিকে ইঙ্গিত করে থাকে।

সেকালের একটি গল্প যার নাম 'ক্বযা'। আর তা হলো মাথার চুলের একাংশ কেটে অন্য অংশ রেখে দেয়া। এর একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। চুল কাটার এই প্রক্রিয়া তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ড় অব্যাহতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। অথচ রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম তা হতে নিষেধ করেছেন।

ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'রাসূলুস্ ড়হ সাস্ ড়স্ ড়হু আলাইহি ওয়া সাস্ ড়ম 'ক্বযা' হতে নিষেধ করেছেন।' ইবনে উমার রা. বলেন, 'আমি নাফে কে জিজ্ঞাসা করলাম-'ক্বযা' কি? তিনি রা. বললেন, 'শিশুর মাথার একাংশ মুন্ডন করা আর অন্য অংশ রেখে দেয়া।'[৮৫] শিশুর যত্ন

---

৮৩. আবু দাউদ, Avm-mbvb, হাদীস নং-৩৬৬০।

৮৪ .AvDbj gv‡e', প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ১৬৪।

৮৫.মুসলিম, Avm-mnxn, হাদীস নং-৩৯৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রতিপালনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির এ ধরনের চুল কাটার কাজে ছাড় দেয়া ঠিক হবে না এই যুক্তিতে যে, সে ছোট ও শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়।

শিশুর জন্য উৎকৃষ্ট মানের পোশাকের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে কোন অবস্থাতেই রেশম ও স্বর্ণ পরিধান করানো যাবে না। কারণ অধিকাংশ সাহাবী ও আলেমগণ তা হতে নিষেধ করেছেন। যাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা তা বালকদের থেকে খুলে নিয়ে বালিকাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি।'

4. 23. msNwUZ NUbve jx Øviv mšÍvb‡K wk•v c'vb

ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রতিপালন ইসলামী পরিচর্যা ও প্রতিপালনের মূল নির্দেশিকা। কারণ কাংঙ্খিত অবকাঠামো বিনির্মাণে সংঘটিত ঘটনাবলীকে মহার্ঘ্য জ্ঞান করা হয়ে থাকে। যেহেতু তখন বাস্ড়ব ঘটনা এবং প্রতিপালন-পরিচর্যার মধ্যে একটা ভারসাম্য ও সামাঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে যায়। এর সংঘটনের মধ্য দিয়ে গভীর জ্ঞান ও বিরাট প্রতিক্রিয়া সূচিত হবে। এ পর্যায়ে কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াত ঘটনার পেছনে এসেছে ; যেগুলো ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিশুর পরিচর্যা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। أفك (অপবাদ) এর ঘটনা ও তার মধ্যে মুসলিম সমাজ প্রতিপালনের যে শিক্ষা উৎসারিত হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য করুন। যে আদেশ ও নিষেধাবলী কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় তা নিজে একা কোন ফল দিতে পারে না। সে কারণে মুসলমানদের ওপর এই ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা দূর করার জন্য আস্ড়াহ তাআ'লা ইরশাদ করেন : 'এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না ; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'[৮৬]

এমনিভাবে আমরা যদি রাসূলুস্ড়াহ সাস্ড়াস্ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ড়ামের সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো তাঁর সিংহভাগেই এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতির ব্যবহার প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুস্ড়াহ সাস্ড়াস্ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ড়াম যখন নশ্বর পৃথিবীর মর্যাদা ও পার্থিব বিষয়কে তুচ্ছ করে দেখাতে সংকল্প করলেন। তখন তিনি একথা বলেননি, 'পৃথিবী হলো নিকৃষ্ট যা কোন বস্তুরই সমকক্ষ হতে পারে না' এর ওপরই ক্ষান্ড় করতে পারতেন যা রাসূলুস্ড়াহ্ সাস্ড়াস্ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ড়ামের এ সংক্রান্ড় বক্তব্যের জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুস্ড়াহ্ সাস্ড়াস্ড়াহু আলাইহি ওয়া সাস্ড়াম সাহাবাদের রা. মনের মধ্যে এই মর্মবাণী বদ্ধমূল করার জন্যে উপস্থিত ঘটনাকে মূল্যায়ন করার নীতি গ্রহণ করলেন।

---

[৮৬] . মহান আল্লাহর বাণী :

لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.

Avj-KziÕAvb, সুরা নুর-১১

4. 24. mšv‡bi cwZ Awffve‡Ki •gv I D‘viZv c‘kb

যে সকল নান্দনিক চরিত্রে শিশুকে প্রতিপালিত করা উচিত তার অন্যতম হলো ক্ষমা ও উদারতা। এর তাৎপর্য বর্ণনায় কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তবে কখনোই তা অত্যাচার সহ্য ও অত্যাচারীর প্রতিবিধান না করার প্রতি শিশুকে অভ্যস্ড় করার সীমায় গিয়ে যেন না ঠেকে। যা শিশুর পরিণত বয়সে অপমান ও অপদস্ড় হওয়ার কারণ হবে। একদিকে কোরআনে কারীমের বক্তব্য যেভাবে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রশংসা করেছে। আস্ ড়াহ তাআ'লা ইরশাদ করেন, 'যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আস্ ড়াহর নিকট আছে।'[৮৭]

আস্ ড়াহ তাআ'লা আরো ইরশাদ করেন, 'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।'[৮৮]

তেমনিভাবে মন্দের সমপরিমাণ মন্দ দ্বারা প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। যেমন : আস্ ড়াহ তাআ'লা ইরশাদ করেন : 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।'[৮৯]

আস্ ড়াহ তাআ'লা আরো বলেন, 'অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।'[৯০]

শরিয়তের প্রমাণ তারই প্রশংসা করে যে অত্যাচারীর প্রতিবিধান করে। আস্ ড়াহ তাআ'লা ঈমানদারদের প্রশংসায় বলেন, 'এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'[৯১]

---

৮৭. মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه .

Avj-KiÛAvb, সুরা-শুরা, আয়াত : ৪০।

৮৮. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ.

Avj-KiÛAvb, সুরা-শুরা, আয়াত : ৪৩।

৮৯. মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.

Avj-KiÛAvb, সুরা-শুরা, আয়াত : ৪০।

৯০ . মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

Avj-KiÛAvb, সুরা-শুরা, আয়াত : ৪১।

৯১. মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Dhaka University Institutional Repository

অতএব ক্ষমা ও উদারতার মত চরিত্র মাধুর্য একান্তভাবে কাম্য। যেমনিভাবে প্রতিশোধ ও প্রতিবিধানের চরিত্রও কাম্য। এর যে কোন একটাকে উপেক্ষা করলে অথবা তার আশ্রয় না নিলে জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। যখন অধিকাংশ অভিভাবকের চিন্তা চেতনা শিশুর মনে ক্ষমা ও উদারতার মর্মবাণী দৃঢ়মূল করার দিকে কেন্দ্রিভূত, তখন তাদের মধ্যে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের প্রতিশোধ ও প্রতিবিধান করার মর্মবাণীও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। বিশেষ করে যখন বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের আজন্ম শত্রু ইয়াহুদী খৃষ্টান কর্তৃক আগ্রাসী আক্রমণের শিকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে এই চরিত্র নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যেও। আয়শা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার অজ্ঞাতসারে যয়নব রা. অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রুদ্ধাবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে। এরপর তিনি বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, আবু বকরের কন্যা তার হাতের দুটি কংকন দিয়ে দিয়েছে তাতেই কি আপনি সন্তুষ্ট? অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরলে আমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেই ফেললেন- 'যাও! তুমি গিয়ে প্রতিশোধ নাও।' এরপর আমি তাঁর দিকে মুখ করে তাকাতেই দেখি তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ফলে আমার কোন প্রতি উত্তরই তিনি আর করতে পারলেন না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা লক্ষ্য করলাম।'[৯২] দেখুন, এখানে যয়নব রা. যখন আয়িশা রা. প্রতি অবিচার করলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রতিবিধান করার নির্দেশ করলেন। ক্ষমা ও উদারতার নির্দেশ করেননি। বরং তাঁর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা তখন পরিস্ফুটিত হয়েছে যখন তার অধিকার আদায় করে নিতে দেখলেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তখন আমাকে তাঁর আরেকজন স্ত্রী একটি পাত্রভর্তি খানা নিয়ে পাঠালেন। তখন তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তিনি আমার হাতে আঘাত করেন; ফলে বরতনটি হাত ফসকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরতনের টুকরাগুলো একত্রিত করলেন, এরপর পাত্রের মধ্যে যে খানা ছিলো তাও একত্রিত করতে লাগলেন ও বললেন- 'তোমাদের মা অতর্কিত আক্রমণ করেছেন। অতঃপর সেবক (আনাস রা.) খুব সতর্কতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ঘরে ছিলেন সেখান থেকে একটি ভাল পাত্র নিয়ে আসলেন। আর ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছে তার ঘরেই রেখে দিলেন।'[৯৩]

Avj-KiÔAvb, সুরা-শুরা, আয়াত-৩৯।

৯২. ইবনে মাজা, Avm-mbvb, হাদীস নং ১৯৭১, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

৯৩ . বুখারী, Avm-mnxn, হাদীস নং- ৪৮২৪।

Dhaka University Institutional Repository

cÂg Aa¨vq : evsjv‡‘‡k wkï AwaKvi cm½

বাংলাদেশে কয়েক ধরণের শিশু পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে :

এক. পরিচয়হীন শিশু (জারজ সন্তান)

দুই. পথ শিশু

তিন. ইয়াতীম শিশু। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো :

5. 1. cwiPqnxb wkï (RviR mšÍvb)-Gi cwiPq

মানুষ সাধারণত তার পিতার পরিচয়েই পরিচিত হয়ে থাকে। আর কিয়ামতের দিন আস্তাহ্ তা'আলাও মানুষদেরকে তাদের পিতার নামসহ ডাক দিবেন। এপ্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাক দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর রাখবে।"[১]

পরিচয়হীন শিশু তাদেরকে বলা হয় যাদের সামাজিক কোন পিতৃ পরিচয় নেই। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক বৈবাহিক বন্ধন ছাড়া নারী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গমের মাধ্যমে নারীর গর্ভজাত সন্তান।[২]

এসব শিশুর সামাজিক কোন পিতৃ পরিচয় থাকে না। যদিও তাদের পিতা কেউ না কেউ আছে। তথাপি সামাজিকভাবে এদের কোন স্বীকৃতি নেই।[৩]

হিন্দু আইনে অবৈধ পুত্রকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

ক. দাসীর দ্বারা তিনটি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবৈধ পুত্র

খ. দাসীর দ্বারা শুদ্রদের অবৈধ পুত্র

গ. দাসী নয় এমন হিন্দু মহিলার দ্বারা একজন হিন্দুর অবৈধ পুত্র এবং

---

১ . ইব্ন হিব্বান, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ.২৪, পৃ. ১৭১, হাদীস নং-৫৯১৪।

২ . ইব্ন আমির, ড. আব্দুল আজীজ, AvZZvÔRxi dxk kvixqwZj Bmjwgq¨vn, মিশর, মুস্ড়ফা আলবাবী আলহালবী, ১৩৭৭ হি., খ.৩, পৃ. ৩৬।

৩ . আলহানাফী, আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্ন মাসউদ আলকাছানী, ev'v‡qÔ Iqvm mvbwqÔ dx ZviZxwej kvivÔC, পাকিস্ড়ান, এম.এম. সাঈদ কোম্পানী ইডুকেশনাল প্রেস, ১৪০০ হি., খ.৭, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. একজন অ-হিন্দু মহিলার দ্বারা একজন হিন্দুর অবৈধ পুত্র।[৪]

5. 2. c_ wkïi cwiPq

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণায়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের এপ্রোপ্রিয়েট রিসোর্সেস ফর ইমপ্রভিং স্ট্রিট চিলড্রেন্স এনভায়রনমেন্ট (এরাইজ) নামে পরিচিত (বর্তমানে প্রটেকশন অব চিলড্রেন্স এট সিক্স বা পিকার নামে পরিচিত) প্রকল্পটি পথশিশুদের নিয়ে নিম্ন চার ভাগে সংজ্ঞায়িত করেছে:

ক. এক থেকে দশ ঘন্টা বা তার বেশি সময় যে শিশু রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং কাজ শেষে ফিরে যায় বস্তিতে বা বাসায়।

খ. এক থেকে দশ ঘন্টা বা তার বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে ফিরে যায়, আত্মীয় স্বজন বা আশ্রয় কেন্দ্রে।

গ. এক থেকে দশ ঘন্টা বা তার বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে, থাকে চাকরিদাতার বাসায়।

ঘ. চব্বিশ ঘন্টার সারাটা সময় রাস্তায় থাকে রাস্তায় খায় এবং রাস্তায় ঘুমায়।[৫]

তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' চব্বিশ ঘন্টার সারাটা সময় যারা রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং রাস্তাতেই ঘুমায় কেবল তাদেরকেই পথশিশু মনে করে।[৬]

5. 3. BqvZxg wkï

ইয়াতীম (يَتِيم) বলা হয় এমন শিশুকে যার পিতা নেই এবং যে নাবালক শিশু, অনাথ শিশু।[৭] পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকেও ইয়াতীম বলা যায়। অর্থাৎ নাবালেগ অবস্থায় যার পিতা মারা যায় তাকে ইয়াতীম বলা হয়। বালেগ হয়ে গেলে তাকে আর ইয়াতীম বলা যায় না। ইয়াতীম বললেও সেটা পরোক্ষভাবে

---

৪. Sastri Golapchandra Sarkar, *A Treatise on Hindu Law,* Calcutta, Eastern Law House, 1924, p. 144; Paruati v. Ganpatrao (1894) 18 Bom. 177, 183; Vellaiyappa v. Natarajan (1927) 50 Mad. 340; Champabai v. Raghu Nath Rao (1946) Nag. 217; Pandurang v. Sonabai (1948) Nag. 653; Padmavti v. Ramchandra (1950) Cut. 532.

৫. w÷wUU Ae PvBì m Bb evsjv‡'k, ২০০৬, পৃ ৩৫-৩৬।

৬. evsjv‡'k wkï AwaKvi †dviv‡gi ^ÎgwmK wbDR †jUvi, সংখ্যা-২০, এপ্রিল-নভেম্বর-২০০৫।

৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, AvawbK Avivex-evsjv Awfavb [আলমু'জামুল ওয়াফী], ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৯৫১।

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়, বাস্তবে সে ইয়াতীম নয়।[৮] ইমাম কুরতুবী মাওয়ারদীর সূত্রে বলেন: "যে আদম সন্তানের মা মারা যায় তাকেও ইয়াতীম বলে। তবে ইমাম কুরতুবীর মতে, মানুষের পিতা মারা গেলে তাকে ইয়াতীম বলা হয়। আর পশুর মা মারা গেলে সে পশুকে ইয়াতীম বলা হয় না।"[৯]

5. 4. wkï Amnvq nIqvi cavb KviY

শিশু অসহায় হওয়ার অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন :

1. AcwiYZ eq‡m wcZv-gvZv gviv hvIqv

প্রত্যেক মানব শিশু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত হতে পিতামাতা এবং মানব জাতির জন্য নি'আমত ও পবিত্র আমানত স্বরূপ। পৃথিবীতে মানবজাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এই শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। শিশুসন্তান হচ্ছে পার্থিব জীবনের শোভা।[১০] শিশু অসহায় হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে অপরিণত বয়সে তার পিতা-মাতা মারা যাওয়া একটি অন্যতম কারণ। পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকেই সদাচরণ ও মায়ামমতা মাখা আচরণ কারও থেকে পায় না। সে পরিপূর্ণ সেবা-যত্ন থেকে বঞ্চিত থাকে। শিশুর জীবনের প্রাথমিক স্তরে পিতৃবিয়োগ হলে তার মাথার ওপর স্নেহের হাত রাখার ও দর্য়াদ্র হৃদয়ের কেউ থাকে না। শিশুর বিপর্যস্ত জীবনের মূলগত কারণের মধ্যে পিতা-মাতা না থাকা অর্থাৎ ইয়াতীম হওয়া অন্যতম কারণ। অন্যদের কাছ থেকে এমনকি একান্ত নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেও পিতার স্থলাভিষিক্ত কাউকে পাওয়া যায় না। অন্যের সেবা-যত্নের মধ্যে কিছু না কিছু এমন অভাব থাকে যার ফলে সে হয়ত পেটভরে খেতে পেল কিন্তু তার অতীব প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু অপূর্ণ থেকে যায়। এমতাবস্থায় ইয়াতীম শিশু বিভিন্ন দিক দিয়ে উচ্ছন্নে যাওয়া শুরু করে এবং বিপর্যস্ত জীবনের

---

৮ . আলমালিকী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন জজ্জী আলগ্রেনাডী, KvIqvbxbj AvnKvg Avkkvixqvn Iqv gvmwqwjj diÛwqj dvKnxq¨vn, বৈরূত, দারচ্ল 'ইলম লিল মালাঈয়িন, ১৯৭৯ খ্রি., ৩৮৩।

৯. কুরতুবী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন ফারাহ. Avj-RwgÛD wj AvnKwgj KiÛAvb, কায়রো, দারশ্ শায়ব, ১৩৭২ হি., খ.২, পৃ.১২।

১০. আলণ্ডাহ্ তা'আলা বলেন : الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "ধন-সম্পদ ও শিশু-সন্ড়ান পার্থিব জীবনের শোভা।" Avj-KiÛAvb, ১৮:৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। সে আস্তে আস্তে অপরাধময় জগতের দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যার জন্য জাতির ভবিষ্যৎ অনেক অন্ধকারময় হতে পারে।

2. ¯vgx-¯xi g‡a¨ ‘v¤úZ¨ Kjn

বিয়ে, সংসার এবং দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের এক অপরিহার্য অংশ। সুখী দাম্পত্য জীবন মহান আস্তাহর এক বিশেষ নি'আমত। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ সুখ আসতে পারে। এ জন্য দু'জনকেই হতে হয় ধৈর্যশীল, আন্তরিক ও কল্যাণকামী। বাংলাদেশে দাম্পত্য কলহের কারণে শুধু ঢাকা নগরীতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৪.৪১টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। যা হিসাব করলে প্রতি মাসে ২৯৩ টিতে দাড়ায়। এখানে যে সংখ্যা উস্তেখ করা হয়েছে তা আসল সমীক্ষ নয়। কারণ এছাড়া আরো অনেক রয়েছে যেগুলোর খবর আমরা জানি না এবং অনেকে ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়। তাছাড়া সকল বিরোধ সব সময় বিচ্ছেদে রূপ নেয় না। অর্থাৎ বলা যায় যে, বিরোধ ও কলহের সংখ্যা প্রচুর। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ দাম্পত্য কলহের কারণে শিশু অনেক সময় তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর তখন সে অসহায় শিশুর মধ্যে গণ্য হয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহযোগী। উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা এবং যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কী ধরণের হবে সে ব্যাপারে মুহাম্মদ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এক অতুলনীয় মহান আদর্শ। তাঁর ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীগণ চমৎকার ধারণা পোষণ করতেন। তিনিও তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। আসলে সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন অবস্থাই কাম্য। আর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে পরিবার একটি সুখের আবাসে পরিণত হয়। আবার কর্তব্যে অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। আল-কুর'আনের চেতনা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুললে কলহ-বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারে না। সেজন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি দম্পতিদের গভীরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে, যেমন : স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভূষণ ও পরিচ্ছদ মনে করা, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, একত্রে থাকা ও খাওয়া, সংসারকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়া, আস্তাহর কাছে দু'আ করা, সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা, একে অপরকে পরিপূরক মনে করা, ত্যাগের মানসিকতা থাকা, পুত-পবিত্র জীবন যাপন করা, পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হাসি-তামাশা করা, উপঢৌকন বিনিময় করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা, স্ত্রীকে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন না করা, যৌতুক দাবি না করা, উভয়ের গোপনীয়তা ব্রক্ষ করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, একে অপরকে সদুপদেশ দেয়া, একে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, উত্ত্যক্ত না করা, স্বামীর আদেশ মেনে চলা, সতীত্ব ব্রক্ষ করা, স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া, শালীনতা ব্রক্ষ করে চলা, স্বামীর বিনা অনুমতিতে অর্থ ব্যয় না

Dhaka University Institutional Repository

করা ও গৃহ ত্যাগ না করা এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। এগুলো মেনে চললে স্বামী-স্ত্রী সকল প্রকার কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকবে। আর তখন অসহায় অবস্থায় আর কোন শিশু থাকবে না।

3. cwievi †_‡K cjvqb

আমাদের দেশে অনেক শিশু আছে যারা পরিবার থেকে বাবা-মাকে না বলে বিভিন্ন কারণে পরিবার থেকে পালিয়ে শহরে চলে যায়। শহরে যেয়ে যখন কোন আশ্রয় খুঁজে না পায় তখন এ সব শিশুর আবাসস্থল হয় রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নিচে।

4. cwiewiK ‘wi‘¨Zvi Kvi‡Y wkï‡g wb‡qvM

শিশুরা যে শ্রম দেয় তাই-ই শিশুশ্রম। বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে এ দেশের সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে পরিগণিত করা যেতে পারে। এই বিধান অনুযায়ী বয়সশ্রেণী উস্তেখ করে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় এক থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষ যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে কাজ করে বা শ্রম দেয় তাকে শিশুশ্রম বলা যাবে। [১১]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এদেশের শিশুশ্রম সম্পর্কে তাদের গবেষণা পত্রে উস্তেখ করেছে যে, তারা ৪৩০ ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে শ্রম বিক্রয় করে থাকে। তারা সাধারণত চাষের জমি কর্ষণ, ধান রোপন, ধানক্ষেত থেকে আগাছা নির্মূলকরণ, ধান কাটা, ধান মাড়াই, পাট কাটা, পাটখোলা, পাট রোদে দেওয়া, পাট বিক্রয়, আখের চারা রোপন, আখক্ষেতের পরিচর্যা, আখ কাটা, আখ মাড়াই, ঝোলাগুড় বিক্রয়, শষ্যক্ষেত থেকে পাখি তাড়ানো, সব্জি আবাদ ও বিক্রয়, পান পাতা সংগ্রহ, পানপাতা প্রতিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়, সুপারি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়, আম সংগ্রহ, লিচু সংগ্রহ, ঝুম চাষের প্রয়োজনে সম্ভাব্য ভূমি আগাছা মুক্তকরণ, ডাল-পালা ও শুকনো পাতায় অগ্নিসংযোগ, ঝুমক্ষেতে বীজবপন ও পরবর্তী পরিচর্যা ও আগাছা মুক্ত করণের কাজ করে থাকে। এ ফোরাম বাংলাদেশের শিশু শ্রমকে তিনটি পর্যায়ভূক্ত করে আলোচনা করেছে। অর্থাৎ শিশুশ্রমকে- (১) সাধারণ শিশুশ্রম (২) ঝূকিপূর্ণ শিশুশ্রম (৩) নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে। বিবিধ গবেষকদের মতে বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকেরা যে সকল কাজে সম্পৃক্ত আছে তার

---

১১ evsjv‡‘k †M‡RU, evsjv‡‘k RvZxq msm‘ (সংশোধন) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০৩,ধারা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে কেমিক্যাল, গ্যাস কাটার, ওয়েলডিং মেশিন, হ্যাকস, আগুন ও ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজসহ প্রায় ৬৫টি হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এছাড়া তারা বহু নিকৃষ্ট ধরণের কাজও করে থাকে।[১২]

৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদেরকে বেতন, মুনাফা বা বিনাবেতনে কোন পারিবারিক খামার, কারখানা বা সংস্থায় কাজের জন্য নিয়োগ করা শিশুশ্রমের আওতায় পড়ে। অর্থনৈতিক টানাপোড়ে বেশিরভাগ পরিবারকে তাদের সন্তানদের উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করতে বাধ্য করে। ১৫ বছরের নিচে বিশ্বের প্রায় এক-দশমাংশ শিশু (১৫০ মিলিয়ন) বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে। এর মধ্যে কিছু পেশা রয়েছে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কর্মজীবী শিশুদের বেশির ভাগই চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্যে বড় হয় এবং বেঁচে থাকে। তারা উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণ ও দ্রুততা উন্নয়নের কোন সুযোগ পায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রেট ব্রিটেনে কারখানা চালু হলে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পর এবং দক্ষিণে ১৯১০ সালের পর শিশুশ্রম একটি স্বীকৃত সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। আগেরকার দিনে শিশুরা কারখানায় শিক্ষানবিশ অথবা পরিবারের চাকর হিসেবে কাজ করত। কিন্তু কারখানাগুলোতে তাদের নিয়োগ প্রকৃত অর্থে হয়ে দাঁড়ায় দাসত্ব। ব্রিটেনে ১৮০২ সালে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সংসদে গৃহীত আইন দ্বারা এ সমস্যার নিরসন হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে একই ধরনের আইন অনুসরণ করা হয়। যদিও ১৯৪০ সাল নাগাদ বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশে শিশুশ্রম আইন প্রণীত হয়ে যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা বহু শিশুকে আবার শ্রমবাজারে টেনে নিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৮ এবং ১৯২২ সালে সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত শিশুশ্রম আইন অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসে একটি সংবিধান সংশোধনী পাশ করা হয়, কিন্তু সেটি অনেক অঙ্গরাজ্যেই অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৮ সালে প্রণীত প্রথম 'লেবার স্টাণ্ডার্ড অ্যাক্টস' ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত পেশার জন্য ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর এবং সাধারণ নিয়োগের জন্য ১৬ বছর ধার্য করে দেয়।[১৩]

বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু শিশুশ্রম আইনে কারখানায় ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৪] তবে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের গৃহে, মাঠে এবং কারখানায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশে

---

১২ রচনু আক্তার, SwKcY KvR I wkïkwgK, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), স্টেট অব চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৭৫।

১৩ KviLvbv AvBb, ১৯৫৫, ধারা-২ (গ), ধারা ৫৬-৭৬ পর্যন্ড় দেখা যেতে পারে।

১৪. wbgZg gRwi Aa¨v‡'k, ১৯৬১ এবং ৩৯ নং অধ্যাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের অধিকারের প্রতি সামান্যই গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু অধিকারের অব্যাহত অপব্যবহার এবং লঙ্ঘন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘনবসতি, সীমিত সম্পদ এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের দারিদ্র পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে এবং এ অবস্থায় শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে একটি সাধারণ দৃশ্য হচ্ছে মেয়েশিশু অভ্যন্তরীণ 'মহিলা' অঙ্গনে আর বালকরা বাইরের 'পুরুষ' অঙ্গনে কাজে নিয়োজিত থাকে। এর ফলে বালিকাদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের শ্রমশক্তি অনেক পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সাথে যে অর্থনৈতিক মূল্য জড়িয়ে আছে তাই জনগণকে বড় পরিবার গঠনে অনুপ্রাণিত করে। শিশুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশার জন্ম হয় পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সাথে সাংসারিক বোঝা ভাগাভাগি করে নেওয়ার গভীর মনস্তাত্ত্বিক ধারণা থেকে। জীবনের শুরুতেই উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শিশুদেরকে তাদের শিশুত্বের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জনে বাধ্য করে। এই পরিবর্তন শিশুর উৎপাদন জীবনচক্র' অনুধাবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ধরনের খাতেই নিয়োগ দেওয়া হয়। সংগঠিত খাতে শিশুরা আইন দ্বারা প্রতিরক্ষা পায়, কিন্তু অসংগঠিত খাতে তারা এতটা সৌভাগ্যবান নয়। সেখানকার কাজের পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। বাংলাদেশের আনুমানিক ২১.২% পরিবারে ৫-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশু রয়েছে। এই সংখ্যা শহুরে পরিবারগুলোর জন্য ১৬.৮% এবং গ্রামীণ পরিবারের জন্য ২২.৫%। কর্মজীবী শিশু পরিবারের ৫৬.৪ শতাংশ পরিবার-প্রধান নিরক্ষর, ২৪.৬% প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, ১১.৩%-এর নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আছে, ৫% এসএসসি/ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে এবং মাত্র ২.৭% উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। এক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৫-১৪ বছর বয়সী মোট শিশু জনসংখ্যার ১৯%, ছেলেশিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২১.৯% এবং মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে তা ১৬.১%। অর্থনীতির খাত অনুযায়ী শিশুশ্রমিকদের বণ্টনের চিত্র হচ্ছে: কৃষি ৩৫%, শিল্প ৮%, পরিবহন ২%, অন্যান্য সেবা ১০% এবং গার্হস্থ্যকর্ম ১৫%। তবে শিশুশ্রম নিয়োগের প্রায় ৯৫%-ই ঘটে অনানুষ্ঠানিক খাতে। এদের জন্য সাপ্তাহিক গড় কর্মঘণ্টা আনুমানিক ৪৫ এবং মাসিক বেতন ৫০০ টাকার নিচে। মেয়ে শিশুশ্রমিকের মাসিক বেতন ছেলে শিশুশ্রমিকের তুলনায় গড়ে প্রায় ১০০ টাকা কম।

আমাদের দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে শিশুদের উপর শিশুশ্রমের নামে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৯ সালের ১০ নভেম্বর জাতিসংঘে গৃহীত শিশু অধিকার সনদের ৫৪ টি ধারার মধ্যে ৪১টি ধারাই শিশু অধিকার সম্পর্কিত। অথচ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশেই মোস্তাকিনা (১০), শিরিন (১৪), হাসনাহেনা (১৩) বানু (১৫), নুপুর (১০), পুতুল (১১) ও ইয়াসমিন (৮) এর মত নিষ্পাপ ফুলের প্রাণগুলোর (পরিচারিকা) ওপর সামান্যতম শিশু সুলভ বা গুরুত্বহীন ছোট ছোট অপরাধের জন্যও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এর ডাক্তার (মার্চ ২০০৪), শাহজাহানপুর রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারের উপ-সচিবের স্ত্রী ও কলেজের অধ্যাপিকা (ঢাকা) এবং রাজশাহীর গৃহকর্ত্রী ডাইনীর মত নির্যাতন চালাতো। ওই শিশু পরিচারিকাগুলোকে তারাই ইলেকট্রিক হিট দিত। মলমূত্র খাওয়াত, লোহার খুন্তি গরম করে গুপ্তাঙ্গে ঢুকিয়ে দিত। পিঠে হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিত, গলা টিপে ধরত, কিল-ঘুষি মারত, হাতুড়ি দিয়ে আক্রমণ করত, নোংরা নোংরা গালিগালাজ করত। তারাই খুলনার পুতুলকে প্রহার করতে করতে মেরেই ফেলেছে, তারাই রাজশাহীর শিরিনকে হত্যা করেছে (মার্চ ২০০৪)। অবশ্য এ খবরগুলো সবার জানা। সংবাদ মাধ্যমগুলোতেও বেশ প্রচারিত হয়েছে কিন্তু এই সব নির্যাতন ও হত্যার ঘটনাগুলো তো দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। এ প্রসঙ্গে সুহৃদ 'চতুরঙ্গ' সামাজিক সন্ত্রাসের অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন।[১৫]

এমনকি অনেক মেয়েশিশুকেও রাস্তায় ও ইটের ভাটায় ইট ভাঙ্গতে দেখা যায়। এসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি হলো :

পারভীন দশ বছরের এক কিশোরী। সারাদিন ইট ভাঙতে ভাঙতে হাতে ফোঁসকা পড়ে গেছে। সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ করলে পায় ২৪ থেকে ২৫টাকা। প্রতি ফুট ৬ টাকা করে। সারাদিনে সে ৩-৪ ফুট ইট ভাঙতে পারে। কিন্তু পারভীন স্বপ্ন দেখে একদিন বিউটিশিয়ান হবে। নিজের দোকান হবে। আর ইট ভাঙতে হবে না। সারাদিন সে মেয়েদেরকে সাজিয়ে সুন্দর করে দেওয়ার কাজ করবে। আর তাই ইট ভাংতে যাওয়ার আগে সকালে সে এ বিষয়ে প্রশিক্ষা নিতে যায়। বার বছর বয়সের মোর্শেদা, বাবা দিনমজুর, অভাবের সংসারে খুব ছোট থেকেই ইট ভাঙার কাজ শুরু করে। স্কুলে ভর্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে বলে রোজগার করে সংসার চালাতে হয় তাই আমারে স্কুলে ভর্তি করায়নি। প্রতিদিন ২০-২৫ টাকা পায়, তাই মার হাতে তুলে দেয়, তবে সে স্বপ্ন

১৫. ^'wbK B‡ËdvK ১৫ সেপ্টেম্বর,২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেখে একদিন চাকরি করবে, কি চাকরি? "বিউটি পার্লারে কাজ করমু। মাইয়াগো সুন্দর করার কাজ, শিখতাছি, যাতে আমার পরে ইট ভাঙতে না হয়, ইট ভাঙা খুব কষ্টের কাজ।[১৬]

5. wkï AcniY I cvPvi

নারী ও শিশু পাচারের মত জঘন্য অপরাধের প্রবণতা আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে। যেমন– কুরআনে এসেছে হযরত ইউসুফ (আ)কে খ্রিস্টপূর্ব কয়েক বছর পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কূপ থেকে তুলে মিসরে পাচার করে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে দেয়। ইসলাম পূর্ব জাহিলীযুগে আরবেও শিশু পাচারের ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ যায়িদ ইবনে হারিছার ঘটনা উস্তেখযোগ্য। তিনি পাচার হয়ে দাস জীবন যাপন করেন। পরে রাসূলুস্তাহসাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।[১৭] অবশ্য শিল্প বিপ্লবের পর এর বিস্তার এত বেশি হয়েছে যে, তা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসেবে একটি দেশী-বিদেশী দুষ্টচক্র লোক পাচার করার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আইএলও (ILO) মনে করে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ থেকে দুই লাখ নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়েছে। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৩৫০ জনকে পাচার করা হয়। আইএলও (ILO) সূত্রে আরো জানা যায়, প্রতি বছর শিশু কেনাবেচা, পাচার ও হস্তান্তরে সাত বিলিয়ন ডলার লেনদেন হয়। উস্তিখিত পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায়, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাঁচ হাজার নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়ে থাকে। বর্তমানে এ সংখ্যা কমলেও তা শ'-এর ঘরে নামেনি।এখনো হাজারের ঘরেই আছে। আর বাংলাদেশ থেকে মানুষ পাচারের যে ঘটনা ঘটছে, তার ৮০ শতাংশই শিশু।[১৮]

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন দেশের মোট জনংখ্যার ১৪ কোটির মধ্যে ৪ কোটি ২৪ লাখই শিশু। তাই শিশুদের পাচার রোধে আমাদের বিশেষ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলে বাংলাদেশের শিশুদের সুরক্ষায় এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। গত বছর ৫ জুন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কণ্ডোলিসা রাইস এক প্রতিবেদনে বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে দ্বক্তিণ এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচারের রুট হিসেবে ভারত ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের মেয়েশিশুদের পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতেও উটের জকি

---

১৬. ^'wbK B‡ËdvK, ১৫ জানুয়ারি ২০০৩।

১৭ ইবন কাসীর, হাফিয আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন মুহম্মদ ইবন ইসমা'ঈল,Avjwe'vqvn Iqvbwbnvqvn, বৈরচত, দারচল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ.২০৩-২০৪।

১৮. ‰'wbK hvqhw'b, ১০ জানুয়ারি ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য বাংলাদেশের শিশু পাচার অব্যাহত আছে। এমন কঠিন বাস্তবতার মধ্যে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে শিশু পাচার প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

6. A‰ea Mf©aviY

অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষের জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ইসলামী শরীয়তের বিধিমোতাবেক অবৈধ সহবাসের মাধ্যমে যে গর্ভ সঞ্চার হয় তাকে অবৈধ গর্ভধারণ বলে।[১৯]

যিনার সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিয়েছে। তন্মধ্যে প্রণিধানযোগ্য একটি সংজ্ঞা হলো : "যিনা ব্যভিচার অবৈধ সংগমের নাম যা যৌন উত্তেজনাশীলা জীবিত মহিলার সামনের দিক দিয়ে স্বেচ্ছায় ইনসাফের দেশে (যারা ইসলামী আইন পালন করে) সংঘটিত হওয়া, যে মহিলা হবে নিঃসন্দেহে প্রকৃত মালিকানামুক্ত। তেমনিভাবে মালিকানার অধিকার থেকে মুক্ত, প্রকৃত বিবাহ ও রূপক বিবাহ থেকে মুক্ত।"[২০]

অন্যভাবে বলা যায়, "প্রকৃত মালিকানাহীন ও রূপক মালিকানাহীন মহিলার সামনের দিকে কোন পুরুষ সংগম করাকে যিনা বলে।"[২১]

মোটকথা, যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়াকেই অবৈধ গর্ভধারণ বলা হয়ে থাকে।

ইসলাম যিনা-ব্যভিচার কখনও সমর্থন করে না। এ সমস্ত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা যিনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হবে না। কেননা এটি একটি অশ্লীল ও খারাপ কাজ।" আর যারা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাদের উভয়ের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী যিনা করলে উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্ তা'আলার বিদান প্রয়োগে তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে নম্রতা দেখানো যাবে না, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে থাক। আর মু'মিনদের একটি দল উভয়ের শাস্তি প্রয়োগ প্রত্যক্ষ

---

১৯. Anwar Ahmed Quadri, *Islamic Jurisprudense in the modern world*, Newdelhe, Taj Company, 1986, P. 292.

২০. ছালেহ আলআবী, Avj gqvK, আততাজুল ইকলীল, বৈরূত, দারুল ফিকর, তা.বি., খ.৬, পৃ. ২৯০; Anwar Ahmed Quadri, *Islamic Jurisprudense in the modern world*, Ibid., P. 292.

২১. আলহানাফী, আলাউদ্দীন আবূ বকর ইব্ন মাসউদ আলকাছানী, ev'v‡qÔ AvQQvbv‡qÔ dx ZviZxwej AvkkviÔC, পাকিস্তান, এম.এম. সাইদ কোম্পানী এডুকেশনাল প্রেস, ১৪০০ হি., খ.৭, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

করবে। যিনাকারী পুরুষ যিনাকারিনী বা মুশরিক স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না আবার যিনাকারিনী মহিলা যিনাকারী বা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। আর এসব (যিনাকারী পুরুষ ও মহিলা) মু'মিনদের জন্য হারাম।"[২২]

হাদীসে রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এ বিধানকে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন : "... আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও, আস্তাহ্ তা'আলা ঐ সকল মহিলাদের জন্য পথ করে দিবেন। যুবক-যুবতী (অবিবাহিত) যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন। আর বিবাহিত মহিলা ও পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পথর দ্বারা রজম।"[২৩]

এ সম্পর্কে রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর একটি হাদীস এখানে উস্তেখ করা একান্ত জরুরী। আবূ হুরায়রা ও সা'ঈদ ইব্‌ন খালিদ রা. থেকে বর্ণিত, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর দরবারে এসে বলল : হে আস্তাহর রাসূল! আস্তাহর শফথ করে আপনার নিকট সাহায্য কামনা করছি যে, আপনি আস্তাহ্ তা'আলার কিতাব দ্বারা ফায়সালা করবেন, আর বিবাদী বলল : সে তার থেকেও জ্ঞানী; হ্যাঁ। আপনি আমাদের আস্তাহর কিতাব দ্বারা বিচার করুন। হে আস্তাহর রাসূল! ঘটনাটি বলার অনুমতি দিন। রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম অনুমতি দিলেন। সে বলল : আমার ছেলে এক ব্যক্তির উট চরাতো, অতঃপর তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে খবর দেয়া হয়েছে যে, আমার ছেলেকে রজম[২৪] করা হবে, আমি এজন্য একশত বকরী ও একটি ছাগলছানা ফিদিয়া হিসেবে দিতে চাই। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন, আর এ মহিলার জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এতদশ্রবনে বললেন : আস্তাহ্ তা'আলার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আস্তাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করব। বকরী ও বকরীর ছাগলছানা বাতিল করা হল। তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন। হে উনাইছ! তুমি সকারৈ এ মহিলার নিকট যাবে, যদি সে যিনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর সে (উনায়ছ) সকালে মহিলার নিকট গেল। আর মহিলা যিনার কথা

---

২২. Avj-Ki⁰Avb, ṁূরা আন-নূর, আয়াত : ২-৩।

২৩. মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫৯, হাদীসনং-৩২০০।

২৪. রজম : প্রস্ড়রাঘাতে হত্যা করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় রজম বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার করল। তাই রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হল।[২৫]

এমনিভাবে আরো অনেক হাদীস রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত যে, এসকল খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা এবং বিরত থাকা। তাহলে আজকের সমাজে অসহায় ও পিতৃপরিচয়হীন শিশুর সংখ্যা আর থাকবে না।

5. 5. cwiPqnxb wkïi wbivcËv AvBb

জন্মের জন্য শিশু নিজে দায়ী নয়। জন্মকে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুর জন্মস্থান বা কোন পরিবারে জন্মাবে, এ ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রকাশ বা কার্যকর করতে পারে না। সুতরাং কোন সন্তান তার পিতামাতার বিবাহ বন্ধনের বাইরেও যদি জন্ম নেয় সে জন্য তার কোন অপরাধ নেই। অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান জন্মদান যদি অপরাধ হয়, তাহলে সে জন্য তার পিতামাতা অপরাধী হবে, শাস্তি ভোগ করবে, শিশু নয়। শিশু সমাজের কাছে নিরাপত্তার অধিকার রাখে। এ অধিকার তাকে প্রদান করতে হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় আলোচ্য বিষয়ে বলছে সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করবে, সে বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমেই জন্ম গ্রহণ করুক,অথবা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে। সমাজের কাছে শিশুর অধিকার অনেক। শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভ, খাবার, পরিচর্যা, আবাস, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা এবং শ্রিক্ষ এইসব ক্ষেত্রে পিতামাতার বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে যে শিশুটি জন্মেছে তার অধিকার যেমন, সেই শিশুরটিরও তেমন যে তার পিতামাতার বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্মেছে। শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারে কোন হেরফের করা যাবে না, করলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল হবে।

পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করে। পিতা ও মাতা বিবাহিত হতে পারে আবার বিবাহিত নাও হতে পারে। যত্ন এবং সহায়তার অধিকার সকল সন্তানের একরকম, তা সে বিবাহজাত হোক বা বিবাহ বহির্ভূত হোক। মুসলিম আইনে সন্তানের জন্মের বৈধতা ও পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একক ও অনন্য মানদণ্ড হচ্ছে বিবাহ। সন্তানের পিতৃত্ব তার পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্কের অস্তিত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হলে মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট পিতার ঐ সন্তানকে বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দান করা যাবে না। তাই সন্তানের বৈধতার স্বীকৃতির জন্য পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এর ফলে সন্তান পিতার উত্তরাধিকার,

২৫ . মুসলিম, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭১, হাদীস নং-৩২১০।

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের মত কতকগুলো সুনিশ্চিত অধিকার, পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। মুসলিম আইন অনুসারে পিতার সঙ্গে পুত্রের যে বৈধ সম্পর্ক রয়েছে তাকে পিতৃত্ব বলে। ডি.এফ.মুস্তা বলেন-Paternity is the relation between the father and the child.[২৬]

বস্তুত সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয়ে বা ইসলামী বিধানে 'নসব' এর ভিত্তি হল পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক। 'নসব' পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পিতৃত্ব-পিতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক এবং মাতৃত্ব-মাতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। এ বৈধ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষন সংক্রান্ত কতগুলো সুনিশ্চিত অধিকার ও কর্তব্যের জন্ম দান করে।[২৭]

অবৈধ এ শিশুসন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব মায়ের এবং মানবাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপধারা-১ এর উস্তিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এই ধারার অধীনে কোন সন্তানকে ধর্ষণের ফলে জারজ সন্তান ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হতে আদায় করতে পারবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবে সে সম্পদ হতে তা আদায় করতে পারবে।[২৮]

এই আইন করার প্রেক্ষপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (২০০০) অপব্যবহার রোধে জাতীয় সংসদে ঐ আইনের সংশোধনকল্পে এই আইন প্রতিস্থাপিত হয়। এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়, যে ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা শিশুর এই ভরণপোষণের অর্থ ধর্ষকের কাছ থেকে রাষ্ট্র আদায় করে সন্তানের মা বা মাতৃকুলের আত্মীয়দের অনুকূলে ন্যস্ত করবে। এই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থানা গ্রহণ না করলে সে ক্ষেত্রে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করা এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক সরাসরি বিচার গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।[২৯]

---

২৬. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১।

২৭. নূরচ্ল মু'মিন, gmwjg AvBb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪।

২৮. evsjv‡'k †M‡RU, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ এর ৭নং ধারা।

২৯. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, প্রাগুক্ত, AvBb, bvix I wkï wbhvZb 'gb AvBb এবং যৌতুক নিরোধ আইন ।

Dhaka University Institutional Repository

জারজ বা অবৈধ সন্তানের অভিভাবকত্ব বিষয়ে মুসলিম আইনের ভাষ্যে বলা হয়েছে, একমাত্র মা ও তার আত্মীয়-স্বজনই জারজ সন্তানের হেফাজত পেতে পারেন বা তার অভিভাবক হতে পারেন। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন অনুযায়ী পিতা বর্তমান থাকলে, কেবল হেফাজতের অভিভাবক হবার অনুপযুক্ত বলে আদালত অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে না। তবে মুসলিম আইনে এমন কিছু নেই যাতে ধরা যেতে পারে যে, পিতা অনুপযুক্ত হলেও তার হেফাজতের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আদালত মা বা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে। অপরদিকে পিতা উইলের মাধ্যমে নাবালক সন্তানের হেফাজতে অভিভাবকত্ব প্রদান করে যেতে পারেন।[৩০]

জারজ সন্তানের হেফাজতের অধিকার মা ও তার আত্মীয় স্বজনের উপর ন্যস্ত হবে। মাতা কখন হেফাজতের অধিকার হারান বা নারী কখন নাবালকের তত্ত্বাবধান করতে অযোগ্য বলে গণ্য হয় তা নিম্নরূপ :

১) নাবালকের মুহরিম[৩১] নয়, এমন পুরুষকে যদি মা বা অপর মহিলা বিয়ে করে। অবশ্য মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে পুনরায় এ অধিকার সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য যে, শিশুর মা বিবাহ নিষিদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকেও বিয়ে করলে প্রকৃতপক্ষে স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে শিশুকে দেখাশোনা করা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন মা যদি কোন অপরিচিত পুরুষদেরকে বিয়ে করে, তবে সে হেফাজতের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

২) শিশুর পিতার সঙ্গে বিয়ে বহাল থাকাকালে তিনি যদি অন্যত্র বসবাস করেন।

৩) তিনি যদি নৈতিকতা বিরোধী জীবন-যাপন করেন অথবা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেন।

৪) তিনি যদি শিশুর উপযুক্ত বা যথাযথ যত্ন নিতে অবহেলা করেন।

৫) সর্বোপরি; ফতোয়ায়ে আলমগীরি অনুযায়ী তিনি ধর্মান্তরিত হলে শিশুর অভিভাবক হিসেবে থাকতে পারবেন না।

হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি তার অসতীত্ব প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে উত্তরাধিকারী করা হয় না। তখন হিন্দু মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছিল সম্পত্তির মালিক মহিলা যদি বেশ্যা হন তবে কে উত্তরাধিকারী লাভ করবে? সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মা বেশ্যা হলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে তার সন্তান। ধার্য হয়েছে যে, এক্ষেত্রে সন্তানের মাতৃত্ব

---

৩০. রফিউদ্দীন, BmjwgK AvBb weÁvb I gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০-৩১।

৩১. মুহরিম : ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা কোন পুরুষের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) তাকে মুহরিম বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচ্য, পিতৃত্ব নয়। হিন্দু পিতাকে তার অবৈধ সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। দায়ভাগ বিধান অনুযায়ী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ পুত্রের ভরণপোষণের ভার পিতাকে বহন করতে হয়। অপরপক্ষে মিতাক্ষরা বিধান অনুযায়ী অবৈধ পুত্র আজীবন পিতার কাছে থেকে ভরণপোষণ লাভে অধিকারী।[৩২]

পিতার মৃত্যুর পর মা নাবালকের অভিভাবক হয়ে থাকেন। তবে পিতা উইল করে কোন ব্যক্তিকে নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করে গেলে মায়ের চেয়ে উইলকৃত ব্যক্তির দাবি অগ্রগণ্য। কিন্তু মা-বাবা উভয়েই মারা গেলে এবং তারা কোন উইল করে না গেলে আদালত প্রয়োজনবোধে নাবালকের নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্য থেকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারেন।[৩৩]

হিন্দু আইনে দাসীর দ্বারা তিনটি উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অবৈধ পুত্র পিতার কাছ থেকে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী। অপরপক্ষে দাসীর দ্বারা একজন শুদ্রের অবৈধ পুত্র তার পিতার মৃত্যুর পর পিতার সম্পত্তির অংশ লাভের অধিকারী। মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী, দাসী নয় এমন মহিলার দ্বারা একজন হিন্দুর অবৈধ পুত্র সমগ্র জীবনব্যাপী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। অপরদিকে, দায়ভাগ আইন অনুসারে এরূপ পুত্র সাবালকত্ব অর্জন পর্যন্ত ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। একজন অ-হিন্দু মহিলার দ্বারা একজন হিন্দুর অবৈধ পুত্র হিন্দু আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু **১৯৮৯** সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী এরূপ পুত্র ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।[৩৪]

হিন্দু আইনের বিধান অনুযায়ী অবৈধ কন্যাদের ভরণপোষণের কোন বিধান নেই। কিন্তু **১৮৯৮** সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী এরূপ কন্যা তার পিতার কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী।[৩৫]

জাতীয় শিশু নীতির 'চ' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাথ, দুস্থ ও আশ্রয়হীন পথশিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

---

৩২. নির্মলেন্দু ধর, ॥n›' A\Bb, ঢাকা, রেমিসি পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি., (উত্তরাধিকার আইন দ্রষ্টব্য), পৃ. ৩৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. **১১১-১১৫**।

৩৪. Sastri Golapchandra Sarkar, *A Treatise on Hindu Law* (Calcutta : Eastern Law House, 1924), p. 144.

৩৫. Pandurang v. Sonabai (1948) Nag. 653; Padmavti v. Ramchandra (1950) Cut. 532.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল প্রতিকূল অবস্থায় শিশুদের ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।"[৩৬]

বাংলাদেশ শিশু আইন, ১৯৭৪-এর ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- কোন গৃহ, নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান অথবা জীবনধারণের কোন দৃশ্যমান উপায় নেই, অথবা নিয়মিত ও যথাযথভাবে অভিভাবকদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না এরূপ কোন পিতা-মাতা বা অভিভাবক নেই, অথবা ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছে, অথবা দুস্থ অবস্থায় নিপতিত দেখা যায় অথবা যার পিতা-মাতা বা অভিভাবক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করছে; অথবা যাকে সাধারণত কোন কুখ্যাত অপরাধী কিংবা পতিতার সঙ্গে পাওয়া যায়, যে তার পিতামাতা বা অভিভাবক নয়; অথবা এমন কোন বাড়িতে অবস্থান করছে বা যাতায়াত করছে যা পতিতাবৃত্তির কাজে কোন পতিতার ব্যবহারের অধীনে রয়েছে এবং সে উক্ত পতিতার শিশু নয়; অথবা যে প্রকারান্তরে কোন অসৎ সঙ্গে পতিত হতে পারে বা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বা অপরাধের জীবনে প্রবেশ করতে পারে। এসমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের প্রশু থেকে তাদের সাহায্য করা যেতে পারে।[৩৭]

জন্মের জন্য শিশু নিজে দায়ী নয়। জন্মকে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুর জন্মস্থান বা কোন পরিবারে জন্মাবে, এ ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রকাশ বা কার্যকর করতে পারে না। সুতরাং কোন সন্তান তার পিতামাতার বিবাহ বন্ধনের বাইরেও যদি জন্ম নেয় সে জন্য তার কোন অপরাধ নেই। অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান জন্মদান যদি অপরাধ হয়, তাহলে সে জন্য তার পিতামাতা অপরাধী হবে, পিতামাতা শাস্তি ভোগ করবে, শিশু নয়। শিশু সমাজের কাছে সকল প্রকার নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণের অধিকার রাখে। সমাজের কাছে শিশুর অধিকার অনেক। শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভ, খাবার, পরিচর্যা, আবাস, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা এবং শিক্ষা এইসব ক্ষেত্রে পিতামাতার বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে যে শিশুটি জন্মেছে তার অধিকার যেমন, সেই শিশুরটিরও তেমন যে তার পিতামাতার বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্মেছে। শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারে কোন হেরফের করা যাবে না, করলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল হবে।

পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করে। পিতা ও মাতা বিবাহিত হতে পারে আবার বিবাহিত নাও হতে পারে। যত্ন এবং সহায়তার অধিকার সকল সন্তানের একরকম, তা সে বিবাহজাত হোক বা বিবাহ বহির্ভূত হোক। মুসলিম আইনে সন্তানের জন্মের বৈধতা ও পিতৃত্ব

৩৬. w÷wUU Ae PvBì m Bb evsjv‡'k, ২০০৬, পৃ ১৯১।
৩৭. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, wkï AvBb I AwaKvi, ঢাকা, কামরচ্ল বুক হাউজ, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ.২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার একক ও অনন্য মানদণ্ড হচ্ছে বিবাহ। সন্তানের পিতৃত্ব তার পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্কের অস্তিত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হলে মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট পিতার ঐ সন্তানকে বৈধ সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দান করা যাবে না। তাই সন্তানের বৈধতার স্বীকৃতির জন্য পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এর ফলে সন্তান পিতার উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের মত কতকগুলো সুনিশ্চিত অধিকার, পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। মুসলিম আইন অনুসারে পিতার সঙ্গে পুত্রের যে বৈধ সম্পর্ক রয়েছে তাকে পিতৃত্ব বলে। ডি.এফ.মুস্তা বলেন-Paternity is the relation between the father and the child.[৩৮]

বস্তুত সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয়ে বা ইসলামী বিধানে 'নসব' এর ভিত্তি হল পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক। 'নসব' পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পিতৃত্ব-পিতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক এবং মাতৃত্ব-মাতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। এ বৈধ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষন সংক্রান্ত কতগুলো সুনিশ্চিত অধিকার ও কর্তব্যের জন্ম দান করে।[৩৯]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (২০০০) অপব্যবহার রোধে জাতীয় সংসদে ঐ আইনের সংশোধনকল্পে এই আইন প্রতিস্থাপিত হয়। এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়, যে ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা শিশুর এই ভরণপোষণের অর্থ ধর্ষকের কাছ থেকে রাষ্ট্র আদায় করে সন্তানের মা বা মাতৃকুলের আত্মীয়দের অনুকূলে ন্যস্ত করবে। এই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থানা গ্রহণ না করলে সে ক্ষেত্রে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করা এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক সরাসরি বিচার গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪০]

5. 6. c_ wkï i wbivcËv AvBb

বাংলাদেশের পথশিশুদের সঠিক সংখ্যা কারো জানা নেই। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থা এদের নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ২০০১ সালের এক সমিক্ষয় দেখা যায়, দেশে ছয়টি বিভাগীয় শহরের সাড়ে চার লাখ পথশিশু রয়েছে।

---

৩৮. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১।

৩৯ . নূরচ্ল মু'মিন, gmwjg AvBb, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪০৪।

৪০. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, প্রাগুক্ত, আইন, bvix I wkï wbhvZb 'gb AvBb এবং যৌতুক নিরোধ আইন ।

Dhaka University Institutional Repository

এরাইজ প্রকল্পের অধীনে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে আঠার বছরের নিচে প্রায় পঞ্চান্ন মিলিয়ন শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে পথশিশুর সংখ্যা প্রায় চার লাখ পঁয়তাস্তিশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ জন। যার শতকরা ৭৫ভাগ রাজধানী, ৯.৯ ভাগ চট্রগ্রাম বিভাগে, ২.৪ ভাগ রাজশাহীতে, ৮.৫ ভাগ খুলনায়, ২.৬ ভাগ বরিশালে ও ১.৫ ভাগ সিলেট বিভাগে বসবাস করে। পথশিশুদের মাঝে শতকরা ৪৩ ভাগ ছেলে এবং ৪৭ ভাগ মেয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ইনিস্টটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর ২০০৫ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সে সময় পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার পথশিশু ছিল। তখন ঢাকার শহরের তিন আশি হাজার পথশিশু ছিল। অর্থাৎ বর্তমানে তাদের সংখ্যা আরও বেশি।[৪১]

দেশে সাত লক্ষ পথশিশু যাদের টোকাই নামে ডাকা হয়, তারা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে। যে পরিবেশে তারা বড় হচ্ছে তাতে বড় হয়ে সন্ত্রাসী হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অধিকাংশ টোকাই মাদকদ্রব্য বহন করে। অনেকে আসক্ত হয়ে পড়ছে 'চাক্কি' নামের এক ধরনের ভারতীয় নেশার উপকরণে। কর্মজীবী টোকাইদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে পুলিশ ও এলাকার মাস্তানরা। মেয়ে টোকাইরা যৌন হয়রানির শিকার হয় মাস্তান, পুলিশ এবং রাস্তায় বসবাস করা বড়দের দ্বারা। হরতালের আগে ও পরে পুলিশ এদের গণহারে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠায়। জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএম)-এর জরিপ থেকে এই তথ্য জানা যায়।

গৃহহীন শিশুদের অপর এই জরিপটি চালান হয় জুলাই থেকে আগস্ট (২০০৪) মাস পর্যন্ত। জরিপে দেখা গেছে– বেশিরভাগ টোকাই বা পথশিশু এসেছে গ্রাম থেকে। মা-বাবার বিচ্ছেদে, মা অথবা বাবার পুনরায় বিবাহ, সৎ পিতা কিংবা মার অত্যাচার, অভাব অনটন, অভিভাবকদের উদাসিনতা তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। দিন মজুরি, ফুল বিক্রি, ময়লা-আবর্জনা ঘেটে কাগজ, লোহা, প্লাস্টিকের বোতল ও ক্যান কুড়ান, চা-সিগারেট-বাদাম বিক্রি করে এরা বেঁচে থাকে। অনেক তরুণ-কিশোরী পথশিশু পাচারকারীদের খপ্পরে পরে পাচার হয়ে যায়। অনেকে ভিক্ষা করে। এদের উপর অত্যাচার চালায় পুলিশ, মাস্তান এবং বয়সে বড় ভবঘুরেরা। 'মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র শক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রের এক কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, যেসব পথশিশু টোকাই দিনমজুরি করে, তারা শক্তি অর্জনের জন্য 'চাক্কি' নামের এক ধরনের মাদক সেবন করে। এই মাদকটি চোরাই পথে ভারত থেকে আসে। অনেকে ঘুমের বড়ি, ফেনসিডিল, হাসিস, হেরোইন বহন করে। এলাকার মাস্তানরা এগুলো বহন করতে তাদের বাধ্য করে। মামাদের জন্য তারা এসব নেশার সামগ্রী স্পট

৪১. w÷wUU Ae PvBìm Bb evsjv‡'শ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে কিনে আনতে বাধ্য করে। অনেকে এগুলোতে আসক্ত। মাদক বহন করার বিনিময়ে দেওয়া হয় ১০/১৫ টাকা, কিংবা নেশা করার জন্য 'চাক্কি'। যারা নেশা করে তারা নেশার টাকা জোগাড় করতে পকেট মার, চুরি করা, ভিক্ষ করাসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অপরাজেয় বাংলা নামের একটি এনজিওর এক প্রাক্তন কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, পথশিশুদের মধ্যে বালিকারা পুলিশ, মাস্তান, এমনকি বয়সে বড় ভবঘুরেদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বালকরাও এই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। পুলিশ এদেরকে ধরে কখনও কোন ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠায়। ভবঘুরে কেন্দ্রের কর্মচারীরাও মেয়েদেরকে যৌন নির্যাতন চালায়। এর প্রমাণ মিলে ধর্ষণের দ্বারা ভবঘুরে কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মচারী উপর বরখাস্ত করার ঘটনা থেকে। এছাড়া পুলিশ পথশিশুদের নাম-ঠিকানা বদলিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠায়।[৪২]

জরিপটিতে দেখা গেছে, পথশিশুরা প্রেমও করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক এসব প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম চিরদিন টিকিয়ে রাখার জন্য রক্তশপথ নেয়। এই রক্তশপথ হচ্ছে, হাতের আঙুল কেটে রক্ত বের করে সেই রক্ত অদল-বদল করা। তারা বিশ্বাস করে, এতে তাদের সম্পর্ক সারা জীবন টিকে থাকবে। পথশিশুদের পুনর্বাসনের জন্য নেওয়া সরকারী প্রকল্পের কর্মকর্তা জরিপকারীদের জানিয়েছেন, এসব পথশিশুর কম অংশই বাড়িতে ফিরে যায়। যারা ফিরে যায়, তারা বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে আবার ফিরে আসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থাটি আরও খারাপ, সমাজের ভয়ে ফিরে যাওয়া মেয়েকে তাদের অভিভাবকরা গ্রহণ করতে চায় না, ঘরে রাখতে চায় না। কারণ সমাজ এই মেয়েদের ভালো চোখে দেখে না। ফলে তাদের পুনরায় ফিরে আসতে হয় পথের অন্ধকারময় জীবনে। জাতিসংঘের অফিস 'ফর ড্রাগ অ্যান্ড ক্রাইম'-এর টেকনিক্যাল সাইন্টিফিক কনসালটেন্ট ড. শামীম মতিন চৌধুরী জরিপটিতে তার মতামতে বলেছেন–বাংলাদেশের গৃহহীন পথশিশুদের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিদিন এই অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে। এখন যা করা দরকার তা হচ্ছে শিশুরা যাতে তাদের বাড়ি-ঘর না ছাড়ে তার জন্য কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। যারা পথশিশু হয়ে পড়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা জরুরি। এদের পুনর্বাসন করতে হবে তাদের বাড়ি-ঘরে। যেখান থেকে তারা এসেছে সেখানে।[৪৩]

আরও একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়–বাংলাদেশে প্রতিবছরই বিভিন্নভাবে শত শত শিশু হারিয়ে যায় অথবা মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। বিএসএএফ (বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম) রিসোর্স

৪২. w÷wUU Ae PvB ì m Bb evsjv‡'k, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

৪৩. নূরচন্দ্র রহমান, সাত লাখ টোকাই জড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে, ^'wbK bqw'MŠড়, ২৮ নভেম্বর, ২০০৪ পৃ-১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

সেন্টারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়– ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে ২২৩ জন এবং ২০০২ এর জুলাই থেকে ২০০৩ এর আগস্ট পর্যন্ত ৯৫১ জন শিশু হারিয়েছে। এভাবেই প্রতিবছর গড়ে হাজারেরও বেশি শিশু হারিয়ে যাচ্ছে। তবে দারিদ্র্যের কারণেই মূলত এসব শিশু তাদের মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য তাদের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা থেকেও বঞ্চিত করছে। দেশের লাখ লাখ শিশু মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সরকারী একটি জরিপে দেখা যায়–দেশে প্রায় ৪,৪৫,২০০ পথশিশু আছে, এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেই রয়েছে ৩,৩৮,৮০৭ জন। অর্থাৎ মোট পথশিশুর ৭৫ ভাগই রয়েছে ঢাকা বিভাগে। এছাড়া, চট্টগ্রাম বিভাগে আছে ৯.৯ শতাংশ। রাজশাহী বিভাগে আছে ২.৪ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৮.৫ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে আছে ২.৬ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ১.৪ শতাংশ। এদের সংখ্যা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক পথশিশু দারিদ্র্যের শিকার। বেঁচে থাকার জন্য এরা শিশু বয়সে কঠোর পরিশ্রমের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।[৪৪] আমাদের দেশের বিভিন্ন পত্রিকার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব যে, পথশিশুরা কীভাবে জীবনযাপন করছে। আর আমরা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করছি :

দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার একটি প্রকাশিত সংবাদ : আল-আমীন নামের একজন পথশিশু সারা দিন পথে কাজ করে, রাতে ঘুমায় রাজধানীর কাওরান বাজারে অবস্থিত পদক্ষেপের দিবারাত্রি আশ্রয় কেন্দ্রে। সেখানে তার মত আরো ৩০ পথশিশু থাকে। অন্যান্য দিনের মত রবিবারও সারা দিন কাজ শেষে আশ্রয় কেন্দ্রে ফিরে যাওয়াই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় ঠিক করল ফুটপাথেই ঘুমাবে। এইচআরসি ভবনের নিচে রাস্তার পাশের ফুটপাথে একটা ভ্যান-গাড়িতে সে ঘুমাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে ভ্যান থেকে পড়ে গেলে তৎক্ষাৎ একটি বাস এসে চলে যায় তার পায়ের ওপর দিয়ে। এতে তার বাম পা গুড়ো হয়ে যায়। এটা রাত ১১টার ঘটনা। তার চিৎকার শুনে একজন পথচারী তাকে নিয়ে যায় পঙ্গু হসপিটালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে রিলিজ করে দেয়া হয় এবং সাতদিন পর আসতে বলা হয়। আল আমিন বলে, হাসপাতালের এক খালারে (আয়া) গিয়া কইলাম- আমি কাওরান বাজার জামু, একটা রিকশা কইরা দেন। হ্যায় রিকশায় তুইলা দিলে আমি আশ্রয় কেন্দ্রে আইসা পড়ি। সকালে সেন্টারের ইনচার্জ সামিয়া সুলতানা ঘটনা জেনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত অ্যারাইজ প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যদের ঘটনাটি জানান। তারা গতকাল সারা দিন চেষ্টা তদবির করে অবশেষে আল আমিনকে আবার পঙ্গু হসপিটালে ভর্তি করাতে সক্ষম হন।

---

৪৪. শামীম খান, লাখ লাখ পথশিশু বঞ্চনার শিকার, ^‘wbK BbwKjve, ৩০ জুন ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সামিয়া সুলতানা যায়যায়দিনকে বলেন, আল আমিন একজন পথশিশু-এটাই তার অপরাধ। সরকারি হসপিটালগুলো এসব পথশিশুর চিকিৎসা করতে নারাজ। যার ফলে কোন মতে একটি রাত রেখেই সিট নেই অজুহাতে ওকে রিলিজ করে দেয়। তার এক্স-এর কপিটাও সঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। তিনি জানান, ২০০৫ সালের জুলাই মাসে সুমন নামে এক পথশিশুকে চিকিৎসার জন্য এ হসপিটালে নেয়া হলে তখনো একই আচরণ করেন ডাক্তাররা। তাকে জোর করে রিলিজ করে দেয়া হয়। পরে তার আঘাতের স্থানে ইনফেকশন হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশু সরকারি হসপিটালে সুচিকিৎসা পায় না। কর্তৃপ্রঙ জোর করে আয়া ডেকে তাদের ট্রলিতে তুলে দিয়ে রাস্তায় ফেলে আসে। পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান ইনসিডিট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মাসুম আহমেদ এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে চিকিৎসার জন্য প্রতিটি হসপিটালে অন্তত পাঁচটি সিট বরাদ্দ রাখার দাবি জানান।[৪৫]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত এসব লাখ লাখ শিশু নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কিছু ভাবতে পারে না। শুধু পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ফুল, পানি, পুঁতির মালা, চকলেট প্রভৃতি বিক্রি করে। হোটেল, বাসাবাড়ি, ওয়ার্কশপে কাজ করে। কাগজ কুড়ায়, ভিক্ষ করে, মেয়ে শিশুরা রাস্তায় থাকার কারণে প্রথমে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন উপায় না পেয়ে দেহ বিক্রির কাজে জড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতা, শারীরিক ও মানসিক আঘাত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনা তাদের জীবনেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। কঠোর পরিশ্রমের পরও এদের পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। এ পথশিশুরা যে ধরনের কাজ করে তার কোন স্থায়িত্ব নেই। যখন-তখন এদের কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়। শ্রমের বিনিময়ে এরা যে আয় করে তা দিয়ে তিন বেলা খাওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময় একবেলা পেটভরে খেতে পারে না। এসব পথশিশুর ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেনের মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে চিন্তা করা যায় না। এদের সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। পুনর্বাসনের কর্মসূচির অধীনে এনে খাদ্য, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষ, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির সংস্থান করতে হবে। এরপর প্রশিক্ষামূলক শিক্ষর ব্যবস্থা করতে হবে– যাতে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রথম কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিশুর জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। যেহেতু দারিদ্র্যের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে, সেহেতু গ্রামে বয়স্ক দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা অন্যত্র চলে

৪৫. ‰‘wbK hvqhvqw‘b, ১০ মার্চ, ২০০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

যেতে বাধ্য না হয়। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা এবং ব্যক্তি উদ্যোগেও এ হতভাগ্য শিশুদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবে রাষ্ট্রের কাছে এনজিওর আর্থিক জবাবদিহি অবশ্য থাকতে হবে–যাতে এই শিশুদের জন্য সংগৃহিত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হয়।

ইসলাম এসব শিশুদের প্রতি সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সরকার ও ব্যক্তিদের প্রতি খুবই তাকিদ করেছে। সমাজে যাতে এসব শিশু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য ইসলাম যাকাতের একটি খাতকে নির্ধারিত করে রেখেছে। 'ইবনুস সাবিলা বা পথশিশুদের দারিদ্র বিমোচন ও নিরাপত্তায় তা ব্যয় করতে হবে। তাই সকলকে এই পথশিশুদের প্রতি সদয় হতে হবে এবং এদের নিরাপত্তা ও জীবিকার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র ও সমাজের ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হবে।

বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে পথশিশুদের উদ্বেজনক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, ওরা পথশিশু, ছিন্নমূল, টোকাই ইত্যাদি অভিধায় চিহিত। অভিভাবকহীন এসব শিশু, কিশোররা শহর, নাগর-বন্দরে ছড়িয়ে আছে। লঞ্চ, বাস, রেল স্টেশন, রাজপথ, ফুটপাতেই এদের বসবাস। মূলত রাস্তাই এদের ঠিকানা। চালচুলোহীন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এ অংশটি অকালে ঝড়ে যাচ্ছে। শ্রিজ্ঞ, চিকিৎসা, বিনোদন তো দূরের কথা, এক মুঠো অন্নের যোগান করতেই তাদের ২৪ ঘন্টা কেটে যায়। অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ওরা কোনমতে দিন গুজরান করছে। যে মুহূর্তে এসব শিশুর বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাবার কথা, সেই বয়সে তাদেরকে পেটের তাগিদে শ্রম বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ শিশু অধিকার সনদ ও আইনে শিশু শ্রম পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে বর্তমানে পাচঁ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ পথশিশু রয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই রয়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৮০৭টি পথশিশু। বিভাগীয় শহর হিসেবে সবচেয়ে কম রয়েছে সিলেটে। সেখানে পথশিশুর সংখ্যা ৬,০৩৩।

২০০১ সালের সমাজ সেবা অধিদফতরের জরিপে বলা হয়, দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে পথশিশু রয়েছে ৪লাখ ৪৫হাজার ২২৬টি। এর মধ্যে রাজধানী শহরেই ৭৫ শতাংশের অবস্থান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর ২০০৫ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, বর্তমানে দেশে ৫ লাখ ২৫ হাজার পথশিশু রয়েছে। অতএব দেখা যায়, সারা দেশে ৫ লক্ষাধিক অবহেলিত শিশু রয়েছে, যারা উন্নত জীবনের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশের মোট শিশুর এ বিরাট অংশ নানা বৈষম্যের শিকার। পেটে ভাত নেই, পরনে বস্ত্র নেই, বাসস্থানের ঠিকানা নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, আগামীকালের কোন সম্পদ নেই তাদের। নিঃস্ব, অসহায়, হতদরিদ্র অবস্থায় নানা প্রতিকুল পরিবেশের সাথে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদিকালের মানুষের মত প্রতি পদে পদে তাদের বিপদ। আতঙ্কের মধ্যে তাদের দিন কাটে, রাত কাটে। তারা নানাবিধ ঝুঁকিপূর্ণ পরিশ্রমে নিয়োজিত আছে। ইউনিসেফের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশে ৪৩৮ ধরনের অর্থনৈতিক খাতে শিশুরা শ্রম দেয়। বাস ট্রাক টেম্পোর হেলপার, রিক্সা-ভ্যান চালক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, ঠোঙা বানানো, ফুল, সবিজ, খেলনা বিক্রি, গৃহপরিচারিকা, ওয়েল্ডিং ও ট্যানারি শিল্প, ভাঙারির দোকান, কাগজ কুড়ানো, হোটেল রেঁস্তোরার বয়, কুলি প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত শিশুরা। ইউনিসেফ-এর ২০০১ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশের ৬১ ভাগ শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৩২ ভাগ মেয়েশিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ঘৃণিত পথ বেছে নিয়েছে। এই কি মানবতা ![৪৬]

মানুষকে সুশ্রিক্ষয় শ্বিক্ষিত করা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরি, আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ার কর্তব্য শুধু সরকারের একার নয়। সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দায়ভার এড়ানো সম্ভব নয়। প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরই উচিত এসব মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করা। তবে বিত্তশালীদের উপর এর দায়দায়িত্ব বেশি বর্তায়। সম্প্রতি বিশ্বে দুই নম্বর ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট তাঁর মোট সম্পদের ৮০-৮৫ শতাংশ মানব কল্যাণে দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর মোট সম্পদের আর্থিক মূল্য ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে তার দানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। তিনি এ অর্থ দান করবেন বিল গেটস ও তাঁর স্ত্রী মেলিন্ড গেটস প্রতিষ্ঠিত বিল এন্ড মেলিন্ড গেটস ফাউন্ডেশনকে। বিশ্বের এক নম্বর ধনী মার্কিন নাগরিক মাইক্রোসফট শিল্পের জনক বিল গেটস বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেই এ ফাউন্ডেশনকে দান করেছেন ৩১ বিলিয়ন ডলার।

পথশিশুরা আমাদের সভ্য সমাজেরই একটি অংশ। লাখ লাখ শিশু, বালক, বালিকা, কিশোর , কিশোরী, তরুণ, তরুণী চোখের সামনে অন্ধকার অধ্যায়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। এটা সত্যি দুঃখজনক এবং ভবিষ্যৎ জাতির জন্য হতাশাজনক। শুধু সরকারের উপর নির্ভরশীলতা নয়, এনজিও ও ধনী ব্যক্তিরা একটু এগিয়ে আসলেই এর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান অংশের নিয়ন্ত্রক এনজিও শ্রেণী। অথচ এনজিও'র নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টির আওতাবহির্ভূতই থেকে যাচ্ছে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী। দেশের সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব অনেক। সর্বোপরি সচেতন নাগরিকদের সকলকেই পথশিশুদের জনশক্তিতে রূপান্তরের পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হবে।

৪৬. ‰'wbK msMvg, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিবিধ গবেষণায় দেখা গেছে, পথশিশুরাও মেধাহীন নয়। অন্যদের মত তাদেরও আছে স্বপ্ন। সুযোগ পেলে তারাও নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য মহৎ কিছু করার যোগ্যতা সম্পন্ন। উদাহরণস্বরূপ পথশিশুদের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং পথশিশুদের দ্বারা বিস্ময়করভাবে এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ২০০৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'শিশু উন্নয়ন ব্যাংক' নামে এ প্রতিষ্ঠানের পথ চলা। মূলত পথশিশুদের উদ্যোগেই এর যাত্রা শুরু। 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' নামের বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত মালিক পথশিশুরা। ব্যাংক নাম দেওয়া হলেও মূলত এটি সঞ্চয় প্রকল্প। এখন এ সঞ্চয় প্রকল্পের মোট ১১টি শাখা চালু আছে। এদের ১০টি ঢাকায় এবং ১টি চট্রগ্রামে। সবচেয়ে আশ্চার্যজনক হল পথশিশুরাই তাদের ব্যাংক চালায়। ব্যাংকের গ্রাহক, ম্যানেজার, ডিএম, এডিএম, ক্যাশিয়ার সবাই পথশিশু। তাদের অধিকাংশের বয়স ১১ থেকে ১৫ বছর হলেও তারা সফলতার সাথে তাদের প্রকল্প চালাতে সক্ষম। তা তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে।[৪৭] এতে বুঝা যায়, সুযোগের যথাযথ ব্যবহার তাদের দ্বারাও সম্ভব। তাই এই ব্যাংকের মূল্যবোধ রাখা হয়েছে :

১. প্রত্যেক পথশিশুই কর্মজীবি শিশুর মর্যাদা আছে। তাকে ঈমান রাখতে হবে।
২. ব্যাংক বিশ্বাস করে জন্মগতভাবেই শিশুর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে।
৩. ব্যাংক শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আয়নে বিশ্বাস করে।
৪. ব্যাংক শিশুর অংশগ্রহণের অধিকারে বিশ্বাস করে।

পথশিশুদের এ ব্যাংক নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান। তিনি মনে করেন ব্যাংক শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অতায়নে একটি ভাল অর্থনৈতিক বিশ্ব তৈরিতে কাজ করবে।[৪৮]

ঢাকার মত খুলনা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পথশিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং অপরাধ জগৎ থেকে পথশিশুদের স্বাভাবিক জীবনের ফিরিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি কয়েকটি এনজিও কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন খুলনা এলাকায় পথশিশুর সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে খুলনা মহানগরী ও জেলার অন্য এলাকায় পথশিশুর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। বর্তমানে (২০০৮) তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। সেখানে ইউনিসেফের সহায়তায় এরাইজ প্রকল্পের নামে স্থানীয় একটি এনজিও তাদের নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আমরা আশাবাদী আরও বহু প্রতিষ্ঠান তাদের উন্নয়নে এগিয়ে আসবে। পথশিশু একদিন পথশিশু থাকবে না তারাও একদিন দেশের সম্পদে পরিনত হবে।

---

৪৭. Avgvi evsjv, ঢাকা, ১২ জুন, ২০০৮।

৪৮. তাওহিদুল ইসলাম, প_wkï‡'i e¨vsK, ^'wbK bqv w'Mšড়, সাপ্তাহিক প্রকাশনা, অবকাশ, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ২০০৮, পৃ ৫-৮।

Dhaka University Institutional Repository

5. 7. BqvZxg wkïi wbivcËv AvBb

প্রত্যেক মানব শিশু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পিতামাতা এবং মানব জাতির জন্য নি'আমত ও পবিত্র আমানত স্বরূপ। পৃথিবীতে মানবজাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এই শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহর সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। শিশুসন্তান হচ্ছে পার্থিব জীবনের শোভা।[৪৯] এই মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই কতিপয় মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে তথা ইসলামী জীবন-দর্শনে মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, শিশুর নিরাপত্তা, প্রতিপালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। নিম্নে ইয়াতীম শিশুর নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আল্ কুর'আনে যে সকল আয়াতগুলো ইয়াতীম শিশুর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্তব্যকর্ম বলে নির্দেশিত এবং তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন-নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে সকল অংশ দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ "না, কখনও নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না।"[৫০]

বিশেষকরে সৎকর্মপরায়ন লোকের শিশুর প্রতি সদাচারণ করার জন্যও দৃষ্টান্ত রয়েছে, মূসা আ. এর সময়কার খিজির আ. এর ব্যবহার থেকে আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"আর ঐ প্রাচীরটি, ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে, উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা।"[৫১]

ইয়াতীমদের সম্মান না করার অর্থ তাদের প্রাপ্য আদায় না করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন না করা। যারা পার্থিব জীবনে ইয়াতীম, নিঃস্ব ও বন্দিদের উপকার করে আল্লাহ তা'আলা

---

৪৯. Avj-Ki&Avb, সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮ : ৪৬।
৫০. Avj-Ki&Avb, সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১৭।
৫১. Avj-Ki&Avb, সূরা আল্ কাহ্ফ ১৮ : ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আখিরাতে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নি'আমত দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতী মানুষের স্বভাব। বস্তুত পিতৃহীনতা বা অনাথ নিঃস্ব হওয়া শিশুদের জন্য বড় বিপদ। পিতার অভাবে শিশুর জীবন ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অনাথ শিশুর জীবন, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, সেবা-যত্ন, পরিচর্যা, শ্রিক্ত, নৈতিকতা ও মানবীয় চারিত্রিক গুণ বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলা সবকিছুতেই অনিশ্চয়তা নেমে আসে। তাই এসব থেকে সুরক্ষার জন্য ইসলাম অনাথ শিশুর অধিকার আদায় ও নিরাপত্তার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে।

প্রত্যেক শিশুর প্রতি আমাদের উত্তম ব্যবহার করা অপরিহার্য। বিশেষ করে ইয়াতীম শিশুদের প্রতি। কেননা এটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে।"[৫২]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন : "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"[৫৩]

কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসও এবিষয়ে অনুসরণযোগ্য। রাসূল (স) ছিলেন অনাথ ইয়াতীমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক। তিনি নিজে যেমন এদের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল ছিলেন, তেমনি তাঁর সাহাবীদেরও সব সময় এসব অনাথ অসহায়দের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে সতর্ক করতেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "কেউ যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ইয়াতীম শিশুর মাথায় হাত বুলায় যে পরিমাণ চুল হাতে লাগবে সে ঐ পরিমাণ সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি তার নিকট প্রতিপালিত কোন ইয়াতীম ছেলে বা মেয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, আমি ও সে জান্নাতে এভাবে

---

৫২. Avj-Ki0Avb, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ৮৩।
৫৩. Avj-Ki0Avb, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

থাকব। এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ফাঁক করে দেখান।"[৫৪] অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, একব্যক্তি রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-এর নিকট নিজ অন্তরের কঠোরতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলেন : "তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খাবার দাও।"[৫৫]

ইয়াতীম শিশুকে খাদ্য দান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাও ইসলামী আইনে একটি অপরিহার্য বিধান। তাদের ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হওয়া থেকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর যারা তাদের সহযোগিতা করবে তারাই সত্য পরায়ণ ও মুত্তাকী।এ প্রসঙ্গে আস্তাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন : "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আস্তাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আস্তাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্য পরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।"[৫৬]

যদি রাষ্ট্রে এমন কোন দুগ্ধ পোষ্য শিশু থাকে যাদের তত্ত্বাবধানের কেউ নেই, তবে সেএক্ষেত্রে তাদের সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব সরকারি কোষাগার বা বাইতুল মালের উপর বর্তাবে।[৫৭] হযরত উমার ফারুক (রা.) তার খিলাফত কালে প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দশ দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন, তারা একটু বড় হলে দুইশত দিরহাম ভাতা দিতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ তার গ্রন্থে উস্তেখ করেছেন- "রাসূলুস্তাহ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলতেন, কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীর। কিন্তু যদি কেউ স্তন গ্রহণ অবস্থায় মারা যায় অথবা অসহায় শিশু রেখে মারা যায় তবে সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার।"[৫৮]

রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-ই সর্বপ্রথম অসহায় ইয়াতীমের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীদার। ইয়াতীম অসহায় শিশুদের প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে তিনি মানবতাবোধকে কত উচ্চে তুলে

---

৫৪. আত-তাবারানী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ, Avj-gÛRvgj Kvexi, মওসুল, মাকতাবাতুল 'উলূম, ১৪০৪ হি., খ. ৭, পৃ. ২২৫, হাদীস নং-৭৭২৬।

৫৫. আহমদ, Avj-gmbv', প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ-৩৮৭, হাদীস নং ৯০০৬।

৫৬. Avj-KiÛAvb, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১৭৭।

৫৭. wewae× Bmjvgx AvBb, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭০, ধারা ১০৫৭।

৫৮. আবু দাউদ, mbvb Ave 'vD', প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছিলেন তা আজো পৃথিবীর বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করেন। একথা সকলেই স্বীকার করেন, একমাত্র মুহাম্মদ সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম-ই মানবতার কথা মুখে বলে তা বাস্তবে রূপ দান করে দেখিয়েছেন।

ইয়াতীম শিশু সমাজে অসহায় থাকে। অভিভাবক না থাকায় অনেকেই তাদের উপর নির্যাতন করে সম্পদ দখল করে মারাত্মক গুনাহর কাজ করে থাকে। আস্তাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে কঠিন আজাবের কথা ঘোষণা দিয়ে বলেন : "সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে। তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত। সুতরাং তাহারা যেন আস্তাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো মাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষা করে; তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।"[৫৯]

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাক। লোকেরা বললো, সেগুলো কি হে আস্তাহর রাসূল! তিনি বললেন : আস্তাহর সঙ্গে শরীক করা, যাদু করা, অহেতুক আস্তাহর নিষিদ্ধ জীবকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমদের মাল খাওয়া, জিহাদ থেকে পালিয়ে যাওয়া, সতী সাধ্বী মুসলিম রমনীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।[৬০]

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষা করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আস্তাহর রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম, আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারব ? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো সে সব কারণে তাকেও মারতে পার। সাবধান, তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্য তার সম্পদ নষ্ট কর না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি কর না।[৬১]

ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আস্তাহ্ তাদেরকে যুদ্ধের গণীমাতের মাল প্রদান করার বিধান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আস্তাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন : "আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে

---

৫৯. Avj-Kiû Avb, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৮-১০।

৬০. বুখারী, mnxn Avj eLvix, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ . ১০১৭।

৬১. সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়্যুব আবু কাসিম আত তবারানি, Avjgû Rvgj Kvexi, বৈরচত, মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি., খ.১, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক-পঞ্চমাংশ আস্তাহর, রাসূলের , রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।"[৬২]

এ সব আয়াতে আমরা ইয়াতীম শিশুর অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবরণী পাই। আরও বলা হয়েছে, ইয়াতীম শিশুদেরকে তাদের ধন-সম্পদ প্রদান কর এবং ভালোর সঙ্গে মন্দের বিনিময় করো না এবং তোমাদের ধন-সম্পত্তির সঙ্গে সংযোগ করে তাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না; নিশ্চয় এটা গুরুতর অপরাধ।

ইয়াতীমরা সবসময় সমাজে অসহায় ও নিরূপায় থাকে। স্বার্থান্বেষী মহল সর্বদা চায় তাদের সম্পদ গ্রাস করতে। এ ঘৃণ্যতম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আস্তাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আস্তাহ তা'আলা বলেন : "তারা নারীগণ সম্পর্কে তোমার কাছে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করছে; বল, আস্তাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করছেন; আর অনাথিনী সম্পর্কে তোমাদের প্রতি কুর'আন হতে পাঠ করা হয়েছে; তাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত প্রাপ্য দাও না অথচ তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর। অসহায় শিশুদের এবং ইয়াতীম শিশুদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং যে কোন সৎকাজ তোমরা কর আস্তাহ সে বিষয়ে অবহিত।" [৬৩]

ফিকহ মতে ইয়াতীম তার দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না যদি দাদার অন্য পুত্র বিদ্যমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কুর'আনের অসিয়তের আয়াত প্রণিধানযোগ্য : "তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুকাল যখন ঘনিয়ে আসে আর যদি তার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পদ থাকে তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হল। ধর্মনিষ্ঠদের জন্য এটা কর্তব্য।"[৬৪]

হাদীস অনুযায়ী সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসিয়ত করা যায়। এ আয়াত অনুযায়ী সেই এক তৃতীয়াংশ হতে নিকট আত্মীয়দের যারা স্বত্বাংশ হতে বঞ্চিত হয়েছে যথা পিতৃহীন নাতী, তাদের জন্য অসিয়ত করার অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়াও কুর'আনের এ আয়াতটির প্রণিধানযোগ্য : "সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম এবং নিঃস্ব ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তা হতে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সঙ্গে ভাল কথা বল।"[৬৫]

---

৬২. Avj-Ki0Avb, সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৪১।
৬৩. Avj-Ki0Avb, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২৭।
৬৪. Avj-Ki0Avb, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮০।
৬৫. Avj-Ki0Avb, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪-৮।

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রতিকূল অবস্থা, দুঃস্থ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যাঁকে মানব জাতির সর্বোত্তম মানুষ করে দুনিয়ায় নবুওয়াতের শ্রেষ্ঠতম আসন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁকে সচ্ছল অবস্থায় প্রতিপত্তিশালী করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর দ্বীন প্রচারের কাজ সহজ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে মানবিক আদর্শ হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে অনেকের মনেই দ্বিধার সঞ্চার হতে পারতো। তাই যিনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ, আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেন ইয়াতীম ও দরিদ্র করে। যাতে তিনি দুনিয়ার সকল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, দুঃখী মানুষের অবস্থার উপকার করতে সক্ষম হন এবং তাদের মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে কাজ করতে পারেন। নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত ইয়াতীম অসহায় মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন মুক্তির উজ্জ্বল দিগন্ত। তিনি বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি।"[৬৬]

5. 8. Amnvq wkïi Awf fveK cm½

সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয় ভার বহন করা পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। তাদের অবর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান সন্তানের ভরন-পোষণের দায়িত্ব নিবেন। যেমন হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে : আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ঋণগ্রস্থ মৃত ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধ করার মত অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গিয়েছে কি-না। যদি বলা হতো, সে তার ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা নামাজ আদায় করতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদেরকে বলতেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা নামাজ পড়। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসংখ্য বিজয় দান করলেন। তখন তিনি বললেন : আমি মু'মিনদের জন্য তার নিজ সত্তার তুলনাও অধিক কল্যাণকামী। কাজেই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের।[৬৭]

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, যদি সন্তানের পিতা, মাতা এবং নিকটাত্মীয় কেউ সন্তানের ভরণ-পোষণ না চালাতে পারে অথবা তারা যদি বর্তমান না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানই

৬৬. আল-হাইছামী, gvRgvDh hvIqvB', প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ ১৯১।

৬৭. ইব্‌ন হিব্বান, Avm-mnxn, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ২২৮, হাদীস নং-৪৯৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ব্যায়ভার বহন করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রে দারিদ্র্য, অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন-পালনের খরচাদি রাষ্ট্রপ্রধান বাইতুল মাল থেকে সরবরাহ করবেন। হযরত 'উমর রা. তার খিলাফতকালে প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য 'দশ দিরহাম' ভাতা প্রদান করতেন এবং একটু বড় হলে দুই শত দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "রাসূল সাস্তাস্তাহু 'আলাইহি ওয়াসাস্তাম বলতেন : যদি কেহ সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণের। কিন্তু যদি কেহ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় অথবা অসহায় শিশু রেখে মারা যায় তবে সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার।"[৬৮]

এ হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু, বিধবা, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণসহ সার্বিক দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের এবং বাইতুল মাল ইহার যিম্মাদার হবে। এ জন্য উমর রা. বলেছেন : "জেনে রেখ, আস্তাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তা হলে ইরাকের বিধবাদের এমন অবস্থায় রেখে যাবো যেন আমার পরে তাদের কোন আমীরের মুখাপ্রেক্ষী না হতে হয়।"[৬৯]

৬৮. ইব্ন মাজাহ, Avm-mbvb, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২, হাদীস নং-৪৪।

৬৯. আল-কুরাইশী, Avj-LviR, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৮, হাদীস নং-২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

অধিকার অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। ইসলামী জীবন দর্শনে তাই নারী-পুরুষ, শিশু-যুবা, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা-পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ-রাষ্ট্র, জাতি-আন্তর্জাতিক সকল পরিমণ্ডলে প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার আণয়ন করে সীমারেখা টেনে বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারো দয়া বা করুণার উপর মানবতার কোন মৌলিক বিষয়কে ফেলে রাখা হয়নি। এজন্য মুসলিম উম্মাহকে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য কারো দারস্থ হতে হয় না। স্বয়ং সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান, কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীনতার ফলে অন্যান্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো মুসলিম দেশে কোন কোন ব্যক্তি, শ্রেণী, গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তখনই মানবরচিত আইন, সনদ ও নীতিমালার মধ্যে নিজেদের মুক্তির সন্ধানী মরিচিকার পিছনে ঘুরপাক খেতে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশেও আমরা শিশু অধিকারের ইসলাম প্রদত্ত বিধি-বিধান সমুন্নত রাখতে পারিনি। তাই আমাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ এ অবস্থার উত্তরণে প্রয়াস চালানো সময়ের অনিবার্য দাবি। পবিত্র কুর'আন, সুন্নাহ, মনীষীদের মতামত এবং জাতীয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিশু অধিকার সম্পর্কিত সাম্প্রতিক নীতিমালা পরখ করে করণীয় নির্ধারণে এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।

আমরা এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রামাণ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছি যে, ইসলামই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে শিশুদের যাবতীয় মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক অধিকার, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। আমরা জেনেছি পৃথিবীর কোন সমাজেই শিশুসন্তানরা সুস্থ্য ও সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ পেত না। তারা বেড়ে উঠত অনাদরে, অবহেলায়, অশ্রিজয়, কুশ্রিজয় অবাঞ্ছিত মানবরূপে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বপ্রথম শিশুঅধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত -এর উপর জন্ম গ্রহণ করে, পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা, অভিভাবক ও সমাজ তাকে বিভ্রান্ত করে। তাই আমাদের উচিত সকল শিশুসন্তানকে যথাযোগ্য পরিবেশে ও মর্যাদায় সুশ্রিজ প্রদান করা। যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। কেননা মানবসন্তানের বিকাশে যে দশটি নীতি সর্বজন স্বীকৃত তার একটি হচ্ছে : Early Development is more Critical than Later Develoment. শৈশবের বিকাশ পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ থেকে অধিকতর সংকটপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রাথমিক ভীতি মানুষের সারা জীবনের আচরণ ও প্রতিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে।

ইসলামী সমাজের গঠন কাঠামোতে, নারী-পুরুষের বৈধ বিবাহ এবং তাদের যৌথ জীবনের ফসল হিসেবে শিশুকে দেখানো হয়েছে। বস্তুত, স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসার পরিণতি

Dhaka University Institutional Repository

ও পূর্ণতা লাভ করে এই শিশু বা সন্তান-সন্ততির জন্মের মাধ্যমে। শিশু হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। শিশু গর্ভে আসার সময় হতে মাতৃগর্ভে অবস্থানকাল পর্যন্ত শিশুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গর্ভধারিণী মায়ের স্বাস্থ্য ব্রক্ষর জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য। এটাকে শিশুর প্রতি পিতার জন্ম পূর্বকালীন দায়িত্ব বলে অভিহিত করা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই পিতা মাতাকে আস্তাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে সুন্দর ও পবিত্র শিশুসন্তানের জন্য।

শিশুদের যথাযথ বিকাশের জন্য পরিমিত খাবার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, সঠিক পরিচর্যা ও আদর যত্ন খুবই জরুরি। ইসলামের বিধান মতে প্রাথমিকভাবে শিশুর সব আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও সঠিকভাবে-প্রতিপালনের দায়িত্ব, যেমন, খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা, বাসস্থান, শ্রিক্ষ এবং ছেলেদেরকে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ও কন্যাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যোগাতে বাধ্য। আর মা সন্তানকে কোলে-পিঠে করে আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে। ইসলামে এটা শ্রম বিভাজনের একটি পর্যায়। পিতা-মাতা একত্রে বাস করে তখন তারা উভয়েই শিশুদের লালন-পালনের জন্য দায়ী, পিতা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে এবং মাতা তাদের দৈহিক সুস্থতা ও কল্যাণ এবং মানসিক ও ধর্মীয় শ্রিক্ষর ব্যবস্থা করে। বৈবাহিক সম্পর্ক চালু থাকা অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও মুসলিম আইনে শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সর্বোত্তম অধিকারিণী হলেন মা। কন্যা সন্তানের বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর না হওয়া পর্যন্ত মা তত্ত্বাবধান করার অধিকারিনী।

শিশুর সার্বিক সেবা যত্ন, দেখা শুনা, ভালো মন্দের উপদেশ দেওয়া, প্রাথমিক শ্রিক্ষ দান প্রভৃতি মায়ের উপর ন্যস্ত। কেননা, শিশু সর্বপ্রথমে প্রভাবিত হয় মায়ের আদর্শে। কারণ, জন্মের পর পরই শিশুর প্রথম সম্পর্ক তার মায়ের সাথেই গড়ে উঠে। শিশুর প্রাথমিক চাহিদা, অভাব-অভিযোগ মায়ের দ্বারা পূরণ হয় বলে সে মায়ের উপর অধিক নির্ভরশীল। সুতরাং মায়ের দায়িত্ব যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি সর্বাপ্রেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ। বাল্য বয়সে শিশু মায়ের কাছে যে শ্রিক্ষ পায় তা তার পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্নভাবে জ্ঞান দান করার সাথে সাথে নিজ জীবনেও তা মেনে চলার উপদেশ দিতে হবে। পিতৃহীন অবস্থায় শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালন ও উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা মাতার দায়িত্ব। পিতৃহীন শিশু সন্তানকে যে মা প্রতিষ্ঠিত করাবেন, কিয়ামতের দিন সে মা রাসূল (স) এর পাশাপাশি থাকবেন।

শৈশবের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অবশ্য কিছূ পার্থক্য রয়েছে। আস্তাহর অস্তিত্ব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিয়ে শিশুদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং পরবর্তীকালে তা অভ্যাসে পরিণত করাতে হবে। সন্তান সাত বছর বয়সে পৌছুলে তাদের নামায পড়তে তাকীদ করা,

দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের জন্য আলাদা আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা ইসলামের বিধান। অতএব শিশুদেরকে আস্তাহর সৃষ্টি, আস্তাহর উপস্থিতি ও ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং দৈনন্দিনকার নামায আদায়ের পরামর্শ দিতে হবে।

পিতা-মাতাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সৎ ও আদর্শ চরিত্রের খোদাভীরু সন্তান গড়ে তোলার মাঝে নিহিত রয়েছে এক দিকে যেমন ইহকালীন শান্তি, তেমনি পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ। কেননা, কোন পিতা তার সন্তানদের উত্তম চরিত্রের শ্রিজ্ঞ দান অপ্রেজ্ঞ অধিক ভালো কোন জিনিসই দান করতে পারে না।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার উপর ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তি পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। শিশুকে দৈহিক ও পোশাক পরিচ্ছদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার শ্রিজ্ঞ দেওয়া ও অভ্যস্ত করানো আবশ্যক। শিশুদেরকে দৈহিক পরিচ্ছন্নতার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন, হাত, নখ, মুখ, দাঁত পরিস্কার করতে শেখাতে হবে। তাদেরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে শেখাতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে বা টয়লেটে মল-মূত্রাদি ত্যাগের অভ্যাস করাতে হবে। কারণ, যেখানে-সেখানে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করলে রোগজীবাণু ছড়ায়। আধুনিক বিজ্ঞান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি সমর্থন করে। বর্তমানে বিজ্ঞান পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষত রোগ-প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিশুদের ভূত-পেত্নী,ব্রাজ্জসের গল্প শোনালে ওদের মন ভয়ে কম্পিত হয়। তাই শিশুদেরকে সুন্দর, আদর্শ, সত্য ও ন্যায়ের গল্প শোনাতে হবে।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্রজ্ঞর্থে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সনদটি ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৯১টি দেশ চুক্তিটিতে স্বাজ্ঞ করেছে। এই সনদের ৫৪টি ধারায় শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা সহ সকল প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে তাদের সুব্রজ্ঞর বিবরণ রয়েছে। সনদে স্বীকৃত অধিকারের আওতায় স্বাস্থ্য, শ্রিজ্ঞ, শিশু ও মা-বাবা সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাগরিক অধিকার, শিশু শোষণ এবং আইনের সাথে বিরোধে জড়িত শিশুসহ অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইরাকে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে সেদেশের হাজার-হাজার শিশুকে দুর্ভিজ্ঞের কবলে পড়ে

মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এবং জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই ইরাকে ২০০৩ সালের ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় বহু শিশু প্রাণ হারিয়েছে, পঙ্গু হয়েছে অনেক শিশু। এছাড়াও ফিলিস্তিন, লাইবেরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশু হত্যা, নির্যাতন, পাচার ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ যেহেতু এসব ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ আন্তর্জাতিক আইনের একটি অকার্যকর অংশে পরিণত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে।

এখানে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, তা হল, শিশু মানেই সবার শিশু। এক্ষেত্রে সবার জন্য সাম্য নীতি অনুসরণীয়। অনাথ শিশুদের দেখা-শোনার দায়িত্ব সমাজের সবার। তাই তাদের সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সবার যত্নবান ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। কেননা, শিশুর সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠাই সুস্থ্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রেরও অনাথ শিশুর প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, যা ইসলামী রাষ্ট্রে নির্ধারিত। ইয়াতিমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ইয়াতিমদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহ যোগ্য হয়। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করা যায়, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করা যেতে পারে। পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদেরকে রাসূল (স) আরো বেশি স্নেহ ও আদর করতেন এবং তাদের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে অনাথ শিশুদের জন্য 'সরকারি শিশু-সদন' রয়েছে। এখানে শিশুর সার্বিক দায়িত্ব লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সরকারি খরচে পরিচালিত হয়। এছাড়াও মুসলিম ও অমুসলিম উভয় রাষ্ট্রে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইয়াতিমখানা বা অনাথ শিশু আশ্রম গড়ে তোলার একটা প্রচলন আছে। অনাথ শিশুরা যাতে অধিকার বঞ্চিত না হয়, লেখা-পড়ার সুযোগ পায়, ন্যূনতম মৌলিক মানবিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে, সে লক্ষ্যেই এসব ইয়াতিমখানা বা অনাথ শিশু আশ্রম গড়ে উঠেছে। সমাজের হৃদয়বান ব্যক্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন মানুষের সাহায্যে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়াও ছিন্নমূল, ভবঘুরে, বাস্তুহারা ও প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিও ইসলাম একই সাম্যনীতি অনুসরণ করে। ইসলামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে দরিদ্রদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে এবং অজ্ঞাত পিতা-মাতার পরিত্যক্ত পথশিশুরা গোটা সম্প্রদায়ের দায়িত্বভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। বিশেষত মাতা-পিতা ও সমাজের অজ্ঞতার কারণে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এরা সমাজের উপর বোঝা হয়ে থাকে। ইয়াতিমখানার মত প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রাপ্ত শিশুরাও প্রতিষ্ঠানের দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের অপ্রতুলতার ফলে বিভিন্ন সমস্যায় কষ্ট পেয়ে থাকে। সরকার, এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের সচেতন মানুষকে এসব ব্যাপারে আরো দায়িত্বশীল ও

সচেষ্ট হতে হবে। এখানে আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে মুসলিম ইয়াতিমখানায় শুধু মুসলিম ইয়াতিম শিশুরাই থাকার সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বা হিন্দু মিশনারিতে শুধু হিন্দু অনাথ শিশুরাই থাকার সুযোগ পায়। কিন্তু বৈদেশিক অর্থে পরিচালিত মিশনারিগুলোতে সব অনাথ শিশুর থাকার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ফিন্নিশ, ফ্রি ফরেন মিশন। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু মানেই সবার শিশু এবং সকল শিশুর প্রতিই পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য আছে তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য ইয়াতিমখানা, অনাথ আশ্রম বা নিরাপদ আশ্রমের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ক্ষেত্রে শিশুকে তার নিজ নিজ ধর্মের আদলে গড়ে তোলা হচ্ছে কি না তার প্রতি সবিশেষ যত্ন ও নজর দিতে হবে।

প্রতিটি সমাজেই কম বেশি এ ধরনের লোক রয়েছে যারা নিজেদের সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। এদের মধ্যে রয়েছে বাস্তুহারা লোক, তত্ত্বাবধায়কহীন বয়স্ক লোক, ইয়াতিম, প্রতিবন্ধী, পঙ্গু ও অক্ষম বিভিন্ন ধরনের লোক। এছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাসবাদের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুদের অবস্থা বিপন্নপ্রায়। বর্তমান বিশ্বে শরণার্থী একটি বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর সমতুল্য হয়ে পড়েছে। বিশ্বের মোট শরণার্থী যে কোন মধ্যম জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশের জনসংখ্যার সমান। আর শরণার্থীরা হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্রতম ও সবচেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী। তাই তাদের মধ্যে অর্ধাহার, অনাহার ও অপুষ্টি খুব সাধারণ ব্যাপার। আর এ অবস্থায় সবচেয়ে দুর্দশার শিকার হচ্ছে শরণার্থী পরিবারসমূহের শিশুরা। এ কারণে যে সব দেশে শরণার্থীরা অবস্থান করছে সে সব দেশের সামাজিক সেবা ও সহায়তার কর্মসূচির মধ্যে অবশ্যই শরণার্থীদের বিশেষত শরণার্থী শিশুদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তেমনি অন্যান্য দেশ, বেসরকারি সেবামূলক ও জনকল্যাণ মূলক সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে তাদের এ বঞ্চিত অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেওয়া।

বর্তমান বিশ্বে তরুণ অপরাধীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়- একটি শিশু যখন নিঃসঙ্গ ও একাকী পরিবেশে বেড়ে ওঠে অথবা অবহেলা ও অনাদরে বড় হয়, তখন তাঁর মাঝে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। প্রতিকূল পরিবেশে কোন শিশু বাস করলে তার মানসিকতার ওপর একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। ধীরে-ধীরে সে মিথ্যা বলতে শিখে, চুরি করতে শিখে এবং নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে । আবার পিতামাতার দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক কুশাসন ও বিশৃংখল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়েও ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠে শিশুরা। অভাব তাড়িত পরিবার, বস্তির ছেলে-মেয়ে ও ছিন্নমূল শিশুরা জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। হেরোইন, গাঁজা, ফেনসিডিলের মতো নেশাসামগ্রী বিক্রি ও পাচারের কাজে ব্যবহৃত হয় শিশুরা। আবার

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ, বোমা ছোড়া ও অবৈধ অস্ত্র বহন করার মত কাজ শিশু-কিশোররা অবলীলায় করে বসে। ধীরে ধীরে সে পরিণত হয় টপটেরর, ভয়ংকর খুনী ও সন্ত্রাসী হিসেবে। এছাড়া শিশুরা ব্যবহৃত হচ্ছে ভ্রিজ্ঞবৃত্তিতে, কন্যা শিশুকে বাধ্য করা হচ্ছে অসামাজিক কাজে। এসব নানা প্রতিকূলতাই মূলত শিশু কিশোরদের অপরাধপ্রবণ করে তুলতে সাহায্য করছে। আজকের কিশোর-কিশোরীরাই আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব দিবে। কিন্ত তারা যদি এই বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য তারা হুমকি হিসেবে দেখা দিবে । তাই একটি সুস্থ্য ও সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মূলত প্রতিকূল পরিবেশ একটি শিশুকে বেশি অপরাধপ্রবণ করে তোলে। তাই তার জন্য সুস্থ্য ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। অর্থাৎ একটি শিশুর সুস্থভাবে বেড়ে উঠার জন্য খেলা-ধূলার সুযোগসহ তাঁকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য এই অনুকূল পরিবেশের সুযোগ প্রয়োজন। সব পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের উচিত শিশুর প্রতি ল্রক্ষ রাখা এবং যত্নবান হওয়া।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতিতে যে ব্যাপক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে- তার প্রেক্ষপটে বিভিন্ন দেশের ও বাংলাদেশের শিশুদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বিশ্বের নানা দেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক এবং বাংলাদেশের শিশুদের অবস্থাও শোচনীয়। শিশুরা আজ দেশে দেশে নানা বিড়ম্বনা, হয়রানি, অমানবিক শ্রম, দৈহিক ও যৌননির্যাতন, পাচার, মরণঘাতি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি, অশ্রিক্ষ, কুশ্রিক্ষ, অপুষ্টি, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্ব পরিস্থিতির রিপোর্টসমূহ এবং অন্যান্য মিডিয়ার প্রতিদিনকার প্রতিবেদনগুলো দেখলে এই উদ্বেগকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। বর্তমান বিশ্বের নৈতিক অব্রক্ষয়ের কারণে শিশুরা আজ ঘৃণ্য নানা অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে এবং অপরাধ জগতের দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে। নেশা, চোরাচালান, অস্ত্রবহন, ছিনতাই, সহিংসতা, সন্ত্রাস, ভ্রিজ্ঞবৃত্তি, অবৈধ যৌন-ব্যবসায় বিকৃত নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করানো হচ্ছে। শিশুরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, শ্রম-শোষণ, অপহরণ ও হত্যার শিকার হচ্ছে। এসব দুরাবস্থা থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে কেবলমাত্র সনদ, নীতি-আইন, সভা-সেমিনার করলেই চলবে না এই জন্য চাই বিশ্ব মানবতার মানসিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সত্যিকার মানসিক মূল্যবোধের উজ্জীবন। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শবোধে উজ্জীবিত হয়ে আন্তরিক ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাথে প্রণীত সনদ, নীতি ও আইনসমূহ বাস্তবায়ন করলেই কেবলমাত্র সত্যিকার সুন্দর, অহিংস, নিরাপদ, বাসোপযোগী বিশ্ব গড়ে তোলা

সম্ভব হবে। এর ব্যত্যয় হলে কেবল অধিকার প্রতিষ্ঠার গালভরা বুলির মরীচিকার মধ্যেই বিশ্বকে ঘুরপাক খেতে থাকতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, মানবশিশুর অধিকার সম্পর্কে বাস্তবসম্মত উপায়ে পথ নির্দেশনা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়ই রয়েছে। শিশুরা শুধু শিশুই নয়, বরং এরা বাবা-মায়ের আনন্দের উৎস, আমাদের সমাজের ভূষণ, জাতির ভবিষ্যত, এসব দিক বিবেচনায় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির জন্য ইসলাম সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব ও পিতা-মাতার উপর যেসব বিধান জারি করেছে তা বাস্তবায়নও করেছে; যাতে আজকের শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিশুর সঠিক প্রতিপালন, পরিচর্যা, সেবা-যত্ন ও শ্রিক্ষ-প্রশ্রিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে শিশুদের সুস্থ্য ও সুন্দর বিকাশ সুনিশ্চিত হবে এবং তারা একটি আদর্শ ও অনুকরণীয় সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম নির্দেশিত উপায়ে শিশুদের জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য।

MšcwÄ

আল-কুর'আন : 'আরবী

আল-কুর'আনুল কারীম : বঙ্গানুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

কোরআন শরীফ :বঙ্গানুবাদ, ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

নূরানী কুর'আন শরীফ : বঙ্গানুবাদ, মাওলানা নূরুর রহমান, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.।

আলী, মুহাম্মদ ইউসুফ :gwg‡bi cwiewiK Rxeb, ঢাকা, হাফিজ প্রকাশন, ২০০২।

আবু সালেহ, মুহাম্মদ তাজুল আলম সম্পাদিত :Kv‡djv, ঢাকা : রহমতে আলম ইসলাম মিশন, জুন-২০০৭।

আওদাহ, 'আবদুল কাদের :AvZ-Zvkix© Avj-wRbvC Avj-Bmjwg, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৯ হি.।

আছমাদুল মুস্তাফা :Avj gvivMx, কায়রো, ১৯৪৬।

'আইনী, বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহমদ, :'Dg'vZj Kvix, ki‡n mnxûj eLvix, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.।

আত্ তাবারানী, সুলাইমান ইবনি আহমদ ইবনি আয়্যুব আবুল কাসিম, :Avj g©Rvgj Kwei, মাকতাবুল 'উলুমি ওয়াল হুকমি, তা.বি.।

আমীনুল ইসলাম, মাওলানা, :Zvdmx‡i biæj Ki©Avb, খণ্ড-২, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০।

আর্নল্ড লুরান্ড, ডাঃ :*Life Shortening Habits and Rajuvenation. Filidelfia*-1922

আফিফী, মুহাম্মদ সাদিক আল-মারতুওয়া, :Avj-gvi©Avn Iqv ûKKnv wdj Bmjvg, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.।

আরেফ মাহমুদ, ডাঃ মুহাম্মদ, :mbv‡Z ivmj (m.) I AvawbK weÁvb, তা.বি.।

আলম, মাহমুদুল, :*Basic Education in rural Bangladesh : Level; Pattern and Socio-economic Determinants*", রিসার্চ রিপোর্ট নং ১৪৬, বিআইডিএস, ঢাকা, ১৯৯৭।

:``*Primary Educational Development in Bangladesh-Ways to Move Forward', BIDS*, আসন্ন, ডিসেম্বর, ২০০০।

আল জুরজানি,হামযা বিন ইউসূফ আবুল কাসিম, :ZwiL RiRvb, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৯৮১, তৃতীয় সংস্করণ।

আল হাসকাফী, মুহম্মদ আলাউদ্দীন, :AvÏiiæj gLZvi dx iwÏj gnZvi, ১০৮৮।আল

অয়াদিয়াশী, 'উমর বিন আলী ইবনে আহমদ, :gv°vZj gKviivgvn, দারু হেরা, ১৪০৬, প্রথম সংস্করণ।

আল-মাকদেসী, আব্দুস্তাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ, :Avj-gMbx wdj wdKn, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবনি 'আব্দিস্তাহ আল-হুসাইনী, :iƒûj gvÔAvbx dx Zvdmxwij KiÔAwbj ÔAvRxg Iqvm mveÔDj gvQvbx, বৈরূত : দারুস সাদির, তা.বি.।

আল্ কারযাভী, ইউসুফ, :Bmjv‡g nvjvj nvivgi weavb, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, তা.বি.।

আস-সুয়ূতী, 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর, জালালুদ্দীন, :Avj RvwgÔ Avm mMxi, জেদ্দা, দারু তইরিল 'ইলমি, তা.বি.।

আল হামযানী, আবি শুজা আদ দাইলামী, :Avj wdi'vDm wd gvÔQwij wLZve, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬।

আল নিশাপুরী, আবু আব্দুস্তাহ আল হাকিম, :Avj gmZv'ivK ÔAvjvm mnxnvBb, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.।

আল জুরযানী, আবু আহমদ, :Avj Kvwgj wd 'ÔAvdwqi wiRvj, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮, তৃতীয় সংস্করণ।

আল বাইহাকী, আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন, : ïqvej Cgvb, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত , ১৪১০, প্রথম সংস্কারণ।

:Avj gv'Lvj Bjv mbvb Avj Keiv, কুয়েত, দারুল খুলাফায়ি লিল কিতাবিল ইসলামী, ১৪০৪।

:mbvb Avj evqnvKx Avj Keiv, দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১০ হি.

আল হাম্বালী, আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন রজব, :'viæj ÔDjwg Iqvj ûKwg, বৈরুত, দারুল মা'আরিফা, ১৪০৮।

আল আসবাহানী, আবু নাঈম আহমদ বিন 'আব্দুস্তাহ, :ûwjq¨vZj AvDwjqvÔ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৫, চতুর্থ সংস্করণ।

আল মুকাদ্দাসী, আবু 'আব্দুস্তাহ মুহাম্মদ web :Avj Avnv'xmj gLZvivn, মাক্কাতুল মুকাররাম,

আব্দুল ওয়াহিদ বিন আহমদ বিন হাম্বাল — মাকতাবাতুন্ নাহদাতিল্ হাদীসাহ, ১৪১০, প্রথম সংস্করণ।

আল হাইছামী, 'আলী ইব্ন আবী বকর, — :gvhgvDh hvIqwq', দারুর রাইয়ান লিতুরাস, কায়রো, ১৪০৭ হি.।

আল বুরহানপুরী, 'আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দিন আল হিন্দি, — :Kvbhj D¤§vj dx mbwbj AvKIqvj Iqvj Avdô Avj, আলেপ্পো, ১৩৭৯/১৯৬৯।

আল মাযী, আবুল হুজাজ, — Zvnhxej Kvgvj, বৈরুত, মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৮০।

আল মুনাবী, আব্দুর র'উফ, — :dvB'j K'xi, মিশর, মাকতাবাতুত তিয্যারিয়্যাহ আল কুবরা, ১৩৫৬ হি।

আল মাকদাসী, আব্দুস্তাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা, — :Avj gMbx, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.।

আল কিনানী, আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল, — :wgmevûR RRvRvwZ, বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩হি, দ্বিতীয় সংস্করণ।

আল মুতী, আব্দুস্তাহ ও অন্যান্য সম্পাদিত, — :আহমদ শরীফ সম্পাদিত, msw•ß evsjv Awfavb, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

আল আসকালানী, আহমদ বিন আলী বিন হাজর, — :Avj BQvev, বৈরুত, দারুল জাইল, ১৯৯২, প্রথম সংস্করণ।

:dvZûj evix, বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯হি।

:ZvMjxKZ Zvôjxk, বৈরুত, মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫, প্রথম সংস্করণ।

:wjmvbj wghvb, বৈরুত, মু'আস্সাসাতুল ôAvjvgx লিল মাতবুয়াত, ১৯৮৬, তৃতীয় সংস্করণ।

:ZvnhxeZ Zvnhxe , বৈরুত, দারু BnBqwqZ তুরাসিল 'ইলমিয়্যাহ, তাবি।

আল-দীন, আশরাফ, — :'''¨ PvBì †mvjRviô ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৪।

আল-জাওজিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যিম, — :hv'j gvôAv',মিসর:মাতবাঅ' মুস্তফার বাবিল হালবী,১৯৫০।

আল মুবারাকপুরী, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রাহীম আবুল 'আলা, — :ZndvZj Avn Iqvhx, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

আবুল কাসেম, খলফ বিন আব্দুল মালিক ইবনে বিশকওয়াল, — :MvIqwghj AvmgvBj genvgvZ, বৈরুত,'আলামুল কুতুব,১৪০৭ হি.।

আবূ জাফর, — :Zwg c_ wcqZg bex ZwgB cv‡_q ; bvix ¯vaxbZv : Bmjvg I cvðvZ¨ wek¦, ঢাকা : পালাবদল পাবলিকেশন্স লি:, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

আবু জাফর মুহাম্মদ ইকবাল সম্পাদিত, :wkï I gwnjv‡'i Dbqb Kvhµg wØZxq chvয়, ঢাকা : তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয় ও ইউনিসেফ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুস্তাহ, নাসিহ উলওয়ান, :Zviweqv Zj Avljv' wdj Bmjvg , তা.বি.।

আস্ সিবায়ী, ড. মুস্তফা, :Avj gviAvZ evBbvj wdKwn Iqvj Kvbwb, তা.বি.।

আস সান'আনী, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, :mejm mvjvg, বৈরুত, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৩৭৯, চতুর্থ সংস্করণ।

আহমেদ চৌধুরী, ড. :gmwjg AvB‡bi BwZnvm, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

ইউনিসেফ বাংলাদেশ, :evsjv‡'‡ki wkï I Zv‡'i AwaKvi, বাংলাদেশের প্রাথমিক cwZ‡e'‡bi Dci wkï AwaKvi KwgwUi mgvcbx ch‡e•Y, জুন-১৯৯৭, ঢাকা-২০০৩।

ইবনে কাসীর, হাফিয মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল বৈরুত, :Zvdmx‡i Beb KvQxi, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, লেবানন।

ইবনে 'ওমর, :Avj we'vqv Iqvwbnvqv, বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ।

ইবনে হাযাম, :Zvnhxej Avmgv, বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৬, প্রথম সংস্কারণ।

ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীয়াহ, :ZndvZj gvIj',কায়রো, মাকতাবা ওবাইদুস্তাহ কূর্দী, তাবি।

ইবনে মানযুর, আবুল ফযল যামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররম আল-আফরীকী, :wjmvbj ÔAvie, ইরান:নাশ্‌রু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫ হি.।

ইবনি হিব্বান, ইবনি আহমদ আবু হাতিম আত্ তামিমি আল্ বাসতি, :mnxn Be‡b wneÿvb, বৈরুত, মু'আস্‌সাসাতুর্ রিসালাহ, প্রকাশকাল ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্কারণ।

ইবনে আবি শাইবা, মুহাম্মদ, :gmwbvd Be‡b Awe kvBevn, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯, প্রথম সংস্করণ।

ইবনি খুজাইমা, আবু বকর আস্‌সালামি আন্ নিসাপুরী, :mnxû Bewb LRvBgvn, আল্ মাকতাবাতুল্ ইসলামী, বৈরুত, প্রকাশকাল ১৯৭০।

ইমাম আল-মাওয়ারদী, :AvnKvg Avm-mjZwbq¨vn, বৈরুত-লেবানন : দারুল ফিকর, তা.বি.।

ইমাম আয-যাহাবী, : Avj Kvev‡qi, অনুবাদ : আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩।

:wKZveZ Zvôhxi, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আল কাদরী, মুহাম্মদ ইবন সালামাহ, :gmbv‘k-wknve, লেবানন, ১৪০৭ হি.।

ইমাম বুখারী, আবূ আব্দিস্তাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা, :mnxn Avj-eLvix, বৈরুতঃ দারু ইবনি কাছির, ইয়ামামা, প্রকাশকাল-১৯৮৭/১৪০৭।

: Avj Av‘vej gdiv‘, বৈরুত, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯, তৃতীয় সংস্করণ।

ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, :mnxn gmwjg, বৈরুতঃ ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তাবি।

ইমাম নাসায়ী, :mbvb Avb bvmvqx, হালব : মাকতাবাতুল্ মাতবু‘আতিল্ ইসলামিয়া, প্রকাশকাল- ১৪০৬।

ইমাম তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, :Rv‡g AvZ-wZiwgwh, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী, ১৪২১হি.।

ইমাম আবু দাউদ,সুলায়মান ইবনে আল-আশ আশ, :mbwb Ave ‘vD‘, দারুল ফিক্‌র, তাবি।

ইমাম আহমদ,আবূ আব্দিস্তাহ ইবনে হাম্বল, :gmbv‘ Avng‘, কায়রো : মুয়াস্‌সাসাতু কুরতুবা, তাবি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া, :Avj-wnmevn, মাতবা‘আতুল মুয়াইয়িদ, কায়রো, মিসর, ১৩১৮ হি.।

ইমাম কাসানী, :ev‘v‡qÛDm mvbvCÛ,আল মাতবা‘আ আল-জামালিয়্যাহ,মিসর।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ‘উমার ইবন’ আবদিল ‘আযীয ইবন ‘আবেদীন, :nwkqvZ Beb ÛAv‡e‘xb, দারুন নাফায়িস, রিয়াদ, ১ম সংস্কারণ ১৯৯৮ ইং, পৃ. ১৪৫।

ইমাম নববী,আবূ যাকারিয়্যাহ মহীউদ্দীন ইব্ন শারফ, :kiwn mnxn wj gmwjg, তা.বি.।

ইমাম আবুল হাসান, আলী ইবনে ইসমাঈল (মুল) মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আবদুল হামীদ সম্পাদিত, :gvKvjvZj Bmjvwgq¨xb Iqv BLwZjvdj gm¯ Íxb, ২য় সংস্করণ, মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল মাসরিয়্যাহ, কায়রো,১৯৬৯।

ইমাম মালিক, আনাস, :gqvËv gvwjK, আল কাহেরা, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী , তাবি।

ইমাম দারিমী, ‘আব্দুস্তাহ মুহাম্মদ ‘আব্দির রহমান আবূ মুহাম্মদ, :mbvb Av‘ ‘vwigx, দারুল্ কিতাবিল আরাবী : বৈরুত, প্রকাশকাল-১৪০৭, প্রথম সংস্করণ।

ইমাম ইব্ন মাজাহ, আবূ আব্দিস্তাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, :mbvb Beb gvRvn, প্রথম খণ্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত।

সম্পাদনা পরিষদ :wewae× Bmjvgx AvBb, তৃতীয় ভাগ,সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

ইমাম ‘আলী ইবন আহমদ ইবন হাযম, :gviwZej BRgv, মাতবা’আতুল কুদস, মিসর, ১৩৫৭ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-ইসফারাঈনী, :gmbv‘ Awe ÔAvIqvbvn, দারুল মায়েদা,বৈরুত, ১৪১৭ হি.।

এবি রফিক আহমেদ অনূদিত, :Bmjv‡g wkï cwiPhv, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৮৭।

এএসএফ (২০০৪) :ÒGwmW mwnsmZvq cwZKvi I cwZ‡iva : AvB‡bi c‡qvM I mvgvwRK m‡PZbvÓ শীর্ষক সেমিনার, ঢাকা, সিরডাপ মিলনায়তন, ৯ ডিসেম্বর ২০০৪।

: GbwRI †dvivg di wWswKs IqvUvi mvcøvB GÐ m¨wb‡Ukb, রিপোর্ট ২০০৫।

এস আমিনুল ইসলাম, :Ô*An Introduction to sociology'* বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ২০০১।

এমএম ইসলাম, :Pxbv heK‡‘i Avk¼v:eD RU‡e †Zv-kxlK cwZ‡e‘b, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৬ জানুয়ারি, ২০০৫।

কবি গোলাম মোস্তফা, :wkïi cY, ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বই, জাতীয় শ্রিজ্ঞ বোর্ড, ঢাকা।

করিম, :gnvbexi wkï cxwZ, ঢাকা : রুসা প্রকাশনী, ১৯৯০।

কবির, র‍্যাচেল, :wkï‡‘i AwaKvi, আমাদের অঙ্গীকার (জুন-১৯৯৮), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

কামরুল হাসান (সম্পাদিত), :msev‘c‡Î gvbewaKvi j•N‡bi PvjwPÎ, ১৯৯৯, ঢাকা ম্যাল-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ২০০০।

কুরতুবী, কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, ইবনে রুশদ, :we‘vqvZj gRZvwn‘ Iqv wbnvqvZj gvKwm‘, বৈরুত, দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৯।

ক্যারল বেলামী, :বিশ্ব শিশুপরিস্থিতি, ২০০৪, নির্বাহী পরিচালক, জাতিসংঘ শিশু তহবিল।

গাজী এস এম অজেম ও ড. গাজী এসএম আসমত, : D”P মাধ্যমিকRxe weÁvb, দ্বিতীয় পত্র : প্রানি বিজ্ঞান, ঢাকা: গাজী পাবলিশার্স-২০০৭।

গাজী শামছুর রহমান, :gvbewaKvi fvl¨, জুন ১৯৯৫, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

জেজেএস, :P¨v‡jÄ, (এইচ আইভি/এইডস বিষয়ক প্রচারনা) চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল : †gŠwjK mgm¨v mgva¨vb Bmjvgx AvBb, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬।

: gmwjg e¨w³MZ AvBb, ঢাকা : পানকৌড়, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হুমায়ন আজাদ, :bvix, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

ড. নেছার আহমেদ, :c‡ivMvgx weÁvb, পঞ্চম বর্ষ, ক্লোনিং পদ্ধতি একটি বিতর্কিত বিষয়।

আরেফ মাহমুদ, ডা. মুহাম্মদ, :mbv‡Z ivmj (m.) I AvawbK weÁvb, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, আল কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০০।

ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, :gnvbexi Rxeb PwiZ, অনুবাদ:আব্দুল আউয়াল, (ঢাকা:ই.ফা.বা.,১৯৯৮),পৃ. ৪৫২।

ড.শাহ্ মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমীম ও মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, : ইসলামী আইন ও বিচার, ২৬ সংখ্যা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা।

: আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, সোনালী সোপান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪ খ্রি.।

ডা. মুহাম্মদ আলী আলবার, প্রফেসর মুহাম্মদ :KiÔAvb I nv'x‡mi Av‡jv‡K gvbl mwói µgweKvk, ঢাকা, আব্দুল হক ও ডা. সাফওয়াত জীবন অনূদিত, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১।

ডাঃ খোন্দকার বুলবুল সরওয়ার ও ড. মুহাম্মদ ছাইদুল, :GBP AvBwf/GBWm cwZ‡iv‡a ˆeÁwbK I ˆbwZK wk•v, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৭।

সম্পাদনা পরিষদ, :dvZvIqv I gvmvBj, খণ্ড-২-৩, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

তথ্যভিত্তিক গ্রন্থনা, : জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

তাওহিদুল ইসলাম, :c_শিশু‡'i e¨vsK, দৈনিক নয়া দিগন্ত, সাপ্তাহিক প্রকাশনা, অবকাশ, ঢাকা, ৩০ মার্চ, ২০০৮।

তাব্বারাহ,'আফীফ 'আব্দুল ফাত্তাহ, :i|n' Øxwbj Bmjvgx, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িয়ীন, ২৫ তম সংস্করণ. ১৯৮৫)

তেরেশ ব্লঁশে, :evsjv‡'‡k wkï AwaKvi : nvwi‡bv ˆkke: Zvi BwZK_v, সৈয়দ আজিজুল হক অনূদিত,

থেরা, বুদ্ধানন্দ, :AvšÍRwZK †eŠ×wenvi,মেরুল বাড্ডা,ঢাকা, ১২১২।

দেহলভী, ওয়ালী উস্তাহ, :û¾vZ¯ Íwnj ewjMvn, দিস্তী, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

নাইমা হক, :we‡q I bvixi gvbewaKvi, গুঞ্জন, ১১ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৩, নারী প্রস্তু, ঢাকা।

নিজামী, শামসুন্নাহার, :Ôbvix wbhvZ‡bi KviY I cwZKviÕ ঢাকা : আল হেরা প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯১।

নিপোর্ট, : Demographic and Health Survey(DHS) , ১৯৯৩-১৯৯৪ এবং ১৯৯৬-১৯৯৭।

নিপোর্ট, : Demographic and Health Survey (DHS) , ১৯৯৯-২০০০।

নূরুল মু'মিন, :gmwjg AvBb, চতুর্বিংশ অধ্যায়, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

পরিচিতি :mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০০৫।

প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেন ফোরাম রিসোর্স ও একশন সিরিজের, :bvix wbhvZ‡bi Dci wi‡cvU©, ১৯৮৯।

c‡dmimÕm Kv‡i›U A¨v‡dqvm, :বর্ষ ১০, সংখ্যা ১১১, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

পানিপথী, কাজী ছানাউল্লাহ, :Zvdmxi Avj gvRnvix, পাকিস্তান : মাকতাবাতুর রাশীদিয়া, তা.বি.।

পি-এডামসন, এ ফেইলিওর অব ইমাজিনেশন, : †'kmg‡ni AMMwZ, ঢাকা, ইউনিসেফ, ১৯৯৬।

ফাহমিদা আহমদ, :Avcwb hLb bZb gv, ˆ'wbK BbwKjve, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

ফিলিপ অলস্টোন 'কনজিউরিং অব হিউম্যান রাইটস' এ প্রোপোজাল ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল, :Av‡gwiKvb Rvbvj Ae B›Uvib¨vkbvj j 78, ১৯৮৪।

evB‡e‡ji civZb I bZb wbqg, :(সৌজন্যে- সিডিসি, গাজীপুর)।

evsjv GKv‡Wgx evOjv D"PviY Awfavb, :ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

evsjv‡'k †M‡RU, : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ : bvix cvPvi cwZ‡iva Kgkvjv, ১৯৮৮।

বাংলাদেশ সরকার, পকিল্পনা কমিশন, : The Fifth five-Year Plan, 1997-2000, মার্চ ১৯৯৮, ঢাকা।

বিশ্ব শিশু দিবস, :wkï AwaKvi mßvn cKvkbv, ২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর-২০০০।

বিবিএস, : *Child Nutrition Survey of Bangladesh*, ১৯৯৫-১৯৯৬ এবং ১৯৯৭-১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিবিএস, *: Sample Vital Registration Survey,* ১৯৯৬-১৯৯৭।

বিবিএস, *:Progotir Pathey : Achieving the Goals for Children in Bangladesh (Preliminary results),* ১৯৯৪-১৯৯৯।

মঞ্জুরুল ইসলাম, ড. সৈয়দ, সম্পাদিত, :evsjv‡`‡ki wkï I Zv‡`i AwaKvi, ঢাকাঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

gvbe m¤ú` Dbœq‡b agxq †bZv‡`i m¤ú³KiY : UNFPA কর্তৃক পরিচালিত শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত 'হ্যান্ড আউট' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি : Bmjv‡g ˆbwZKZv I AvPiY Bmjvgx Av`‡j w`Kwb‡`kbv, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৮।

মালেকা বেগম অনূদিত (বাংলা সংস্করণ), :RwZmsN PZ_ wekbvix m‡¤§jb : †eBwRs †NvlYv I Kgcwi Kíbv, ঢাকা : রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ১৯৯৭।

ম্যাসলাইন মিডিয়া, :gvbewaKvi j•N‡bi PvjwPÎ, ২০০৪।

মিথিলা, আলিম, : 'মায়ের দুধ ও নবজাতকের জন্মগত অধিকার' (নিবন্ধ), gv I wkï (ফিচার সংকলন)।

মাওদুদী, সাইয়েদ আবূল আ'লা, :c`v I Bmjvg, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১০।

ঐ :ûKKh hvIRvBb, করাচী, ১৯৯৬।

ঐ :Bmjv‡gi `wó‡Z Rb¥wbqšY, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

ঐ :Zvdnxgj Ki‍Avb, করাচী, তা.বি.।

মুহাম্মদ আশ-শারকায়ী, : আত-তিফলু ফীল ইসলাম, সৌদীআরব : দা'ওয়াতুল হক্ব, ১৪১৪ হি.।

মো : আব্দুল কাদের, ড. :bvbv a‡g bvix, চট্টগ্রাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০।

মোহাম্মদ হান্নান, ড., :Ôwkïiv h× PvqbvÕ ঢাকাঃ ধ্রুবএষ, ২০০৭, প্রচ্ছদ ফ্লাশব্যাক।

মো:ফজলুর রহমান আশরাফী, :Bmjvgx DËiwaKvi AvB‡b bvixi AwaKvi I dvivBh, ঢাকা : আর আই এস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর, ১৯৯৫।

মুহাম্মদ আব্দুল হক, ড., : জনসংখ্যা বিজ্ঞান (নিবন্ধ), nv`xm I mvgwRK weÁvb, ২ খণ্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন, মাওলানা, :cwiewiK msKU wbim‡b Bmjvg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী, জালাল উদ্দিন, :'মায়ের দুধ : যার বিকল্প নেই' (নিবন্ধ) gv I wkï, ফিচার সংকরণ।

মুহাম্মদ হাসান রহমতী (২০০৩), :Bmjv‡gi thŠb weavb, কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ১ ভূমিকা।

মো: আবু মাসুদ, :wkïi cwó, gv‡qi 'a I evowZ Lvevi, মা ও শিশু, ফিচার সংকলন, শিশু ও মহিলাদের উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়, ঢাকা, তথ্য অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, ২০০৪।

মোঃ ইছাহাক মোস্তা, :gvbe †Kwbs wb‡q wKQ K_v, c‡ivMvgx weÁvb, বিংশ বর্ষ ঃ ১ম - ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ- চৈত্র, ১৪১০।

মো: আনছার আলী খান, :wkï welqK AvBb, ঢাকা, বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানি, ২০০০।

রফিউদ্দীন, :BmjwgK AvBb weÁvb I gmwjg, ঢাকা ২০০৪, খোশরোজ কিতাব মহল।

রাইটস ক্লাস্টার, :RwZmsN wkï AwaKvi mb', (Convention on the right-of the child) ।

রুনু আক্তার, :SwKcY KvR I wkïkwgK, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ), স্টেট অব চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ, ২০০৭।

রোজি ফেরদৌস, :'শিশুর জন্য মায়ের দুধ' (নিবন্ধ), gv I wkï (ফিচার সংকলন)।

শাহ্ আব্দুল হান্নান, :bvix I ev¯ÍeZv, ঢাকা : এ্যডর্ণ পাবলিকেশন, প্রথমপ্রকাশ, জুলাই, ২০০১।

শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম ও ড. আমির হোসেন সরকার, :mvs¯wZK AvMvmb Bmjvgx ms¯wZ I Ab¨vb¨ Abl½, সেন্টার ফর ইস্ট ওয়েস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, তা.বি, ২০০৩।

শফী, মুফতী, মুহাম্মদ, অনুবাদ ও সম্পাদনা- মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, :Zvdmx‡i gvÔAwidj KiAvb, মদীনা মনোওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে আলী, :dZûj K'xi, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৬৩।

শামীম খান, :jvL jvL c_wkï eÂbvi শিকার, দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ জুন ২০০৪।

শিশু অধিকার, :evsjv‡'k wkï AwaKvi †dvi‡gi ^Îgwm K wbDR †jUvi, সংখ্যা-২০, এপ্রিল-নভেম্বর-২০০৫।

wkï AwaKvi mb', : জাতিসংঘ।

wkï AwaKvi KwgwUi Kv‡Q wkï AwaKvi ms‡hvM-Gi weKí cwZ‡e'b, : ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

wkï AwaKvi KwgwUi Kv‡Q evsjv‡'‡ki wkï AwaKvi †dvivg Gi weKí cwZ‡e'b, : ১৯৯৫।

wkï m¤úwKZ ZZxq mvK gšx chv‡qi m‡¤§j‡bi Rb¨ c¯Z Kiv evsjv‡'k K¨ww›U †ccvi, evsjv‡'k miKvi, : ১৯৯৬।

সম্পাদনা পরিষদ, :wkï wek‡Kvl, খণ্ড-৫, ঢাকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

সম্পাদনা পরিষদ, :AvjgMxix, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

: msweavb, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

:msw•ß Bmjvgx wek‡Kvl(c_g LÐ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫।

সাদিক, হুসায়ন, :তা'লীমুল মার'আতি ফিল ইসলাম, Avj-evÔQj Bmjvgx, লাক্ষ্মৌ : মুয়াসসাসাতুস সহাফা ওয়ান নশর, ষষ্ঠ সংখ্যা, রবী'উল আওয়াল, ১৪২০ হি.।

সাইমন ড. বিভোর, :'¨ †m‡KÐ †m·, ঢাকা : এশিয়াটিক পাবলিকেশন্স, ২০০১।

সা'ঈদ, আহমাদ, সাইয়েদ, অনুবাদ : মোহাম্মদ আব্দুল করিম নাঈমী, : Bmjvg I wL÷ev', ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৮৩।

সাহা, বাসন্তি, :Dbqb Kgx KwgDwbKv, ঢাকা, "স্মাক্ষরতা বুলেটিন"-১১৫, সেপ্টেম্বর ২০০৩, আশ্বিন ১৪১০।

সিদ্দীক, মোঃ আবু বকর, :wkï AvBb I AwaKvi, শিশু আইন,১৯৭৪, কামরুল বুক হাউজ, ঢাকা, ২০০৩।

সিরাজুল ইসলাম সম্মাদিত, :evsjv wcwWqv খণ্ড-৯, ঢাকা; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

সিরাজুল জেমস ডব্লিউ নিকেল, :Making Sense of Human Rights, আফতাব হোসেন অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

সেলিনা হোসেন, :evsjv‡'‡ki †g‡q-wkïÕ ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯০।

†m·qvj n¨vivm‡g›U Bb b_- :ওয়েস্ট ইউরোপ গ্রীটস টিমার এন্ড ক্রিস্টিন বাজেমা, ইউরোপীয়ান জার্নাল অফ উইমেন্স স্টাডিজ ভলিউম-৬, ৪, ১৯৯৯।

সৈয়দ আশরাফ আলী, :nhiZ †gvnv¤§' (mv.) : bvixgw³i cw_Kr, ঢাকা : আল-ইমামত, ইমাম প্রশ্রিক্ষা একাডেমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দে শৈশব আগামী... : বিশ্ব শিশু দিবস প্রকাশনা, ২ অক্টোবর ২০০০, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গবেষণা ত্রৈমাসিক পত্রিকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা : ইফাবা।

‰‘wbK AvR‡Ki KvMR|

‰‘wbK Avgvi †‘k|

‰‘wbK Avgv‡‘i mgq|

^‘wbK B‡Ëdv K|

‰‘wbK BbwKjve|

‰‘wbK msMvg|

^‘wbK bqvw‘MšÍ|

‰‘wbK c_g Av‡jv |

‰‘wbK †‘k evsjv|

^‘wbK hMvšÍi|

^‘wbK RbKÉ|

‰‘wbK hvqhvqw‘b|

‰‘wbK mgKvj |

^‘wbK †fv‡ii KvMR|

^‘wbK evsjvi evYx|

djKwo, wkï wK‡kvi msMVb|

mvßvwnK †iveevi|

mv•iZv e‡jwUb, গণস্বাক্ষরতা অভিযান,ঢাকা।

A Dictionary of Biological terms, : eight edition, oliver Boyd ltd. UK. p 640.

Bangla English Dictionary, : ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৫ পৃ. ৪১৮।

Bangladesh Shishu Adhikar forum, : http;/www.bsafchild.org/bsaf-tra.php

Bettany, : *The Encyclopaedia Britanica*, Board of Editors, Chicago : Macropaedia, 1995.

Benjamin, Walker, :*Hindu World*, London : George Allen & Unwin Ltd., W. D.

S.C. : *Chatterjee Fundamentals of Hinduism*, Calcutta, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

Convention against torture and other Cruel, : *Inhuman or Degrading Treatment or punishment,* 1984

Census Report, : *Boroda,* (1901), p. 120.

David, M. Levy, : *Maternal Over Protection*, Newyork, 1943.

Arnold Green SA. Modern *Neurosis,* Introduction of family, : *The Middle Class Male Child and* London, 1961.

Dr. Oswald Schwaz, : The Psychology of sex, London, 1951.

Dr. F.Savage king, : *Helping Mothers to Breast Feed*, আমেরিকান মেডিকেল রিসার্স ফাইউণ্ডেশন, (এএমআর এফ) নাইরোবি, কেনিয়া।

: *Helping Mothers to Beast Feed,* Published in 1992, By the African Madical, Reachars Foundation(AMRE), Nairobi Cania.

: Employment of Children Act 1938

Fida, Hussain Malik, : *Wives of the Prophet*, Lahor :Ashraf publications,4th Ed. 1983.

Guru Parsad, : *Introduction to The Study of Hibduism,*(W.D.) p. 9.

Holy Bible, *:* Genesis.

Hinduism and Children, : Hindu Website.com

http:// : The buddhism. com 2007/08/byddism and children html.

http:// :www. christainity and human rights. com/brith.

http:// : www.bsafchild.org/bsaf lab.php)

http:// : www.msnbc.msn.com/2d/3076930

http:// :www.beliefnet.com/story/145-14537-1.html

http.// :www.belicfnet.com/Story/145-14537-2html.

http. // :www.bangladesh gov.bd/index.php? option com-webklnk&task ministryhemid=152)

Dhaka University Institutional Repository